আইজ্যাক আজিমভের সায়েন্স ফিকশন গল্প-৫

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আইজ্যাক আজিমভের সায়েন্স ফিকশন গল্প-৫

মূল
আইজ্যাক আজিমভ

সঙ্কলন সম্পাদনা
হাসান খুরশীদ রুমী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ঐতিহ্য

www.BanglaBook.org

প্রকাশক
মোঃ আরিফুর রহমান নাইম
অণিতজ্ঞা
রুমা মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪১১
ফেব্রুয়ারি ২০০৫

প্রচ্ছদ
বিদেশী চিত্র অবলম্বনে
হাসান খুরশীদ রুমী

গ্রাফিক্স
মশিউর রহমান

বর্ণবিন্যাস
ওয়ার্ল্ড কালার গ্রাফিক

মুদ্রণ
কমলা প্রিন্টার্স

মূল্য : একশ' পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISAAC ASIMOV-ER SCIENCE FICTION GALPA-5 by Isaac Asimov edited by Hasan Khurshid Rumi. Published by Md. Arifur Rahman Nayeem, Oitijjhya. Date of Publication February 2005.

Website : www.oitijjhya.com

Price : 150.00 US $ 6.00

ISBN 984-776-276-7

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

ভূমিকা

দ্য মার্শিয়ান ওয়ে

পানি কেন এত জরুরি ? আগে অন্যান্য জ্বালানি ব্যবহৃত হত। কিন্তু বর্তমানে প্রোটন মাইক্রোজাইল আবিষ্কৃত হওয়ায় পানিকেই জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যাচ্ছে। পৃথিবী ছেড়ে মহাশূন্যে পাড়ি জমাবার জন্য একটি মহাকাশযানকে কমপক্ষে দশ লক্ষ টন পানি ব্যবহার করতে হয়।

বিলম্ব

রজারের পাগুলো সোজা হয়ে ওঠে এবং তার শরীরটা ক্যানোনের মাথার ওপর মাটির সমান্তরালভাবে ভেসে থাকে। সে ওই অবস্থায় একপাশে ফিরে শুয়ে যেন কনুইতে ভর দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে।

ক্যাননের মাথা থেকে টুপিটা হেলে পেছনে বিছানার ওপর পড়ে গিয়েছিল।

তিনি ঢোক গিলে শুধু বলেন, 'উনি আসতে পারেন!'

ইচ অ্যাম এক্সপ্লোরার

অবতরণের পর অবাক হয়ে গেল কাউনস। গাছপালার তুলনায় প্রাণীর উপস্থিতি অনেক কম। যেখানে সাধারণ প্রাণীই বিরল, সেখানে বুদ্ধিমান প্রাণী থাকার সম্ভাবনা তো আরো দূরে। এরপরেও বেশ কিছু কুঁড়েঘরের সন্ধান পেল তারা। অবতরণের জায়গা থেকে আধা মাইল দূরেও হবে না জায়গাটা। খড় বিচালিতে ছাওয়া ঘরগুলো সুস্পষ্টভাবে আদিম বুদ্ধিমান প্রাণীদের তৈরি।

এছাড়াও 'গ্রান্ডমাস্টার অব সায়েন্স ফিকশন আইজ্যাক আজিমভের আরো কয়েকটি সায়েন্স ফিকশন গল্প 'আইজ্যাক আজিমভের সায়েন্স ফিকশন গল্প-৫'-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

০৭/০২/২০০৪
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট

হাসান খুরশীদ রুমী

www.BanglaBook.org

সূচিপত্র

গুড টেস্ট-৯
ভিক্টরি আন ইন্টেনশনাল-৩৩
দ্য মার্শিয়ান ওয়ে-৪৩
স্ট্রেনজার ইন প্যারাডাইজ-৭৫
ফেয়ার এক্সচেঞ্জ-৮৪
বিলিফ-১০০
লাইট ভার্স-১৪৭
বাটন, বাটন-১৫২
পেটি ডি ফোই গ্রাস-১৬২
সেগ্রিগেইসনিস্ট-১৮১
হোমো সল-১৮৯
ইচ অ্যান এক্সপ্লোরার-১৯৯
আইডিয়াজ ডাই হার্ড-২১৭
দ্য লাইফ অ্যান্ড টাইমস অব মাল্টিভ্যাক-২৩০

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

গুড টেস্ট

এক

ব্যাপারটি সবার কাছে পরিষ্কার। ছোট চকার যদি গ্র্যান্ড ট্যুরে না বেরোত, তাহলে কিছুই ঘটত না ওদের। চকার পরিবারের যেমন মর্যাদাহানি ঘটত না, তেমনি স্তম্ভিত এবং আতঙ্কিত হত না গোটা গ্যামার।

গ্র্যান্ড ট্যুরের ব্যাপারটি ঠিক অবৈধ কিছু না, তবে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। অন্তত গ্যামারে নয়। নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে শুরু থেকে বাবা চকার-এর বিরুদ্ধে। তবে মা চকার কিন্তু ঠিকই তার ছোট ছেলের পক্ষ নিল। আর মায়েরা সময়ে-সময়ে সন্তানের পক্ষ নিয়ে যেমন অটল থাকে, তেমনি একটা একগুঁয়েমি দেখা দিল তার মাঝে। মহিলার দ্বিতীয় সন্তান দেখা দিল তার মাঝে। সে এই ছোট চকার । তাদের দুটি সন্তানই ছেলে। ঘটনার সময় যেহেতু ছোট'র পরে আর কোনো সন্তান ছিল না মা চকারের, কাজেই মা হিসেবে অন্ধের মতো ছেলের পক্ষ নেয়াটিতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

তার ছোট ছেলে কক্ষপথের অন্যান্য জগৎ দেখতে চেয়েছিল এবং কথা দিয়েছিল, বছর খানেকের বেশি থাকবে না এই সফরে। প্রথমে ছেলের একথা শুনে কেঁদেকেটে অস্থির মা চকার। দুশ্চিন্তায় তার রাতের ঘুম হারাম। কিছুতেই ছেলেকে সে চোখের আড়াল করবে না। শেষে চোখ মুছে নিষ্প্রাণ কণ্ঠে প্রস্তাবটা পাড়ল বাবা চকারের কাছে। আর এভাবে গ্র্যান্ড ট্যুরের সুযোগটা পেল ছোট চকার।

ঠিক এক বছর পর, এখন ফিরে এসেছে ছোট। এ উপলক্ষে উৎসব চলছে বাড়িতে। কালো একটা নতুন চকচকে শার্ট পরেছে বাবা। কিন্তু সে তুলনায় হাসিখুশি ভাব নেই চেহারায়। বিস্তারিত জানার জন্যে ছেলেকে কিছু জিজ্ঞেসও করছে না সে। অন্য জগতের অদ্ভুত জীবন এবং আদিম ইতিহাস জানার কোনো আগ্রহ নেই তার।

www.BanglaBook.org

সে বলল, 'তোর রঙটা মলিন হয়ে গেছেরে, ছোট। নষ্ট হয়ে গেছে।'

শব্দ করে হাসল ছোট চকার। তার পাতলা-সাতলা মুখের পরিষ্কার ত্বক কুঁচকে গেল হাসিতে। বলল, 'যতটা পেরেছি সূর্য থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছি, বাবা। কিন্তু অন্য জগতে সব সময় সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে না।' মা চকার কিন্তু সে রকম কিছু মনে করছে না। সে উষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'ওর মাঝে মোটেও মলিনতা নেই। ওর নিশ্বাসে বরং উষ্ণতা পাচ্ছি।'

'ওটা সূর্যের কারণে,' নাখোশ কণ্ঠে বিড়বিড় করল বাবা। 'এবং এরপর যা ঘটবে, ওদের মতো নোংরা জায়গা ঘেঁটে বেড়াবে এ ছেলে।'

'ওসব খামারের কাজ আমার জন্যে নয়', বলল মা। 'বড় কঠিন কাজ ওটা। মাঝে মধ্যে ব্যাঙের ছাতার খামারে গেছি তো আমি।'

বড় চকার ছোট চকারের চেয়ে বছর তিনেকের বড়। প্রশস্ত মুখ আর ভারি শরীরটা ছাড়া বাকি সব দিক দিয়ে ছোটভাইয়ের সাথে মিল রয়েছে তার। ছোটভাই অন্যান্য পৃথিবী ঘুরে এসেছে বলে এক ধরনের ঈর্ষা হচ্ছে তার। এ নিয়ে যত ভাবছে, ততই গুলিয়ে যাচ্ছে মাথা। সে বলল, 'ওখানকার আসল খাবার খেতে পেরেছিস, ছোট?'

'কিছু তো খেতে হয়েছেই,' বলল ছোট চকার। 'তবে মা'র দেয়া খাবারগুলো খুব কাজে লেগেছে। মাঝেমধ্যে মনে হচ্ছে এ খাবারই বাঁচিয়ে রেখেছে আমাকে।'

'আমার তো ধারণা,' বিস্বাদ একটা ভাব নিয়ে বাবা চকার বলল, 'আমাদের জন্যে অখাদ্যগুলো ওদের প্রধান খাবার। না জানি কত জঘন্য ওই খাবার!'

'শোনো, বাবা,' একটু থামল ছোট চকার, কেন বলার জন্যে কথা বাছাই করল সে, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'কোনো রকমে প্রাণধারণ করেছি সেখানে। কোনোমতে টিকে থাকার মতো আর কি। এরচে' বেশি কিছু আর বলব না। তবে মা, বাড়িতে ফিরে আসতে পেরে বড় ভালো লাগছে আমার। আলোটা এত আরামদায়ক আর কোমল।'

'বুঝতে পেরেছি, রোদে অনেক পুড়েছিস', বলল আর মা। 'তবু তো তুই গেলি। যাক, ভালোয় ভালোয় তবু ফিরে এসেছিস। এখানে রোদে পোড়ার কোনো ভয় নেই।'

'এরপরেও ওদিকে যেতে পেরে আমি খুশি, মা,' বলল ছোট চকার। 'আট-আটটি ভিন গ্রহ দেখে এসেছি। এ থেকে তোমার এমন এক ধারণা তৈরি হবে, যা অন্য কোনোভাবে হবে না।'

www.BanglaBook.org

'ওরকম ধারণা না হওয়াই ভালো', বলল মা।

'কথাটা ভালো বললে কিনা, নিশ্চিত হতে পারছি না,' বলল ছোট চকার। বড় ভাইয়ের দিকে যখন সে তাকাল, সামান্য কেঁপে উঠল তার ডান চোখের ওপরের পাতা। বড় চকারের ঠোঁট দুটো আঁটো হয়ে চেপে বসল কিছু বলতে, কিন্তু শেষমেষ কিছু বলল না সে।

দুই

ভোজ হয়ে গেল একখান। শুরুতে ছোট চকার এমন ভাব দেখাল, যেন সব খাবার সে একাই খেয়ে ফেলবে। পরে তারই আগে অরুচি দেখা গেল ভোজে। খাবার নিয়ে বিশেষ কোনো পছন্দ ছিল না ছোটর। তার মা একটার পর একটা খাবার নিয়ে আসতে লাগল, আর সেসব চেখে দেখতে লাগল ছোট। যেন মায়ের ভাণ্ডারে খাবারের শেষ নেই কোনো।

'মা', স্নেহধন্য ছেলেটি বলে উঠল শেষে। 'বড্ড পেরেসান হয়ে পড়েছে আমার জিভ আর যে রুচছে না মুখে।'

'রুচছে না ?' বলল তার মা। 'কি অলক্ষুণে কথা বলছিস, বাবা ? রসনার দিক দিয়ে একেবারে দাদার গুণটা পেয়েছিস তুই। মাত্র ছ'বছর বয়সেই খাবার চেখে দেখার বেলায় বেশ পাকা হয়ে গিয়েছিলি। ভূরিভূরি উদাহরণ আছে এর। এমন কোনো খাবার ছিল না, চেখে বলে দিতে পারতি না খাবারটা কি। অথচ হয়তো সে খাবারের নামটাও তখন ভালোভাবে উচ্চারণ করতে শিখিসনি।

'স্বাদ নেয়ার গ্রন্থি ঠিকমত ব্যবহৃত না হলে, ভোঁতা হয়ে যায় তার গুণ,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল এলডার চকার। 'আর অন্য সব গ্রহে গিয়ে যে বেহুদা ঘোরাঘুরি, এটা একটা মানুষের চরম ক্ষতি করে দিতে পারে।

'তাই ? ঠিক আছে, দেখা যাক,' মা বলল, 'ছোট, তোর সন্দেহবাদী বাবাকে বলতো সেখানে গিয়ে কি খেয়েছিস।'

'ঠিক করে বলব ?' বলল ছোট চকার।

'হ্যাঁ। তোর বাবাকে দেখিয়ে দে, তোর মনে আছে সব।'

ছোট চকার চোখ বন্ধ করে বলল, 'ওটা দুর্লভ এক সুস্বাদু খাবার। খাবারের স্বাদটা আমি এতই উপভোগ করেছি, ওটাকে বিশ্লেষণ করতে আর থামিনি। ব্যস, এ পর্যন্তই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'দেখেছ ? পাশ কাটাচ্ছে তোমার ছেলে।' বলল বাবা।

'কিন্তু আমি চেষ্টা করব', দ্রুত বলল ছোট চকার। 'প্রথম জায়গাটাতে, সবার জন্যে যে প্রধান খামার, তার উৎপত্তি পূর্ব শাখার ব্যাঙের ছাতার খামার থেকে এবং তেরোতম করিডোর রয়েছে এর মাঝে। আমার অনুপস্থিতিতে যদি বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন না ঘটে থাকে, তাহলে তাই।'

'না, তুই ঠিক বলেছিস,' সন্তুষ্টির সাথে বলল মা।

'এবং ওটা বেশ ব্যয়বহুল', বলল বাবা।

'টাকার শ্রাদ্ধ আর কি,' খানিকটা টকোয় শোনাল তার কণ্ঠ, 'আর আমাদের অবশ্যই হৃষ্টপুষ্ট ব্যাঙের ছাতা রয়েছে। এর বাইরে অন্য কিছু থাকলে বল, ছোট।'

'ঠিক আছে', বলল ছোট চকার। 'প্রথমে সেখানে আমার মনে যে জিনিসটি ছাপ ফেলে, তা হচ্ছে—দারুণ এক বাসন্তী সকাল, তার সাথে যোগ হয়েছিল সতেজ পাতাগুলো। আর একটি স্পর্শ, তবে সেটা একটি স্পারা-পল্লবের স্পর্শের চেয়ে বেশি কিছু নয়।'

'একেবারে ঠিক', বলল মা, সুখী একটা ভাব তার হাসিতে।

একের পর এক এভাবে বলে চলল ছোট চকার। এখনো চোখ বুজে আছে। বিলাসময় রসনা-স্মৃতির সামনে পেছনে সে গড়াগড়ি খাচ্ছে স্বাদ নেয়ার নমুনাগুলোর সাথে সঙ্গতি রেখে।

তালিকার আট নম্বর জিনিসটাকে ডিঙিয়ে গেল ছোট এবং সেখানে ফিরে এল আবার। বলল, 'ওই জিনিসটা আমাকে হতবুদ্ধি করেছে।'

বড় চকার বলল, 'কেন, ওখান থেকে নিসনি কিছু ?'

'অবশ্যই নিয়েছি এবং বেশিরভাগ জিনিসটাই নিয়ে নিয়েছি। সেটা ছিল তিড়িং বিড়িং লাফানো এক মেষ শাবক। আস্তে আস্তে যে লাফিয়ে চলে, সে রকম কোনো ভেড়ার বাচ্চা নয়। রীতিমত তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়েছে।'

'আরে, ব্যাপারটাকে এত কঠিন করে ফেলছিস কেন ? যা বলেছিস, সেটাই সহজ,' বলল বড় চকার। 'আর কিছু ?'

'সবুজ-পুদিনা ছিল, তার সাথে ছিল একটুখানি টকোয় পুদিনা—দুটোই ছিল আর কি। সেই সঙ্গে ছিল রক্তকণার মতো ঝিলিক। তবে আরেকটা জিনিস ছিল, যার কথা মনে নেই।'

www.BanglaBook.org

'ভালো ছিল সেটা ?' জানতে চাইল বড় চকার।

'ভালো ? আমাকে এ প্রশ্ন করার দিন নয় এটা। প্রতিটা জিনিসই ভালো। প্রতিটা জিনিসই রসাল। এমন কি যে জিনিসটা আমি ধরতে পারিনি, সেটাও ছিল অত্যন্ত মজার। জিনিসটা এক ধরনের ঝুপো কুঁড়ির মতো দেখতে, মানে হেজ-ব্লুমের মতো, তবে জিনিসটা আরো ভালো।'

'আরো ভালো ?' আনন্দিত হয়ে উঠল বড় চকার। 'সেটা তো আমার বেলায় !'

'তোমার বেলায় বলতে কি বোঝাতে চাইছ ?' জানতে চাইল ছোট চকার।

বাবা দৃঢ় অনুমোদনের ভঙ্গিতে বলল, 'তুমি যখন বাইরে গিয়েছিলে, আমার বাড়িতে থেকে যাওয়া ছেলেটি খুব ভালো কাজ করেছে। এমন এক কম্পিউটার প্রোগ্রাম উদ্ভাবন করেছে ও, যার ফলে জীবনের সাথে সুসঙ্গত নতুন তিনটি সুগন্ধি অণু বেরিয়ে এসেছে। আর এই অণুগুলোর মাঝে রয়েছে উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতির ছাপ। বড়'র এই দুর্দান্ত আবিষ্কারগুলো থেকে একটা দেয়া হয়েছে তোর দাদাভাইকে। সেটা একটা টাং-রুম। আর সেটা পেয়ে গেছে তোর দাদুভাইয়ের অনুমোদন।'

বড় চকার বলল, 'তিনি আসলে কোনো কিছু বলেননি, বাবা।'

মা বলল, 'তাঁর যে অভিব্যক্তি ছিল, তাতে কোনো ভাষার দরকার ছিল না।'

'ভালো', বলল ছোট চকার, খেলাটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে সেদিকে ঝুঁকল সে। 'তুমি কি পুরস্কারের জন্যে লড়বে নাকি ?'

'মাথায় আছে সেটা', ভাবলেশহীন থাকার চেষ্টা করে বলল বড় চকার। 'তবে এই একটা জিনিস নিয়ে নয়—আমি সেটাকে পার্পল-লাইট বলে থাকি। আমার বিশ্বাস, আরো কিছু পাব আমি, যা আরো মূল্যবান হয়ে উঠবে প্রতিযোগিতার জন্যে।'

ছোট চকার ভুরু কুঁচকে বলল, 'আমি তো ভেবেছিলাম যে—'

'ভেবেছিলাম যে, হাত-পা মেলে চিৎপাত হব, এবং আর কিছু নিয়ে ভাবব না। এখন দেখছি ভাইয়ার আবিষ্কার নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। দেখি, তার পার্পল-লাইটের কেমিক্যাল স্ট্রাকচার সম্পর্কে কি ধারণা করা যায়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিন

সপ্তাখানেক ধরে ছুটির আমেজটা রয়ে গেল চকার পরিবারে। গামারে সুপরিচিত বাবা চকার। গামারের অর্ধেক অধিবাসী তাদের কৌতূহল মেটাতে ঢুঁ মেরে এল চকারদের এলাকায়। নিজ চোখে তারা দেখে এল, বহাল তবিয়তে ফিরে এসেছে ছোট চকার। বেশিরভাগ কৌতূহলী গামারবাসী লক্ষ্য করল তার ত্বক। একাধিক তরুণী স্পর্শ করতে চাইল ছোট চকারের গাল। যেন রোদেপোড়া হালকা তামাটে রঙটা ত্বকের কোনো স্তর, যা স্পর্শ করলে অনুভূত হবে।

ছোট চকার বেশ আত্মতৃপ্তি নিয়ে জাঁকালভাবে মেয়েদের ছুঁতে দিল তার গাল। মা অবশ্যি তেমন পছন্দ করলেন না ব্যাপারটা।

দাদুভাই টোমাজ নেমে এলেন তাঁর উচ্চাসন থেকে। সাদা চুল দাদুর সহজাত গুণকে ভোঁতা করে দিয়েছে, কিংবা তাঁর মাঝে বয়সের কোনো ছাপ পড়েছে—এমন কিছু দেখা গেল না। রসনাবিদ হিসেবে ওস্তাদ তিনি। যদিও অর্ধ-শতাব্দী আগে ফারন দাদুর এরকম রসনা বিষয়ক ওস্তাদির কথা শোনা যেত, এরপরেও টোমাজ দাদুকে বিশেষ মূল্য দেয় গামারবাসীরা। এমন কিছু নেই, যা চেখে টোমাজ দাদু সেটা সম্পর্কে নাড়িনক্ষত্র জানতে পারেনি।

নিজের গুণকে খাটো করে দেখার মতো বড় ধরনের প্রবণতা নেই ছোট চকারের। এরপরেও তার স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই, রসনার ব্যাপারে সে সহজাত গুণ তার রয়েছে, দাদুর অভিজ্ঞতার ধারে কাছে এখনো পৌঁছুতে পারেনি সেটা।

নিজের অসামান্য দক্ষতার গুণে আজ প্রায় বিশ বছর ধরে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব পরিচালনা করে আসছেন তিনি। বাইরের পৃথিবীতে কখনো যাননি দাদু। তাঁকে প্রশ্ন করা হল এ ব্যাপারে।

প্রশ্রয়ের মৃদু হাসি ফুটল তাঁর মুখে। মা চকারকে বললেন, 'অস্থির হওয়ার কোনো দরকার নেই, মা। আজকালকার তরুণেরা কৌতূহলী হয়ে থাকে। আমাদের সময়ে নিজেদের ব্যাপারগুলো নিয়ে তৃপ্ত ছিলাম আমরা। কিন্তু আজকালকার এই নতুন যুগে, অনেকে বাইরে বাইরে দৌড়োচ্ছে, যার নাম দেয়া হয়েছে গ্র্যান্ড ট্যুর। হয়তো বা ভালো এটা। ভিনগ্রহগুলোতে গিয়ে ওরা যখন দেখবে—সেখানে যাচ্ছেতাই অবস্থা, তীব্র রোদ আর তৃপ্তি করে খাওয়ার মতো কিছু নেই, তখন এই প্রবীণতম ভাইটির প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যাবে ওদের।'

www.BanglaBook.org

টোমাজ দাদু একমাত্র গামারবাসী, যাঁর মুখে এই গামারের নাম 'প্রবীণতম ভাই' শুনল ছোট চকার। অবশ্যি ভিডিও ক্যাসেটগুলোতে দেদার পাওয়া যায় 'প্রবীণতম ভাই'। একুশ শতকে যখন ভিনগ্রহে বসবাসের প্রক্রিয়া শুরু হয়, তখন চাঁদের কক্ষপথে স্থাপন করা হয় এই কলোনি। তৃতীয় কলোনি এটা। কিন্তু পরিবেশের দিক দিয়ে আগের দুটো, আলফার এবং বেটার বসবাস উপযোগী হয়নি। শুধু গামার হয়েছে।

ছোট চকার দাদুর মন বুঝে সাবধানে বলল, 'অন্য গ্রহের মানুষ আমাকে একথা বলতে কখনো ক্লান্তি অনুভব করেনি যে, তাদের কাছে গামারের অভিজ্ঞতা কি বিশাল জিনিস। ভালো যা কিছু শেখার, এই গামার থেকেই শিখেছে ওরা।'

টোমাজ স্মিত হেসে বলেন, 'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। ভালো বলেছে।'

ছোট চকার আরো সতর্ক হয়ে বলল, 'এবং এরপরেও নিজেকে ভালোবাসার যে ব্যাপারটি, বুঝতে পেরেছ দাদু, এর উন্নতি তারা ঘটিয়েছে এই গামারে।'

টোমাজ দাদু সজোরে নিশ্বাস ফেললেন তাঁর নাক দিয়ে। দাদু বলেন, নিজের ভালো চাইলে মুখ দিয়ে কখনো নিশ্বাস ছাড়বে না। এ ব্যাপারে দাদুর বারবার সতর্ক করে দেয়ার কারণটা হচ্ছে, মুখ দিয়ে নিশ্বাস ছাড়লে রসনা ভোঁতা হয়ে যায়। দাদুর গভীর নীল চোখ দুটো স্থির হল ছোট চকারের ওপর। তার বরফ-সাদা ভুরুর জন্যে আরো বেশি নীল দেখাচ্ছে দু'চোখ।

'তা—এই উন্নতিটা ঘটাল কিভাবে?' জিজ্ঞেস করলেন দাদু। 'সে রকম নির্দিষ্ট কোনো উন্নতির কথা কি বলেছে তারা?'

ছোট চকার জানে, পাতলা বরফের ওপর দিয়ে স্কেট করছে সে। কাজেই সতর্ক হয়ে গেল। এদিকে ভয়ানক রকম ভুরু কুঁচকেছে বাবা। ছোট নরম কণ্ঠে বলল, 'ব্যাপারগুলোকে তারা যেভাবে মূল্যায়ন করে, আমি হয়তোবা ঠিক সেভাবে বিচার করতে পারি না।'

'তারা যেভাবে মূল্যায়ন করে মানে? এমন কোনো গ্রহ খুঁজে পেয়েছিস, যারা ফুড কেমিস্ট্রি আমাদের চেয়ে ভালো জানে?'

'না! অবশ্যই না, দাদু। সেখানে যদ্দূর আমি দেখেছি, ফুড কেমিস্ট্রির সাথে জড়িত কেউ নয়। ওরা সবাই আমাদের আবিষ্কারের ওপর নির্ভর করে থাকে। সরাসরি স্বীকারও করে সেটা।'

www.BanglaBook.org

দাদু টোমাজ নাক দিয়ে একটা বিচ্ছিরি শব্দ করে বললেন, 'ওরা আমাদের ওপর নির্ভর করে থাকে অগণিত অণুর ক্রিয়া এবং পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া জানতে। ফলে প্রতিবছর এ নিয়ে গবেষণা রকতে পারে তারা। সংজ্ঞা নিরূপণ এবং বিশ্লেষণ করতে পারে আরো হাজার খানেক অণুর। খাবারের মূল উপাদান এবং ভিটামিন সংক্রান্ত যে চাহিদা, সেটা বের করে নিতে আমাদের ওপর নির্ভরশীল হয় ওরা। সর্বোপরি, আমাদের ওপর নির্ভর করে রসনা বিষয়ক শিল্প নিয়ে ওরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে একেবারে শেষ পর্যন্ত। আমাদের জিনিসগুলো সূক্ষ্মভাবে ওরা মিশিয়ে দিচ্ছে নিজেদের জিনিসগুলোর সাথে। তাই নয় কি?'

'ওরা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে এটা।'

'আর আমাদের কম্পিউটারগুলো যতটা নির্ভরযোগ্য এবং যত কাজ জানে, এরচে' ভালো কম্পিউটার কোথায় আছে বল?'

'আমাদের ক্ষেত্র যত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, কোথাও নেই এ ধরনের কম্পিউটার।'

'আর প্রধান খাবার হিসেবে কিছু দিতে পারে তারা?' সকৌতুকে বললেন তিনি। 'কিংবা তরুণ এক গামারবাসীকে ভালো করে খাওয়াতে পারে তারা?'

'না, দাদু, প্রধান খাবার আছে ওদের। যেসব গ্রহে গেছি আমি, সবারই আছে প্রধান খাবার। আর যে গ্রহগুলোতে যাওয়া হয়নি, শুনেছি—সেসব গ্রহেও প্রধান খাবার রয়েছে। এমন কি কোনো গ্রহে প্রধান খাবার খেয়ে থাকে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা।'

লাল হয়ে গেল টোমাজের চেহারা। বিড় বিড় করে বললেন, 'যত্তোসব মূর্খের দল!'

'ভিন্ন জগতে ভিন্ন জীবন,' তড়িঘড়ি বলল ছোট চকার। 'এরপরেও, দাদু, প্রধান খাবারটা যদি সহজলভ্য, সস্তা আর পুষ্টিকর হয়, তাহলে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তারা তাদের প্রধান খাবারগুলো পেয়েছে আমাদের কাছ থেকে। তাদের সবার রয়েছে নির্দিষ্ট একটা ফাঙ্গাল স্ট্রেইন (ব্যাঙের ছাতার প্রজাতি)। এসব স্ট্রেইন নিয়েছে মূলত গামার থেকে।'

'কোন স্টেইন?'

'স্ট্রেইন এ-৫', কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বলল ছোট চকার। 'সবচে' বেশি প্রাণশক্তি রয়েছে এ প্রজাতির। আর সবচে' বেশি শক্তি যোগান দিতে পারে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এবং সবচে' নিকৃষ্ট', এক ধরনের তৃপ্তি নিয়ে বললেন টোমাজ। 'বাড়তি কোনো স্বাদ আছে তাতে ?'

'খুব সামান্য', বলল ছোট চকার। মুহূর্তেক ভাবল সে। তারপর বলল, 'ক্যাপারে গিয়ে দেখলাম, সেখানে বাড়তি একটা স্বাদ যোগ করা হয়েছে, এই স্টেইনে যা জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে ক্যাপারবাসীদের কাছে। খাবারটাকে আরো ভালো করার সম্ভবনা রয়েছে, কিন্তু যথাযথভাবে উন্নতি ঘটানো হয়নি। মা আমাকে যে খাবারগুলো দিয়েছিল, সেখান থেকে কিছুটা স্বাদ দিয়েছি ওদের। ওরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, গামার মহাশূন্যের একটা রত্ন বিশেষ।'

'তুই কিন্তু আমাকে একথা বলিসনি, ছোট,' বলে উঠল মা। দাদু-নাতির কথার মাঝে এতক্ষণ নাক গলায়নি সে। 'অন্য জগতের লোকেরা আমার তৈরি খাবারগুলো পছন্দ করেছে, তাই না ?'

'আমি সহজে হাতছাড়া করিনি খাবারগুলো', বলল ছোট চকার। 'এ ব্যাপারে একটু স্বার্থপর হয়ে গিয়েছিলাম। তবে যখনই ওদের তোমার দেয়া খাবারগুলো দিয়েছি, দারুণ পছন্দ করেছে, মা।'

চার

ক'দিন পর আলাদা এক জায়গায় জড়ো হল দু'ভাই।

বড় বলল, 'কী-তে যাসনি কখনো ?'

ছোট চকার নিচু স্বরে বলল, 'গিয়েছি তো। দু'দিন ছিলাম মাত্র। সেখানে অনেক দিন থাকা প্রচুর খরচের ব্যাপার।'

'আমার কোনো সন্দেহ নেই, সেখানে তোর এই দু'দিন থাকাটাও পছন্দ করবে না বাবা।'

'তাকে বলব না এটা। তুমি বলবে ?'

'মূর্খের মতো কথা। আমাকে বল এ সম্পর্কে।'

খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে সবিস্তারে সে কথা বলে গেল ছোট। শেষে বলল, 'কথা হচ্ছে কি, ভাইয়া, এটা ওদের কাছে ভুল মনে হয় না। আসলে ব্যাপারটা নিয়ে কোনো কিছু ভাবে না ওরা। এ থেকে আমার যা ধারণা হয়েছে, সত্যিকারে এখানে সঠিক এবং বেঠিক বলে হয়তো কিছু নেই। তুমি যে জিনিসে অভ্যস্ত, সেটাই ঠিক। আর তুমি যেটায় অভ্যস্ত নও, সেটা বেঠিক।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বাবাকে গিয়ে বলার চেষ্টা করো।'

'বাবা যা সঠিক মনে করে, সে জিনিসে বাবা অভ্যস্ত, তার মানে সেই এক কথা। তোমাকে মানতেই হবে এটা।'

'আমি মেনে নিলেই বা এর হেরফেরটা কি হবে? বাবা যা কিছু ভুল এবং নির্ভুল মনে করে, সেটা গামার-এর লিখিত আইন অনুসারে। আর সে আইনগুলো লেখা আছে একটামাত্র বইয়ে, যার একটা কপি আছে আমাদের কাছে। কাজেই বাইরের জগতের সব নিয়মকানুন আমার কাছে ভুল। আমি অবশ্য রূপকার্থে বলছি একথা।'

'আমি তো জানি, ভাইয়া—রূপকার্থে বলছ। তবে ব্যাপারটা আমাকে নাড়া দিয়েছে, যখন দেখলাম—অন্য জগতের লোকেরা কত সহজভাবে নিয়েছে এটা। আমি ভক্ষণ করতে দেখেছি ওদের।'

বিতৃষ্ণার একটা ভাব ছড়াল বড় চকারের সারা মুখে। বলল, 'তার মানে, ওরা পশু খেয়েছে বলতে চাইছিস?'

'ওরা যখন খাচ্ছিল, পশুর মতো দেখাচ্ছিল না খাবারটাকে। এটাই হচ্ছে পয়েন্ট।'

'তুই পশুগুলোকে মারতে দেখেছিস এবং সেগুলো কেটে-কেটে।'

'না', দ্রুত বলল ছোট চকার। 'খাওয়া শেষ হওয়ার পর ব্যাপারটা আমার চোখে পড়েছে। ওরা যা খেয়েছে, সেটা এক ধরনের প্রধান খাবার বা প্রাইম বলে মনে হয়েছে আমার। গন্ধটাও ছিল এক ধরনের প্রাইমের মতো। ওটার স্বাদটা আমার কাছে যা মনে হয়েছে—'

চূড়ান্ত রকমের বিকৃত হয়ে গেল বড় চকারের চেহারা। ছোট চকার আত্মরক্ষার্থে বলল, 'কিন্তু তুমি তো জান, পশুহত্যার প্রবর্তন শুরু হয় আমাদের মাঝেই। মানে, পৃথিবীর কথা বলছি। আর গামারে যখন প্রথম প্রাইম তৈরি হয়, সেটার স্বাদ কিন্তু মাংসের কোনো খাবারের মতো ছিল।'

'আমি এটা বিশ্বাস করতে চাই না', বলল বড় চকার।

'তুমি কি বিশ্বাস করতে চাও বা না চাও, সেটা কোনো ব্যাপার নয়।'

'শোনো', বলল বড় চকার। 'ওরা কি মারল না মারল, ও নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। ওরা যদি কখনো আসল প্রাইম খাওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে—সেটা স্ট্রেইন এ-৫ নয়, ফ্যাটেড ফাঙ্গাস (হৃষ্টপুষ্ট ব্যাঙের ছাতা), যা বলা হয় আর কি—এবং আদিম কোনো বাজে জিনিস না দিয়ে যদি ভালো কোনো জিনিস দিয়ে থাকে সে খাবারে, তাহলে সে খাবার

www.BanglaBook.org

সারাজীবন খেয়ে যাবে ওরা। কখনো পশুহত্যার কথা ভাববে না। আমি যে খাবারটা তৈরি করেছি। সেটা যদি খায় ওরা, আর যদি তৈরি করতে পারে—'

ছোট চকার সাগ্রহে বলল, 'তুমি সত্যিই পুরস্কারের জন্যে চেষ্টা করছ, ভাইয়া ?'

বড় চকার মুহূর্তেক ভেবে বলল, 'মনে হয়। পুরস্কার পাব, ছোট। সত্যিই পাব। এমনকি জয়ী না হলেও শেষতক পেয়ে যাব পুরস্কার। ভিন্ন রকমের একটা প্রোগ্রাম করেছি আমি।' উত্তেজিত দেখাল তাকে। 'আমার দেখা বা শোনা কোনো কম্পিউটার প্রোগ্রামের মতো নয় এটা এবং এটা কাজ করছে। এটা হচ্ছে সব দিক দিয়ে ...'

কিন্তু শেষতক কঠোরভাবে নিজেকে সংযত করল বড় চকার। অস্বস্তি নিয়ে বলল, 'আশা করি এ ব্যাপারে তোকে না বললে কিছু মনে করবি না তুই। কাউকে বলিনি এটা।'

ছোট চকার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'কাউকে এ ব্যাপারে বলাটা বোকার মতো কাজ হবে একটা। তোমার যদি সত্যিই একটা ভালো প্রোগ্রাম থাকে, তাহলে নিজের ভাগ্য গড়ে নাও। আমাদের দাদুকে দেখ। তাঁর যে করিওসার-সাং, আজ থেকে ৩৫ বছর আগের সেটা, কিন্তু আজ পর্যন্ত দাদু তাঁর কৌশলটা প্রকাশ করেননি।'

বড় চকার বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু তিনি কিভাবে এই কৌশল উদ্ভাবন করেছেন, এ ব্যাপারে স্বচ্ছন্দে আন্দাজ করা যায়। আর আমার মতে, এটা সত্যিকার—' সন্দেহ নিয়ে মাথা নাড়ল সে।

ছোট চকার বলল, 'তুমি যেহেতু পুরস্কারের জন্যে চেষ্টা করতে যাচ্ছ, কাজেই একটা কথা বলার আছে আমার।'

'বল ?'

'আমিও প্রতিযোগিতায় নামব ভাবছি।'

'তুই ? তোর তো সেরকম বয়স হয়নি এখনো।'

'বাইশ বছর আমার। তা—পুরস্কারের জন্যে নামলে কি মাইন্ড করবে তুমি ?'

'এখনো তো যথেষ্ট জানিস না তুই। একটা কম্পিউটার চালিয়েছিস কখনো ?'

'তাতে কি ? কম্পিউটার তো এর উত্তর নয়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কম্পিউটার নয়? তাহলে কি ?'

'টেস্ট বাডস। স্বাদ নেয়ার গ্রন্থি।'

'সাফল্য এবং ব্যর্থতা—সব কিছুর মূলে যে টেস্ট বাডস, এ শ্লোক আমরা সবাই জানি। আর আমি একটা সীমানার ভেতর ঝাঁপও দেব শূন্য অক্ষরেখা থেকে।

'কিন্তু আমি সিরিয়াস, ভাইয়া। একটি কম্পিউটার শুধুমাত্র সূচনা-বিন্দু মাত্র, তাই নয় কি ? শেষ তো হয় সেই জিভ দিয়ে, তা তুমি যেখান থেকেই শুরু করো না কেন ?'

'আর তোর মতো ওস্তাদ রসনাবিদ বালক করবে সেই কাজ।'

ছোট চকারের গায়ের রঙ এতটা তামাটে হয়নি যে, লাল হতে বাধা আছে। লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠল সে। বলল, 'হয়তো বা আমি ওস্তাদ রসনাবিদ নই, তবে একজন রসনাবিদ বটে। আর তুমি সেটা ভালো করেই জান। আসল কথাটা হচ্ছে, বাড়ি থেকে বছর খানেক দূরে থেকে ভালো প্রাইম সম্পর্কে জানতে পেরেছি আমি। হয়তো এবার সেটা কাজে লাগাতে পারব। যথেষ্ট শিখেছি আমি। দেখ, ভাইয়া, আমার জিভই হচ্ছে সব। বাবা-মা আমার পেছনে যে টাকা খরচ করেছে, সেটা ফিরিয়ে দিতে চাই আমি। তুমি কি আপত্তি জানাবে আমার প্রতিযোগিতায় নামার ব্যাপারে ? ভয় পাচ্ছ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ?'

শক্ত হয়ে গেল বড় চকার। ছোট ভাইয়ের চেয়ে লম্বা এবং ভারি গড়ন তার। মোটেও বন্ধুসুলভ দেখাল না তাকে। রাগী কণ্ঠে বলল, 'এমন কোনো প্রতিযোগিতা নেই যে, ভয় পাব। নামতে চাইলে নেমে যা প্রতিযোগিতায়। কিন্তু হেরে গিয়ে যখন লজ্জা পাবি, তখন যেন আবার ফুঁতফুঁতিয়ে কাঁদতে না দেখি। আর আমি বলে রাখছি তোকে, বাবা কিন্তু তোর এ ব্যাপারটি মোটেও পছন্দ করবে না।'

'প্রতিযোগিতায় নেমেই সঙ্গে সঙ্গে কেউ জিততে পারে না। আমি যদি এবার না-ও জিতি, শেষমেষ একদিন জয়ী হবোই। তুমি তো বলেছ এ কথা।'

এই বলে ঘুরে রওনা হল ছোট চকার। নিজের ভেতর এক ধরনের অভিমান অনুভব করল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঁচ

ঘটনা গড়িয়ে চলল শেষমেষ। প্রত্যেকেই যেন যথেষ্ট পরিমাণে গিলে নিল বাইরের জগতের গল্পগুলো। ছোট চকার পঞ্চাশবার করে বর্ণনা দিল দেখে আসা জীবন্ত পশুগুলোর। একশ' বার অস্বীকার করল—না, কোনো পশুকে হত্যা করতে দেখেনি সে। ছবির মতো করে ভিনগ্রহের শস্যখেতগুলোর বর্ণনা দিল ছোট চকার। ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চাইল লোকজন, দালানকোঠা এবং খেতখামারে যখন ঝলমলে রোদ ঝলকে ওঠে, তখন কেমন দেখায় সে দৃশ্য। ছোট চকার দু'শ'বার করে বোঝাল, না, গামারের আউটার ভিউয়িং রুমগুলোতে রোদের যে প্রভাব, ভিন্নগ্রহের রোদ ঝলকানো দৃশ্য মোটেও সেরকম কিছু নয়। অবশ্যি ওসব জায়গায় কদাচিৎ পা পড়ে গামারবাসীর।

এখন ছোট চকারের বাইরের জগৎ দেখা শেষ। করিডরগুলোতে না থামার জন্যে বরং আফসোস হচ্ছে তার। বিখ্যাত কেউ হতে এখন আর আগের মতো আফসোস নেই ছোট'র। বুক ফিল্ম নিয়ে খানিকটা বিভ্রান্তির ভেতর আছে সে। দেখে দেখে ক্লান্ত। তবে পারতপক্ষে মা-কে ঘাঁটাচ্ছে না।

মাকে গিয়ে সে বলল, 'কি হয়েছে, মা? সারাদিন একবারও হাসোনি তুমি।'

মা ছেলের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত কণ্ঠে বলল, 'বড় আর ছোট ভাইয়ের মাঝে বিরোধ দেখাটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ব্যাপার।'

'ওহ, মা,' বিরক্তির সাথে উঠে দাঁড়াল ছোট চকার। চলে গেল এয়ার ভেন্টের কাছে। জুঁই-দিবস আজ। বাতাস চলাচলের ফুটো দিয়ে ম-ম করছে জুঁই ফুলের মিষ্টি সৌরভ। এই সুগন্ধটা খুব পছন্দ করে ছোট। বরাবরের মতো আপনা আপনি চিন্তাটা মাথায় এসে গেল তার—কি করে আরো ভালো করা যায় এ সৌরভ। অবশ্যই সৌরভটা অতি মৃদু। ইচ্ছে করেই মৃদু করা হয়েছে, কারণ সবাই জানে, ফুলের তীব্র সুবাস জিভকে ভোঁতা করে দেয়।

'আমি যে পুরস্কারের জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছি', বলল ছোট চকার। 'তাতে কোনো গড়বড় নেই, মা। একশ' বছরের ওপরে যে কোনো গামারবাসী অবাধে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে।'

'কিন্তু নিজের ভাইয়ের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মোটেও মজা পাবি না।'

www.BanglaBook.org

'মজা! কেন পাব না ? আমি তো প্রত্যেকের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। সেও তাই করছে। ব্যাপারটা যা দাঁড়াচ্ছে তা হচ্ছে—একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি আমরা। আচ্ছা, মা, এটা কেন তোমার মনে হচ্ছে না, ভাইয়া আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ?'

'ও তোর তিন বছরের বড়, ছোট।'

'এবং হয়তো বা সেই জয়ী হবে, মা। আচ্ছা, ভাইয়া কি আমাকে বারণ করতে বলেছে তোমাকে ?'

'না, বলেনি। নিজের ভাই সম্পর্কে ওরকম কিছু ভাবিস না।' ব্যগ্র কণ্ঠে বলল মা, তবে তাকাল না ছোট ছেলের চোখের দিকে।

ছোট চকার বলল, 'ও, তাহলে এই। ভাইয়া তোমার পেছনে ঘুরঘুর করছে, আর তুমি তার মনের কথা বুঝে নিয়ে পটাতে এসেছ আমাকে। ভাইয়া কেন একাজ করেছে, আমি বুঝতে পেরেছি এর কারণ। সে ভেবেছিল প্রথম রাউন্ডে টিকব না আমি, অথচ টিকে গেছি।'

'যে কেউ টিকতে পারে', দরজা থেকে ভেসে এল বড় চকারের কণ্ঠ।

সাঁই করে ঘুরল ছোট চকার। বলল, 'এই কি তার নমুনা ? তাহলে এত দুশ্চিন্তা কেন তোমার ? টেকা যদি এতই সহজ, তাহলে শ'খানেক লোক ফেল মারে কেন ?'

এভাবে এককথা দু'কথায় লেগে গেল দু'ভাইয়ের তর্কাতর্কি। শেষে মা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ধমকে উঠল, 'ছোট, থাম বলছি ! আমরা হয়তো মনে রাখতে পারি ব্যাপারটা, জোট বেঁধে প্রতিযোগিতায় নামাটা তোদের দু'ভাইয়ের জন্যে খুব অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার।'

মায়ের সামনে নীরবতা ভাঙার সাহস পেল না কেউ। তবে দু'ভাই ভুরু কুঁচকে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল তীব্র দৃষ্টিতে।

ছয়

দিন যত গড়িয়ে চলল, ছোট চকার ততই আরো জড়িয়ে পড়তে লাগল সুগন্ধি প্রাইমের চূড়ান্ত নমুনা তৈরির কাজে। তার টেস্ট বাডস এবং ঘ্রাণশক্তি বলে দিচ্ছে, এমন এক জিনিস তৈরি করছে সে, যা এর আগে কখনো কোনো গামারবাসীর জিভে গড়ায়নি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রাইম ভ্যাটগুলো নিজে গিয়ে দেখে আসতে লাগল সে। সেসব জায়গায় ফকফকে ফাঙ্গাসগুলো দারুণভাবে জন্ম নিয়ে দুর্গন্ধ আবর্জনা থেকে, অস্বাভাবিক দ্রুততার সাথে বাড়িয়ে তুলছে বংশ। এসব খামারে আদর্শ পরিবেশে যত্নের সাথে বংশবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে তিন ডজন মৌলিক প্রজাতি। প্রতিটা প্রজাতির রয়েছে আলাদা ভ্যারাইটি।

ওস্তাদ রসনাবিদ টোমাজ দাদু গন্ধহীন প্রাইম একটু চেখেই বলে দিতে পারতেন সেটা কোন জাতের। তিনি একাধিকবার প্রকাশ্যে বলেছেন, কোন ফাঙ্গাস কোন ভ্যাটের, এটা বলায় জুড়ি নেই তার। এমনকি মাঝে মধ্যে এটাও বলেছেন, কোন প্রজাতি ভ্যাটের কোন অংশে জন্মে। যদিও লোকজন আজ পর্যন্ত দাদুর সম্পূর্ণ পরীক্ষাটা নেয়নি।

ছোট চকার কখনো ভাব দেখায় না দাদুর মতো তারও এত্তো এত্তো অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে চাহিদামত সঠিক বংশ এবং ভ্যারাইটির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে পরীক্ষা কোনোটাই বাদ রাখে না। ঠোঁট, জিভ সবই সমানতালে চালায়। প্রাইমের কোন মিশ্রণটা সবচেয়ে ভালো হবে, সেটার উপাদানগুলো আগে মিশিয়ে নেয় মনের ভেতর। টোমাজ দাদু বলেন, একজন ভালো রসনাবিদ উপাদানগুলো মনে মনে মিশিয়ে নেয় আগে, তারপর নিখাদ কল্পনা দিয়ে স্বাদ নেয় তার। সবাই অবশ্যি টোমাজ দাদুর এ মন্তব্যকে নিছক একটা কথার কথা বলে ধরে নিয়েছে। কিন্তু ছোট চকার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছে দাদুর এ পরামর্শ এবং এভাবে সফল হতে পারবে বলে নিশ্চিত সে।

কিচেনের বাইরের জায়গা ভাড়া নিয়েছে ছোট চকার। গরিব বাবার জন্যে বাড়তি একটা খরচ। অবশ্যি বড় চকারের যে চাহিদা, তার চেয়ে খরচ অনেক কম পড়ছে ছোট'র বেলায়।

ভাইয়ার তুলনায় খরচ কম করছে বলে কোনো মাথাব্যথা নেই ছোট চকারের। সেহেতু সে কম্পিউটার এড়িয়ে যাচ্ছে, কাজেই তার তো চাহিদা বেশি নেই। তবে রান্নাবান্নার সব ধরনের যন্ত্রপাতি দিয়ে ছোট্ট ঘরটা ভরিয়ে ফেলেছে সে। কাটাকুটির মিক্সার, মিশ্রণের মিক্সার, গরম করার হিটার, খাবার ছেঁকে তোলার ঝাঁঝরি হাতা সবই আছে তার কাছে এবং অন্তত একটি চমৎকার হুড রয়েছে ছোট চকারের কাছে, যা দিয়ে সে খাবারের গন্ধ ঢাকতে এবং দূর করতে পারে।

সাঙ্কেতিক আলো জ্বলে উঠল। এর মানেটা একদম পরিষ্কার। বাবা এসে হাজির। অপরাধের একটা শিহরণ অনুভব করল ছোট চকার।

www.BanglaBook.org

শৈশবে অতিথিদের জন্যে রেখে দেয়া প্রাইম চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে যে রকম লেগেছে, ঠিক সেই অনুভূতি।

'একটু দাঁড়াও, বাবা,' চেঁচিয়ে বলল ছোট। সেইসঙ্গে হাত চালাল দ্রুত। হুডটা ওপরে তুলে রেখে বন্ধ করে দিল পার্টিশান। টেবিলের ওপর থেকে খাবারের সব উপাদান ঝটিতে ফেলে দিল ময়লার পাত্রে। তারপর বেরিয়ে এসে দরজাটা দ্রুত বন্ধ করল তার পেছনে।

'দুঃখিত, বাবা', পরিবেশেটা হালকা করতে চাইল সে। 'কিন্তু রসনাবিদের দায়িত্ব হচ্ছে সবশ্রেষ্ঠ একটা কাজ।'

'বুঝলাম', কঠিন স্বর বাবার। তার নাকের পাতা ফুলে উঠছে ঘন ঘন, যেন পলাতক কোনো গন্ধ পাকড়াও করতে পেরে মনে মনে আনন্দিত। 'কিন্তু ইদানীং বাড়িতে তেমন একটা পাওয়া যায় না তোকে। যখন বাইরের পৃথিবীতে ঘুরে আসার ভূত তোর মাথায় চেপেছিল, তখনকার চেয়েও বাড়িতে কম থাকিস এখন। কাজেই তোকে কিছু কথা বলব বলে এসেছি।'

'কোনো সমস্যা নেই, বাবা। লাউঞ্জে চলো।'

লাউঞ্জটা তেমন দূরে নয়, এবং সৌভাগ্যক্রমে এ মুহূর্তে ফাঁকা। বাবার ধারাল দৃষ্টির সামনে নিঃশব্দে নিশ্বাস ছাড়ল ছোট চকার। সে জানে, এখন লেকচার দেবে বাবা।

বাবা শেষে বলল, 'ছোট, তুই আমার ছেলে এবং তোর প্রতি আমার যে কর্তব্য, সেটা করে যাব আমি। আমার কর্তব্য হচ্ছে, তোর খরচ যোগানো এবং দেখা—জীবনটাকে সুন্দরভাবে শুরু করেছিস কিনা। তবে এখানে নিন্দার ব্যাপারও আছে। কে চায় ভালো খাবারটা নষ্ট হয়ে যাক।'

চোখ নামিয়ে নিল ছোট চকার। ভাইয়ের সাথে প্রথম তিরিশ জনের ভেতর আছে সে, যারা আগামী সপ্তায় পুরস্কারের জন্যে ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এদিকে বাইরে একটা গুঞ্জন উঠেছে, ছোট চকার ডিঙিয়ে যাবে বড় চকারকে।

'বাবা', বলল ছোট চকার। 'তুমি কি ভাইয়ের জন্যে প্রতিযোগিতায় আমাকে কাজটা কম দেখাতে বলছ?'

হতবুদ্ধি হয়ে চোখ পিট-পিট করল বাবা। মুখটা হপ করে বন্ধ হয়ে গেল ছোট চকারের। পরিষ্কার সে ভুল পথে লাফ দিয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবা বলল, 'আমি তোকে বলছি না যে, প্রতিযোগিতায় তোর সবচে' সেরা নৈপুণ্যের চেয়ে কম কিছু কর। বরং আরো ভালো কর, সেটাই আমি চাই। এখন মনে করে দেখ, গত সপ্তায় স্টেনস মেজরের সাথে দুর্ব্যবহার করে কি লজ্জাটাই না দিলি আমাদের।'

ছোট চকার ভেবে পেল না, তার অপরাধ কি হয়েছে। স্টেনস মেজরের সাথে আদৌ কোনো দুর্ব্যবহার করেনি সে। বোকা সোকা এক তরুণী স্টেনস মেজর। যা না বললেই নয়, সে রকম অল্প একটু কথা হয়েছে তার সাথে। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

'স্টেনস মেজরের সাথে দুর্ব্যবহার করেছি? তোমাদের লজ্জা দিয়েছি? কিভাবে?'

'তাকে কি বলেছিস, মনে পড়ে না তোর? স্টেনস মেজর সব বলে দিয়েছে তার বাবা-মাকে। আমাদের পরিবারের ভালো বন্ধু তারা। আর এখন এ নিয়ে গুঞ্জন চলছে পুরো এলাকায়। তোর কি হয়েছে, ছোট? গামারের ঐতিহ্যের ওপর এমন হামলা চালাচ্ছিস কেন?'

'আমি তো ওরকম কিছু করিনি। আমার গ্র্যান্ড ট্যুর সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল সে। আরো শ'তিনেক মানুষকে যা বলেছি, তাকে বলেছি একই গল্প। এর বেশি কিছু তো নয়।'

'তুই তাকে বলিসনি, মেয়েদেরকেও গ্র্যান্ড ট্যুরে যেতে দেয়া উচিত?'

'ও, এই কথা।'

'হ্যাঁ, এই কথা।'

'কিন্তু, বাবা, আমি তাকে যা বলেছি, তাতে গ্র্যান্ড ট্যুরকে যদি সে মেনে নিত, তাহলে আমার বলার কিছু ছিল না। যেহেতু সে এরকম একটা ভালো পরামর্শে দুঃখ পাওয়ার ভান করেছে, কাজেই এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে, আরো বেশি গামারবাসীর বাইরের জগৎগুলো ঘুরে আসা উচিত। তাহলে ভালো হবে আমাদের সবার। একটা বড় বেশি আবদ্ধ সমাজে আছি আমরা। এটা আমার নিজস্ব অভিমত। তাই বলে আমিই একথা প্রথম বলছি না, বাবা।'

'হ্যাঁ, আমি শুনেছি কারা এসব বলে। তবে আমাদের সেকশনে কেউ বলে না, আমার পরিবারে তো অবশ্যই নয়। অন্যান্য গ্রহের অধিবাসীদের চেয়ে বেশিদিন ধরে টিকে আছি আমরা। আমাদের রয়েছে স্থিতিশীল এবং মানানসই সমাজ। ওদের সমস্যাগুলোর মতো কোনো সমস্যা নেই আমাদের। কোনো অপরাধ আছে আমাদের মাঝে? কোনো দুর্নীতি আছে?'

www.BanglaBook.org

'কিন্তু, বাবা, এসব আমরা পেয়েছি নিশ্চল এবং জীবন্মৃত থাকার বিনিময়ে। আমরা এত আবদ্ধ, এত বন্দি—কি আর বলব তোমাকে।'

'বাইরের জগতের ওই মানুষেরা কি শিক্ষা দেবে আমাদের ? সেখান থেকে ফিরে এসে এখানে বন্দি হয়ে কি খুশি হওনি তুমি ? গামারের আরামদায়ক সেকশানগুলোর আলোকিত করিডরের সোনালি আলো কি আনন্দ দিচ্ছে না তোমাকে ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু, জান তো, আমি নষ্ট হয়ে গেছি। বাইরের পৃথিবীগুলোতে এমন অনেক কিছু আছে, সে সবে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারলে খুব ভালো লাগবে আমার।'

'এবং ঠিক কোন জিনিসে অভ্যস্ত হতে চাও, আমার পাগল ছেলে ?'

একটু বিরতি নিয়ে ছোট চকার বলল, 'মুখে বলে আর কি হবে ? যখন প্রমাণ করতে পারব নির্দিষ্ট কোনো গ্রহের জীবনযাপন গামারের জীবন ধারার চেয়ে উন্নত, তখন না হয় প্রমাণটাই দেখাব। সে সময় আসা পর্যন্ত, মুখে বলার দরকারটা কি ?'

'তুই কিন্তু বেহুদা বক বক করে যাচ্ছিস, ছোট। তথমাথামির কোনো নাম নেই। বাইরের জগতে ঘুরে আসার ব্যাপারটি আসলে উপকারের চেয়ে তোর অপকারই করেছে বেশি। গ্র্যান্ড ট্যুর সেরে আসার পর আমার প্রতি যদি তিল পরিমাণ শ্রদ্ধাও থেকে থাকে, তাহলে দয়া করে এখন চুপ কর, বাপ। রেহাই দে আমাকে। ভাবিস না যে, আমাদের লজ্জায় ফেলে পার পেয়ে যাবি। তাহলে আবার দূরে পাঠাব তোকে। তখন গ্র্যান্ড ট্যুর চলতেই থাকবে তোর। যতদিন কক্ষপথ টিকে থাকবে, ততদিন ঘুরতে থাকবি তুই। একেবারে ত্যাজ্যপুত্র হয়ে যাবি।'

ছোট চকার নিচু গলায় বলল, 'তুমি যেমন বললে, বাবা, এই মুহূর্ত থেকে প্রমাণ যোগাড় না হওয়া পর্যন্ত মুখ বন্ধ থাকবে আমার।'

'যেহেতু কখনো প্রমাণ পাবি না,' বাবা বলল, 'কাজেই তুই তোর কথা রাখলে খুব খুশি হব আমি।'

সাত

প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব মানে সবচেয়ে বড় উৎসবের দিন। সমাজের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান, বছরের যে কোনো আয়োজনের চেয়ে সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা এই প্রতিযোগিতায়। তিরিশজন প্রতিযোগীর তিনিশটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিশ তৈরি। সব ক'টি ডিশ ভিন্ন ভিন্ন সুগন্ধি সুস্বাদু প্রাইমে ম-ম। তিরিশ জন বিচারকের প্রত্যেকেই প্রতিটা ডিশের স্বাদ নেবেন নিয়মিত বিরতিতে। একটা খাবারের স্বাদ নেয়ার পর, জিভটা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসা পর্যন্ত বিশ্রাম নেবেন তাঁরা। এভাবে কেটে যাবে সারা দিন।

গামারের এই প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এ পর্যন্ত প্রায় একশ' বিজয়ী পুরস্কার নিয়ে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। তবে গামারবাসীরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এসব বিজয়ীর সব ডিশই গামারের গ্রেট মেন্যুতে ক্লাসিক খাবার হিসেবে স্থান পায়নি। কিছু খাবারের কথা তো মানুষ ভুলেই গেছে, কিছু আবার চলে গেছে সাধারণ খাবারের তালিকায়। অপরদিকে, দুটো আইটেমের সমন্বয়ে তৈরি একটা খাবার বরাবর জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থান দখল করে আসছে। খাবারটি হোটেল রেস্তোরাঁয় যেমন দেদার বিক্রি হয়, তেমনি বাড়িতেও তোফা। দু'দশক ধরে এ খাবার মাতিয়ে রেখেছে গোটা গামারকে। খাবারটির নাম ব্ল্যাক ভেলভেট। চকলেট-ওয়ার্ম আর চেরি-ব্লসমের অদ্ভুত সমন্বয়। মিষ্টি খাবার হিসেবে বিশেষ একটা মান ধরে রেখেছে এটা, কিন্তু প্রতিযোগিতায় কোনোবারই ফাইনাল পর্যন্ত যেতে পারে না।

প্রতিযোগিতার ফলাফল নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই ছোট চকারের। তার আত্মবিশ্বাস এতটাই প্রবল হয়ে উঠল, ফলাফল কল্পনা করে একঘেয়েমিতে ভুগতে লাগল সে। বিচারকরা যখন একে একে এসে প্রতিটা ডিশ থেকে একটুখানি করে খাবার নিয়ে চেখে দেখতে লাগলেন, তাঁদের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করতে লাগল ছোট চকার। চেহারায় সতর্কতার সাথে নিস্পৃহতা ধরে রেখেছেন বিচারকরা, চোখের পাতায় কেমন ভারি একটা ভাব। এভাবে বিচারকরা সবাই জিভে বুলিয়ে গেলেন ছোট চকারের খাবারের স্বাদ। কিন্তু একজনও তাকে পাশ কাটানোর সময় বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাল না, কিংবা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল না। এমন কি তাচ্ছিল্যের ভাবও দেখা যায়নি তাঁদের মাঝে। তাঁরা শুধু যাঁর যাঁর কম্পিউটার কার্ডে রেকর্ড করে নিয়ে গেছেন রেটিং।

ছোট চকার ভাবল, বিচারকরা তার খাবার চেখে দেখার পর বিস্ময়ের ভাবটা চেপে গেছেন হয়তো। গত সপ্তায় আর এ খাবারের মিশ্রণটা একবারে নিখুঁত হয়েছিল। স্বাদের দিক দিয়ে চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছেছিল।

'কি রে, পুরস্কারের কথা ভাবছিস?'

ছোট চকারের কানের কাছে আচমকা বলে উঠল বড় চকার।

www.BanglaBook.org

চমকে উঠে পেছন ফিরল ছোট। বড় চকারকে দারুণ লাগছে প্ল্যাটিন পোশাকে।

ছোট চকার বলল, 'প্রাণ ভরে তোমাকে দোয়া করছি, ভাইয়া। সত্যিই। আমি চাই, যত ওপরে ওটা যায়, ওঠো তুমি।'

'তার মানে, তুই প্রথম হলে আমি দ্বিতীয়। ঠিক?'

'আমি জয়ী হলে দ্বিতীয় স্থান প্রত্যাখ্যান করবে তুমি?'

'তুই জিততে পারবি না। আমি যেভাবেই হোক, পরীক্ষা করে দেখেছি। তোর প্রাইমের স্ট্রেইন সম্পর্কে জানি আমি। জানি, কি ছিল তোর উপাদানগুলোয়—'

'নিজের কাজে সময় দিয়েছ কখনো? সারাক্ষণ তো গোয়েন্দাগিরি করে যাচ্ছ?'

'আমাকে নিয়ে অত ভাবতে হবে না। শিগগিরই বুঝতে পারবি, তোর এই মিশ্রণটা আসলে কোন কাজের নয়।'

'আমার ধারণা, কম্পিউটার দিয়ে পরীক্ষা করেছ এটা?'

'হ্যাঁ, করেছি।'

'তাহলে ফাইনালে এলাম কিভাবে? ভারি অবাক লাগছে আমার। হয়তো আমার উপাদানগুলো সম্পর্কে পুরোপুরি কিছু জান না। দেখো, ভাইয়া, আমার মিশ্রণের যে উপাদানগুলো, সেগুলো সামান্য কিছু হলেও অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল। মিশনের আগে এবং পরে আমরা যদি বিভিন্ন জিনিসের সম্ভাব্য সুষমতা এবং সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করি, তাহলে—'

'তোর লেকচার শুনতে চাই না, ছোট।'

'তুমি তো জান একটা সুচতুর জিভের জটিলতা নিয়ে কোনো প্রোগ্রাম করা হয়েছে, এমন কোনো কম্পিউটারে অস্তিত্ব নেই। শোনো এবার, মিশ্রণে তুমি এত সামান্য পরিমাণে উপাদান দিতে পার, যা শনাক্ত করতে পারবে না জিভ। এরপরেও সুগন্ধি যোগ করলে পরিবর্তনটা ফুটে উঠবে।'

'অন্য জগতের লোকেরা এটা শিখেয়েছে তোকে, তাই না?'

'আমি নিজের জন্যে শিখেছি এটা।'

বড় ভাইয়ের সাথে আর তর্কে না জড়িয়ে সরে গেল ছোট চকার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আট

বরাবরের মতো এবারও বিচারকমণ্ডলীর সভাপতির আসন দখল করেছেন টোমাজ দাদু। লোকজন বলছে, তিনি একাই বিশাল কমিটিকে আটকে ধরে আছেন জিভের খাঁজে।

লম্বা টেবিলের এ মাথা ও মাথায় নজর বোলালেন বুড়ো দাদু। বিচারকরা সবাই সসম্মানে বসে আছেন যাঁর যাঁর আসনে। ঠিক মাঝখানে বসেছেন টোমাজ দাদু। কম্পিউটারে হিসেব-কিতেব সব ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন ফলাফল তৈরি করছে ওটা।

একেবারে নিস্তব্ধ পুরোটা রুম। প্রতিযোগীরা সবাই তাদের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুদের নিয়ে বসে আছে প্রতীক্ষায়।

বাকি গ্রামবাসীরা সরাসরি ফলাফল দেখছে হলো-ভিডিওতে। এরপর খাওয়া-দাওয়ার ধুম চলবে সপ্তাহখানেক ধরে। পুরস্কার নিয়ে নানা মন্তব্য হবে। জনসাধারণের মতামত যে সব সময় বিচারকদের পক্ষে যায়, তা নয়। তাই বলে পুরস্কার বিজয়ের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না এর

টোমাক বললেন, 'আমি এমন কোনো পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের কথা মনে করতে পারি না,যেখানে এতটুকু সন্দেহ ছিল কম্পিউটারের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে, কিংবা ছিল সেরকম কোনো জনসমর্থন।'

স্মিত হেসে মাথা নাড়লেন বিচারকরা। তৃপ্তির একটা ভাব সবার চোখেমুখে।

ছোট চকার ভাবল : সাবইকে খুব আন্তরিক দেখাচ্ছে। পুরস্কারটা নির্ঘাত আমার কপালেই জুটবে।

টোমাজ বললেন, 'এ বছর আমার একটা সৌভাগ্য যে, এমন এক খাবার চেখেছি, যে খাবারটি অন্যান্য খাবারের চেয়ে সূক্ষ্ম, লোভ জাগান, এবং স্বাদের দিক দিয়ে অমৃতের মতো। এত সুস্বাদু খাবার আর কখনো চেখে দেখিনি আমি। জীবনভর সব খাবার চেখে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে এই খাবারটিই সবচে' সেরা।'

কম্পিউটো-কার্ডগুলো তুলে ধরে তিনি বললেন, 'এবারের বিজয়ী সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়েছে, কম্পিউটার শুধু প্রয়োজন হয়েছে রানার্সআপ নির্বাচনের জন্যে। এবারের বিজয়ী হচ্ছে—' শুধু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্যে নিছক একটু বিরতি, তারপর সবাইকে বিস্মিত করে ঘোষিত

www.BanglaBook.org

হল, 'মাউন্টেন-ক্যাপ ডিশের জন্যে এবারের পুরস্কার জয় করেছে তরুণ ছোট চকার।'

ছোট চকার এগোল ফিতের দিকে, ফলক পেল, সম্মান পেল, করমর্দন হল, রেকর্ডিং হল, আনন্দ-ফুর্তি হল এবং বাকি প্রতিযোগীরা তালিকায় তাদের অবস্থান দেখে নিল। বড় চকার পঞ্চম স্থান পেয়েছে।

নয়

খানিক পর ছোট চকারকে খুঁজে বের করলেন টোমাজ দাদু। তার বাহুটাকে আটকে নিলেন নিজের কনুইয়ে। বললেন, 'বুঝলে, ছোট, আজকের এই দিনটা তোর এবং আমাদের সকলের জন্যে চমৎকার একটি দিন। মোটেও বাড়িয়ে বলছি না। আজ পর্যন্ত এই জিভে যত খাবারের স্বাদ নিয়েছি, এর ভেতর তোর খাবারটাই সবচে' সেরা। এরপরেও তুই আমাকে কৌতূহলী এবং বিস্মিত করেছিস। তোর এই ডিশের প্রতিটা উপাদান শনাক্ত করতে পেরেছি আমি, কিন্তু কিছুতেই জানার উপায় নেই—কিভাবে এই মিশ্রণের সমন্বয় ঘটল এবং কি তৈরি হল। এর রহস্যটা কি বলবি আমাকে ? না বলতে চাইলে দোষ দেব না। কিন্তু তোর মতো অল্প বয়েসী তরুণ এত বড় একটা কাজ করল কিভাবে, তাই—।

'তোমাকে বলতে কোনো অসুবিধে নেই, দাদু। সবাইকে এটা বলতে চাই আমি। বাবাকে বলেছি, হাতে প্রমাণ না আসা পর্যন্ত এটার কথা বলব না তাকে। তুমি সেই প্রমাণ যোগাবে!'

'কি ?' ভাবলেশহীন কণ্ঠে বললেন টোমাজ। 'কিসের প্রমাণ ?'

'বাইরের পৃথিবী, ক্যাপারে থাকার সময় এই ডিশের আইডিয়াটা আসে আমার মাথায়। এজন্যেই তো ক্যাপারকে আদর করে মাউন্টেন-ক্যাপ বলি আমি। এই মিশ্রণে সাধারণ উপাদান ব্যবহার করেছি, দাদু। শুধু একটি ছাড়া সাবধানে মিশিয়েছি সব। আমার ধারণা, গার্ডেন-ট্যাং চিনতে পেরেছ তুমি ?'

'হ্যাঁ, পেরেছি, তবে একটু খানি পরিবর্তন আছে ওতে। ধরতে পারিনি সেটা। অন্য জগৎ এই ব্যাপারটা তোকে বলল কি করে ?'

'কারণ এটা আসলে গার্ডেন-ট্যাং নয়, দাদু। জটিল এক মিশ্রণ থেকে এই গার্ডেন-ট্যাং তৈরি করি আমি। এই মিশ্রণের গুণাগুণ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্তও।'

www.BanglaBook.org

টোমাজ কিছু একটা আঁচ করে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তার মানে, তাহলে, এই ডিশটা আবার তৈরি করতে পারবি না তুই ?'

শুধু একটা কারণে এই ডিশটা আবার তৈরি করতে পারি না, দাদু। সেটা হচ্ছে একটা উপাদান। আর এই উপাদান হচ্ছে রসুন।'

টোমাজ অধৈর্য কণ্ঠে বললেন, 'মাউন্টেইনি-ট্যাংয়ের জন্যে একমাত্র জঘন্য জিনিস এটা।'

'এটা একটি পরিচিত কেমিক্যাল মিক্সার। আমি এ গাছের কাণ্ড সম্পর্কে বলছি।'

টোমাজ দাদুর চোখ আর মুখ দুটোই হাঁ হয়ে গেল একসঙ্গে।

ছোট চকার সাগ্রহে বলে চলল, 'কোনো মিশ্রণই প্রাকৃতিকভাবে জন্মান জিনিসের জটিলতার বিকল্প হতে পারে না। ক্যাপারে বিশেষভাবে চাষ হয় এক উপাদেয় ভ্যারাইটির, যা ব্যবহৃত হয় ওদের প্রাইমে। তারা ভুলভাবে ব্যবহার করে থাকে জিনিসটা। পরিমাণের কোনো ঠিক নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় এল, একজন গামারবাসী অসম্ভব রকমের ভালো করতে পারে এটার ব্যবহার। এজন্যে ক'টা রসুন নিয়ে এলাম সঙ্গে এবং কাজে লাগিয়ে দিলাম সুন্দরভাবে। তুমি বলেছ এত মজার খাবার আবার কখনো পড়েনি তোমার জিভে। আমাদের সমাজে এটা মূল্য তুলে ধরার জন্যে এরচে' যদি ভালো প্রমাণ থাকে, তাহলে—'

কিন্তু থেমে যেতে হল ছোট চকারকে। টোমাজ দাদুর দিকে একরাশ বিস্ময় নিয়ে তাকাল সে এবং সতর্ক হয়ে গেল। দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছেন টোমাজ। ঘড়ঘড়ে গলায় তিনি বললেন, 'আর কিছু না, ধুলো থেকে জন্মানো জিনিস—আমি খেয়েছি—'

নিজের পেট নিয়ে প্রায়ই দম্ভ করে থাকেন টোমাজ দাদু। কখনো বমি করেননি তিনি, এতই অবিচল তাঁর পাকস্থলি। এমনকি শিশু বয়সেও তিনি বমি করেননি এবং এই টোমাজ দাদু ছাড়া বিচারকদের গেস্ট হলে আর কেউ কখনো বমি করেনি।

দশ

ছোট চকার ফিরে এল না। ফিরে আসবে না কখনো। তার বাবা যদি এটাকে নির্বাসন বলে থাকে, তাহলে তাই। আর কখনো ফিরে আসবে না সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবা বিদায় জানাতে আসেনি তাকে। বড় ভাইও না। এটা কোনো ব্যাপার নয়। ছোট চকার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, একদিন এই রসুনের রহস্যটা বের করে ছাড়বে সে। কারো সাহায্য লাগবে না। দরকার হলে ক্যাপারে গিয়ে রান্নাবান্নার কাজ করবে। তবু জেনে নেবে।

একমাত্র মা-ই শুধু বিদায় জানাতে আসে ছোট চকারকে। তাকে খুব শোকাতুর দেখাচ্ছিল। নিদারুণ দুঃখে কাঁপছিল সে। আর তখন নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের বেপরোয়া ইচ্ছেটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

'মা গো', করুণার্ত কণ্ঠে বলল ছোট চকার। 'এটা অবিচার! গ্যামারে এ পর্যন্ত যত ডিশ তৈরি হয়েছে, একটাই ছিল সবচে' সেরা। দাদু নিজে বলেছে—সবচে' সেরা। তাতে রসুন থাকলেই খাবারটা খারাপ হয়ে গেল না। বরং তার মানে এই কন্দটা ভালো। তুমি কি দেখোনি সেটা?—দেখ, আমাকে শিপে চড়তে হবে। বল, তুমি দেখেছ সেটা। তুমি কি বুঝতে পারছ না, এর মানে একটা মুক্ত সমাজের অধিবাসী হব আমরা। অন্যের কাছ থেকে যেমন শিখে নেব, তেমনি অন্যদেরকেও শেখাব। নইলে আমরা এক হব কি করে?'

মঞ্চটা ছোট চকারকে শিপের প্রবেশমুখে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তৈরি। মা বিষণ্ন দৃষ্টিতে ছেলেকে এমনভাবে দেখছে, যেন সে জানে, আর কোনো দিন ছেলের মুখ দেখা হবে না তার। শেষবারের মতো উঠে যাচ্ছে ছোট চকার। রেইলে ঝুঁকে সে বলল, 'আমি কি ভুল করেছি, মা?'

নিচু বিক্ষিপ্ত স্বরে মা বলল, 'তুই কি দেখতে পাচ্ছিস না, বাবা, তুই যা করেছিস সেটা সঠিক ছিল না—'

শিপের দরজা সশব্দে খুলে গিয়ে ঢেকে দিল মা'র শেষ কথাগুলো। ছোট চকার ঢুকে পড়ল ভেতরে এবং গামার ছেড়ে চলে গেল চিরতরে।

অনুবাদ : অনন্ত আহমেদ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ভিক্টরি আন ইন্টেনশনাল

চালুনির মত লিক করছে স্পেসশিপ। এরকম হওয়ারই কথা ছিল অবশ্য। এর ফলে গানিমিড থেকে বৃহস্পতি যেতে যে সময় লাগবে, সে সময়ে শিপের ভেতরটা কঠিন স্পেস ভ্যাকুয়ামে ভরে উঠবে। অন্যদিকে শিপে হিটিং ডিভাইস নেই বলে স্পেস ভ্যাকুয়াম থাকবে সাধারণ তাপমাত্রায়, অর্থাৎ জিরো ডিগ্রির সামান্য ওপরে।

এটাও ছিল পরিকল্পনার আরেক অংশ। কেননা এর ফলে স্পেসশিপে যারা থাকবে, তাদের কোন সমস্যা হবে না।

জোভিয়ান সারফেস থেকে কয়েক হাজার মাইল ওপরে থাকতে সেখানকার পরিবেশ টের পওয়া গেল। অসংখ্য ছিদ্র দিয়ে স্পেসশিপের ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছে হাইড্রোজেন। গ্যাস অ্যানালিসিস করলে তার মধ্যে হয়তো কিছু হিলিয়ামও পাওয়া যাবে। প্রেশার গজ ক্রমে আকাশের দিকে উঠছে।

শিপ যত জুপিটারের দিকে নামছে, ততই উঠছে কাঁটা। তাপমাত্রা একটু একটু করে বাড়ছে। এক সময় সত্তর বিলো জিরো সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে স্থির হলো গজের কাঁটা।

সুদীর্ঘ যাত্রার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে শিপ, গ্যাস মলিকিউলের কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছে গন্তব্যের দিকে। মলিকিউল এখানে এতই ঘন যে তার চাপে হাইড্রোজেন প্রায় তরল হয়ে ওঠার জোগাড়। অ্যামোনিয়ার বাষ্প উড়ছে, ভয়াবহ পরিবেশে। এত প্রচণ্ড বাতাস, মনে হচ্ছে ঝড় হচ্ছে।

বিশাল এক দ্বীপে ল্যান্ড করল শিপ। এতই বড় সেটা, আয়তনে অন্তত সাতটা এশিয়া মহাদেশের মত। সুবিধের জায়গা নয় জুপিটার, তবে

www.BanglaBook.org

শিপের তিন আরোহীর অসুবিধেরও মনে হলো না। কারণ ওরা আসলে মানুষ নয়। জোভিয়ানও নয়।

ওরা রোবট। জুপিটারের জন্যেই বিশেষভাবে নির্মিত।

'জায়গাটা বিরান মনে হচ্ছে,' জেড জেড তিন বলল।

জেড জেড দুই তার পাশে দাঁড়িয়ে ঝড়ো বাতাস তাড়িত ল্যান্ডস্কেপ দেখছে একভাবে। 'এখানকার অধিবাসীদের জন্যে অপেক্ষা করব আমরা।'

বেশি সময় অপেক্ষা করতে হলো না, অদ্ভুত ধরনের এক এয়ার ভেসেল উড়ে এসে শূন্যে থেকে পড়ল। দেখতে দেখতে আরও অনেকগুলো এসে হাজির। তারপর এল গাড়ির মত যান। পজিশন নিল ওগুলো, ভেতর থেকে নেমে এল অসংখ্য অর্গানিজম– হালকা, ভারি, সব ধরনের অস্ত্র আছে তাদের সাথে। ওগুলো দেখে অস্ত্রই মনে হলো তিন রোবটের।

জেড জেড এক শিপের দরজা খুলে দিল। জোভিয়ানদের সাথে মুখোমুখি হতে হবে এবার। ওদেরকে দেখামাত্র সাড়া পড়ে গেল জোভিয়ানদের মধ্যে। ভারি ভারি অস্ত্রগুলো ব্যস্ত হয়ে উঠল। জেড জেড তিন টের পেল তার বেরিলিয়াম-ইরিডিয়াম-ব্রোঞ্জ দেহের বাইরের দিকটা গরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে। 'খেয়াল করেছ?' জেড জেড দুইকে বলল সে। 'ওরা ডিন এনার্জি ছুড়ছে আমাদের দিকে। ওই দেখো।'

অনেকগুলো হিট রে দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে একটা যে জন্যেই হোক ঝাঁকি খেয়ে অ্যামোনিয়ার ওপরে গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তা ফুটতে শুরু করল। জেড জেড এক নোট করে নিল তথ্যটা।

'ওদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলে হয় না?' দুই বলল।

'তাতে শুধু সময়ই নষ্ট হবে,' জবাব দিল তিন। 'গানিমিড আর জুপিটারের মধ্যে যে রেডিও ক্লিক কোড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এদের মধ্যে কেউ তা জানে বলে মনে হয় না। সময়মত ওরাই সেরকম একজনকে পাঠাবে।

হিট রেডিয়েশন ছোড়া এক সময় থেমে গেল, অন্য অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ শুরু হলো। এক ধরনের ক্যাপসুল ছোড়া হতে লাগল শিপ লক্ষ্য করে। আশপাশে পড়ে ফাটত শুরু করল সেগুলো, ভেতর থেকে নীল রঙের তরল পদার্থ বেরিয়ে এসে সারফেসে জমছে। উবে যাচ্ছে দ্রুত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেড জেড দুই খানিকটা তরল পদার্থ তুলে পরখ করে দেখল। বলল—'এ হচ্ছে অক্সিজেন।'

তিনি একমত হলো। 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

একটু পর ক্যাপ্সুল হামলা থেমে গেল জোভিয়ানদের। কোত্থেকে আকাশছোঁয়া এক চওড়া রড এনে খাড়া করল ওরা। এই ঝড়ো বাতাসেও দিব্যি দাঁড়িয়ে থাকল রড। ব্যাপারটা বিস্মিত করল রোবটদেরকে। রডটার মাথা থেকে বিকট আওয়াজের সাথে তীব্র আলোর ঝলক বেরিয়ে এল। চারদিকে ধূসর কুয়াশাময় পরিবেশ আলো হয়ে উঠল।

'হাই টেনশন ইলেকট্রিসিটি!' রীতিমত শ্রদ্ধা ফুটল জেড জেড তিনের কণ্ঠে। 'আমাদের মানুষ প্রভুরা ঠিকই বলেছে, জোভিয়ানরা মানুষ জাতিকে ধ্বংস করতে চায়। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এদের ক্ষমতা সত্যিই আছে।'

নিজের শিপে ফিরে এসে অপেক্ষায় থাকল তিন জেড জেড। ধৈর্য হারাতে জানে না ওরা।

ক্রোনমিটারের হিসেব অনুযায়ী জুপিটার তার কক্ষপথে তিন চক্কর ঘুরে আসার পর জোভিয়ান রেডিও কোড এক্সপার্ট পৌঁছল। যদিও সূর্যাস্ত আর সূর্যোদয়ে কোন তফাৎ নেই এখানে। প্রায় লিকুইডের ঘনত্ব সম্পন্ন তিন হাজার মাইলের গ্যাস বোঝাই ঘন অন্ধকার পরিবেশে দিন আর রাতের ফারাক বোঝা যায় না। তাছাড়া জোভিয়ান বা রোবটদের জন্যে সেটা কোন ব্যাপারও নয়, কেন না ওরা কেউই ভিজিবল লাইট রেডিয়েশনের সাহায্যে দেখে না।

এদিকে এই ত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে বহুভাবে স্পেসশিপটাকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছে জোভিয়ানরা, কোন কাজ হয়নি। একটা আঁচড়ও লাগেনি শিপের গায়ে। হাজার হোক মানুষের তৈরি ওটা এবং এই জিনিস বানাতে তাদের দীর্ঘ পনেরো বছর লেগেছে।

আজব ভঙ্গিতে শিপের দিকে এগিয়ে এল একদল জোভিয়ান। ওগুলো নিজেদের শুঁড় কিভাবে ব্যবহার করে, সেটাও অদ্ভুত লাগল তিন জেড জেড-এর। শিপ থেকে বেরিয়ে এসে জোভিয়ানদের অপেক্ষায় থাকল তারা। অনেকটা সরিসৃপের মত এগিয়ে এল জোভিয়ানরা। ওদের কয়েক গজ সামনে এসে থামল।

'ওরা নিশ্চয়ই পর্যবেক্ষণ করছে আমাদেরকে,' জেড জেড দুই বলল। 'কিন্তু দেখ কি করে ওগুলো?'

www.BanglaBook.org

'কি জানি!' বলল তিন। 'আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।'

জোভিয়ানদের দিক থেকে হঠাৎ এক ধরনের ক্লিক্ ক্লিক্ আওয়াজ ভেসে এল। রেডিও কোড। এক জোভিয়ান দল থেকে কিছুটা এগিয়ে এসে দাঁড়াল। ওটাই এক্সপার্ট। 'কোত্থেকে এসেছ তোমরা?' প্রশ্ন এল।

জেড জেড তিন জবাব দিল। 'জুপিটারের উপগ্রহ গানিমিড থেকে।'

'কি চাও?'

'তথ্য। তোমাদের জগৎ সম্পর্কে তথ্য নিয়ে যেতে এসেছি। তোমরা যদি সাহায্য করো, তাহলে...'

বাধা দিল জোভিয়ান। 'এখনই ধ্বংস করে ফেলা হবে তোমাদের। যদি এখনই এখান থেকে চলে যাও, তাহলে ক্ষমা করে দেয়া হবে। নিজেদের গ্রহে কোন বাহিরাগতকে সহ্য করব না আমরা।'

'আমরা তোমাদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে চাইছি,' তিন বলল। 'পঁচিশ বছর ধরে তোমরা যে গানিমিডের মানুষের সাথে রেডিও যোগাযোগ রক্ষা করে এসেছ, আজ হঠাৎ তাদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ ঘোষণা করছ?'

'কারণ এতদিন আমরা জানতাম গানিমিডের অধিবাসীরাও জোভিয়ান। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তোমরা আমাদের তুলনায় অনেক নিচু স্তরের জন্তু। কাজেই এখানে তোমাদের উপস্থিতি সহ্য করব না আমরা।' কথা শেষ করে পিছিয়ে গেল জোভিয়ান—ইন্টারভিউ শেষ।

তিন রোবট শিপে উঠে পড়ল। 'পরিস্থিতি ভালো মনে হচ্ছে না, কি বলো?' জেড জেড দুই বলল। 'এদের ব্যাপারে মানুষ প্রভুরা ঠিকই বলেছিল, এদের সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আছে। অল্পেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলে।'

'তবু ভালো যে এদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করতে পারার ক্ষমতা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে আমাদের,' জেড জেড এক বলল রেগেমেগে। 'আজব জীব এরা! মানুষ কখনো এসব সহ্য করত না।

'তা সত্যি,' তিন বলল। 'কিন্তু সেটাও আসর ব্যাপার নয়। আসল হচ্ছে মানব জাতি সংখ্যায় বহুগুণ বেশি, তেমনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনেক উন্নত। জোভিয়ানরা যদি ফোর্স ফিল্ডও আবিষ্কার করে থাকে, তাহলে সর্বনাশ। এখানে আমাদের আসার মূল কারণ এ সম্পর্কে জানা।'

'কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব?' বলল দুই। 'এরা তো আমাদের কোন সাহায্য করতে রাজি নয়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অপেক্ষা করে দেখা যাক্ রাজি হয় কি না। মাত্র ত্রিশঘণ্টা হলো আমাদের ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে ওরা, পারেনি। আরো হয়তো কয়েক ঘণ্টা চেষ্টা করবে। তারপর হয়তো সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের বেড়া ভাঙবে, মুখরক্ষার খাতিরে হলেও তখন আমাদের তথ্য জানাবে।

অপেক্ষা করছে তিন জেড জেড। ঘণ্টার পর ঘন্টা কেটে যাচ্ছে। গোলাগুলির আর করেনি জোভিয়ানরা। অবশেষে আবার যোগাযোগ করল জোভিয়ান এক্সপার্ট। 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিছু সময়ের জন্যে এখানে থাকতে দেয়া হবে তোমাদেরকে। যাতে তোমরা আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পার। তাহলে ফিরে গিয়ে নিজেদের সঙ্গীদের জানাতে পারবে, এক সোলার রেভিউলিশন সময়ের মধ্যে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে যাচ্ছি আমরা।'

এদের এক সোলার রেভিউলিশন অর্থ পৃথিবীর বারো বছর, ভাবল, জেড ডেড এক।

তিন বলল, 'ধন্যবাদ। তোমাদের এখানকার সবচেয়ে কাছের শহর দেখতে যেতে পারি আমরা? কিন্তু তোমাদের কেউ আমাদের অনুপস্থিতির সময়ে শিপে উঠতে পারবে না।'

'তোমাদের নোংরা শিপের ব্যাপারে আমরা মোটেই আগ্রহী নই,' সাথে সাথে জবাব এল। 'ওটা স্পর্শ করে কোন জোভিয়ান নিজেকে দূষিত করতে রাজি হবে না। শহর দেখতে চাইলে আসতে পার, তবে কোন জোভিয়ানের দশ ফুটের মধ্যে আসতে পারবে না তোমরা কেউ। কথাটা মনে রেখো। যে নির্দেশ অমান্য করবে, সাথে সাথে ধ্বংস করে ফেলা হবে তাকে।'

'ফেঁসে গেছে, তাই না?' বিড়বিড় করে বলল জেড জেড দুই। শিপ থেকে নেমে এল তিন রোবট। ঝড়ো বাতাস তাদের জন্যে কোন সমস্যা হলো না। মানুষ এগুলোকে তৈরি করেছে খুবই যত্নের সাথে, পনেরো বছর ধরে। ইউএস রোবটস্ অ্যান্ড মেকানিক্যাল মেন কর্পোরেশন এদেরকে এমনভাবে তৈরি করেছে, মানুষের সাথে যার কোন মিলই নেই। ছয়টা করে পা প্রতিটার। খাটো, ঘাড় নেই। গ্রাউন্ড লেভেলের এক ফুট ওপরে এদের সেন্টার গ্রাভিটি।

এদের যে আবরণ; বেরিলিয়াম-ইরিডিয়াম-ব্রোঞ্জ, অ্যালয়, যে কোন করোসিভ এজেন্ট প্রতিরোধক। এক হাজার মেগাটন অ্যাটমিক বোমার বিস্ফোরণেরও ধ্বংস হবে না জেড জেড রোবট।

www.BanglaBook.org

শহরটা বিশাল এক অ্যামোনিয়া লেকের পাশে। বাতাসে প্রবল আলোড়ন চলছে সেখানে, অ্যামোনিয়ার ফেনিল ঢেউ ছোটাছুটি লেকের এ-মাথা ও-মাথা। শহরের বেশিরভাগ বাড়িঘরই মাটির নিচে। 'এখানকার জনসংখ্যা কত ?' প্রশ্ন করল তিন।

'দশ মিলিয়ন,' জবাব দিল গাইড জোভিয়ান। 'এটা ছোট শহর।'

'লেকে মাছ আছে কি না জানা দরকার,' তথ্য টোকায় ব্যস্ত জেড জেড ওয়ান বলল।

'জোভিয়ানকে বলে দেখা যেতে পারে,' দুই বলল। 'ও অনুমতি দিলে লেকে নেমে দেখব আমি।'

'অনুমতি প্রয়োজন নেই,' বলে ওয়ান নিজেই ছুটে গেল লেকের দিকে, ঝাঁপিয়ে পড়ল। রেডিও কোডের সাহায্যে এক্সপার্ট বলল, 'তোমাদের সঙ্গী মনে হয় আত্মহত্যা করতে গেছে।'

'না,' তিন জবাব দিল। 'লেকে কোন জীবন্ত অর্গানিজম আছে কি না দেখতে গেছে ও।'

একটু পরও সবার বিস্মিত চোখের সামনে বিস্ফোরিত হলো লেক, শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হলো প্রচুর অ্যামোনিয়া। তারপর লেক থেকে উঠে এল ওয়ান। দানবীয় আকৃতির কি যেন একটা ধরে রেখেছে এক হাতে। দাঁত, থাবা আর মেরুদণ্ড ছাড়া জিনিসটার আর কিছু আছে বলে মনে হলো না। বিচের ওপর দিয়ে ওটাকে ছেঁচড়ে নিয়ে আসছে টু।

'আম খুব দুঃখিত,' কাছে এসে বলল সে। 'এটা আমাকে আক্রমণ করতে গিয়েছিল। আমি কেবল একটা চড় মেরেছি, তাতেই মরে গেল। আমি দুঃখিত। এটা খুব মূল্যবান কিছু নয় তো ?'

'ওটা পানির জন্তু। বিরল।'

তিন বলল, 'তোমরা যদি এটাকে খাবার হিসেবে কাজে লাগাও...'

'না,' জোভিয়ান বলল। 'অন্যের সাহায্য ছাড়াই খেতে পারি আমরা। তোমরা খাও।'

এক হাতে প্রাণীটাকে মাথার ওপর তুলে দু'বার ঘোরাল জেড জেড এক, ছুড়ে মারল লেকে। 'ধন্যবাদ,' তিন বলল। 'আমরা খাই না।'

দুইশ'রও বেশি জোভিয়ান পরিবেষ্টিত হয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড শহরে পৌঁছল তিন জেড জেড। রিমোট কন্ট্রোলচালিত গাড়িতে করে তাদের ঘুরিয়ে দেখান হল দর্শনীয় সবকিছু। প্রায় পঞ্চাশ মাইল ব্যাসার্ধের শহরের অনেক কিছুই দেখানো হলো ওদেরকে। 'এটা যদি হয় ছোট শহর, আর

www.BanglaBook.org

তারই জনসংখ্যা হয় দশ মিলিয়ন, তাহলে মানুষ প্রভুদের সমূহ বিপদ। তার ওপর এদের ফোর্স ফিল্ড...' কথা শেষ না করে থেমে গেল জেড জেড তিন।

'তোমরা নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছ,' এক্সপার্ট বলল রেডিও কোডের সাহায্যে। 'তাই তোমাদের ঘুমানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

হাত নাড়ল তিন। 'তোমাদের ঘুম পেয়ে থাকলে ঘুমাও গিয়ে। আমাদের ঘুমের প্রয়োজন হয় না।'

এবার কিছু বলল না এক্সপার্ট। তাদেরকে গাড়িতেই বসিয়ে রেখে চলে গেল, সম্ভবত ঘুমাতে। একদল সশস্ত্র গার্ড থাকল পাহারায়। কয়েক ঘণ্টা পরে ফিরে এল কোড এক্সপার্ট। জানাল, তার সাথে দু'জন সরকারি কর্মকর্তা এসেছে, তারা কিছু প্রশ্ন করতে চায়।

'ঠিক আছে,' তিন বলল। 'আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমরাও তো একই জিনিস সংগ্রহ করতে এসেছি।'

'তোমরা কিভাবে দেখ?' এক কর্মকর্তা প্রশ্ন করল।

'আমরা এনার্জি-সেনসেটিভ, জোভিয়ান,' জেড জেড তিন বলল। 'রেডিও ওয়েভ রেডিয়েশনের সাহায্যে দূরের জিনিস দেখতে পাই আমরা। কাছের জিনিস দেখি অন্য রেডিয়েশনের সাহায্যে, যার কোন কোড নাম নেই।'

'তোমাদের দেহ কিসের তৈরি?' এবার দ্বিতীয়জন প্রশ্ন করল।

'বেশিরভাগ ইরিডিয়ামের তৈরি। এছাড়া কপার, টিন, বেরিলিয়ামসহ আরো কিছু কিছু জিনিসের।'

'গানিমিডবাসী,' প্রথম কর্মকর্তা বলল। 'চলো, আমাদের কিছু কারখানা দেখাব এখন আমরা। দেখলে বুঝলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি তোমাদের তুলনায় কত বেশি দেখ। দেখে, গানিমিডে ফিরে গিয়ে সবাইকে জানাও এখানকার কথা।'

'ওরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে ওঠে পড়ে লেগেছে,' দুই সঙ্গীর উদ্দেশে বলল দুই। রেডিও কোডে বলল, 'এতবড় সুযোগ দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।'

ব্যাপারটা ক্রমে ট্যুরে পরিণত হলো। নিজেদের কোনকিছুই দেখাতে বাকি রাখল না এবং তিন বহিরাগতের সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দিল, সাগ্রহে। জেড জেড এক প্রতিটার ব্যাপারে নোট নিল। ঘাবড়ে গেছে সে। 'এদের যদি ফোর্স ফিল্ড থাকে, তাহলে মানুষের বিপদ ঘটতে বাধ্য,' কাজের ফাঁকে বিড়বিড় করে বলল।

www.BanglaBook.org

তাদের নিয়ে প্রকাণ্ড এক স্টিল মিলে ঢুকল জোভিয়ানরা। মিলের একদিন দেখিয়ে তিন প্রশ্ন করল, 'ওখানে কি হচ্ছে ?'

'ওই সেকশনে হিটিঙের কাজ হয়,' দ্বিতীয় কর্মকর্তা বলল। 'অসম্ভব টেম্পারেচার ওখানে। অপারেট করা হয় রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে।'

'আমি ভেতরটা দেখতে পারি ?' জেড জেড এক বলল।

'ওখানে গেলে তুমি বাঁচতে না। এত উত্তাপ...'

'উত্তাপ আমাদের জন্যে কোন সমস্যা নয়,' বলতে বলতে সেদিকে এগিয়ে গেল এক। দরজা খুলে হিটিং সেকশনে ঢুকে পড়ল। ভেতরে অনেকগুলো ফার্নেসে কি যেন টগবগ করে ফুটছে। কোনদিকে না তাকিয়ে সবচেয়ে কাছের ফার্নেসে এক হাত ভরে দিল জেড জেড, ভেতরে কি ফুটছে বোঝার চেষ্টা করল। একটু পর হাত তুলে ঝেড়ে ফেলল পুড়ে লাল হয়ে ওঠা কিছু ধাতব ফোঁটা।

'সত্যি বলেছে এরা,' সঙ্গীদের কাছে এসে বলল সে। 'ওখানে ফোর্স ফিল্ডের কোন কারবার নেই।'

কিন্তু তিন সন্তুষ্ট হতে পারল না। মানুষের নির্দেশ আছে, বিশেষ করে এই একটি বিষয়ে শতকরা একশ' ভাগ নিশ্চিত হয়ে ফিরতে হবে তাদের। কর্মকর্তাদের দিকে ফিরল সে। 'তোমরা ফোর্স ফিল্ড আবিষ্কার করেছ ?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ও পক্ষ। 'ও, তাহলে এই খবর জানতে এখানে এসেছ তোমরা ?'

একটু পর এক বিশাল ল্যাবে নিয়ে আসা হলো তাদের। একদল জোভিয়ান নিচু বেঞ্চে বসে মাইক্রোস্কোপের সাহায্য কিছু পরীক্ষা করছে সেখানে। ইঞ্চিখানেক লম্বা মূমির মত কি যেন। 'এখানে কি হচ্ছে ? এক বলল। 'কি করছে এরা ?'

'মাইক্রোস্কোপ দেখোনি নাকি ?'

জবাব দিল না রোবট। 'আমি একটু দেখতে পারি ?'

'কি লাভ ? সেন্সরি লিমিটেশনের জন্যে আমাদের মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে পাবে না তুমি।'

'ওটার দরকার নেই,' এক বলল। 'নিজেকে মাইক্রোস্কোপিক ভিশনের জন্যে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি আমরা।'

কাছের বেঞ্চটার দিকে এগোল ওটা। মাইক্রোস্কোপ সরিয়ে স্লাইড পরীক্ষা করল। একটু হতভম্ব মনে হলো তাকে। প্রথম স্লাইড রেখে একে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একে আরও তিনটায় চোখ বুলিয়ে ফিরে এল। 'ওগুলো জ্যান্ত ছিল না ? কৃমির মত জিনিসগুলো ?'

'অবশ্যই,' জোভিয়ান বলল। 'কেন ?'

'আজব কাণ্ড ! আমি তাকাতেই সব মরে গেল।'

জেড ডেজ তিন কথা বলে উঠল হঠাৎ। 'সর্বনাশ! আমরা নিজেদের গামা রে রেডিয়েশনের কথা ভুলেই গেছি। জলদি বেরোও এখান থেকে, নইলে বাকিগুলোও মরবে।'

জোভিয়ানের দিকে ফিরল সে। 'এখানে আমাদের আসা ঠিক হয়নি। আমাদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারছে না তোমাদের এসব দুর্বল প্রাণীরা। তোমরা সবাই ঠিক আছ তো ? আরও দূরে থাক আমাদের কাছ থেকে।'

নীরবে ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল জোভিয়ান। তবে এখন আরও বেশি সতর্ক। রোবটদের থেকে দ্বিগুণ দূরত্বে রয়েছে। একটু পর প্রায় মাঠের মত বড় এক রুমে ওদের নিয়ে এল সে। রুমের মাঝখানে বড় বড় ধাতব ইনগট শূন্যে ভেসে আছে দেখতে পেল তিন জেড জেড।

'এই দেখ আমাদের ফোর্স ফিল্ডের নমুনা। ওই শূন্যগর্ভ হচ্ছে ভ্যাকিউয়াম। আমাদের পরিবেশ ও বড় দুটো স্পেসশিপের পুরো ওজন নিতে পারে ওটা। এক বছরের মধ্যে শ' শ' শিপ নির্মাণ করব আমরা, তারপর গানিমিডের ওপর চড়াও হব।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পরোনি এখনও,' তিন বলল। 'আমাদেরও ফোর্স ফিল্ড আছে। কিন্তু আমাদের শিপে তা নেই। দরকার হয় না।'

'নেই ! দরকার হয় না ? তাহলে শূন্যে ভাসে কি করে তোমাদের শিপ ? আমাদের এখানে প্রতি স্কয়ার ইঞ্চিতে অ্যাটমোসফিয়ারিক প্রেশার বিশ মিলিয়ান পাউন্ড, জান ?'

'তাতে কি?' তিন বলল। 'আমাদের শিপ এয়ারটাইট নয়। ওটার ভেতরের আর বাইরের চাপ দুইই সমান।'

'মিথ্যে বলছ তুমি! তোমাদের শিপে ভ্যাকিউয়াম ? অসম্ভব !'

'বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখতে পার। ফোর্স ফিল্ড নেই, এয়ারটাইটও নয় আমাদের শিপ। এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে ? আমাদের নিশ্বাস নেয়ার দরকার হয় না। সরাসরি অ্যাটমিক পাওয়ার থেকে এনার্জি গ্রহণ করে থাকি আমরা।'

'অ্যাবসোলিউট জিরোতেও !'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওটা কোন ব্যাপার না। আমাদের বাইরের উত্তাপের প্রয়োজন হয় না, নিজেদের উত্তাপ নিজেরাই উৎপাদন করে নিতে পারি।' একটু বিরতি দিল জেড জেড তিন। 'আচ্ছা, এবার তাহলে চলি আমরা। গুড বাই।'

'দাঁড়াও !' দ্রুত বলল জোভিয়ান। 'আমি আসছি।'

তিন ঘন্টা পর ফিরল সে, ঊর্ধ্বশ্বাসে। ব্যবধান বজায় রাখার কথা ভুলে একেবারে ওদের গা ঘেঁসে দাঁড়াল। 'মহামান্য অতিথি, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কথা বলেছি আমি। তারা বলছে, জুপিটার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করছে আপনাদের।'

'কি বললেন ?' ফাঁপা গলায় বলল তিন।

'আমরা কোনরকম শত্রুতা চাই না গানিমিডের সাথে। আমাদের ফোর্স ফিল্ড কেবল জুপিটারেই ব্যবহার হবে।'

'কিন্তু...'

'আজ থেকে চিরদিনের বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো গানিমিড আর জুপিটারের মধ্যে।'

চালুনির মত অসংখ্য ফুটোওয়ালা স্পেসশিপটা আবার শূন্যে উঠে পড়েছে, ফিরে চলেছে গন্তব্যে।

'ওটা যে মিথ্যে বলেনি, তাতে কোন সন্দেহ নেই,' দুই মন্তব্য করল। 'কিন্তু ব্যাপারটা কেমন হলো বুঝতে পারছি না এখনও।'

'সহজ ব্যাপার,' তিন বলল। 'ওরা যখন টের পেল ওদের চেয়ে মানুষ সবদিক থেকে সেরা, তখনই ওদের সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের পুরু দেয়াল ভেঙে গেছে।'

'তা বুঝলাম। কিন্তু আমরা মানুষ নই, স্রেফ রোবট।'

'ওরা তা বুঝতে পারেনি। ভেবেছে আমরাই মানুষ। আমরা যে কি, সে কথা ওদের বলিনি আমরা, তাই না ? আমাদের এত ক্ষমতা, এতসব অবিশ্বাস্য কাণ্ড আমরা ঘটাতে পারি, দেখে শুনে ভয় পেয়েছে জোভিয়ানারা।'

'ও-ও! তাই তো বলি।'

অনুবাদ: আবু আজহার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দ্য মার্শিয়ান ওয়ে

১

মহাকাশযানের ছোট করিডরটির দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ভেতরের ঘরে তাকাল মারিও এন্টোনিও রায়োজ। দেখল ভেতরে টেড লং অনেক কষ্ট করে ভিডিও ডায়ালের নবগুলো এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছে, স্ক্রীনের ছবিটাকে পরিষ্কার করার জন্য। কিন্তু তা মোটেই পরিষ্কারভাবে আসছিল না। নানা রায়োজ জানে ছবিটা সমস্যাই করবে। কারণ, তারা পৃথিবী থেকে বহুদূরে, তাছাড়া সূর্যের দিকে মুখ ফেরান একটি বাজে পজিশনে আছে যা পৃথিবী থেকে ছবির ট্রান্সমিশনে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রায়োজ কিছুক্ষণ দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর মাথা নিচু করে, শরীর একপাশে করে চিকন দরজাটি দিয়ে ঐ ঘরে ঢুকল।

'কি করছ তুমি', প্রশ্ন করল সে।

'মনে হয় হিলডারকে ধরতে পেরেছি', বলল লং।

মাথার কাছের একটা কম্প্যানিয়ন শেলফ থেকে একটি দুধের তিনকোনা ক্যান নামিয়ে, মুখটা এক চাপে খুলে মৃদু মৃদু নাড়াতে লাগল রায়োজ, যেন দুধটা গরম করতে চাইছে। বলল, 'কিসের জন্য?'

'ভাবলাম শোনা উচিত।'

'আমার মনে হয় এটা শক্তির অপচয়', বলল রায়োজ।

লং মুখ তুলে ভুরু কুঁচকে তাকাল রিয়োজের দিকে। বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে ভিডিও ট্রান্সমিশন ব্যবহারের নিয়ম কিন্তু এখানে আছে।'

'কিন্তু তার জন্য একটা ভালো কারণ-ও দরকার।'

পরস্পরের চোখাচোখি হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণভাবে, রায়োজ দেখতে কঠোর, গাল ভাঙা অর্থাৎ, বছরের পর বছর পৃথিবী আর মঙ্গলগ্রহের মধ্যে

www.BanglaBook.org

যাতায়াতকারী নভোচারিদের চেহারা ঠিক যে রকম হওয়া উচিত তেমন। স্পেস জ্যাকেটের সাদা কলারের মধ্যে একটি বাদামিমুখ এবং সেই বাদামি মুখে আবার ফ্যাকাশে নীল দুটি চোখ।

সেই হিসাবে লং দেখতে অনেক নরম টাইপের। যেন বেশিরভাগ সময় মাটিতেই কাটিয়েছে। কলারটা পেছনে হেলিয়ে দেওয়ার ফলে তার গাঢ় বাদামি চুলগুলো পুরোটাই বের হয়ে আছে।

'ভালো কারণ বলতে কি বুঝাচ্ছ?' বলল লং।

ইলেকট্রিক শক্তির অপচয়টা বুঝানর চেষ্টা করল রায়োজ এবং তার ফলে যে অর্থনৈতিক ক্ষতিটা হবে তাও বুঝল।

লং বলল, 'টাকার অপচয়টা যদি কমাতেই চাও, তবে নিজের জায়গায় গিয়ে বস, যেখানে তোমার কাজ এবং মন দাও।'

রায়োজ কেমন যেন ঘোঁত ঘোঁত করে উঠে হাঁটা দিল তার রুমের দিকে। থেমে থার্মোস্ট্যাট যন্ত্রটার দিকে তাকাল হঠাৎ।

'আর আমি ভাবছি এমনিতেই গরম বাড়ছে বুঝি। তুমি ভেবেছটা কি?' রাগে ফেটে পড়ল রায়োজ।

'চল্লিশ ডিগ্রি এত বেশি কিছু তো নয়।'

'তোমার জন্য না হতে পারে, কিন্তু এটা মহাকাশ। কোনো লোহার খনির চুল্লি নয়।' রেগেমেগে রিয়োজ থার্মোস্ট্যাটের নিয়ন্ত্রক আঙ্গুল দিয়ে ঘুরিয়ে সর্বনিম্ন মানে নামিয়ে আনল। 'সূর্য-ই যথেষ্ট গরম আছে।'

'এই রুমটা তো সূর্যের দিকে নয়।'

'না হোক, কিন্তু, তাপটা তো ছড়াবে সবদিকেই তাই না?'

রায়োজ চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ লং সেদিকে চেয়ে থাকল। তারপর আবার ভিডিও নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে থার্মোস্ট্যাটটা আর বাড়ল না।

স্ক্রীনে ছবিটা তখনো কাঁপছে। লং চেষ্টা করে যেতে লাগল। এক সময় দাঁড়িওয়ালা পরিচিত একটা মানুষের অবয়ব স্পষ্টভাবে দেখা গেল। লোকটি বলতে শুরু করল, 'বন্ধুগণ! পৃথিবীর প্রিয় নাগরিকেরা...' কথাগুলো মাঝে মাঝে শুনতে যদিও সমস্যা হচ্ছে কারণ, তারা পৃথিবী হতে দুই কোটি মাইল দূরে আর এর মাঝে আছে অসংখ্য ইলেকট্রন ঝড়ের তাণ্ডব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

২.

রেডিও সিগন্যালের আলোটা জ্বলে উঠতেই রায়োজের দৃষ্টি গেল সেদিকে এবং সে পাইলট রুমে ঢুকে পড়ল। রাডারের সংকেত মনে করে তার হাতের তালু ঘেমে উঠছে। কারণ, ডিউটিকালীন অবস্থায় সবসময় পাইলট রুমে থাকার নিয়ম। সে নিয়ম ভঙ্গ করে লং-এর কাছে গিয়েছিল। এমনই হয়, যখনই কেউ পাইলট রুম থেকে সামান্য বের হবে, হয় কফি খেতে, তখনই কিছু একটা ঘটবে।

রায়োজ তড়িঘড়ি মাল্টিস্ক্যানারটা চালু করল। যদিও তা শক্তির অপচয়, কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার জন্য করতেই হবে।

মহাশূন্য আশপাশে পরিষ্কার। শুধু অনেক দূরে অবস্থিত মাহকাশযানগুলোর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল মাল্টিস্ক্যানারে। এ যানগুলো মঙ্গল গ্রহের আশপাশে মহাজাগতিক বর্জ্য পদার্থ ধরার কাজে তার মতোই নিয়োজিত।

রেডিও সারকিট সংযোগ দিতে ভেসে উঠল সোনালি চুল ও লম্বা নাকওয়ালা রিচার্ড সোয়েনসনের চেহারা, আরেকটি মহাকাশযানের কো-পাইলট।

'এই, মারিও।' বলল সোয়েনসন।

'খবর কি ওখানে ?' মারিও প্রশ্ন করল।

'কি একটা দিন যে গেল আজ।'

'কিছু ঘটেছে নাকি ?'

'দোষটা আমার না', বলল সোয়েনসন, 'শেলটা হঠাৎ সূর্যের টান ছাড়িয়ে বাইরে চলে যেতে লাগল। সেটা বাঁধা আমাদের মহাকাশযানের সাথে। তুমি কি কল্পনা করতে পার যে প্রধান পাইলট "রিলিজ ম্যানুভার" ঠিক মতো প্রয়োগ করতে পারে না ? যা হোক, উপায়ান্তর না দেখে একসময় আমি-ই রিলিজ করে দিলাম শেলটাকে।'

'আমাদের অন্য কারো হাতে পড়বে কি না ?'

'না, ওটা একেবারেই সূর্যের টানের বাইরে চলে গেছে। এখন সারাজীবন ওভাবেই ছুটতে থাকবে। কিন্তু, আমার দুঃখ হচ্ছে, আমরা অনেক টন প্রপালশন নষ্ট করেছি আবার সঠিক অবস্থানে ফিরে আসতে। ক্যানুটকে যদি তখন দেখতে !'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্যানুট হচ্ছে রিচার্ড সোয়ানসনের ভাই ও সহকর্মী।

'খুব রেগে গিয়েছিল নিশ্চয়।' বলল রায়োজ।

'রেগে ? আরে, আমাকে খুনই করে ফেলে আরকি। কিন্তু প্রায় পাঁচ মাস ধরে মহাশূন্যে আছি, তাই শেষমেষ ছেড়ে দিল।'

বলে চলল রিচার্ড, 'তা তুমি কেমন আছ, মারিও ?'

মুখ বিকৃত করল রায়োজ, 'বাজে, গত দুই সপ্তাহে মাত্র দুটি শেল পেয়েছি এবং দুটোকেই টানা প্রায় ছয়ঘণ্টা তাড়া করে ধরতে হয়েছে।'

'বড় সাইজের ?'

'পাগল নাকি ? হাতের সাহায্যেই মেপে ফেলা যায় এমন ছোট। এ রকম বাজে ট্রিপে আর বের হইনি কখন।'

'আর কতদিন আছ ?'

'আগামীকালই ট্রিপ শেষ করা যাবে, দুইমাস ধরে আছি। আর প্রতিদিনই লং-এর সাথে এটা ওটা নিয়ে লাগছি।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে সোয়ানসন প্রশ্ন করল, 'তা এই লং লোকটি কেমন ?'

রায়োজ ঘাড় পিছনে ঘুরিয়ে দেখে নিল। ভিডিওর মৃদু খসখসে শব্দ ভেসে আসছে লং-এর ঘর থেকে। বলতে লাগল, 'আমি লং-কে ঠিক বুঝতে পারি না। ট্রিপের প্রথম সপ্তাহে সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মারিও, তুমি কেন স্ক্যাভেঞ্জার (ময়লা পরিষ্কারকারী) হলে ?" আমি বললাম—

"পেটের দায়ে, তা তুমি কি মনে করেছিলে ?'

সে তখন বলল, 'তা ঠিক নয় মারিও। তুমি স্ক্যাভেঞ্জার হয়েছ এই কারণে যে তাহলে তুমি মঙ্গলগ্রহবাসী।'

সোয়ানসন বলল, 'এটা বলে সে কি বুঝাতে চেয়েছে ?'

রায়োজ কাঁধদুটো উঠাল, 'আমি আর জিজ্ঞেস করিনি। এখন তার জায়গায় বসে সে পৃথিবী থেকে আসা আলট্রামাইক্রোওয়েভ ধরে পৃথিবীর হিলডার নামের কাকে যেন দেখছে আর তার কথা শুনছে।'

'হিলডার ? পৃথিবীর এক রাজনীতিবিদ, তাই না ?'

'মনে হয়, তা লং আবার সাথে করে পনেরো পাউন্ড ওজনের বই নিয়ে এসেছে। সবগুলো বই পৃথিবী বিষয়ক। মহাশূন্যযানে খামোখা এও ওজন আনার কোনো মানে হয় ?'

www.BanglaBook.org

'যা হোক, সে তোমার সহকর্মী। তা আমি এখন যাই। আরেকটা শেল যদি হারাই তাহলে আজ খুনাখুনি হয়ে যাবে।'

কতাবার্তা শেষ হতে রায়োজ পেছনে হেলান দিয়ে বসল। আবার মাল্টিস্ক্যানার দেখল। মহাকাশ পরিষ্কার।

লং-এর সাথে তার খাপ খাচ্ছে না। এ রকম নরম টাইপের মানুষগুলোর সাথে থাকাটাই সবসময় ভুল। লং শুধু কথা বলতেই জানে। মঙ্গলগ্রহ বিষয়ক তার তত্ত্বগুলো সে সবসময় রায়োজের সামনে তুলে ধরে। সে বলে, মানুষের উন্নয়নে মঙ্গলের ভূমিকার কথা, মঙ্গলে একটা ছোট মানব দলের জাতি হিসাবে উন্নতির কথা। কিন্তু রায়োজ চায় কাজ, চায় কয়েকটি শেল যা তারা ধরে বয়ে নিয়ে যাবে।

সহকর্মী বাছাইয়ের ব্যাপারে তার কিছু করার ছিল না। মঙ্গলগ্রহে খনিবিষয়ক ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে লং-এর বড় সুনাম, তার ওপর কমিশনার স্যাঙ্কোভ তার বন্ধু। এছাড়াও এর আগে দু'একবার লং এরকম স্ক্যাভেঞ্জিং-এ মহাকাশ পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু রায়োজ ভেবে পায় না একজন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার যার কিনা ভালো চাকরি ; ভালো বেতন রয়েছে, কেন মহাশূন্যের কাজে খামোখা আসল ? এই প্রশ্নটা লং-কে রায়োজ কোনদিন জিজ্ঞেস করেনি। কিন্তু, লং-ই কথায় কথায় একদিন উত্তরটা দিয়ে দিয়েছে, 'আমাকে বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে মারিও। মঙ্গলগ্রহের ভবিষ্যত তার খনিতে নয়, মহাশূন্যে।'

রায়োজ মাঝে মধ্যে ভাবে একা ট্রিপ দিলে কেমন হয় ? সবাই বলে এতে কয়েকটি সমস্যা আছে। যেমন, পাইলট কোনো কাজে ব্যস্ত থাকলে হয় তো রাডারের দিকে খেয়াল রাখতে পারবে না। তাছাড়া, মাসের পর মাস মহাশূন্যে একা থেকে একজন মানুষ ভয়ানক বিষণ্ণতায় ভুগতে থাকে। কিন্তু, আবার দুজন মানুষ থাকলে ঐ রকেটের প্রোপালশনের খরচই বেড়ে যায় বহুগুণ, লাভ তো দূরের কথা, দু'জন থাকলেও মনোমালিন্যের ব্যাপার আছে। রিচার্ড ও ফ্যানুট-তো ভাই, তারপরও তাদের মধ্যে বেশ ঝগড়া হয়ে যায়।

যা হোক, লং-এর সাথের মনোমালিন্যটা কমানোর উদ্দেশ্যে সেদিকে রওনা দিল রায়োজ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

৩

রায়োজ যখন আবার গেল তখনো স্ক্রীনের ছবি নিয়েই ব্যস্ত লং। রায়োজ কিছুটা ভালো ভঙ্গিতে বলল, 'থার্মোস্ট্যাটটা বাড়িয়ে দিচ্ছি। এতোটুকু খরচে কোনো অসুবিধা হবে না, সামলে নেওয়া যাবে।'

'ভালো মনে করলে তাই কর', বলল লং।

রায়োজ একটু ইতস্তত করে সামনে এগোল, 'পৃথিবীর লোকটা কি বলছে?'

'মহাশূন্যযাত্রার ইতিহাস, পুরান জিনিস, কিন্তু বলছে খুব চমৎকারভাবে, তার সাথে সাথে ঐ বিষয়ক বিভিন্ন ছবিও দেখাচ্ছে।' ছবির বদলে স্ক্রীনে ভেসে উঠল একটি মহাকাশযানের ছবি। মহাকাশযানের যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রোটন মাইক্রোপাইল ড্রাইভ, সাইবারনেটিক সারকিট এসব কিছু নিয়েই বলল হিলডার। আবার তার চেহারা স্ক্রীনে ভেসে উঠল, বলে চলল, 'বিজ্ঞানীরা একে বিভিন্ন নামে ডাকে, কেউ বলে এটা হচ্ছে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার আইন। কখনো বলে নিউটনের তৃতীয় সূত্র। কিন্তু আমরা এর কোনো নাম দিতে চাই না। সাধারণ বুদ্ধি থেকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব। যখন আমরা সাঁতার কাটি তখন পানিকে পিছনে ঠেলে দেই ফলে আমরা সামনে যাই। হাঁটার সময় মাটিতে ধাক্কা দেই ফলে সামনের দিকে হাঁটতে পারি। যখন জাইরো ফ্লিভার নিয়ে আকাশে উড়ি তখন বাতাসকে পিছনে ধাক্কা দেই ফলে সামনের দিকে উড়ে যাই। কোনোকিছু সামনে নিতে হলে অবশ্যই কোনো কিছুকে পিছনে পাঠাতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে কিছু পাওয়ার জন্য কিছু দিতে হয়। ঠিক তেমনিভাবে আমরা দেখতে পাই হাজার হাজার টন ওজনের একটি মাহকাশযানের উড়ার জন্যও কিছু ফেলে যেতে হবে। ফলে যানটির প্রপালশন বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ, মহাকাশযানে একাধিক খোল বা খোলস থাকবে যেগুলোকে পর্যায়ক্রমে ত্যাগ করে মূল যানটি অবশেষে চূড়ান্ত গতিতে চলবে।'

রায়োজ বলল, 'এসব তো বাচ্চারাও জানে।'

'যাদের উদ্দেশে বলা হচ্ছে তারা অনেকেই জানে না।' উত্তর দিল লং, 'পৃথিবী আর মঙ্গল গ্রহ এক নয়। পৃথিবীর অনেকেই মহাকাশযান সম্পর্কে কিছু জানে না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হিলডার বলে চলেছে, 'অনেক লম্বা মহাকাশ ভ্রমণের জন্য একটা মহাকাশযান অন্ততপক্ষে তিনবার খোল ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ গতিবৃদ্ধির সাথে সাথে একটি একটি করে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু, এই খোলগুলো তৈরি করা হয় শত হাজার টন টাংস্টেন, ম্যাগনেসিয়াম, এলুমিনিয়াম ও ইস্পাত দিয়ে, এগুলো মহাশূন্যে হারিয়ে যায়। এগুলো উদ্ধার করে স্ক্যাভেঞ্জাররা। যারা মঙ্গলগ্রহ এলাকায় অবস্থান করে এবং মহাকাশযানের রুটে ঘুরে বেড়ায় এই সব দামি খোলের উদ্দেশে। ধরতে পারলে ধরে ফেলে এবং টেনে নিয়ে যায়। মহাশূন্যে এসব খোলের মালিক হয়ে বসে তারা, অথচ এগুলো পৃথিবীর।'

রায়োজ বলল, 'আমরা প্রাণ বাজি রেখে এসব খুঁজে বেড়াই। যদি না পাই তবে ঐ জিনিস চিরদিনের জন্য মহাকাশে হারিয়েই যাবে। এতে আর পৃথিবীর লোকসান কোথায়?' রায়োজ বলে চলল, 'তাছাড়া পৃথিবীতে আমরা প্রতি বছর মঙ্গলগ্রহের খনি থেকে লোহা তুলে পাঠাই।'

'কিন্তু কোনো লাভ হয় না পৃথিবীর', উত্তর দিল লং, 'মঙ্গলের খাতে দুইশ' বিলিয়ন ডলার খরচ করে পৃথিবী পেয়েছে মাত্র পাঁচ বিলিয়ন ডলার মূল্যের লোহা, চাঁদেও একই অবস্থা। পাঁচশ' বিলিয়ন ডলার খরচ করে পেয়েছে পঁচিশ বিলিয়ন ডলার মূল্যের কাঁচামাল। শনিগ্রহে পঞ্চাশ বিলিয়ন খরচ করে কিছুই ফেরত পায়নি। ফলে পৃথিবীর করদাতারা কিন্তু দিনে দিনে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছে। তাদের কর বাড়ছে কিন্তু বিনিময়ে তারা তেমন কোনো সুবিধাও পাচ্ছে না।'

হিলডার বলল, 'মঙ্গলগ্রহে বসবাসকারী নভোচরেরা বলছে তারা একদিন এসব কিছুই পৃথিবীতে পাঠাবে। কিন্তু ঐ "একদিন" কবে আসবে? একশ' বছর পর নাকি হাজার বছর পর? যাই হোক একটা কথা সবার জানা উচিত যে পানি সরবরাহ করার ক্ষমতা শুধু পৃথিবীর আছে। শনিতে পানি নেই, চাঁদে নেই, মঙ্গলে যা আছে তা অতি সামান্য। কাজেই, পানির প্রশ্নে একমাত্র পৃথিবী-ই সবার আগে এসে পড়ছে। পানি কেন এত জরুরি? আগে অন্যান্য জ্বালানি ব্যবহৃত হত। কিন্তু, বর্তমানে প্রোটন মাইক্রোজাইল আবিষ্কৃত হওয়ায় পানিকেই জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যাচ্ছে। পৃথিবী ছেড়ে মহাশূন্যে পাড়ি জমাবার জন্য একটি মহাকাশযানকে কমপক্ষে দশ লক্ষ টন পানি ব্যবহার করতে হয়। আমাদের পূর্বপুরুষরা পৃথিবীর তেল, কয়লা ইত্যাদি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং পাগলের মতোই খরচ করে ফেলেছে। সেজন্য তাদের আমরা অভিযুক্ত

www.BanglaBook.org

করি। কিন্তু আমরা বিকল্প পথ হিসাবে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি এসব। কিন্তু একদিন যখন আমাদের পৃথিবীতে পানি শেষ হয়ে আসবে, মরুভূমি হয়ে যাবে সবকিছু, তখন আমাদের বংশধরেরা কি আমাদের অভিযুক্ত করবে না ? তাদের আমরা কি জবাব তখন দেব ?'

লং এবার স্ক্রীনটা অফ করে দিল। 'হিলডারের কথা বলার ভঙ্গিটা আমাকে বিরক্ত করছে। কি হল ?' রায়োজ উঠে দাঁড়িয়েছে, বলল, 'রাডারের ওপর নজর রাখতে হবে।' লং, রায়োজের পেছন পেছন গেল। হ্যাঁ, সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। একটা এ-ক্লাস খোল ছুটে যাচ্ছে।

রায়োজ বিড় বিড় করে উঠল, 'মহাকাশ পরিষ্কার ছিল---পরিষ্কার। ওভাবে দাঁড়িয়ে থেক না লং। জিনিসটাকে ধরার চেষ্টা করতে হবে।'

রায়োজ বিশ বছরের অভিজ্ঞতার চটপট যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া শুরু করল। মাঝে মাঝে চিৎকার করে লং-কে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে। বাড়িয়ে দেওয়া ম্যাগনিফিকেশনের জন্য অবয়বটা তারা দেখতে পেল স্ক্রীন-এ। চীৎকার ফরে বলল রায়োজ, 'আমি ইঞ্জিন চালু করছি। আর দেরি করা যায় না। 'শক্ত করে ধরে বস।'

অমূল্য পানির জ্বালানি খরচ করে ভাঁজীয় কুন্ডালের রেখা সৃষ্টি করে এগিয়ে গেল রায়োজের যান। ঐ মহাকাশযানের খোলস বা পেলটির গতিপথে এসে ঢুকল।

'শেলটাতো ধূমকেতুর মতো ছুটছে' চিৎকার করে বলল রায়োজ, 'যান পাইলট ঠিক মতো শেলটা ছাড়তে পারে নি। দাঁড়াও আজ ধরবই।' রায়োজ গতি এত বাড়িয়ে দিয়েছে যে লং গার্ড রেইল ধরে রেখেও কূল পাচ্ছে না। 'আস্তে চালাও রায়োজ', চীৎকার করল সে।

'এসব সহ্য না করতে পারলে এ কাজে এসেছ কেন ?'

এসময় রেডিওটা জীবন্ত হয়ে উঠল। সোয়ানসনকে দেখা গেল উত্তেজিত স্বরে বলছে, 'তোমরা করছটা কি ? আর দশ সেকেন্ডের মধ্যে তোমরা আমার সেক্টরে ঢুকে পড়বে দেখছি।'

'একটা শেলকে তাড়া করছি।'

'আমার সেক্টরে ?'

'প্রথম যখন দেখি তখন ছিল আমার সেক্টরে, ওটাকে তুমি পাবে না। রেডিওটা বন্ধ করো তো এখন।'

হঠাৎ করে যানটার গতি কমাল রায়োজ। ফলে হুমড়ি খেয়ে সামনে এসে পড়ল লং। তারপর সব নিস্তব্ধ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দু'জনেই এখন শেলটাকে দেখতে পাচ্ছে।

'ঠিকই ধরেছিলাম। এ ক্লাস শেল। বিরাট বড়', রায়োজ সন্তুষ্টির স্বরে বলল।

'স্ক্যানারে সংকেত পাচ্ছি। মনে হয় সোয়ানসন আমাদের পিছু নিয়েছে।' বলল লং।

'কখনোই সে আমাদের ধরতে পারবে না।' অবজ্ঞার সুরে বলে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রায়োজ। সব ঠিকঠাক করে ছোড়ার যন্ত্রটাকে প্রস্তুত করল। ঠিক সময় মতো নিক্ষেপ করল সে। হাজার টনের শেলটাকে গাঁথতে পারল না হারপুন। কিন্তু চলতিপথে খাওয়াটা একটু কমাতে পারল ধাক্কা দিয়ে। রায়োজ মরিয়া হয়ে আরেকটা হারপুন চালাল। এটাও ধাতব দড়ি নিয়ে ছুটে গেল শেলের দিকে। আটকে ফেলতে পারলে টেনে নিয়ে যাবে রায়োজ।

'এটাকে ধরব। শপথ করছি ধরব।' প্রায় দুই ডজন ধাতব দড়ি ছুড়ে দিয়ে অবশেষে আটকান গেল শেলটাকে।

লং বলল, 'আমাদের ব্র্যান্ডের সিলটা শেলের গায়ে মেরে দেব নাকি?'

'আমার অসুবিধা নেই। তবে তুমি না চাইলে না-ও করতে পার। কারণ, এই দায়িত্বটাতো আসলে আমার।'

লং কাজটা করার সিদ্ধান্ত নিল। স্পেস স্যুট পরে লক খুলে মহাশূন্যে বের হয়ে গেল লং। ধাতব দড়িগুলোর একটা ধরে ধরে এগোতে লাগল। একটা যন্ত্রের সাহায্য শেলের গায়ের সিরিয়াল নাম্বার পড়িয়ে দিল লং, তারপর নিজেদের ব্র্যান্ডের সিল মেরে দিল। খুব অল্প সময়েই আবার যানে ফিরে আসল সে। রেডিওতে তখন সোয়ানসনের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য সে, 'কমিশনারের কাছে নালিশ করব আমি। এই কাজে কিছু নিয়ম কানুন আছে তা কি তোমরা জান না?'

নির্লিপ্ত স্বরে রায়োজ বলল, 'দেখ, এটা আমার সেক্টরেই ছিল। পরে এসে পড়েছে তোমার সেক্টরে। ব্যাপারটা তো এই।' সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তাকাল, 'লং, ফিরে এসেছো?'

'ও আবার কমিশনারকে বলবে নাকি?'

'মোটেই না। সে ভালোমতোই জানে এটা আমাদের। শুধু বিষণ্নতা কাটানোর জন্যই হয়তো হই-হল্লা করছে। তা বাইরে গিয়ে জিনিসটাকে কেমন দেখলে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'খুবই ভালো।'

'কিসের খুবই ভালো। বল, অত্যন্ত ভালো।'

আধ ঘণ্টার ভেতর শেলটাকে টেনে নিয়ে ঘুরে রওনা দিল ওরা নিজেদের পথে। তারা যাবে মঙ্গল গ্রহের এক চাঁদ 'ডেমোস'-এর দিকে। ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে এবং চুলচেরা হিসেব অনুযায়ী হারপুনের ধাতব দড়িগুলো চৌম্বকশক্তি বন্ধ করে দিল রায়োজ। শেলটা এমন এক দিকে ছুটতে লাগল যে চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর মহাশূন্যে ভাসমান শেল স্টোরের কাছে উপস্থিত হবে। রায়োজ খুব খুশি।

'আজকে একটা খুব ভালো দিন গেল আমাদের।'

'হিলডারের ভাষণের কি হলো?' বললো লং।

'কি ? কে ? ও-ও, ঐ ব্যাপারটা ? শোনো, ওসব ফালতু লোকের কথা শুনতে গেলে আমি তো ঘুমানোর সময়ই পাব না। বাদ দাও।'

'আমার মনে হয় ব্যাপারটা বাদ দেওয়া ঠিক হবে না।'

'তুমি পাগল। এসব নিয়ে আমাকে বিরক্ত না করে একটু ঘুমিয়ে নাও দেখি।'

৪

মঙ্গলগ্রহের শহরে হাঁটছে টেড লং। তার সবকিছুই খুব সুন্দর ও উত্তেজনাময় লাগছে। দু'মাস আগে কমিশনার সব 'স্ক্যাভেঞ্জিং মহাকাশযান'-এর প্রাপ্য বেতন স্থগিত করে রেখেছে এবং সব যানকে মহাকাশ থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে ঘাঁটিতে। পৃথিবী থেকে পানি দেওয়া নিয়ে কোনো ঝামেলা হয়েছে। মহাকাশযানগুলোতে এখন থেকে রেশনিং ব্যবস্থায় পানি দেওয়া হবে। এতসব সত্ত্বেও লং-এর মনটা বেশ ফুরফুরেই আছে, তাকে দমাতে পারেনি।

রাস্তাগুলোর ওপরে ছাদ। সেই ছাদে উজ্জ্বল নীল রঙের প্রলেপ। পৃথিবীর আকাশের সংস্করণ আর কি। গাড়ি ও মানুষের পদচারণার শব্দ ছাড়িয়েও মাঝে মাঝে বিস্ফোরণের শব্দ আসছে। এগুলো হচ্ছে মঙ্গলগ্রহের মাটির স্তর ভেঙে নতুন রাস্তা তৈরির কাজ। ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছে লং এই শব্দ। যতদিন পৃথিবীর কর্তাব্যক্তিরা চাবে ততোদিন মঙ্গলে শহর বাড়তেই থাকবে।

www.BanglaBook.org

সে একটা জায়গায় এসে পড়ল। এখানে রাস্তাটা চিকন। আলোও খুব বেশি নেই। দোকানের খদ্দের ও পথচারী দিয়ে রাস্তা ভর্তি। বাচ্চা ছেলেরা ছুটোছুটি করছে। লং একটা পানির দোকানে ঢুকল। 'এটা ভর্তি করে দিন।' পানির পাত্রটা বাড়িয়ে দিল সে। পাত্রটা ঝাঁকিয়ে দোকানদার ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে বলল, 'পানিতো প্রায় শেষ দেখছি।'

হোস পাইপ দিয়ে সাবধানে পুরোটা ভরে দিল দোকানদার। পয়সা দিয়ে আবার রাস্তায় নেমে এল লং। পানি ভর্তি ক্যান ছাড়া কোনো বাসায় বেড়াতে যাওয়াটা অস্বস্তিকর। সুতরাং হলওয়েতে ঢুকে সামান্য কিছু সিঁড়ি বেয়ে উঠে একটা সিগন্যাল বোতামে আঙুল রাখল। কিন্তু চাপল না। কারণ ভেতর থেকে একটি মহিলা ও এক পুরুষের গলা শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট। মহিলাটি রেগে বলছে, 'তোমার সব স্ক্যাভেঞ্জার বন্ধুদের এখানে ডেকেছ, তাই না? বছরে দুই মাস যে দয়া করে ঘরে কাটাও সে জন্য ধন্যবাদ। আমার সঙ্গে দু একদিন থেকে তারপর আবার সেই স্ক্যাভেঞ্জার বন্ধুদের আড্ডা।'

পুরুষ গলাটি বলল, 'এবার অনেকদিন থাকব ডোরা, সত্যি বলছি। একটু ওঠো, বন্ধুরা এসে যাবে এখনি।' লং বোতাম চাপল না, ভাবল আরেকটু অপেক্ষা করা যাক।

'তারা আসলে আমার কি?' আরো রেগে যাচ্ছে ডোরা, 'তারা শুনলে শুনুক আমার চিৎকার। কমিশনার তোমাদের স্ক্যাভেঞ্জিং বন্ধ করে খুব ভালো করেছে।' পুরুষ গলাটিও রেগে উঠেছে, 'তাই নাকি? তাহলে বলো দেখি আমরা এখন খাব কি?'

'আমি বলছি শোনো। এই মঙ্গলেই অনেক অনেক ভালো কাজ আছে। অন্য সবার-ই ভালো কাজ আছে। এই এ্যাপার্টমেন্টে শুধু আমি একাই "স্ক্যাভেঞ্জার বিধবা", হ্যাঁ—বিধবা। না, বিধবার চেয়েও খারাপ। কারণ বিধবা হলে তো অন্তত আরেকটা বিয়ে সহজেই করে ফেলতে পারতাম। কি যেন একটা বললে তুমি আমাকে?'

'কিছু না, কিছুই বলিনি।'

'তাই নাকি? আমি জানি তুমি আমাকে কি বলেছো ভিক সোয়েনসন...।'

'আমি শুধু বলেছি...', চিৎকার করে উঠলো সোয়েনসন, 'এখন আমি বুঝতে পারছি স্ক্যাভেঞ্জাররা কেন সাধারণত বিয়ে করে না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তোমারও বিয়ে করা ঠিক হয়নি। পাড়ায় সব প্রতিবেশীদের সান্ত্বনাবাণী শুনে শুনে আমি ক্লান্ত। কত লোক আছে মাইনিং ইঞ্জিনিয়র, এ্যাডমিনিস্ট্রেটর এমন কি সুড়ঙ্গ খননকারী। অন্তত যারা সুড়ঙ্গ খননকারীদের বউ তারা একটা স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন পায়, তাদের বাচ্চারা ভবঘুরে হয়ে গড়ে ওঠে না।'

একটা বাচ্চা ছেলের গলা শোনা গেল হাল্কাভাবে, 'ভবঘুরে মানে কি আম্মু ?' ডোরা প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'পিটার, তুমি হোমওয়ার্কেই মন দাও।' এবার সোয়েনসন আস্তেই কথা বলল, 'বাচ্চার সামনে এভাবে কথা বলছ কেন ? এতে আমার সম্পর্কে তার ধারণাটা কি হবে ভেবেছ ?'

'নিজে ঘরে থেকে ছেলেকে ভালো ধারণা শেখাও না কেন ?'

আবার পিটারের গলা শোনা গেল, 'আম্মু, আমি-ও বড় হয়ে স্ক্যাভেঞ্জার হব।' হঠাৎ এটা হুটোপুটির শব্দ হল, পিটার চেঁচিয়ে উঠল, 'কান ছাড়। আমি আবার কি করলাম ?' তারপর আবার চুপচাপ। লং এবার সিগন্যালটা টিপে দিল। দরজা খুলল সোয়েনসন। 'আরে টেড।' এবার গলা চড়িয়ে বলল, 'টেড এসেছে ডোরা। তা তোমার সাথে মারিও কই ?'

'এখনই এসে পড়বে।'

ডোরা আসল পাশের ঘর থেকে। ছোট খাট শ্যামলা মহিলাটি। চুলে বয়সের ছাপ পড়েছে। বলল, 'কেমন আছো টেড ? কিছু খেয়েছো ?'

'বেশ ভালো করে খেয়ে এসেছি, ধন্যবাদ। তা তোমাদের বিরক্ত করলাম না তো ?'

'না না। তা কফি খাবে ?'

'খেতে পারি,' বলে পানির পাত্রটি এগিয়ে দিল ডোরার দিকে।

'ওহ, না না, ঠিক আছে। আমাদের যথেষ্ট পানি আছে।'

'তবুও, আমি দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে, তাহলে...।' পাত্রটা নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল ডোরা।

'পিটার কেমন আছে ?' জিজ্ঞেস করল লং।

'ভালো, ভালো। সে এখন ফোর্থ গ্রেড-এ পড়ছে। আমার সাথে যদিও তার খুব একটা দেখা সাক্ষাত হয় না। গতবার যখন কাজ শেষে ঘরে ফিরলাম সে আমাকে দেখে বলেছিল...' ছেলে সম্পর্কে কোনো মজার গল্প বলতে যাচ্ছিল সোয়েনসন। কিন্তু, তখনই সিগন্যালটা শব্দ করল। ঘরে ঢুকল মারিও রায়োজ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তড়িঘড়ি রায়োজের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল সোয়েনসন, 'দেখ, শেলটা যে নিয়ে গিয়েছ তা ডোরাকে বোল না। এমনিতেই রেগে আছে আজ। গতবার-ও তো এভাবে আরেকটা শেল নিয়ে গিয়েছিলে।'

'আরে শেলের কথা কে বলছে?' জ্যাকেটটা ছুড়ে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল রায়োজ। ডোরা আবার উঁকি দিয়েছে।

'কি খবর রায়োজ? তা কফি খাবে নাকি?' নিজের পানির পাত্রটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।' মারিওর হাবভাব কেমন যেন লাগছে। ব্যাপারটা কি মারিও, কোনো সমস্যা?' বলল লং।

রায়োজ গম্ভীরভাবে বলল, 'পনেরো মিনিট আগে খবরটা প্রচার হয়েছে।'

'কি খবর?'

'প্রতি ট্রিপ-এ মাত্র পঞ্চাশ হাজার টন পানি ব্যবহার করা যাবে।'

'কি?' চিৎকার করে বলল সোয়েনসন, 'এ দিয়ে তো আমরা মঙ্গলের মাটি থেকেই উঠতে পারব না।'

'সেটাই। অর্থাৎ, স্ক্যাভেঞ্জিং বন্ধ।'

ডোরা কফি নিয়ে এসেছে। পরিবেশন করে গ্যাঁট হয়ে বসল ডোরা। জিজ্ঞাস করল, 'স্ক্যাভেঞ্জিং বাতিলের ব্যাপারে কি যেন বলছিলে?' সোয়েনসনকে অসহায় দেখাচ্ছে।

'ব্যাপারটা হচ্ছে' লং বলল, 'পঞ্চাশ হাজার টন পর্যন্ত পানি রেশন করা হয়েছে। অর্থাৎ, মহাকাশযাত্রা আর সম্ভব নয়।'

'তাতে আর সমস্যা কি?' খুশির হাসি হেসে কফিতে চুমুক দিল ডোরা, 'আমার মতে ভালোই হয়েছে। এই মঙ্গলেই অনেক ভালো কাজ পাবে তোমরা। সারাজীবন মহাশূন্যে ছোটাছুটি করে লাভ কি?'

'প্লিজ, ডোরা।' বলল সোয়েনসন।

'আমি শুধু আমার মতামত দিচ্ছিলাম।'

লং বলল, 'নিঃসঙ্কোচে দাও। কিন্তু, আমি কিছু বলতে চাচ্ছি। আমরা জানি পৃথিবী অথবা হিলডারের রাজনৈতিক দল পানি সরবরাহ ব্যবসাকে কেন্দ্র করে বিরাট ফায়দা লুটতে চাচ্ছে। কাজেই আমরা সমস্যায় পড়েছি। কোনো না কোনোভাবে আমাদের পানি পেতে হবে, না হলে আমাদের আর কোনো আশা নেই।

'অত্যন্ত ঠিক কথা', বলল সোয়েনসন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে ?'

এবার রায়োজ হঠাৎ হড়বড় করে বলে উঠল, 'যদি পানির কথাই বল তবে উপায় একটাই। পৃথিবীবাসীরা যদি পানি দিতে না চায় তবে তা ছিনিয়ে আনতে হবে। তারা পৃথিবীতে থাকে বলেই যে পানি-ও সব তাদের তা হতে পারে না। আমরা মঙ্গলগ্রহে বসতি গড়ে তুলি আর যাই করি। মানুষ হিসাবে পানির ওপর আমাদেরও অধিকার আছে।'

'কিভাবে পানি ছিনিয়ে আনতে চাচ্ছ ?' জিজ্ঞেস করল লং।

'সোজা! পৃথিবীতে পানির সমুদ্র আছে। সে অনুপাতে পাহারাদার নেই। রাত্রিকালীন সময়ে যে কোনো সমুদ্রে নেমে মহাকাশযানে পানি ভর্তি করে চলে আসা মোটেও কঠিন হবে না। তারা কিভাবে আমাদের আটকাবে ?'

'আটকানোর হাফ ডজন পন্থা আছে, মারিও। রাডার ব্যবস্থা দিয়ে তারা আমাদের ধরে ফেলতে পারবে। তোমার কি মনে হয় রাডার ব্যবস্থা বসানোর ক্ষমতা তাদের নেই ?'

এবার বলল ডোরা, 'দেখ মারিও রায়োজ। তোমাদের পানি ডাকাতির মধ্যে আমার স্বামী নেই তা বলে রাখছি। ও সব স্ক্যাভেঞ্জিং-এও সে নেই।'

'শুধু এর কথা বলছো কেন ?' বুঝাল রায়োজ, 'একবার পানি বন্ধ করে দিলে তারা আরো অনেক ব্যাপারেই কড়াকড়ি শুরু করবে যা মঙ্গলবাসীদের জন্য খুব খারাপ হবে। এখন এটা বন্ধ করা উচিত।'

'কিন্তু তাদের পানি তো আমাদের দরকার নেই।' বলল ডোরা, 'আমরা চাঁদ বা শনিগ্রহ নই। মঙ্গলের মেরুঅঞ্চল থেকে পানি সংগ্রহ করছি পাইপ লাইন দিয়ে। এই ব্লকের প্রতি এ্যাপার্টমেন্টে একটি করে পানির কল আছে।'

লং বলল, 'ঘরের জন্য ব্যবহার করতে খুব কম পানিই লাগে। কিন্তু খনিগুলোতে পানি ব্যবহার হয়। তাছাড়া হাইড্রপনিক ট্যাঙ্কগুলোতে পানি ব্যবহার হয়।'

'এটা ঠিক কথা।' বলল সোয়েনসন, 'হাইড্রপনিক ট্যাঙ্কগুলো সম্পর্কে কি বলবে ডোরা ? পৃথিবী থেকে পাঠানো ডিহাইড্রেটেড হাবিজাবি না খেয়ে আমরা নিজেরাই শাকসবজি, ফলমূল উৎপাদন করব খুব তাড়াতাড়ি, অতএব পানির প্রয়োজন।'

www.BanglaBook.org

'শোনো কথা।' ব্যঙ্গ করে বলল ডোরা, 'টাটকা খাবার সম্পর্কে তুমি কি জান ? কোনোদিন কোনো টাটকা খাবার তো তুমি খাওনি।

'তুমি যা ভাবছ তার চেয়ে বেশি খেয়েছি। তোমার কি মনে আছে যে কতগুলো টাটকা গাজর আমি যোগাড় করেছিলাম ?'

'এতে আর এত অবাক হওয়ার কি আছে ? তাছাড়া হাইড্রপনিক ট্যাঙ্কের সাহায্যে ফলান ফসলগুলো খাওয়া তো আজকাল একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আগের খাবারগুলোই ভালো। তাছাড়া ঐ পানির সমস্যা এমনিতেই কেটে যাবে।'

লং বলল, 'আমার তা মনে হয় না। হিলডার বেশ ভালোভাবে কোঅর্ডিনেটর পদে বসবে। তখন বিপদ হতে পারে। হয়তো পানির পাশাপাশি খাদ্য সরবরাহেও ভাটা পড়বে।'

রায়োজ আবার রাগ চিৎকার করে উঠল, 'বেশ তাহলে তখন আমরা কি করব ? এখনো বলছি ছিনিয়ে নেওয়াই আসল পন্থা।'

'এবং আমি বলছি আমরা তা করতে পারব না। তুমি পৃথিবীবাসীদের মতো চিন্তা করছ। এখন মঙ্গলবাসীদের মত চিন্তা করো।'

'আমাকে বল।' বলল রায়োজ।

'বলব, যদি তোমরা শোনো। সোলার সিস্টেম ভাবলে আমরা ভাবি বুধ থেকে মঙ্গল পর্যন্ত, এর পরে আর বেশি চিন্তা করি না। কিন্তু এটুকু হচ্ছে এই সৌরজগতের মাত্র শতকরা এক ভাগ। বাকি নিরানব্বই ভাগ ভাবনা আমাদের পেছনে পড়ে রয়েছে। সেখানে অভাবনীয় পরিমানে পানি আছে।'

সোয়ানসন বলল, 'তুমি বৃহস্পতি ও শনির বরফ স্তরের কথা বলছ নাকি ?'

'নির্দিষ্টভাবে শুধু এ দুটোকেই বলছি না। কিন্তু, স্বীকার তো করবে যে সেখানে পানি আছে। হাজার মাইল গভীর বরফ স্তরে নিশ্চয়ই প্রচুর পরিমাণে পানি আছে।'

'কিন্তু, এগুলো তো এ্যামেটিনয়া বা অন্য কিছুর স্তর দিয়ে ঢাকা আছে। তাই না ?' সোয়েনসন বলল।

'আমি জানি সেটা।' বলল লং, 'কিন্তু সেটাকেই চূড়ান্ত বলে ধরে নিচ্ছি না। বড় গ্রহগুলোই একমাত্র জায়গা নয় যেখানে পানি আছে। ধূমকেতু আর উপগ্রহগুলোতে ও পানি পাওয়া যায়। "ভেসতা" নামক ধূমকেতু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটি বরফ খণ্ডের বেশি কিছু নয়। শনি গ্রহের একটি উপগ্রহ তো পুরোটাই প্রায় বরফ।'

'তুমি কোনোদিন মহাকাশে গিয়েছ?' রায়োজ বলল লং-কে।

'তুমি তো জানই আমি গিয়েছি। এ প্রশ্ন করলে কেন?'

'আমি জানি তুমি গিয়েছ, কিন্তু তুমি কথা বলছ এমনভাবে যেন কোনদিনও যাও নি। তুমি কি দূরত্বের ব্যাপারটা ভুলে যাচ্ছ? একটা গড়পড়তা ধূমকেতু মঙ্গলের সবচেয়ে কাছে দিয়ে গেলেও দূরত্ব থাকে বারো কোটি মাইল। কোনো যানই একবারে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে না। কোথাও না কোথাও থামতেই হবে। তাছাড়া কতদিন ধরে একটা মানুষ মহাশূন্যে একা রকেট চালাতে থাকবে?"

'আমি জানি না। তোমার কি মনে হয়?'

'তুমি জান। ছয় মাস, ছয় মাসের বেশি মহাশূন্যে একটানা কাটালে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে হয়। তাই না ডিক?'

ডিক সোয়েনসন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

রায়োজ বলে চলল, 'এটা তো গেল শুধু ধূমকেতু বা উল্কাপিণ্ড। মঙ্গল থেকে বৃহস্পতি তেত্রিশ কোটি মাইল দূরে, শনি সত্তর কোটি মাইল দূরে। এই দূরত্ব অতিক্রম করবে কি করে? তাছাড়া অতিক্রম করার জন্য এত পানি-ই বা পাবে কোথায়?'

ছোট্ট পিটার ইতোমধ্যেই কোন ফাঁকে ঘরে ঢুকে চোখ গোল গোল করে সবার কথা শুনছে, সেটা কেউ খেয়াল করেনি। ডোরা পেছনে ঘুরে তাকাল, 'পিটার সোজা তোমার ঘরে ঢুকে যাও।'

'আম্মু।' আবদারের গলায় বলল পিটার।

'কোনো আম্মু না।' সে চেয়ার থেকে উঠতে যেতেই পিটার পালিয়ে গেল। সোয়েনসন বলল, 'ডোরা, পিটারকে আসতে দাও। আমরা সবাই গল্প করলে পড়ায় মন বসান তো ওর জন্য কঠিন।'

ডোরা অগ্রাহ্য করে বলল, 'আমি এখানেই বসে থেকে শুনব টেড লং-এর চিন্তাভাবনাটা কোন দিকে? যদিও আমার মনে হয় তা সুবিধার হবে না।'

সোয়েনসন কিছুটা নার্ভাসভাবে বলল, 'বৃহস্পতি আর শনির কথা বাদ দিলাম না হয়। কিন্তু "ভেসতা"? দশ বারো সপ্তাহ লাগবে ওটার কাছে যেতে। ওটার পরিধি দু'শ' মাইল। চল্লিশ লক্ষ ঘন মাইল বরফ।'

www.BanglaBook.org

'তাতে কি ?' বলে রায়োজ, 'ভেসতায় গিয়ে আমরা কি করব ?'

'বরফ খনন করব, মাইনিং যন্ত্র বসাব ? তাতে কত সময় যাবে জান ?'

লং বলল, 'আমি শনির কথা বলছি, "ভেসতা" নয়।'

রায়োজ বলে উঠল, 'আমি সত্তর কোটি মাইলের কথা বলার পরেও সে শনিগ্রহের কথা বলছে।'

'ঠিক আছে।' বলল লং, 'তুমি কিভাবে বলছ যে আমরা শুধু ছয়মাস মহাকাশে কাটাতে পারব মারিও ?'

'এটা সাধারণ জ্ঞান, তাও বুঝছ না ?'

'কারণটা অন্য। কারণ হচ্ছে এটা লেখা আছে "হ্যান্ডবুক অব স্পেস ফ্লাইট"-এ সেজন্য তুমি এই কথা বলছ। এই বইয়ে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর পাইলটও নভোচারীদের নিয়ে গবেষণালব্ধ ফলাফলটি লিখেছে। তোমরা এখনো পৃথিবীবাসীর মতো চিন্তা করছ। তোমরা মঙ্গলবাসীর মতো চিন্তা করছো না।'

'মঙ্গলবাসী হোক, তারাও তো মানুষ।'

'কিন্তু তোমরা এত অন্ধ হচ্ছো কিভাবে ? কতবার তোমরা মহাকাশে ছয়মাসের বেশি সময় একটানা কাটিয়েছ মনে আছে ?'

রায়োজ বলল, 'সেটা ভিন্ন কথা।'

লং বলে চলল, 'তোমরা তা পেরেছ তার কারণ কি এই নয় যে তোমরা মঙ্গলবাসী ? তোমরা স্ক্যাভেঞ্জার ?'

'না। কারণ হচ্ছে এই যে, আমরা বেশিদূরে যাই না এবং যে কোন সময় মঙ্গলে ফিরে আসার ক্ষমতা থাকে।'

'কিন্তু, তোমরা তো ফেরো না। এটাই আমার কথা। পৃথিবীবাসীরা ইয়া বড় মহাকাশযান ব্যবহার করে, তাতে ছবি ও সিনেমার লাইব্রেরি থাকে, জনা পনেরো ফ্লাইট ক্রু থাকে এবং যাত্রীও থাকে। তারপরও তারা ছয়মাসের বেশি মহাকাশে কাটাতে পারে না। আর আমরা মাত্র দুইরুমের মহাকাশযানে শুধু দুইজন মানুষ ছয় মাসের বেশি কাটিয়ে দিতে পারি।'

ডোরা বলল, 'তুমি বলতে চাও তুমি টানা এক বছর ধরে মহাকাশযানে চেপে শনিগ্রহে পৌঁছাবে ?'

'কেন নয়, ডোরা ?' লং বলল, 'আমরা পারব। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে আমরা পারব ? পৃথিবীবাসীরা পারবে না। তারা একটি খাঁটি সত্যিকারের জগতে থাকে। সেখানে তারা খোলা আকাশ, টাটকা খাবার,

www.BanglaBook.org

পর্যাপ্ত বাতাস ও পানি, সবই পায়। কাজেই, তাদের পক্ষে ছয় মাসের বেশি মহাকাশ ভ্রমণ অনেক কষ্টের ও ঝামেলার। কিন্তু, আমরা মঙ্গলবাসীরা এতদিনে ভিন্ন হয়ে গেছি। এই মঙ্গলগ্রহ একটা নভোযানেরই মতো। এটা একটা সাড়ে চার হাজার মাইল বড় স্পেসশিপ-এর মাঝে ছোট্ট একটা রুমে যেন বাস করছে পঞ্চাশ হাজার মানুষ। এটা মহাকাশযানের মতোই বদ্ধ। আমরা প্যাকেট করা বাতাস ও পানি গ্রহণ করি। এগুলোকেই বারবার পরিষ্কার করে ব্যবহার করে যাই। আমরা মঙ্গলে বসেও তাই খাই যা মহাকাশযানে বসে খাই। কাজেই, আমাদের পক্ষে মহাকাশযানে এক বছরের-ও বেশি সময় কাটান সম্ভব।'

ডোরা বলল, 'ডিক-ও পারবে?'

'আমরা সবাই পারবো।'

'ভালো কথা। ডিক পারবে না। তুমি আর রায়োজ পারতে পার। তুমি বিয়ে করোনি। কিন্তু, ডিক করেছে। তার স্ত্রী আর সন্তান আছে। এখানেই কোনো ভালো কাজ সে পাবে। আর তোমরা শনিতে গিয়ে যদি কোনো পানি না পাও? পানি পেলে-ও তোমাদের খাবার তো শেষ হয়ে যাবে সে সময়ে, যা বললে তা আমার কাছে অত্যন্ত আজগুবি-ই লেগেছে।' বলল ডোরা।

'না। এখন শোনো', বলল লং শক্তভাবে, 'আমি এটা নিয়ে চিন্তা করেছি। আমি কমিশনার স্যাংকভের সাথে কথা বললে সে সাহায্য করবে। কিন্তু, আমাদের মহাকাশযান এবং মানুষ লাগবে। আমার কথা কেউ শুনতে চাবে না। তোমরা আমার চেয়ে বেশিদিন থেকে এখানে আছ। তোমাদের কথা অনেকেই শুনবে। তোমরা যদি বলো এই অভিযানের জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ...'

'প্রথমে...' বলল রায়োজ, 'তুমি আমাদের আরেকটু ব্যাখ্যা দাও। যদি আমরা শনিতে যাই-ই, তবে পানিটা কোথায় পাব?'

'এখানেই তো মজা।' বলল লং, 'সেখানে পানিগুলো চারপাশে মহাশূন্যে ভাসছে, শুধু নেওয়ার অপেক্ষা মাত্র।'

৫

যখন হামিশ স্যাংকভ প্রথম মঙ্গলগ্রহে এসেছিলেন তখন এখানে "স্থানীয় মঙ্গলগ্রহবাসী" বলে কেউ ছিল না। কিন্তু এখন দু'শ' শিশু মঙ্গলে আছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাদের পিতামহ মঙ্গলে জন্মগ্রহণ করেছে। তিন পুরুষ ধরে মঙ্গলবাসী। স্যাংকভ যখন বালক বয়সে এসেছিলেন তখন মঙ্গলে কোনো শহর গড়ে ওঠেনি। এক গাদা মহাকাশযান বিশেষ টানেলের দ্বারা একে অন্যের সাথে সংযুক্ত থাকত। তারপর আস্তে আস্তে শহর, খনি, বিশাল গুদামঘর, মহাকাশযান রাখার জায়গা ইত্যাদি তৈরি হয়েছে তার চোখের-ই সামনে। পঞ্চাশ থেকে জনসংখ্যা হয়েছে পঞ্চাশ হাজার। অনেক বছর পর স্মৃতিগুলো কমে আসছে এখন তার-ও আগের অর্থাৎ পৃথিবীর স্মৃতি তো আরো নিভু নিভু। কিন্তু, সামনে বসা লোকটি তার সেই পৃথিবীর স্মৃতিকে আবার কিছুটা যেন জাগিয়ে তুলল। সেই পৃথিবী যে কিনা মানুষকে মায়ের গর্ভের মতো নিরাপত্তায় রাখে। সামনের লোকটির নাম মাইরন ডিগবি, সে পৃথিবীর থেকে এসেছে। পৃথিবীর জেনারেল এ্যাসেম্বলির সদস্য। বেশি লম্বা-ও নয়, মোটা ও নয়। কালো সামান্য ঢেউ খেলান চুল। যত্ন করে ছাঁটা কালো গোঁফ। লোকটা পরিষ্কার এবং তার পোশাকও ঝকঝকে পরিষ্কার ও সুন্দর। কমিশনার স্যাংকভের সাথে দেখা করতে এসেছে লোকটি। স্যাংকভ বয়স্ক হয়ে গেছেন, চুল-ও সব সাদা।

গ্যাংকভ বললেন, 'ব্যাপরটায় আমরা খুব আঘাত পেয়েছি।'

'আমাদের প্রায় সবাইকেই কম বেশি আঘাত করেছে ব্যাপারটা, কমিশনার।'

'সঠিকভাবে বলতে গেলে ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না। পৃথিবীর মতিগতি বোঝাও শক্ত। আমার জন্মটাই শুধু পৃথিবীতে হয়েছে। মঙ্গলগ্রহে বসবাস করা অনেক কঠিন। খাবার, পানি ও কাঁচামাল অনতে হয় মহাকাশযানে করে। এর জন্য অনেক শিপিং স্পেস দরকার হয়। বই এবং ফিল্ম রাখার মতো বাড়তি জায়গা আমাদের নেই। ভিডিও প্রোগ্রামগুলোও সহজে মঙ্গলে আসে না। যখন পৃথিবী ও মঙ্গল খুব কাছাকাছি থাকে তখনই সেগুলোকে পাঠানো হয়। তা উপভোগ করার বেশি সময়ও অবশ্য পাওয়া যায় না। প্ল্যানেটারি প্রেস থেকে প্রতি মাসে সংবাদের ফিল্ম আসে। কিন্তু, আমরা খুব একটা দেখি না।'

ডিগবি ধীরে ধীরে বলল, 'আপনি বলছেন আপনারা হিলডারের ওয়াস্টার বিরোধী কর্মসূচির কথা জানেন না?'

'না। ঠিক তা নয়। আমি শুনেছি আমার এক পরিচিত তরুণ স্ক্যাভেঞ্জারের কাছ থেকে। ও মহাশূন্যে গেলেই পৃথিবীর ভিডিও ব্রডকাস্ট ধরে সব দেখে। অথচ পরে এই হিলডারের কথা আর বেশি শোনা

www.BanglaBook.org

যায়নি। ব্যাপারটা হাস্যকর বলেই মনে হয়। সে অভিযোগ করেছে আমাদের পানি ব্যবহার নিয়ে, কতটুকু পানি-ই বা খরচ হয় ? এই তো সরকারি হিসাবে লেখা কাগজটা আছে। বলা হচ্ছে পৃথিবীতে চল্লিশ কোটি ঘনমাইল পানি আছে। প্রতি ঘন মাইলের ওজন সাড়ে চার বিলিয়ন টন। রকেটে যত পানি ব্যবহৃত হয় তার বেশির ভাগই হয় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এলাকার ভেতরে, ফলে সেই পানি আবার পৃথিবীতে ফেরত আসে। অর্থাৎ প্রতি ফ্লাইটে এক হাজার টনের-ও কম পানি লাগে। কাজেই, বছরে পঞ্চাশ হাজার ফ্লাইট উড়লেও তো পৃথিবীর পানি কমবে না।'

ডিগবি বলল, 'আন্তঃগ্রহ বার্তাগুলোয় এই হিসেব দেখান হচ্ছে হিলডারকে দমানোর জন্য। কিন্তু হিলডার পৃথিবীর মানুষদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে। পৃথিবীর সুবিধাবাদীদের সে 'ওয়াস্টার' নামকরণ করেছে। পুরান যুগে তেল সম্পদ ধ্বংস করার কথা তুলে ধরে সে লোকজনকে রাগিয়ে দিচ্ছে।'

স্যাংকভ বললেন, 'এখানেই আমি অবাক হচ্ছি। যতদূর শুনেছি হিলডার সমর্থক লোকদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। তাহলে হিলডার কিভাবে পুরো পৃথিবীর ওপর প্রভাব ফেলছে ?'

'কারণ হিসেবে ধরা যায় মানুষের ভয়কে,' বলল ডিগবি, 'মানুষ ভয় পাচ্ছে, কোথাও কিছুর কমতি দেখা গেলেই তারা ভাবছে সেটা মনে হয় মঙ্গলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি তো এমন একজন প্রত্নতত্ত্ববিদকে চিনি যে সরকারের কাছ থেকে অনুদান না পেয়ে 'ওয়াস্টার বিরোধী' হয়ে গেছে। তার ধারণা সরকার টাকা ঢালছে মহাকাশ বিষয়ে।'

স্যাংকভ বললেন, 'কিন্তু পৃথিবী জেনারেল এ্যাসেম্বলি কি করছে ? তারা হিলডারকে মাথায় তুলে রাখছে কেন ?'

ডিগবি একটা বিরক্তিপূর্ণ হাসি দিল, 'রাজনীতির ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ নয়। মহাকাশের বর্জ্য বা শেলগুলির ব্যাপারে তদন্ত করার একটি বিল হিলডার উত্থাপন করেছিল। এ্যাসেম্বলির তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি তার বিরোধী ছিল। কিন্তু যারা বিরোধিতা করছিল তারা ভয় পেয়ে যায় এই ভেবে যে, সাধারণ মানুষ ভাববে এই সব শেল-এর ফায়দা লোটার ব্যাপারে তাদের-ও হাত আছে। ফলে, বিরোধীরা নরম হয়ে আছে এবং বিলটি পাস হয়ে যায়। আস্তে আস্তে অনেক হিলডার বিরোধী অ্যাসেম্বলি ছেড়ে চলে গেছে। ফলে এখন আমিই একমাত্র অ্যাসেম্বলিম্যান যে হিলডার বিরোধী।'

www.BanglaBook.org

স্যাংকভ বললেন, 'শুনে খুব দুঃখ পেলাম। পৃথিবীতে যতটুকু বন্ধু আছে বলে মনে করেছিলাম ততটুকু নেই। তা হিলডার আসলে চায় কি?'

'আমার মনে হয়', বলল ডিগবি, 'সে পরবর্তী গ্লোবাল কো-অরডিনেটর হতে চায়।'

'কি মনে হয় আপনার, সে পারবে?'

'এভাবে চলতে থাকলে, পারবে।'

'তারপর কি সে তার ওয়াল্টার বিরোধী কর্মসূচি 'ছেড়ে দেবে?'

'আমার মনে হয় কো অর্ডিনেটর হলেও এই কর্মসূচি সে ছাড়তে পারবে না। এতে তার জনপ্রিয়তা কমে যেতে পারে।'

স্যাংকভ বললেন, 'তা আমরা মঙ্গলবাসীরা এ ব্যাপারে কি করতে পারি?' ডিগবি উঠে জানালার কাছে গেল। লাল শুষ্ক পাথুরে জমিতে কিছু ডোম আকার বিল্ডিং, বেগুনি রঙের আকাশ আর সূর্যটা-ও আকারে অনেক ছোট, জানালার দিকে তাকিয়ে থেকেই বলল, 'আপনারা কি মঙ্গলগ্রহে থাকতে আসলেই পছন্দ করেন?'

'অন্য গ্রহ কেমন তা এখানের অনেকে জানেই না। কারো কাছে পৃথিবী প্রথম প্রথম অস্বস্তিকর লাগতেও পারে।'

'কিন্তু আপনার লোকেরা পৃথিবীতে কিছুদিনের মধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। সেখানে মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেবে। আপনার জন্ম তো হয়েছিল পৃথিবীতেই। পৃথিবীর কথা মনে আছে নিশ্চয়ই।'

'কিছু কিছু মন পড়ে, তবে পৃথিবী হচ্ছে মানুষের উপযোগী। সেখানে বসবাস করা সহজ। মঙ্গলে তা নয়। এখানে জগত তৈরি করে নিতে হচ্ছে। একদিক দিয়ে এই ব্যাপারটা উত্তেজনাকর, কারণ আমরা আমাদের প্রয়োজনে নিজেরাই সব বানাচ্ছি। সে তুলনায় পৃথিবী এত উত্তেজনাকর নিশ্চয়ই হবে না।'

ডিগবি বলল, 'সবাই নিশ্চয়ই আপনার সাথে একমত নয়। কারণ, স্বয়ং সম্পূর্ণ শহর গড়ে উঠতে এখনো বিশাল সময় বাকি।'

'ব্যাপারটা ঠিক তা নয়।' বললেন সাংকভ, 'আমি ছোটবেলায় যখন মঙ্গলে আসি তখন পৃথিবী থেকে আমার বাবা চিঠি পাঠাতেন। তিনি এ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন। মারাও গেছেন। আমি বলতে চাচ্ছি তিনি কিন্তু চোখের সামনে কোনো বড় পরিবর্তন দেখেননি। পৃথিবীতে সময় বয়ে গেছে অলসভাবে। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেনও সেই এক ঘেয়েমির মধ্যে।

www.BanglaBook.org

মঙ্গলগ্রহে এটা ভিন্ন। প্রতিদিনই কিছু না কিছু হচ্ছে। শহর বড় হচ্ছে। ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা বাড়ানো হচ্ছে, মেরু অঞ্চল থেকে বেশি পানি আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সবাই ব্যস্ত, পৃথিবীতে এটা নেই। আমার মনে হয় মঙ্গলবাসীদের হঠাৎ করে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলে তারা হতাশায় ও বিষণ্নতায় ভুগবে। কারণ তারা তেমন কোনো কাজ পাবে না।'

'সে ক্ষেত্রে কমিশনার, আমি দুঃখিত আপনাদের সবার জন্য।'

'কেন ?'

'কারণ, আমার মনে হয় এখন না হোক আগামী পাঁচ বছরের মাথায় আপনাদের সবাইকে পৃথিবীতে আসতেই হবে। যদি না...।'

'যদি না কি ?'

'যদি না আপনারা পানির নতুন উৎস খুঁজে না পান।'

'পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও পানি পাওয়ার সম্ভাবনা কেমন বলে মনে হয় ?' বললেন স্যাংকভ।

'একদমই নেই।' বলে ঘর ত্যাগ করল ডিগবি। কমিশনার কিছুক্ষণ চুপচাপ চিন্তিতভাবে কাটালেন তারপর ডেকে পাঠালেন টেড লং-কে।

'তুমি ঠিকই বলেছিলে লং, পানির সমস্যাটি বড় হয়ে উঠছে, কোনো উপায় তো দেখছি না। এ্যাসেম্বলিম্যান ডিগবি বলে গেছে হয় আমাদের পৃথিবীতে ফিরতে হবে নয়তো পানির নতুন উৎস খুঁজে বের করতে হবে।'

'আমরা তা খুঁজে পাব কমিশনার', বলল লং।

'হয় তো পাবো, কিন্তু এটা একটা বিরাট ঝুঁকির ব্যাপার।'

'ঝুঁকি নেওয়াটাই আমাদের কাজ। যদি কিছু স্বেচ্ছাসেবক পেতাম।'

'কেমন এগিয়েছ ?'

'খারাপ না, কমিশনার। কিছু লোক ইতোমধ্যেই আমার দলে এসেছে। তার মধ্যে মারিও রায়োজকে তো আপনি চেনেন, খুবই দক্ষ লোক।'

'কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকরা সবাই দক্ষ লোক হলে মঙ্গলগ্রহে দক্ষ লোকের অভাব দেখা দেবে। অনুমোদন দিতে চাচ্ছি না সে জন্যই।'

'আমরা যদি সফল হয়ে ফিরে আসি তবে এই ঝুঁকির দ্বিগুণ পুরস্কার নিয়ে আসবো।"

'যদি! এটা অনেক বিশাল একটা শব্দ, বোকা।'

'আর আমরা করতেও যাচ্ছি একটা বিশাল কাজ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঠিক আছে, আমি কথা দিচ্ছি। যদি পৃথিবী থেকে পানি না পাওয়া যায় তবে মঙ্গলের উপগ্রহ "ফোবস" থেকে তোমাদের যাত্রার জন্য পানির ব্যবস্থা করব।'

৬

শনিগ্রহ থেকে পাঁচ লক্ষ মাইল দূরে মারিও রয়েছে বসে আসা মহাকাশযানে। একটানা ছুটে চলেছে যান। কোনো কাজ নেই, মাঝে মাঝে মহাকাশের তারা গুনছে সে। যদিও যাত্রার শুরুতে মনে একটা আতংক জেগেছিল কারণ প্রতি সেকেন্ডে মহাকাশযানটি মানুষের বসতি মঙ্গলগ্রহ হতে হাজার হাজার মাইল দূরে চলে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ আলো তারা ধূমকেতুর বাঁকিপূর্ণ পথটাকে কষ্ট করে পার হয়ে এসেছে। মহাশূন্য এখন খালি মনে হচ্ছে। অসংখ্য দিন পার হয়ে যাচ্ছে। নিয়মিতভাবে পালাক্রমে একজন নভোচরকে যানের বাইরে শক্ত কেবলের সাহায্যে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এতে ভেতরে জায়গার অভাব পূরণ হচ্ছে। বিশেষভাবে তৈরি স্পেস স্যুট পরে কেবল ধরে ঝুলে থাকার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা করা আছে। স্যুটের ভেতরেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে খাওয়া দাওয়া ও বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা। যে যখন বাইরে থাকে, মহাকাশযানের সাথে সমগতির কারণে তার কাছে সবকিছু স্থির মনে হয়। মনে হয় সে নিস্তব্ধভাবে শূন্যে ভাসছে। এটা বেশ মজার অনুভূতি।

যতদিন বৃহস্পতির পাশ কাটিয়ে না যাচ্ছে ততদিন তারা নিয়মিত বৃহস্পতিকে বড় হতে দেখেছে। এখন আর বৃহস্পতি নেই। এখন আরেকটি উজ্জ্বল বিন্দু দেখা যাচ্ছে। এটা হল শনিগ্রহ। শনিকে বাইরে থেকে দেখার জন্য কেবল-এ ঝুলে পড়তে চাচ্ছে সবাই। লাইন লেগে গেছে যেন। তারা এক সময় অনেক কাছে চলে এল। যত কাছে আসছে শনির বলয় তত বড় হচ্ছে। শনির বড় চাঁদগুলোকে উজ্জ্বল দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। শনিগ্রহ, কেমন কমলা রঙ বলে মনে হচ্ছে। রায়োজের মনোযোগ পড়ে আছে বলয়ের দিকে। কমলা রঙের তিনটি স্তরের বলয়। একদম কাছে আসার পর দেখা গেল বলয়গুলো ঠাসাঠাসি করে থাকা কঠিন পদার্থের সমাবেশ। এই মুহূর্তে রায়োজের থেকে বিশ মাইল দূরে বলয়ের একটি কঠিন পদার্থ ভাসছে, তার একপাশ ছায়ায় অন্ধকার হয়ে আছে। অন্যগুলো বহু দূরে দূরে, আলো পড়ে ঝিকঝিক করছে।

www.BanglaBook.org

সমগতিতে যানটি চলছে বলে কঠিন পিণ্ডগুলোকে স্থির মনে হচ্ছে।

রায়োজ মহাশূন্যে কেবল ধরে ভাসছিল।

'মারিও ?' ইয়ারফোনটা বলে উঠল।

'বলছি।'

'আমি তোমার যানটা দেখতে পাচ্ছি, তা কেমন আছো ?'

'টেড নাকি ?'

'হ্যাঁ। আমিও শূন্যে ভাসছি।'

'দৃশ্যটা সুন্দর, তাই না ?'

'আমি কিছু পৃথিবী বিষয়ক বই পড়েছিলাম। তুমি তো জান সেখানে ঘাস নামের ছোটছোট সবুজ কাগজের মতো জিনিস আছে। সেখানে মানুষেরা বসে বসে ওপরে নীল আকাশ আর সাদা মেঘ দেখে। ব্যাপারটা কেমন ?'

'পৃথিবীবাসীরা মনে হয় পাগল।'

'তাদের বর্ণনাগুলো খুব সুন্দর লেগেছে কিন্তু, আমার কাছে, আমার মনে হয় এই রুক্ষ সৌরজগতে পৃথিবী-ই একমাত্র সৌন্দর্যপূর্ণ জায়গা। তবে এভাবে শূন্যে বেসে বেড়ানোটা-ও খারাপ নয়।'

'আমার মনে হয়।' বলল রায়োজ, 'পৃথিবীবাসীরা এসব পছন্দ করে না।'

'আমারও তা মনে হয়। পৃথিবীবাসীরা পৃথিবীতেই থাকতে চায়। মঙ্গলবাসীদের পক্ষেই সম্ভব এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়া ও নতুন কলোনি গড়ে তোলা।'

৭

মহাশূন্যের ওজনহীনতার মজাটা বেশিক্ষণ থাকল না। কিছু কিছু অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। যেমন, ভারি হিট প্রজেক্টরটা অন্য সময় নড়ানোই যায় না। কিন্তু এখানে সেটা প্রায় ওজনহীন। জোরে ধাক্কা দিলে এত দূরে চলে যায় যে আবার ঝামেলা করে আনতে হয়। ফলে কোনো কিছু নড়ান হচ্ছে খুবই আস্তে আস্তে, ব্যাপারটা বিরক্তিকর। কেরালস্কি জোরে ঠেলার ভুলটা করে এবং হিট প্রজেক্টরটি ফিরিয়ে আনার সময় বেকায়দায় কোনায় চাপ খেয়ে তার গোড়ালি ভেঙে গেছে, এই অভিযানের প্রথম দুর্ঘটনা। রায়োজ আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিক মিলে হিট প্রজেক্টরটা চালাচ্ছে এখন। অনেক ঘাঁটাঘাটি করে একটা বড় খণ্ডে বিরাট গর্ত করল তারা প্রজেক্টরটি দিয়ে। তারপর সোয়েনসন অনেক সতর্কতার সাথে সেই বিরাট গর্তে ঢুকিয়ে দিল মহাকাশযানটিকে। ব্যস, জ্বালানির সমস্যা আপাতত নেই। শুধু বসে বসেই কিছু কাজ করা, জমাট বরফকে বাষ্প করে যানে ভরা। রায়োজ বলল, 'কয়টা যানকে এভাবে নামতে হবে যেন ?'

ডিক বলল, 'এগারোটা। আমরা নেমেছি। আছে দশটা। খবর পেয়েছি তাদের মধ্যে সাতটা বরফ নেওয়া শুরু করেছে।'

'কাজ ভালোই চলছে।'

'তা ঠিক। কিন্তু যদি আমরা আর ফিরতে না পারি ? পিটার আর ডোরার কথা মনে পড়ছে খুব।'

'তুমি খামোখা আজেবাজে চিন্তা করছ। তাছাড়া ডোরা তো তোমার এখানে আসার ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছেই। তুমি তো আর অ্যাডামের মতো পালিয়ে আসোনি।'

'অ্যাডামের বউয়ের কথা আর বল না' বলল ডিক সোয়েনসন, 'সে তো তার স্বামীর জীবনটা দোযখ বানিয়ে রেখেছে। অ্যাডাম মরে গেলে তার ক্ষতিপূরণ পেলেই ঐ মহিলা খুশি।'

'ডোরা তো তোমাকে ছেড়ে যাবে না। তাই না ?'

'আমি তার সাথে কখনোই বেশি সময় কাটাতে পারিনি।'

'কিন্তু তুমি তো বেতনের সব টাকাই তার হাতে তুলে দাও।'

'টাকাটা সব নয়। মেয়েরা সঙ্গ চায়, বাচ্চারা একটা বাবা চায়। আর আমি এখানে একা কি করছি ?'

'বাসায় ফেরার অপেক্ষা, আবার কি ?'

'আহ, তোমাকে বোঝানো কঠিন।'

৮

শনির বলয়ের একটি খণ্ডের ওপর হাঁটছিল টেড লং। মনে পড়ছিল আগের কথা। এই অভিযানের জন্য উপযুক্ত রকেট তৈরিতে তার চিন্তাভাবনাগুলো ঝালিয়ে নিচ্ছিল সে। এক এক টন পানির বদলে এক টন ওজনের মহাকাশযান আকাশে উড়বে, ব্যাপারটা তা নয়, আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে ভর গুনণ গতি সমান ভর গুণন গতি। এক টন পানি প্রতি সেকেন্ডে এক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাইল বেগে ছাড়লেও যে গতি আবার একশ' পাউন্ড পানি সেকেন্ডে বিশ মাইল বেগে ছাড়লেও সে গতি। বাষ্প বের হওয়ার চোঙটা আরো চিকন এবং বাষ্প আরো উত্তপ্ত করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্যা হল চোঙ বিকল হলে ঘর্ষণ বৃদ্ধি হয় এবং শক্তির অপচয় হয়। আবার বাষ্পের উত্তাপ বাড়ালে চোঙ তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়। অবশেষে তারা চিকন চোঙ-এর পথই বেছে নিয়েছিল। মহাকাশযানগুলো-ও বিরাট করে তৈরি করেছ, যেন প্রচুর পানি ভরা যায়।

পানির বলয়ের এই কঠিন খণ্ডগুলি প্রায় পুরোটাই বরফ। যানগুলো এর মধ্যে বসেই বরফ খনন করে নিজেদের ভেতর ভরছে। লং ওই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে দু'মাইল লম্বা ও একমাইল চওড়া একটি বরফ খণ্ডের ওপর। এখন লং-এর সামনে একটি বাস্তবতা এসে দাঁড়িয়েছে। সে ভেবেছিল দুই দিনেই কাজ শেষ হবে। এখন প্রথম সপ্তাহ শেষ হয়েছে। পুরো কাজটি শেষ হতে যে আর কতদিন লাগবে ভাবতেই নিজেকে অসহায় মনে হল লং-এর, তার আত্মবিশ্বাস ভেঙে যাচ্ছে। তাছাড়া বিশাল ওজনের সংগৃহীত বরফ নিয়ে শনির মাধ্যাকর্ষণ ভেদ করার ব্যাপারেও তার দুশ্চিন্তা হচ্ছে। খাবার পানি ও খাদ্য যা এনেছিল তা কমে আসছে। যদিও পানি নিয়ে এখন আর চিন্তা নেই কিন্তু খাদ্য একটি সমস্যা। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক স্ক্যাভেঞ্জাররা ফুর্তিতেই আছে। মানুষের মধ্যে তারাই প্রথম যারা এতদূর এসেছে। শনিগ্রহকে এত কাছ থেকে দেখছে। এটা তাদের গর্ব। সামনে একজনকে দেখে বলে উঠল লং, 'কি খবর ওখানে ?'

'আরে টেড না ?' বলল রায়োজ।

'হ্যাঁ। তোমার সাথে ডিক আছে ?'

'হ্যাঁ। চলে এস আমাদের যানে।'

সোয়েনসনকে দেখা গেল, 'আমরা ফিরব কবে টেড ?'

'যত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হয়। উত্তরটা পছন্দ হল না, তাই না ?'

সোয়েনসন হতাশভাবে বলল, 'মনে হয় আর কোনো উত্তর-ও নেই।'

লং চিন্তিতভাবে মহাকাশের দিকে তাকাচ্ছিল।

'তুমি কি কিছু ভাবছ, সেই বড় খণ্ডটা নিয়ে নিশ্চয়ই ?' বলল রায়োজ।

লং ভাবছিল। ভাবছিল সেই খণ্ড নিয়েই। তাদের কাছাকাছি সবচেয়ে বড় খণ্ডটা। প্রায় একটা পাহাড়ের মতো।

'ওটা কি একটু একটু করে বড় হচ্ছে না ? খেয়াল করে দেখ তোমরা।' বলল লং।

রায়োজ আর ডিক দেখল। রায়োজ বলল, 'মনে হচ্ছে আগের চেয়ে একটু বড়। তাহলে তো দাঁড়াচ্ছে এই যে, ওটা আস্তে আস্তে আমাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাছে আসছে। কিন্তু বলয়ের ভেতর তো এমন হবার কথা নয়।'

'আমরা এখানে ঢোকার আগে অমন হত না। কিন্তু, আমরা ঢোকার পর কিছু পরিবর্তন হয়েছে। তোমরা টের পাচ্ছ নিশ্চয়ই যে মাঝে মাঝে পায়ের নিচে কেঁপে উঠছে কয়েকদিন থেকে ? আমরা অনেকগুলো বরফ খণ্ড গলিয়েছি। একটা পরিবর্তন এসেছে, এটা হয় তো তারই প্রতিক্রিয়া।

'হতে পারে, তবে ওটা যে আসলেই বড় হচ্ছে এটা একটা চোখের ভুলও হতে পারে। তা কত জোরে আসছে ওটা বলে মনে হয় ?' বলল রায়োজ।

'আস্তে আসুক আর জোরেই আসুক', বলল লং, 'ওটার এবং আমাদের মোমেন্টাম এক সমান, ফলে, ধাক্কা লাগলে আমরা ছিটকে পড়ব শনিগ্রহে। আর বরফ খণ্ড দুটো লক্ষ কোটি টুকরো হয়ে বলয়ে ভেসে বেড়াবে।'

সোয়েনসন নার্ভাস ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। যানের দিকে যাচ্ছে। রাডার ব্যবহার করে পাহাড়টার গতিবেগ নির্ধারণ করতে চায় সে। কোনো সাড়াশব্দ নেই কিছুক্ষণ। রায়োজ রেডিও যোগাযোগ করল, 'এ্যাই ডিক, ভেতরে গিয়ে মরে গেছ নাকি ?'

'আমি যন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত, চেক করছি।'

'ওটা কি এগিয়ে আসছে ?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের দিকে ?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। আবার সোয়েনসনের গলা শোনা গেল। আতংকের চিহ্ন স্পষ্ট।

বলল, 'একদম আমাদের নাক বরাবর আসছে। ধাক্কা লাগবে আর তিন দিন পর।'

'তুমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছ,' চীৎকার করলো রায়োজ।

'না। আমি চারবার চেক করেছি।'

লং চিন্তার অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। এখন তারা কি করবে ?

৯

বরফ খণ্ডগুলোকে শক্ত কেবল দিয়ে বাঁধতে গিয়ে অনেক সমস্যা হচ্ছে। সঠিক হিসাবে ঠিক মতো বসানো না হলে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও খণ্ডগুলো নড়ানো যাবে না। হিসাবের সামান্য এদিক ওদিক হলে নতুন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে কেবল বসাতে হবে। সবাই ব্যস্ত। এমন সময় রেডিও মেসেজ আসল 'জেটগুলো বসাও।'

সবাই বিরক্তি গুঞ্জন তুলে হেলে দুলে রওনা দিল। লং-এর পরিকল্পনা মতো যানগুলোর জেট প্রপালশনের অংশগুলো খুলে বরফ খণ্ডের পেছনে বসানো হবে। লিড দিয়ে মূল যানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হবে। মূল যান বসা আছে ররফ খণ্ডের গর্তে। অতএব, পুরো বরফখণ্ডটাই রকেট হিসাবে ছুটে যাবে নির্ধারিত পথ ধরে মঙ্গলগ্রহের দিকে। সবাই যখন রকেট বসাচ্ছে। তখনই ব্যাপারটা খেয়াল করল। হৈ চৈ পড়ে গেল চারিদিকে। পাহাড়েব মতো বরফ খণ্ডটা খুব কাছে চলে এসেছে। আয়তনে এখন প্রায় দ্বিগুণ দেখা যাচ্ছে। কাজ বন্ধ করে সবাই ছুটল লং-এর কাছে।

'এখন চলে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।' বলল লং, 'অন্য আরেকটি বরফ খণ্ডে উড়ে গিয়ে বসার মতো ক্ষমতা এই মুহূর্তে আর আমাদের যানের নেই। বিস্ফোরণ ও বরফ গলানোর কারণে আমাদের খণ্ডটি তার কক্ষপথ থেকে সরে এই পাহাড়ের কক্ষপথে এসে গেছে। এখন একটি কাজই আমরা করতে পারি তা হচ্ছে, রকেট চালিয়ে আমাদের খণ্ডটির কক্ষপথ আরো পরিবর্তিত করে বিপদ কাটিয়ে বের হয়ে যাওয়া।"

লং-এর বোঝানোর পর সাবই পাগলের মতো ছুটল বরফ খণ্ডের পেছনে রকেট বসাতে। প্রতি মুহূর্তে একটু একটু করে বড় হচ্ছে ওটা। লং জানে না পরিকল্পনাটি কাজে লাগবে কিনা। দূরে বসানো রকেটগুলো কি সঠিক সময়ে কাজ করবে ? যদি সব ঠিক ঠাক চলে-ও বা তবু এই বরফখণ্ডটি যে প্রচণ্ড চাপে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে না তার নিশ্চয়তা কি ?

'সব তৈরি।' কথা ভেসে এল লং-এর রিসিভারে।

'রেডি।' বলল লং। তারপর টিপে দিল রকেট চালু করার বোতাম।

কেঁপে উঠল পুরো বরফখণ্ড। সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। হ্যাঁ সবছে, সরছে তাদের যন্ত্রটা। ছয় ঘণ্টা লাগল পুরোটা সরতে এবং পাহাড়টি চলে গেল তাদের আধ মাইলের-ও বেশি দূর দিয়ে।

লং চেয়ারে হেলান দিয়ে দুই হাতে চোখ ঢাকল। মস্তবড় বিপদ কেটে যাচ্ছে।

১০

মহাকাশযানগুলোর দলটি বর্তমানে সমষ্টিবদ্ধ হয়ে ফিরছে শনি হতে মঙ্গলেব দিকে। লং জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে রেখেছে সব যানে। মোট

www.BanglaBook.org

পঁচিশটি যানে পঁচিশটি বরফ খণ্ড নানা জায়গায় বসানো। তাদের রকেটগুলো সব বরফখণ্ডের পেছনে বসান। প্রথম দিন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় দিন যখন তাদের গতিবেগ ঘণ্টায় একলক্ষ মাইল হল তখন ঝাঁকুনি কমে গেল। এখন তাদের গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় দশ লক্ষের-ও বেশি। আবার বিষণ্ণতায় পেয়ে বসেছে সবাইকে। শুধু অন্ধকার মহাকাশের মধ্য দিয়ে ছুটে চলা। প্রতি চার ঘণ্টা পরপর এক ঘণ্টার জন্য জেট বন্ধ রাখা হচ্ছে। এক বছরেরও বেশি আগে তারা মঙ্গল ছেড়ে এসেছে। এতদিনে সেখানে কি ঘটেছে ? কলোনিগুলো আগের জায়গায় আছে তো ? লং যেন মরিয়া হয়েই প্রতিদিন রেডিও সিগন্যাল পাঠায় মঙ্গলে। কিন্তু কোনো উত্তর আসে না। সে জানে, সূর্যের কারণে সিগন্যালে সমস্যা হতে পারে। অবশেষে একদিন মঙ্গলের কক্ষপথে ঢুকল তারা। আর সাতদিন বাকি মঙ্গলে যেতে, তখন সিগন্যাল আসতে শুরু করল মঙ্গল থেকে। যখন আর দুদিন বাকি তখন পরিষ্কার সিগন্যাল পাওয়া গেল। স্যাংকও যোগাযোগ করছেন। বললেন, 'কি খবর, বাবা ? এখন ভোর তিনটা। একজন বৃদ্ধ মানুষের প্রতি কি আচরণ ! বিছানা থেকে উঠে কোনো মতে এসেছি।'

'আমি দুঃখিত, স্যার।'

'দুঃখিত হয়ো না। তা, তোমাদের মধ্যে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি তো ?'

'না স্যার, কোনো হতাহত নেই।'

'আর পানি, নিয়ে এসেছ কিছু ?'

'যথেষ্ট।'

'সে ক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি পার ঘরে ফিরে এস।'

'নিচে কোনো সমস্যা হয়েছে কি ?'

'তেমন কিছু নয়। কখন পৌঁছাচ্ছ তোমরা ?'

'দুদিন লাগবে। এ ক'দিন সামলাতে পারবেন তো ?'

'পারব।'

চল্লিশ ঘণ্টা পর মঙ্গলকে স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। নামার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল বরফখণ্ডসহ যানগুলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১১

স্যাংকভ অনেক চেষ্টা করে নিজেকে শান্ত রাখছেন। কয়েক দিন আগেও তিনি জানতেন না যে অভিযাত্রীরা আদৌ বেঁচে আছে কি না। এদিকে কমিটি তাকে জোর করছে স্বাক্ষর করতে অন্য একটা চুক্তিতে। হিলডার পৃথিবীতে ভোটযুদ্ধে জয়ী হতে যাচ্ছে তা বোঝাই যায়। এখন মঙ্গলের ব্যাপারটিকে নিয়ে কোনো খেলা হয় তো খেলবে। অনেক চেষ্টা করে স্বাক্ষর দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন স্যাংকভ। তবে কমিটির সামনে আত্মসম্পর্ণের একটা টোপ ঝুলিয়ে রেখেছেন সবসময়ই যেন তাড়া তড়িঘড়ি না করে।

এমন সময়ই খবর পেলেন লং-এর কাছে থেকে যে তারা মঙ্গলে ফিরে আসছে।

আজ তার সামনে চুক্তিপত্রটি রাখা হয়েছে। স্যাংকভ প্রথমে উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশে কিছু বলতে চাইলেন। 'প্রতি বছর পৃথিবী থেকে মঙ্গলে পানি আমদানি করা হয় দুই কোটি টন। এটা-ও কমে আসছে কারণ মঙ্গলের মেরু অঞ্চল থেকে আমরা নিজেরাই কিছু পানি উৎপন্ন করছি। আমি যদি আজ এই অবরোধ চুক্তিতে স্বাক্ষর করি তবে মঙ্গলের শহর সম্প্রসারণের কাজ, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যাবে, পৃথিবীবাসীরা নিশ্চয়ই তা চায় না?'

কমিটির সবাই এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। ডিগবিকে-ও ছাঁটাই করা হয়েছে। এখন, সবাই স্যাংকভের বিরুদ্ধে একজোট।

কমিটি চেয়ারম্যান অধৈর্যের সাথে বলে উঠল, 'এসব কথা আপনি আগেও বলেছেন।'

'আমি জানি, কিন্তু স্বাক্ষর করার আগে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে চাই। পৃথিবী কি আমাদের মঙ্গলবাসীদের জীবনযাত্রা একেবারে থামিয়ে দেয়ার জন্য বদ্ধ পরিকর?'

'অবশ্যই না। পৃথিবী শুধু তার পানির অপূরণীয় ক্ষতি বন্ধ করতে চায়, আর কিছু নয়।'

'পৃথিবীতে আপনাদের আছে দেড়'শ কোটি লক্ষ টন পানি।'

'কিন্তু আমরা পানি নষ্ট করত পারি না।' বলল কমিটি চেয়ারম্যান। স্যাংকভ অবশেষে স্বাক্ষর করলেন। পৃথিবীর দেড়শ' কোটি লক্ষ টন পানি রয়েছে অথচ তারা তা খরচ বা নষ্ট করতে চায় না। এটাই তো শেষ কথা। আর কি বলার আছে?

www.BanglaBook.org

এই ঘটনার দেড় দিন পর কমিটির সকলে এবং সাংবাদিকদের 'স্পেসপোর্ট ডোম'-এ দাঁড়িয়ে আছে। জানালার মোটা কাঁচের ভেতর দিয়ে তারা বাইরে মঙ্গলের শুধু পাথুরে জমি দেখছে। কমিটি চেয়ারম্যান অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলেন, 'আমরা আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব এবং যদি কিছু মনে না করেন, জানতে চাই যে, আমরা অপেক্ষা করছি-ই বা কিসের জন্য ?'

সাংকভ বললেন, 'আমাদের কিছু লোক মহাশূন্যে গিয়েছিল, তারা উল্কা বেষ্টনি ভেদ করে আরো দূরে গিয়েছিল।'

চেয়ারম্যান চশমাটা পরিষ্কার করতে করতে চললেন, 'তারা এখন ফিরছে বুঝি ?'

'হ্যাঁ, তারা ফিরছে।'

চেয়ারম্যান কাঁধটা সামান্য উঁচু করে সাংবাদিকদের দিকে ভুরু তুলে তাকালেন, ব্যাপারটার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশের জন্যই হয় তো।

'ওটা দেখতে পাচ্ছেন ?' আঙ্গুল তুলে দেখাল স্যাংকভ।

'আরে' চিৎকার করে উঠল একজন সাংবাদিক 'ওটাতো একটা মহাকাশযান।'

হাঁ, মহাকাশযানই বটে, তবে অন্য সবগুলোর মতো নয়। বিশাল এবড়ো খেবড়ো শরীর নিয়ে নামছে সেটা, সূর্যের আলো পড়ে ভয়ানক রকম ঝিলিক দিচ্ছে সেটার শরীর। খুব ধীরে ধীরে মঙ্গলের মাটির খুব কাছে আসল ওটা। কমিটির সদস্যরা, সাংবাদিকরা, মঙ্গলের অসংখ্য অধিবাসী সবাই যেন বোবা হয়ে গেছে। সবাই মুখ তুলে দেখছে। এক সময় নামল সেটা। ইঞ্জিন বন্ধ হল। বরফ খণ্ডের ওপর থেকে কিছু মানুষ বের হয়ে এল। তারা নামছে। এক সাংবাদিক অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল—'এটা কি ?'

'এটা...' শান্তভাবে বললেন স্যাংকভ–'...ছিল শনির বলয়ের একটি খণ্ড। আমাদের ছেলেরা মহাকাশযানের মাধ্যমে এটাকে নিয়ে এসেছে। শনির বলয়ের খণ্ডগুলো আসলে বরফ ছাড়া কিছুই নয়। যেটাকে বিরাট মহাকাশযান বলে মনে হচ্ছে সেটা একটা বিরাট বরফখণ্ড ছাড়া কিছু নয়। মঙ্গল পৃথিবীর তুলনায় অনেক ঠাণ্ডা এবং এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি-ও কম। তাই, এই বরফখণ্ডটি সহজে গলেও যাবে না আবার ভেঙেও পড়বে না। আমরা এখন চেষ্টা করলে শনি ও বৃহস্পতির উপগ্রহগুলোতে এবং উল্কাগুলোতেও আমাদের পানির স্টেশন বসাতে পারি। শনির বলয় থেকে

www.BanglaBook.org

নিয়মিত বরফখণ্ড যোগাড় করতে পারি। আমাদের স্ক্যাভেঞ্জারেরা এ কাজে পারদর্শী। আমাদের যত খুশি পানি আমরা যোগাড় করতে পারব। এই খণ্ডটি প্রায় এক ঘনমাইল। পৃথিবী থেকে দু'শ' বছরে হয়তো এতোটুকু পানি মঙ্গলে আসতে পারে। তা-ও আবার এই খণ্ডটির দশ কোটি টন বরফ ব্যবহার করে আমাদের ছেলেরা মাত্র পাঁচ সপ্তাহে ফিরে এসেছে। এত ব্যবহারের পরও দেখুন কত বিরাট এই খণ্ড। আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন তো ?'

বলাই বাহুল্য যে সবাই বুঝতে পারছে। স্যাংকভ বলে চললেন— 'পৃথিবী তার পানি নিয়ে চিন্তিত। পৃথিবী দেড়শ' কোটি লক্ষ টন পানি আছে তা-ও সে আমাদের সামান্য পানি দিতে চায় না। কিন্তু জেনে রাখুন আমরা তাদের ক্ষতি চাই না। জেনে রাখুন, আমরা তাদের কাছে সস্তায় পানি বিক্রি করব, ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করব। জেনে রাখুন পৃথিবীর পানির দুশ্চিন্তা মঙ্গলই দূর করবে।'

কমিটি চেরম্যানের কানে আর কিছু ঢুকছে না। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তার মাথা গরম হয়ে উঠছে। 'ওয়াস্টার বিরোধী কর্মসূচি' একেবারে মাঠে মারা যাবে, পৃথিবীতে তারা হাস্যকর অবস্থানে চলে আসবেন।

সাংবাদিকরা ইতোমধ্যেই অসংখ্য ছবি তুলতে আর কি সব লিখতে শুরু করেছে। জন হিলডার এবং তার অনুসারীদের এমন কি যে কোনো ব্যক্তি যে কিনা মহাকাশ ভ্রমণ বিরোধী, তাদের ভবিষ্যত পুরো অন্ধকার। এদের মধ্যে তিনি নিজেও পড়েন।

ডোরা খুশিতে চিৎকার করে উঠেছে, আর পিটার আনন্দে লাফাচ্ছে 'আব্বু, আব্বু', বলে, ইঞ্চি দুয়েক লম্বা হয়েছে পিটার এই এক বছরে। ডিক সোয়েনসন এগিয়ে যাচ্ছে ডোমের দিকে। তার স্ত্রী ও সন্তানের কাছে।

'কোনো লোককে কখনো এত খুশি দেখেছ ?' টেড্ডা লং বলল সোয়েনসনকে দেখিয়ে 'নিশ্চয়ই বিয়ে করার মধ্যে একটা কিছু আছে।'

'ওহ্, অনেক দিন মহাকাশে কাটিয়ে আমার জন্যই এ অবস্থা তোমার।' বলল রায়োজ।

অনুবাদ ঃ শাহরীয়ার শরীফ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

স্ট্রেনজার ইন প্যারাডাইজ

অ্যান্থনি, উইলিয়াম, ওরা দুই ভাই। মানুষ বলে, অথবা একই বেবি মিটারের তত্ত্বাবধানে বড় হয়েছে বলে নয়, সত্যিকারের বায়োলজিক্যাল অর্থেই ভাই। উইলিয়াম নিজেকে বলে অ্যান্টি অট (Anti-Aut)। অ্যান্থনির বয়স যখন তেরো, তখনই সে নিজের নাম বদলে স্মিথ রেখেছে।

দু'জনে যখন একসাথে ছিল, নাম কোন ব্যাপার ছিল না। কারণ তারা দেখতে একই রকম। অ্যান্থনি স্মিথ পাঁচ বছরের ছোট। দু'জনেরই পাখির ঠোঁটের মত বাঁকা নাক, চোখের পাপড়ি ঘন। থুতনি একইরকম দেখতে। একটা ভাঁজও আছে।

উইলিয়াম বড় ও তাই আগে বেবি মিটিং হাউস ছেড়েছে সে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের লাইন বেছে নিয়েছে। অ্যান্থনি হাউস ছেড়েছে আর পরে। সে-ও বিজ্ঞানে বেছে নিয়েছে—টেলিমেট্রিক। দু'জনের লাইন সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটার সাথে অন্যটার কোন মিলই নেই। অন্তত কেউ কেউ তাই ভাবত।

অথচ পরে মার্কারি প্রজেক্ট যখন বাতিল হওয়ার অবস্থা, তখন অ্যান্থনির পরামর্শেই পরিস্থিতি বদলে যায়।

উইলিয়াম অ্যান্টি-অট জানত মার্কারি প্রজেক্টের কথা। অবশ্য সে শুধু জানত লং-ড্রন-আউট স্টেলার প্রোবের কথা ; যেটা তার জন্মের আগেই মহাশূন্যে যাত্রা করেছে এবং তার মৃত্যুর পরও পথেই থাকবে। ওটার কথা যেমন জানে সে মার্টিন কলোনি এবং অ্যাস্টেরয়েডে অন্য যে সব কলোনি স্থাপনের পরিকল্পনা চলছে, তাও জানত। তবে সেসবের বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিল না তার কাছে।

www.BanglaBook.org

স্পেস নিয়ে কখনও বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায়নি সে, একেবারেই না। কিন্তু মার্কারি প্রজেক্টে কর্মরত কয়েকজনের ছবিসহ একটা প্রিন্টআউট যেদিন প্রথম চোখে পড়ল, সেদিন থেকে ঘামাতে শুরু করল। কেননা ওই ছবির একজন অবিকল তারই মত দেখতে। অ্যান্থনি।

ডালাস মার্কারি প্রজেক্টে কাজ করে সে। ছবিটার ক্যাপশনে সে কথা লেখা আছে।

ডালাসের কথায় নিজের ছেলে র‍্যানডালের কথা মনে পড়ল। সে-ও ডালাসের এক তত্ত্বাবধায়ক প্রতিষ্ঠানে থাকে। বয়স ষোল। প্রাক্তন বান্ধবী, লরা না লিন্ডা, কি যেন নাম, তার গর্ভের।

ডালাসে যাওয়ার কথা আছে উইলিয়ামের। তবে কোন ব্যক্তিগত সফরে নয়, নিজের প্রজেক্টের সহকর্মীদের সাথে। তখন দেখা হবে অ্যান্থনির সাথেও।

বহু বছর দেখা নেই দুই ভাইয়ে।

মাইক্রো-পাইল পাওয়ার ইউনিটের আওয়াজ বদলে যেতে উইলিয়াম বুঝল গন্তব্যে পৌঁছে গেছে তারা। ওদিকে রুক রিসেপশন এরিয়ার এক্সপার্টদের স্বাগত জানাতে অপেক্ষায় আছে অ্যান্থনি। নিজের ইচ্ছায় নয়, প্রতিনিধিদলের অংশ হিসেবে এসেছে সে। হোমলজিস্টদের প্রতিনিধিদল।

এয়ার ক্র্যাফটের দরজা খুলে গেল, এক এক করে নেমে এল প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। ইনার প্ল্যানেটের সমস্যা মোকাবেলায় কি করণীয় আছে, তাই নিয়ে আলোচনা করতে এসেছে তারা।

চাঁদে ও মঙ্গলগ্রহে কলোনি গড়ে তুলেছে মানুষ। অ্যাস্টেরয়েডের বড় বড় গ্রহসহ বৃহস্পতিও আজ মানুষের কবজায়। শনির বৃহত্তম উপগ্রহ টাইটনেও মানুষ পাঠানোর চিন্তাভাবনা চলছে। আউটার সোলার সিস্টেমে সফরে যাওয়ার পরিকল্পনাও আছে ' কিন্তু সূর্যের ভয়ে ইনার প্ল্যানেটে যাওয়ার কথা ভাবছে না কেউ।

দুই বিশেষজ্ঞ দলের প্রথম বৈঠকে প্রস্তাব তোলা হল, সূর্যের তাপ মানুষের জন্যে অসহনীয় হলেও রোবটের জন্যে নয়। রোবট পাঠানো যেতে পারে ইনার প্ল্যানেটে। ওটার 'ব্রেন' হিসেবে জটিল এক কম্পিউটার কাজ করবে। অথবা রোবট যাবে মিশনে , তার 'ব্রেন' থাকবে পৃথিবীতে। পৃথিবীতে থেকে 'দেহকে' পরিচালনা করবে।

www.BanglaBook.org

সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

অ্যারিজোনা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাঁটছে রোবট। থেকে থেকে পড়ে যাচ্ছে, এটা-সেটার সাথে বাড়ি খাচ্ছে। থেমে এক পায়ে ভর করে চর্কির মত ঘুরে যাচ্ছে, আরেক দিকে হাঁটা ধরছে।

'ওটা একটা শিশু,' উইলিয়াম বলল। 'হাঁটা শিখছে।'

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যাচ্ছে, মাসের পর মাস। রোবট মার্কার কম্পিউটারের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ শিখছে। জটিল সমস্ত কাজ। কিন্তু উইলিয়ামের পছন্দ হচ্ছে না।

'ওটার কাজ পছন্দ হচ্ছে না আমার' উইলিয়াম, অ্যান্থনি বলল।

'ব্যাপারটা অদ্ভুত না?' উইলিয়াম জবাব দিল। 'আমার তো মনে হচ্ছে প্ল্যান-প্রোগ্রাম ভেস্তে গেছে আমাদের।'

বেশ কষ্টে নিজেকে সামলাল অ্যান্থনি। অতিরিক্ত কাজের চাপে ক্লান্ত সে। তার ওপর রোবটের কাজ সন্তোষজনক নয় বলে মহাবিরক্ত।

'আমি রিজাইন করতে যাচ্ছি, উইলিয়াম,' বলল সে।

'কেন?'

'ওটার কাজ পছন্দ হচ্ছে না আমার। ব্যর্থ হয়েছি আমরা। ওটা দিয়ে কাজ চলবে না। মার্কারি কম্পিউটার থেকে মাত্র এক হাজার মাই দূরে থেকেও ওটার নির্দেশ ঠিকমত অনুসরণ করতে পারছে না রোবটটা। মার্কারি তো হাজার হাজার মাইল দূরে। ওখানে গিয়ে কিভাবে নির্দেশ অনুসরণ করবে? এর পেছনে অনর্থক সময় নষ্ট হচ্ছে।'

'রিজাইন কোরো না, অ্যান্থনি,' উইলিয়াম বলল। 'এরকম সময়ে তুমি রিজাইন করতে পার না। আমার মনে হয় ওটা ঠিকমতই কাজ করছে। এখন মার্কারিতে পাঠানো যেতে পারে।'

'পাগল হলে নাকি?' হেসে উটল অ্যান্থনি।

'না। তুমি ভাবছ মার্কারিতে রোবটের কাজ খুব কঠিন হবে। কিন্তু আমি তা মনে করি না। আমার মনে হয় পৃথিবীতে কাজ করতেই সমস্যা হচ্ছে ওটার। পৃথিবীর স্বাভাবিক মধ্যাকর্ষণ শক্তির এক-তৃতীয়াংশ শক্তিতে কাজ করার উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে রোবটটাকে, অথচ এখানকার পরিবেশ না হয়। তার ওপর ৪০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে কাজের কথা থাকলেও এখানে ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে কাজ করতে হচ্ছে ওটাকে। সবচেয়ে বড় কথা, রোবটটার কাজ করার কথা বায়ুশূন্য পরিবেশে, এখানকার পরিবেশে নয়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা ওদের আছে।'

'ধাতব খোলসের তা আছে, কিন্তু কম্পিউটারের ?' উইলিয়াম বলল। শোনো, এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি বড় কিছু নয়। কম্পিউটারকে দিয়ে ব্রেনের কাজ করাতে গেলে এরকম সমস্যা এক-আধটু মেনে নিতেই হবে। আর বড়জোর ছয় মাস, তারপরই যাত্রা করতে পারবে ওটা। আমি যখন ছুটিতে যাব।'

'ছুটিতে ? তাহলে মার্কারি কম্পিউটার সামলাবে কে ?'

'তুমি। তুমি তো এখন ভালোই শিখে ফেলেছ ওটা কিভাবে কাজ করে। তাছাড়া আমার দু'জন লোকও থাকবে তোমাকে সাহায্য করতে।'

'আমি কম্পিউটারের দায়িত্ব নিতে পারব না,' মাথা নেড়ে বলল অ্যান্থনি। রোবটটাকে মার্কারিতে পাঠাবার পরামর্শও দিতে পারব না আমি। তাতে কাজ হবে না।'

'আমার বিশ্বাস হবে।'

'কি করে নিশ্চিয় হচ্ছো ? তাছাড়া এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব অ্যান্থনির। রোবটাকে মার্কারিতে পাঠাবার পরামর্শও দিতে পারব না আমি। তাতে কাজ হবে না।'

'আমার বিশ্বাস হবে।'

'কি করে নিশ্চিত হচ্ছে ? তাছাড়া এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব আমার। কোন ক্ষতি হয়ে গেলে সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমরা ঘাড়েই পড়বে। তোমার কি ?'

'আমার কি মানে ?' রেগে উঠতে গিয়েও সামলে নিল উইলিয়াম। 'তুমি বিষয়টাকে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করো, অ্যান্থনি। আমি একজন হোমলজিস্ট, জিন প্যাটার্ন নিয়ে কাজ করি। আমাদের জিন প্যাটার্ন নিয়ে কখনও ভেবেছ তুমি। আমরা একই মা-বাবার সন্তান, অর্থাৎ আমাদের দু'জনের জিন প্যাটার্ন পৃথিবীর অন্য যে কোনো জুটির তুলনায় অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ। আমাদের চেহারাতেই সে কথা লেখা আছে।'

'জানি,' অ্যান্থনি বলল।

'তাহলে ? আমি তোমার মা-বাবার ভাগীদার, তোমার চেহারার, তোমার জিন প্যাটার্নেরও ভাগীদার। তেমনি তোমার বিজয় আর গ্লানিরও ভাগীদার হব আমি। এ কাজে সুনাম-দুর্নাম যা আসবে, তোমার সাথে আমিও তা ভাগ করে নেব। আমার সুনাম-দুর্নামের ভাগও তুমি নেবে।

www.BanglaBook.org

কাজেই আমি মনে-প্রাণে তোমার সাফল্য চাই। আমি তোমার পক্ষে, অ্যান্থনি। কারণ তুমি আমার খুব কাছের।'

পরস্পরের দিকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকল দুই ভাই। উইলিয়াম বলল, 'চল, আমরা দু'জনে মিলে ওটাকে মার্কারিতে পাঠাবার প্রস্তাব দিই।'

হার স্বীকার করল অ্যান্থনি। তাদের প্রস্তাব গৃহীত হলো। দিনের বাকি অংশ ভাবনা চিন্তার পেছনে খরচ করল অ্যান্থনি। সন্ধ্যার দিকে উইলিয়ামের সাথে দেখা হলে বলল, 'তোমার ছুটিতে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। তুমি নিশ্চয়ই চাইবে না তুমি ছাড়া অন্য কেউ তোমার মার্কারি কম্পিউটারের ওপর হুকুম চালাক।'

'তার মানে তুমি ছুটিতে যাচ্ছ?'

'না।'

'তো?'

'একসাথেই আমরা,' অ্যান্থনি বলল।

সামনের খোলা বই থেকে চোখ তুলল উইলিয়াম। অ্যান্থনি এসে ঢুকেছে রুমে। ভুরু কুঁচকে আছে তার।

'কোন সমমস্যা?'

'কি জানি?' জবাব দিল অ্যান্থনি। 'মার্কারি কম্পিউটার কাজ করছে তো? ওরা চাচ্ছে সফট ল্যান্ড করতে।'

উইলিয়ামের জানা আছে কম্পিউটার স্ট্যাটাস সম্পর্কে অ্যান্থনির কিছু অজানা নেই। হ্যাঁ। কাল সকাল নাগাদ, অ্যান্থনি।'

'কোন সমস্যা নেই?'

'তাহলে আমরা অপেক্ষা করতে পারি।'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু মনে হচ্ছে উল্টোপাল্টা কিছু ঘটবে।'

উইলিয়াম মাথা নাড়ল। 'ঘটবে না। রকেটটি আজকাল কোনো ব্যাপার নয়। কাজেই কোনো সমস্যা হবে না।'

ট্রাউজারের পকেটে দু'হাত ভরে ঘুরে দাঁড়াল অ্যান্থনি। দরজার দিকে পা বাড়াল। 'হয়তো ঠিকই বলেছ তুমি,' দরজার কাছে গিয়ে থেমে মন্তব্য করল। 'ধন্যবাদ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ধন্যবাদ কেন ?'

'আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে।'

সত্যি কথা বলতে মার্কারি প্রজেক্টের প্রতিটা লোক সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আছে সবচেয়ে জটিল মুহূর্তের মোকাবেলা করা জন্যে। অ্যান্থনির ওপর কোনোরকম কাজের দায়িত্ব নেই, কাজেই এসব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে সে। মনিটরে নজর রাখছে। রোবটটিকে অ্যাকটিভেট করা হয়েছে, ভিজুয়াল মেসেজ পাঠাতে শুরু করে দিয়েছে সেটা।

অন্তত মনিটরে যে ছবি ভেসে উঠেছে, তা দেখে সেরকমই মনে হয়। চাপা একটা আভা দেখা যাচ্ছে—সবার ধারণা ওটা মার্কারির সারফেসের আলো হবে। অসংখ্য ছায়া দেখা যাচ্ছে—সবার ধারণা ওটা মার্কারির সারফেসের আলো হবে। অসংখ্য ছায়া নড়াচড়া করছে স্ক্রীনে, সম্ভবত সারফেসের কোন ধরনের অস্বাভাবিকতার ফল।

অ্যান্থনি নিশ্চিত জানে না। তবে কন্ট্রোলে যারা রয়েছে, ডাটা অ্যানালাইজ করছে, তাদের মধ্যে কোনোরকম অস্থিরতা নেই দেখে সেরকমই মনে হচ্ছে তার। যেসব লাল আলো জ্বললে 'বিপদ' বোঝা যাবে, সেগুলোর একটাও জ্বলছে না। স্ক্রীন ছেড়ে কী অবজার্ভারদের দিকে নজর দিল অ্যান্থনি।

উইলিয়ামের সাথে তারও নিচে থাকা উচিত ছিল ভাবছে সে। এখানে কম্পিউটারের সামনে বসে থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না। স্ক্রীনে এখন ঘন ঘন ছায়া নাচছে। রোবট নামছে—এত তাড়াতাড়ি ? সত্যি, খুব তাড়াতাড়ি নামছে।

শেষবারের মতো নড়েচড়ে উঠে স্থির হল ছায়া, স্ক্রীন গাঢ় হয়ে এল। হালকা হয়ে উঠল আবার। একটা শব্দ শোনা গেল। সেটার অর্থ এক সেকেন্ড পর স্পষ্ট হলো অ্যান্থনির কাছে। শব্দটা বলছে, 'সফট ল্যান্ডিং সফল হয়েছে। সফল ল্যান্ডিং সফল হয়েছে।'

প্রথমে মৃদু গুঞ্জন উঠল অবজার্ভারদের মধ্যে, ক্রমে বাড়তে লাগল। এক সময় উত্তেজিত মন্তব্য-পাল্টা মন্তব্য ও উঁচু গলায় হাসিতে পরিণত হলো। খানিক পর স্ক্রীনের চেহারা বদলে যেতে সমস্ত আওয়াজও থেমে গেল হঠাৎ করে, যেন নৈঃশব্দের শক্ত দেয়ালের সাথে সংঘর্ষ ঘটেছে।

সত্যিই বদলে গেছে স্ক্রীন। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে হঠাৎ করে। ঝকঝকে সূর্যের আলো ফুটেছে, ফিল্টারড স্ক্রীন ভেদ করে বেরিয়ে আসছে জ্বলজ্বলে

www.BanglaBook.org

আলো। সে আলোয় বড় এক বোল্ডার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওটার একদিক ঝকঝকে সাদা, অন্যদিক কালির মতো অন্ধকার। একটু ডানে সরল আলোর সূত্র, তারপর বাঁয়ে, যেন একজোড়া চোখ এদিক-ওদিক চোখ বোলাচ্ছে। একটা ধাতব হাত দেখা দিল।

আনন্দে চিৎকার করে উঠল অ্যান্থনি, 'কম্পিউটারর নামানো হয়েছে মার্কারিতে !'

সিঁড়ি বেয়ে হুড়মুড় করে নিচের দিকে ছুটল সে। ঝড়ের মত ঢুকে পড়ল কম্পিউটার রুমে। 'উইলিয়াম! উইলিয়াম! একদম ঠিকমতোই...'

এক হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল উইলিয়াম। 'শ্‌শ্‌শ্‌! প্লিজ! জোরে কথা বল না। এই রুমে রোবটের গলা ছাড়া অন্য কারও গলা শুনতে চাই না আমি।'

'তুমি বলতে চাও ওটা শুনে ফেলবে ?' অ্যান্থনি বিস্মিত হলো।

'হয়তো না, জানি না আমি।'

'রুমে মার্কারি কম্পিউটারের সাথে আরেকটা ছোট কম্পিউটার আছে দেখতে পেল অ্যান্থনি। ওটা ছোট। স্ক্রীনে অন্য কিছু দেখা যাচ্ছে। একটা রোবট। চলছে।

'নিজের পথ খুঁজছে ওটা,' উইলিয়াম বলল। 'এখানকার নির্দেশ ওখানে পৌঁছতে সাত মিনিট সময় লাগে, তাই হয়তো ওটার পদক্ষেপে কিছুটা এলোমেলো হবে প্রথমদিকে।'

'কিন্তু দেখে তো সেরকম মনে হচ্ছে না!' বলল অ্যান্থনি। 'অ্যারিজোনার চেয়ে মার্কারিতে অনেক নিশ্চিত পায়ে হাঁটছে ওটা। তাই না, উইলিয়াম ?' উত্তেজনায় উইলিয়ামের বাহু আঁকড়ে ধরল সে। চোখ নড়ছে না স্ক্রীন থেকে।

'তাই তো দেখছি,' বলল উইলিয়াম।

সূর্য জলমল করছে সাদা ও কালোর রাজ্যে। কালো আকাশে সাদা সূর্য। নিচে ঢেউ খেলানো সাদা সারফেস, সেখানেও কালো ছায়া। রোবটের উন্মুক্ত প্রতি সেন্টিমিটারে সূর্যের কড়া স্পর্শে মৃত্যুর গন্ধ, ক্রমে যেন এগিয়ে আসছে।

একটা হাত তুলল সে, আঙুল গুনতে লাগল। গরম-গরম-প্রচণ্ড গরম। ঘুরে দাঁড়াল ওটা, আঙুলগুলো ছায়ায় নিয়ে এল। গরম অনুভূতি কমে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসতে শুরু করল, ঠাণ্ডা হয়ে আসছে আঙুল। নিজেকে পরিচ্ছন্ন মনে ওটার। ভ্যাকিউম মনে হল।

অবশ্য পুরোপুরি নয়। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত মাথার ওপর তুলল ওটা, দুই কবজির স্পর্শকাতর জায়গায় গরম লেগে উঠল। বাষ্পও উড়ছে। টিন ও সিসার পাতলা আরবণ মার্কারির সম্পদ মাধুর্যের একঘেয়েমির মধ্যে ভাসছে যেন।

পায়ের ব্যাপারটা সুবিধের মনে হলো না ওটার। সব ধরনের মিলিকেট, তার সাথে সব ধরনের ধাতব আয়ন মিশিয়ে তৈরি ওগুলো। কুড়মুড়ে, কেকের মতো ধুলোর ওপর দিয়ে হাঁটছে ওটা ধীর গতিতে। কিন্তু সব জায়গা একরকম মনে হচ্ছে না।

সূর্য বেশি ভোগাচ্ছে। মুখ তুলে ওটাকে দেখল সে। বিশাল, উজ্জ্বল এবং আগুনের মতো উত্তপ্ত। উল্লাস করছে যেন তার দুর্দশা দেখে।

লাফ দিল ওটা, অনায়াসে শূন্যে ভেসে উঠল স্বাধীন পাখির মতো। মাটিতে পড়ে আবার লাফ দিল। তারপর দৌড় দিল। আনন্দে আবার লাফিয়ে উঠল ওটা, দৌড় দিল। দেহ ঠিকমতোই সাড়া দিচ্ছে, কোনোরকম সমস্যা বোধ করছে না এই স্বর্গরাজ্যে।

'সব ঠিক আছে,' উইলিয়াম বলল।

'কিন্তু ওটা করছে কি?' প্রশ্ন করল অ্যান্থনি।

'কোনো সমস্যা নেই। প্রোগ্রামিং অনুযায়ী কাজ করছে রোবট। নিজের ক্ষমতা পরীক্ষা করছে আর কি! এর মধ্যে নানান ভিজুয়াল অবজার্ভেশনও সেরে নিয়েছে। সূর্যের আলোর তেজ কমিয়ে ওটাকেও পরখ করে নিয়েছে। এছাড়া ওখানকার পরিবেশ আর মাটির কেমিক্যাল নেচারও। সব কাজ ঠিকমতোই করছে ওটা।'

'বুঝলাম,' অ্যান্থনি বলল। 'কিন্তু দৌড়াচ্ছে কেন?'

'খুব সম্ভব মনের খুশিতে,' জবাব দিল উইলিয়াম। নিজের ইচ্ছায়। এত জটিল কম্পিউটার যার ব্রেন হিসেবে কাজ করছে, তার এরকম এক-আধটা সাধ জাগতেই পারে।'

'তাই বলে দৌড়াবে? লাফাবে?' উদ্বিগ্ন চোখে উইলিয়ামের দিকে তাকাল অ্যান্থনি। 'এসবে ওটার ক্ষতি হবে। থামাও ওটাকে ওভাররাইড।'

'না,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল উইলিয়াম। 'বুঝতে পারছ না, ও খুশি হয়েছে? নতুন জগতে গেছে ও, যেখানকার পরিবেশ ভালো লেগেছে। ওখানে স্বর্গ খুঁজে পেয়েছে ও। কেন বাধা দেব? আনন্দ করছে করুক না!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আনন্দ করছে ? একটা রোবট ?'

'আমি রোবটের কথা বলছি না। বলছি ওটার ব্রেনের কথা, যেটা এখানেই রয়েছে।'

মার্কারি কম্পিউটারের দিকে তাকাল অ্যান্থনি। কাঁচের এক বন্ধ ঘরে আছে ওটা। খুব যত্নের সাথে সংরক্ষণ করা আছে।

'ওটা র‍্যানডাল, বুঝবে ?' উইলিয়াম বলল আবার। 'মার্কারিতে গিয়ে স্বর্গ খুঁজে পেয়েছে ও।'

'বিস্ময়ের সাথে স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে আছে অ্যান্থনি। 'এখন মনে হয় একটু শান্ত হয়েছে ও।'

'হ্যাঁ,' উইলিয়াম মাথা নাড়ল। 'নিজের দায়িত্বও সময়মতো ঠিকই পালন করবে ও।'

হাসি ফুটল অ্যান্থনির মুখে। 'আমরা তাহলে সফল হয়েছি ?' বলল সে। এখন তাহলে খবরটা সবাইকে জানানো যায় ?'

'একসাথে ?'

'একসাথে, ভাই!'

অনুবাদ : ফারহান সিদ্দিক

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ফেয়ার এক্সচেঞ্জ

আমি ক্রমাগত ছটফট করে যাচ্ছিলাম এবং প্রতিবারই আমার মাথার ভেতরে বড় রকমের একটা ঝাঁকির সাথে সুর গুনগুনিয়ে উঠছিল।

যে শব্দগুলো ভেসে আসছিল, 'যখন কপালে খ্যাতির তিলক জোটে তখন থাকে না কিছুই সুচতুর অখ্যাতির জন্য।'

আলোর ব্যাপারটা আমার মনে ছিল, তারপর আমি জন সিলভা মুখখানাকে আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়তে দেখি। 'হ্যালো, হার্ব,' ওর মুখটা বলে।

আমি অবশ্য কোনো শব্দ শুনতে পাইনি, কিন্তু ওর মুখকে ওই শব্দ দুটো তৈরি করতে দেখি। আমি মাথা নাড়িয়ে সায় জানিয়েই আবার তলিয়ে যাই।

ফের যখন আমি জেগে উঠি তখন চারপাশে অন্ধকার। একজন নার্স আমার ওপর ঝুঁকে কি নিয়ে যেন হৈ চৈ করছিল এবং তারমধ্যেই সে হারিয়ে গেল।

এটা যে একটা হাসপাতাল তাতো বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমি খুব একটা অবাক হইনি। জন আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল এবং আমি নিজের থেকেই বুঁকিটা নিয়েছিলাম। আমি আমার পা দু'খানা নাড়াই তারপর দুই হাত, খুব সাবধানে। ওগুলোতে কোনো ধরনের ব্যথা টের পাইনি। তবে ভেতরে অনুভূতি ছিল। আমার মাথার ভেতরটা কেমন একটা ঝিম ঝিম করছিল, অবশ্য তেমনটাই করার কথাও ছিল।

'যখন কপালে খ্যাতির তিলক জোটে, তখন থাকে না কিছুই...।' থেসপিস, আমি উৎফুল্লভাবে মনে করি। আমি অবশ্যই শুনেছি থেসপিস। আমি আবার তলিয়ে যাই।

www.BanglaBook.org

সময়টা তখন ভোর। ঠোঁটের ওপর চনমনে কমলার রসের স্বাদ লেগেছিল। আমি নলটাকে চুমুক দিচ্ছিলাম এবং মনে মনে বেশ কৃতজ্ঞ বোধ করছিলাম।

টাইম মেশিন!

জন সিলভা কখনই আমার ওটাকে ঐ নামে ডাকা বিশেষ পছন্দ করত না। সাময়িক স্থানান্তরকারী সে বলতে চাইত।

আমি তাকে এটা বলতে শুনতে পাচ্ছিলাম এবং বিশেষ আনন্দ পেলাম। আমার কথাটা মনে হচ্ছে পুরোপুরি ঠিকই আছে। আমি মনে মনে একটা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করলাম এবং সমাধানও করে ফেললাম যে পাঁচশ' তেতাল্লিশের স্কয়ার রুট কত হবে। প্রেসিডেন্টদের নামক্রম ঠিক রেখে বলা ! মনে হচ্ছিল আমি খুব ভালো মানসিক অবস্থাতেই রয়েছি। সবার নাম আমি কি বলতে পারব ? নিজেকেই নিশ্চিত করি হ্যাঁ পারব।

মস্তিষ্ক অকেজো হয়ে যাওয়ার একটা বিরাট ঝুঁকি ছিল অবশ্যই, আর আমিও মনে হয় ব্যাপারটার সাথে থেসপিস জড়িয়ে না থাকলে এত বড় ঝুঁকিটা নিতাম না। পুরো ঘটনাটা ঠিক মতো বোঝার জন্য আপনার মধ্যে গিলবার্ট ও সুল্লিভানের বিষয়ে এক ধরনের মুগ্ধতা আর উন্মত্ততা থাকতে হবে। আমার মধ্যে সেটা ছিল এবং ম্যারিরও। আমাদের দু'জনের প্রথম দেখাও হয়েছিল একটা গিলবার্ট এন্ড সুল্লিভান সোসাইটির সভায়। এরপর বিভিন্ন সভায় আরো দেখা সাক্ষাৎ এবং ভিলেজ লাইট অপেরা গ্রুপের অভিনয়ের সময় আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ক্রমে প্রেম। শেষ পর্যন্ত তারই রেশ ধরে যখন আমরা বিয়ে করলাম তখন আমাদের জিএন্ডএস বন্ধুরা সমবেত কণ্ঠে গনডোলিয়ারের 'হোয়েন এ ম্যারি মেইডেন ম্যারিস' গেয়ে শোনায়।

আমার মাথাটা স্বাভাবিক ছিল। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। আমি জানালার বাইরে ঝুলে থাকা ধূসর ভোরটার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম এবং ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে আসতে থাকা স্মৃতি থেকে মনে করার চেষ্টা করছিলাম কি ঘটে গেছে। 'না, একটা টাইম মেশিন না।' আমি আমার মনের ভেতরেই জনের গলা শুনতে পেলাম। 'ওটা একটা মোটরগাড়ি আর তাতে করে তুমি সময়ের বারান্দায় ইচ্ছা মতো সামনে পেছনে যাবে, যা কাগজে কলমে অসম্ভব। আমাদের এখানে যা রয়েছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকে বলা যায় সাময়িক স্থানান্তরকারী। মন চাইলে সময়কে অতিক্রম করে তার প্রভাব ছড়াতে পারে। অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে, আণুবীক্ষণিক ক্ষুদ্র টুকরোগুলো পারে এবং যদি তাকে একটা উন্নত মস্তিষ্কের মতো করে সাজানো যায় তো তাদের প্রভাবটা যে বিন্দুতে চিহ্নিত হবে এবং যেখানে ব্যবহার হবে সেখানে বহু বেড়ে যাবে। দুটো মন যদি কাছাকাছি হয়ে থাকে তবে তারা চাইলে সচেতনাকে সময়ের পরিধি ছাড়িয়ে কোনো বিন্দুতে প্রতিধ্বনিত করতে পারবে। সাময়িক স্থানান্তর।'

'তুমি কি আসলে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পার ?'

'আমি তো তাই বিশ্বাস করি। আমি দায়িত্বের সাথেই বলি যে প্রতিটা মন আরো অনেকগুলো মনের সাথে স্পন্দিত হয় এবং ঈশ্বর জানেন এই ব্যাপারটা স্বপ্নের ক্ষেত্রে কিভাবে প্রভাব ফেলে অথবা হঠাৎ কোনো প্রণোদনার deja vu অনুভূতিতে এবং আরো অনেক জায়গায়। কিন্তু একটা প্রকৃত স্থানান্তর ঘটানোর অর্থ হল দুটো বিশেষ মনের একটা ওপর অন্যটার অনুনাদ তৈরির ক্ষমতা এবং চাই যথার্থ সম্প্রসারণ।'

সে যে কয়েকশ' লোককে পরীক্ষা করেছে আমি ছিলাম তাদেরই একজন। অন্য প্রাণীদের পরীক্ষা করার কোনো অর্থ হত না। কেবল মানুষের মস্তিষ্কই একটা জোরালো চিহ্নিত করার মতো শক্তিবলয় তৈরি করতে পারে। ডলফিনরাও হয়তো পারে, কিন্তু তাদের নিয়ে কেউ কাজ করবে কিভাবে ?

জন বলেছিল, 'প্রায় প্রত্যেকেই একটা চিহ্নিত করার মতো অনুরণন তৈরি করতে সক্ষম, কেবল তুমি একটু শক্তিশালী অনুনাদ তৈরি করতে পার, বিশেষ করে একটা নির্দিষ্ট দিকে।'

'কার সাথে ?' আমি উৎসাহী হয়ে জানতে চেয়েছিলাম।

'হার্ব, সেটা বলা তো অসম্ভব,' সে বলে, 'আর আমরা কখনো এই বিষয়ে নিশ্চিতও হতে পারব না যে আমাদের সময় আর স্থান নির্ণয় কতটা নির্ভুল। কিন্তু তোমার দেখা যাচ্ছে ১৮৭১ সালে লন্ডনের একটা লোকের সাথে রেজোনেট হচ্ছে।'

'১৮৭১ সালে লন্ডনের লোক !'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, আমরা আমাদের মাপজোকগুলো আবার পরীক্ষা করে দেখতে পারি। যতক্ষণ না বর্ধন করার কাজে ব্যবহারের জন্য আমরা স্থানান্তরে রাজি এমন কাউকে সাবজেক্ট হিসাবে পাচ্ছি। আর সত্যি বলতে কি এই কাজের জন্য যে কোনো স্বেচ্ছাসেবক পাব এমন আশাও তেমন একটা নেই।'

'আমি স্বেচ্ছাসেবক হব,' আমি বলেছিলাম।

আমি যে সত্যিই তা চাইছি এটা তাকে বোঝাতে আমার বেশ কিছুটা সময় লাগে। আমরা অনেক দিনের পুরান বন্ধু ছিলাম এবং সে খুব ভালো মতোই আমার জিএন্ডএস বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ততার কথা জানত। তবে আমার ধারণা সে এই ব্যাপারটার গভীরতা আসলে ধারণ করতে পারেনি।

ম্যারিও পারবে! ব্যাপারটা শুনে সেও আমার মতোই উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

আমি তাকে বলেছিলাম, 'ড্র এর ভাগ্যটা একবার ভেবে দেখ! থেসপিস তৈরি হয়েছিল ১৮৭১ সালে লন্ডনে। এখন যদি আমি কোনোভাবে আমাকে ওই সময়ে ওই জায়গায় দেখতে পাই, তো আমি এগুলো শুনতে পাব... আমি চাইলে—'

এটা ছিল কাউকে পুরোপুরি ঘোরের মধ্যে ফেলে দেবার মতো একটা কল্পনা। গিলবার্ট এবং সুল্লিভানের চোদ্দটি একাঙ্কিকার মধ্যে প্রথমটাই ছিল থেসপিস একটা সাদামাটা কাজ এবং অবশ্যই ব্যর্থ, কিন্তু তারপরেও এটা ছিল একই গিলবার্ট এবং সুল্লিভানের কাজ আর সেই সুর যা নাকি উদ্ধার করার কোনো পথ না রেখেই চিরতরে কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। সব কেবল একটা উদ্বোধনী কোরাস পাইরেট অব পিনয়াসেতে খুব সার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল, আর একটা মাত্র গান।

'আহা আমি যদি এটা শুনতে পেতাম!'

আমি অতি উৎসাহের সাথেই বলেছিলাম, 'এবং শুধু শোনাই না। আমি যদি এর স্বরলিপিটার ওপর একবার হাত বোলাতে পারতাম, পড়ে দেখতে পারতাম। যদি কোনোভাবে আমি এর একটা কপি নিয়ে সেফ ডিপোজিট ব্যাঙ্কে রেখে দিতে পারতাম আর আজ এসে সেটা খুলে বের করতে পারতাম। যদি আমি একটু—'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যারির চোখগুলো চকচক করতে থাকলেও সে তার স্বাভাবিক বুদ্ধি হারায়নি। 'কিন্তু এটা কি করা যাবে ? এটা নিশ্চিত যে থেসপিসের যে কোনো কিছুই পেলে সিএন্ডএস-এর জন্য সেটা শতাব্দির শ্রেষ্ঠ অর্জন হয়ে যাবে, তারপরেও মিছে আশা করে কোনো লাভ নেই। যদি তুমি সেই ১৮৭১ সালের কেউ একজনের মানের মধ্যে ঢুকতেও পার তবু কি তুমি তাকে দিয়ে যা চাও তাই করিয়ে নিতে পারবে ?'

'আমি অন্তত চেষ্টা করে দেখতে পারি।' আমি বলেছিলাম। 'আমাদের দুই জনের মন যদি এক শতাব্দির ব্যবধানেও অত জোরালোভাবে অনুরণন তৈরি করে থাকে তো তাকে অবশ্যই অনেকটা আমার মতোই হতে হবে। তার রুচিও আমার মতোই হবার কথা।'

'কিন্তু তোমার যদি কিছু একটা হয়ে যায় তখন কি হবে ?'

'কোনো কোনো উদ্দেশ্য থাকে যার দাম ঝুঁকির চেয়ে বেশি।' আমি খুব দৃঢ় গলাতেই জানিয়েছিলাম এবং সে মেনেও নিয়েছিল। সে যদি এই ক্ষেত্রে আমার সাথে দ্বিমতই করত তবে তো তাকে আর আমার ম্যারি বলার কোনো কারণ ছিল না।

একই সাথে অবশ্য আমি তাকে এটাও বলিনি যে ব্রেন ড্যামেজের একটা সম্ভাবনার কথা জন বারবার আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে। 'কোনো ভাবেই ধারণা করা যাচ্ছে না যে এখানে ব্রেন ড্যামেজের ঝুঁকি আসলে কি পরিমাণ আছে,' সে বলেছিল 'বা এখানে আদৌ আছে কিনা ? পরীক্ষাটা করার আগ পর্যন্ত কিছুই বলতে পারছি না। আমার মনে হয় আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুর ওপর এই পরীক্ষাটা না করাই বোধহয় ভালো।'

'তোমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুই তোমাকে অনুনয় করছে,' জবাব দিয়েছিলাম আমি। আর তারপরেই জনের টেম্পোরাল ট্রান্সফার ফাউন্ডেশন যেসব উকিল নিয়োগ করেছিল তাদের যাবতীয় কাগজপত্রে সাক্ষর করে দিয়েছিলাম।

কিন্তু আমি একটা বিষয়ে সাবধানতা বজায় রেখেছিলাম। আমি ম্যারিকে বলিনি যে ঠিক এখন এটা হতে যাচ্ছে। যদি কোনো গোলমাল হয়েই যায় আমি চাইছিলাম না যে ও সেই সময় সেখানে হাজির থাকুক। সে খুব শিগগির কানাডায় যাবে, তার বাবা মায়ের কাছে প্রতি বছরে একবারে সে এমনি করে যায়। তখনই করি না কেন ব্যাপারটা ?

www.BanglaBook.org

'শীত শুরু হবার আগে জন পুরোপুরি তৈরি হতে পারবে না।' আমি যতটা সম্ভব দুঃখী দুঃখী ভাব মুখে ঝুলিয়ে বলেছিলাম।

এর তিনদিন পরেই ম্যারি চলে যায় এবং সব কিছুই তখন তৈরি।

আমি কোনো ধরনের দুর্বলতাই টের পাইনি, এমন কি যখন জন বলেছিল, 'পুরো ব্যাপারটার অনুভূতি খুব একটা সুখকর নাও হতে পারে।'

আমি কাঁধ কান পর্যন্ত তুলে শ্রাগ করে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, 'যখন আমি ইংল্যান্ডে থাকব তখন কি আমি কোনো কিছু করতে পারব ? মানে আমি বলতে চাইছি যে নিজের ইচ্ছায় ?'

জন জবাব দিল, 'এই হল আরেকটা ব্যাপার যেটার জবাব আমি তোমাকে তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত দিতে পারব না, আর তোমার ফেরত আসার ব্যাপারটাও ঘটবে আপনা থেকেই। এমন কি এই সময়ের মাঝে আমি যদি মরেও যাই কি ইলেকট্রিসিটি চলে যায় তবুও রেজোন্যান্সটা আপনা থেকেই কেটে যাবে এবং তুমি এখানে ফিরে আসবে। এটা ব্যর্থ হবে না কেননা তোমর বাস্তব শরীর কখনই এই জায়গা ছেড়ে যাবে না। তুমি বুঝলে তো ?'

'আমি বুঝেছি সব।' জন ভেবেছিল এই বিন্দুতে আমাকে আরাম করতে দিলেই আমার টেনশন কম হবে এবং তাতে করে সেই ব্রেন ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনাটাও কমে আসবে। সে আমাকে বারবার করে বিষয়গুলো নিয়ে নিশ্চিত করে। আমি তখন আবার বলেছিলাম, 'আমি কি কিছু করতে পারব ?'

'আমার মনে হয় না। তুমি কেবল দেখতে পারবে।'

'আমি কি ইতিহাসে প্রভাব ফেলতে পারব ?'

'ওটা একটা জটিলতার সৃষ্টি করবে, যে কারণেই সাধারণ সময় পরিভ্রমণের ব্যাপারটা সম্ভব হয় না। তুমি পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। সেই পর্যবেক্ষণের ফলাফল নিয়ে আসতে পারবে এবং তা দিয়ে এখন থেকে ইতিহাসে প্রভাব ফেলতে পারবে সেটা কোনো জটিলতার সৃষ্টি করবে না।'

'কিছুই না চেয়ে তাই বরং ভালো,' আমি বিড় বিড় করে জানাই।

'অবশ্যই তুমি তোমার ঐ বিখ্যাত গীতিনাটক শুনতে পারবে আর সেটা নিশ্চয়ই 'কিছু'।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছু কিন্তু যথেষ্ট না। আমি কোনো প্রশিক্ষণ পাওয়া সুরকার নই ফলে প্রতিটা নোট আমি আবার বাজাতে পারব না।

আমি নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিচ্ছিলাম যে জন যা বলছে তা হয় ভুল নয়তো মিথ্যে। যদি এর মাঝে ইতিহাস পাল্টে ফেলার কোনো সম্ভাবনা থাকত তবে অফিস অফ টেকনোলজিক্যাল এসেসমেন্ট এই পরীক্ষা চালিয়ে যাবার সুযোগ দিত না। নিশ্চয়ই জনকে এই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে রাখতে হয়েছে নয়তো তার গবেষণার প্রয়োজনীয় অনুদান বন্ধ করে দেয়া হত। তারা আমার জন্য নাস্তা নিয়ে আসে এবং নার্সটা বলে, 'তুমি দেখছি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছে।'

সে আমার চিন্তার সূত্রটা ভেঙে দেয় এবং তখন আসলে নাস্তা খাবার মতো অবস্থা আমার ছিল না এমনকি খিদেও তেমন লাগেনি তবু যবের পরিজটা খেতে খারাপ লাগে না।

এটা একটা ভালো লক্ষণ এবং আমার মনের ভেতরে একটা গান গুনগুনিয়ে ওঠে। 'বেশ বেশ এটাই পৃথিবীর পথ এবং এমনই রবে এর ভাবিকাল। যখন কপালে খ্যাতির তিলক জোটে তখন থাক না কিছুই সুচতুর অখ্যাতির জন্য।'

আমি মনে করতে পারি। এটা ছিল থেসপিসের প্রথম অঙ্কে মারকারির উদ্দেশে গাওয়া গানটার আগের কোরাস। অথবা অন্তত আমি গানের কথাগুলো চিনতে পেরেছিলাম। সুরটা আমার কাছে নতুন লাগছিল, কিন্তু সেটা যে সুল্লিভানের তাতে কোনো প্রশ্নের অবকাশ ছিল না।

জন সিলভা পৌঁছেছিল সকাল দশটায় সময়। সে বলে, 'ওরা আমাকে জানাল যে তোমার জ্ঞান ফিরছে আর তুমি এখনো আমাকে দেখতে চাচ্ছ। এখন কেমন বোধ করছ ? তোমাকে দেখে অবশ্য খুব ভালোই মনে হচ্ছে।' তার স্বস্তির মাত্রাটা কিন্তু তেমন বেশি মনে হয় না। তার চোখে একটু ভয়ের রেশ যেন তখনো লেগেছিল।

'আমি তোমাকে দেখতে চাইছিলাম ?' আমি মনে করার চেষ্টা করি।

'একাধারে, বিশেষ করে যতক্ষণ অর্ধচেতন ছিলে। আমি গতকাল এখানে ছিলাম, কিন্তু তোমার পুরোপুরি জ্ঞান ফেরেনি।'

'আমার মনে হচ্ছে আমার মনে পড়েছে,' বলি আমি। তারপর ঐ বিষয়টা বাদ দিয়ে বলি, 'শোনো জন,' আমার গলাটা খুব দুর্বল শোনালেও

www.BanglaBook.org

আমি একেবারে মারকারির উদ্দেশে গাওয়া একক সঙ্গীত থেকে শুরু করি। 'ওহ্ আমি সেই ক্লান্তিকর পথিক, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, আমার এইবার থামা উচিত ; সারাটাদিন ভ্রমণের ওপর—' এবং শেষ পর্যন্ত বলে যাই।

জন মাথা নাড়ে, যতক্ষণ আমি গাইছিলাম সে চুপ করে শোনে তারপর বলে, 'সুন্দর।'

'সুন্দর ! এটা থেসপিস। আমি লন্ডনে তিনটে শো'তে হাজির ছিলাম। এ ব্যাপারে আমাকে কিছু করতে হয়নি। আমি প্রতিরূপ যে নাকি পেশায় একজন শেয়ার দালাল, নামটা হল জেরেমি বেন্টফোর্ড—নিজে থেকেই ওই সব শো'তে গিয়েছিল। এমনকি আমি চেষ্টা করেছিলাম স্বরলিপির একটা নকল জোগাড় করার জন্য। আমি বেন্টফোর্ডকে দিয়ে তৃতীয় শো'র সময় সুল্লিভানের ড্রেসিং রুম থেকে চুরির চেষ্টাও করেছিলাম। এতে খুব একটা সমস্যা হয়নি। এটা তার নিজেরও আগ্রহ ছিল। আমরা দু'জনেই অনেকাংশে একই রকম, যার ফলেই অবশ্য আমাদের মধ্যে অনুরণনটা হয়েছিল।'

'সমস্যা হল যে সে চুরি করার আগেই ধরা পড়ে যায় এবং তাকে বের করে দেয়া হয়েছিল। সে আসলে স্বরলিপিটা হাতে পেয়েছিল, কিন্তু লুকাবার মতো সময় পায়নি। কাজেই তোমার কথাই দেখা যাচ্ছে ঠিক। আমরা ইতিহাস বদলে দিতে পারি না। কিন্তু আমরা ভবিষ্যত ইতিহাস পাল্টে দিতে পারব ; কেন না থেসপিসের মূল সুরগুলো সবই আমার মাথায় আছে...'

জন বলে ওঠে, 'হার্ব, তুমি কি বলছ বল তো ?'

'ইংল্যান্ড ! ১৮৭১—ঈশ্বরের দোহাই জন তোমার সাময়িক স্থানান্তর !'

জন প্রায় লাফ দিয়ে ওঠে, 'তুমি কি এই কারণে আমার সাথে দেখা করতে চাইছিলে ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। তুমি এমন একটা প্রশ্ন করলে কিভাবে ? তুমি কি পুরোটা সময় ওখানে ছিলে না ? হায় খোদা ! তুমি আমাকে অতীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলে। মানে আমার মনটাকে।'

জনের চেহারা দেখে মনে হয় সে যেন সমুদ্রের মাঝে পড়েছে। আমি কি আবোল তাবোল কিছু বললাম নাকি ? তবে কি আমার মাথাটা সত্যিই নষ্ট হয়ে গেছে নাকি ? আমি যা বলছি বলে মনে করছি তা কি আসলে আমি বলছি না ?

www.BanglaBook.org

সে বলে, 'আমরা সাময়িক স্থানান্তর বিষয়ে প্রচুর আলাপ করেছিলাম বটে, কিন্তু হার্ব সেটা তো—'

'কিন্তু কী ?

'ওটা কখনই কাজ করেনি। তোমার সেটা মনে থাকার কথা, নাকি নেই ? ব্যাপারটা ব্যর্থ হয়েছিল।'

এবার আমার বেকুব হবার পালা। 'কি করে ওটা ব্যর্থ হতে পারে ? তুমি আমাকে অতীতে পাঠিয়েছিলে।'

জন এক মিনিট কি যেন চিন্তা করে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমাকে একবার ডাক্তারকে ডাকতে দাও হার্ব।'

আমি ওর জামার হাতাটা টেনে ধরার চেষ্টা করি, 'না, তুমি পাঠিয়েছিলে ! না হলে থেসপিসের সুর আমি কি করে জানলাম ? তুমি কি ভাবছ যে আমি নিজে নিজে ওগুলো বানাচ্ছি ? তোমার কি মনে হয় যে, আমি যে গানগুলো গাইলাম ওসব সুর তৈরি করার ক্ষমতা আমার আছে ?'

কিন্তু সে নার্সকে ডাকার জন্য কলিং বেলটা টিপে দিয়েই ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যায়। তার পরপরই ডাক্তার চলে আসেন এবং শুরু হয়ে যায় এক গাদা নানা রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা।

আচ্ছা, জন মিথ্যে কথা বলছিল কেন ? তবে কি আমাকে অতীতে পাঠানো নিয়ে সরকারের সাথে ওর কোনো রকমের সমস্যা হয়েছে ? ওকি আমাকে দিয়েও মিথ্যে বলিয়ে ওর প্রকল্পটাকে বাঁচাতে চাইছে ? নাকি আমাকেই উন্মাদ প্রমাণ করতে চাইছে ?

এটা আমার জন্য একটা হতাশ করা আর দুঃখজনক চিন্তা। আমি থেসপিসের সুর নিয়ে এসেছি, কিন্তু এখন আমি কি কোনোভাবে প্রমাণ করতে পারব যে, এটাই ছিল সেই সুর ? তারচেয়ে এটাকে প্রতারণা ভেবে নেয়াটাই কি সহজ না ? গিলবার্ট এন্ড সুল্লিভান স্যোসাইটি কি কোনো রকমের সাহায্য করতে পারে ? নিশ্চয়ই এমনো লোক আছে যারা সুল্লিভানের সুরের সত্যতা যাচাই করতে পারবে। আর জন যদি জোর গলাতে অস্বীকার করতেই থাকে, তাকে কি কোনোভাবে ওকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে ?

পরদিন সকালের মধ্যেই আমি ব্যাপারটা নিয়ে মরিয়া হয়ে উঠলাম। সত্যি বলতে কি আমি অন্য আর কিছুই এই সময়টাতে ভাবিনি। আমি

www.BanglaBook.org

জনকে ডেকে পাঠালাম (নাকি নার্সরা তাকে কোনোভাবে ডেকে আনল) আর বললাম যে তার সাথে আমার আবার দেখা করাটা দরকার এবং আমি তাকে আমার জমা মেইলগুলো নিয়ে আসার কথা বলে দিতে ভুলে গেলাম, যার মধ্যে অন্যান্য জিনিসের সাথে ম্যারির চিঠি থাকার কথা।

জন এসে দরজা খুলে মুখটা কেবল দেখানোর সাথে সাথেই আমি বলতে শুরু করি, 'জন, আমি থেসপিসের সুর নিয়ে এসেছি। আমি তোমাকে সেটা গেয়েও শুনিয়েছি। তুমি অস্বীকার করবে যে আমি তোমাকে সত্যি কথাটা বলছি না।'

'না হার্ব অবশ্যই না,' সে বেশ শান্ত গলাতেই বলে। 'সুরটা তো আমি নিজেও জানি।'

এই কথাটা আমাকে পুরো দস্তুর থামিয়ে দেয়। আমি ঢোক গিলে বলি, 'তুমি কিভাবে জান ?'

'দেখ হার্ব, আমি বুঝেতে পারছি। আমি ধারণা করতে পারছি যে তুমি চাও যে থেসপিসের সুরটা হারিয়ে যাক। কিন্তু এটা হারায়নি। তোমাকে এই সত্যটা মেনে নিতে হবে। দেখ এটার দিকে।'

সে তার হাতে একটা হাল্কা নীল রঙের প্রচ্ছদের বই ধরে রেখেছিল। বইখানার নাম থেসপিস, লেখা উইলিয়াম শেভেঙ্ক গিলবার্ট, সুর আর্থার সুল্লিভান।

আমি সেটা খুলে দেখি এবং চরম আশ্চর্য হয়ে পাতার পর পাতা উল্টে যাই।

'তুমি এটা কোথায় পেলে ?'

'লিঙ্কন সেন্টারের কাছে একটা মিউজিক সেন্টারে। তুমি চাইলে গিলবার্ট আর সুল্লিভানের স্বরলিপি বিক্রি হয় এমন যে কোনো জায়গা থেকেই এটা সংগ্রহ করতে পার।'

আমি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অস্থির ভাবে বলি, 'আমি চাই যে তুমি আমার জন্য একটা কল করো।'

'কাকে ডাকতে চাও ?'

'গিলবার্ট এন্ড সুল্লিভান সোসাইটির প্রেসিডেন্টকে।'

'অবশ্যই, তুমি শুধু তাঁর নাম আর ফোন নম্বরটা আমাকে দাও।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাকে বলবে যে যত তাড়াতাড়ি পারেন যেন এসে আমার সাথে দেখা করেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

আবারও আমি আমার মেইলগুলোর কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে যাই।—না, থেসপিস আগে।

সাউল রীভে আমার ঘরে এসে ঢোকেন দুপুরের খাওয়ার পর পরই। তার ভদ্র চেহারা এবং একটু ভারি শরীর ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ ঘটায়। তাকে দেখে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। তিনি আসলে সোসাইটির প্রতীক অথচ আমি বেশ অবাক হয়েই লক্ষ্য করি যে তিনি তার গিলবার্ট এন্ড সুল্লিভান সোসাইটির টি শার্ট না পরেই এসেছেন।

তিনি বলেন, 'আমি আপনাকে সুস্থ হতে দেখে সত্যিই খুব খুশি হয়েছি হার্ব। পুরো সোসাইটিই খুব দুশ্চিন্তার মাঝে পড়ে গিয়েছিল।'

(সুস্থ হয়ে ওঠা? কিসের থেকে? কী নিয়েই বা দুশ্চিন্তা করছিল? ওরা সাময়িক স্থানান্তরের ব্যাপারটা জানল কিভাবে? যদি ওরাও ব্যাপারটা জানে তো জন অস্বীকার করছে কেন?)

আমি তীক্ষ্ণ গলায় বলি, 'থেসপিস বিষয়ে এটা কি শুনছি?'

'থেসপিস বিষয়ে কিসের কী শুনেছেন?'

'সুরটা কি আছে?'

বেচারা সাউল খুব একটা অভিনয় করতে পারে না। গিলবার্ট এবং সুল্লিভান বিষয়ে যা কিছু জানা সম্ভব সবই তিনি জানেন, কিন্তু এরপরেও যদি কিছু তিনি জেনে থাকেন তো নিশ্চয়ই সবাইকে বোকা বানিয়েছেন। তার চোখে মুখে হতবাক হয়ে থাকা ভাবটা আসল বলেই মনে হয়, অকপট বিস্ময়।

তিনি বলেন, 'অবশ্যই এটা আছে—তবে আরেকটু হলেই থাকত না। তুমি কি তাই বলতে চাইছ?'

'আরেকটু হলেই বলে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?'

'কাহিনীটা তো জানোই।'

'তবু আমাকে আরেকবার বলুন শুনি। বলুন আমাকে!'

'বেশ, সুল্লিভান শো'য়ের উপস্থিতিতে হতাশ হয়ে ছিলেন এবং স্বরলিপিটা প্রকাশ করার কোনো ধরনের ইচ্ছাই তার ছিল না। তেমন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সময় তার ওখানে একটা চুরির চেষ্টা হয়। কে একজন শেয়ার দালাল ওই স্বরলিপিটা চুরির চেষ্টা চালায়, আসলে তাকে যখন ধরে ফেলা হয় তখন ওই স্বরলিপিটা তার হাতেই ছিল। এই ঘটনার পরে সুল্লিভান ভাবলেন যে, এই স্বরলিপিটা যদি চুরি করার মতোই হয়ে থাকে তাহলে এটাকে প্রকাশ করাই হোক। যদি সেদিন ওই শেয়ার দালাল চুরির চেষ্টাটা না করতেন তো আজকে আমরা আর এই সুরটা পেতাম না। —এটা শুধু যে জনপ্রিয় তাই তো না বরং এমনটা আর কখনো হয়নি। তুমিতো জানোই সেটা।'

এরপরে আমি আর কিছুই শুনিনি।

যদি সেদিন ওই শেয়ার দালালটা না থাকতো তাহলে !

তার মানে আমি ইতিহাস পাল্টে ফেলেছি।

এটা দিয়ে পুরো ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করা যায় ? এমন কি থেসপিসের প্রকাশনার মতো ছোট্ট ঘটনা থেকেই কি নতুন একটা সময় পথ তৈরি হয়েছে ? এবং আমি কি তবে সেই অন্য সময় পথটাতে ছিলাম ?

এই তরঙ্গটা কোথায় শুরু হয়েছে ? সামান্য একটা সুরের ব্যাপার কি এত বড় একটা ঘটনা ঘটতে পারে ? এটা কি কাউকে এমন কিছু বলতে বা করতে উৎসাহিত করেছে যা তা না হলে না করা বা না বলাই থেকে যেত ? বা ঐ শেয়ার দালালের জীবনে কি ওই চুরির ঘটনা একটা মোড় এনে দিয়েছিল যেখানে থেকেই তরঙ্গটার উৎপত্তি ?

এবং তা কি কোনোভাবে ঘটানাচক্রকে এমনভাবে বদলে দিয়েছে যে জন সিলভা কখনই সাময়িক স্থানান্তর প্রযুক্তির ওপর কাজই করেনি, যার ফলে আমি বন্দি হয়ে গেছি সম্পূর্ণ নতুন এক পৃথিবীতে ?

আমি বড্ড একাকী বোধ করতে থাকি। এমন কি সাউল যে কখন ঘর ছেড়ে চলে গেছে তাও আমার খেয়াল থাকে না।

আমি আমার মাথাটা নাড়াতে থাকি। এটা কি করে সম্ভব ? কিভাবে সাময়িক স্থানান্তরের হ্যাঁ হঠাৎ করে না হয়ে গেল। জন সিলভা তো বদলায়নি। সাউল বদলায়নি। ছোট ছোট অদল বদল না ঘটিয়ে এত বড় একটা অদল বদল কি করে হল ?

আমি বেল বাজিয়ে নার্সকে ডাকি। 'তুমি কি দয়া করে আমাকে টাইমস্ এর কপি এনে দিতে পারবে ? আজকের, গত কালকের, গত সপ্তাহের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যে কোনোটা হলেই চলবে, কোনো ব্যাপার না।' ও কি না আনার পেছনে কোনো অজুহাত খাড়া করবে ? এমন কি হতে পারে যে আমি বুঝতে পারছি না এমন কোনো কারণে এরা আমাকে দ্বিধার মধ্যে রাখতে চাচ্ছে ?

মেয়েটা অবশ্য সাথে সাথেই এনে দিল।

আমি তারিখটার দিকে তাকালাম। এটা সাময়িক স্থানান্তর ঘটানোর চারদিন পরের তারিখ।

শিরোনামগুলো সব স্বাভাবিকই লাগে। প্রেসিডেন্ট কার্টারের মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা-উপগ্রহ উৎক্ষেপন।

আমি পাতার পর পাতা উল্টে যাই আমার ধরার মতো কোনো একটা অমিল যদি খুঁজে পাওয়া যায়। সিনেটর এ্যাবজুগ একটা বিল এনেছেন যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য নিউ ইয়র্কের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছাবে।

সিনেটর এ্যাবজুগ !

মহিলা কি ১৯৭৬-এর সিনেট নির্বাচনের প্যাট্রিক মইনিহানের কাছে পরাজিত হননি ?

আমি ইতিহাস পাল্টে ফেলেছি। আমি থেসপিসকে বাঁচিয়েছি এবং সেটা করতে গিয়ে আমি কোনভাবে জনের সাময়িক স্থানান্তরের ওপরে করা কাজটাকে নষ্ট করে ফেলেছি এবং বেল্লা এ্যাবজুগের পক্ষে নির্বাচন জিতিয়ে দিয়েছি।

আর কী কী রদবদল হয়েছে ? লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট পরিবর্তন সাধারণ মানুষের জন্য হয়েছে যা হয়তো আমি জানতেও পারব না। যদি হাতে একটা আমার সময়ের নিউইয়র্ক টাইমস থাকত আর সেটার সাথে আমি এখন যেটাকে হাতে ধরে রেখেছি তার একটা তুলনা করতে পারতাম তবে কি কোনো একটা কলামের একটা ইঞ্চি পরিমাণ জায়গাও একই রকম পেতাম ?

তাই যদি হয়ে থাকে তো আমার নিজের জীবনের অবস্থা কি ? আমি তো অবিকল একই রকম অনুভব করছি। অবশ্য আমি কেবল অন্য সময় পথের আমার জীবনটার কথা মনে করতে পারছি। আমার নিজের। এই নতুন পৃথিবীতে হয়তো আমার ছেলে মেয়ে রয়েছে। আমার বাবা এখনো বেঁচে থাকতে পারেন। আমি বেকার থাকতে পারি।

www.BanglaBook.org

এইবার আমার মেইলগুলোর কথা মনে পড়ে এবং ওগুলো আমার চাই। আমি বেল বাজিয়ে নার্সকে ডাকি এবং জন সিলভাকে আরেকবার ডাকতে বলি। তার আমার মেইলগুলো এনে দেবার কথা। ওর কাছে আমার এ্যাপার্টমেন্টের চাবি রয়েছে। (এই সময় পথেও কি সেটা আছে ?) বিশেষ করে তার আমার কাছে ম্যারির চিঠিগুলো নিয়ে আসার কথা।

জন আর আসেনি। রাতের খাবারের অনেক পরে ডাক্তার এলেন। এটা শুধুই যে স্বাভাবিক রুটিন পরীক্ষার জন্য আসা তা বলা যাবে না। তিনি বসলেন এবং চিন্তিত মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তিনি বলেন, 'সিলভা সাহেব আমাকে বলছিলেন যে আপনার কোনো কারণ মনে হচ্ছে যে থেসপিসের সুরটা হারিয়ে গেছে।'

আমি আমার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাই। ওরা আমাকে কোনো মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠাচ্ছে না। আমি বলি, 'ডাক্তার আপনি কি গিলবার্ট এবং সুলিভানের ভক্ত ?'

'না ভক্ত একেবারে বলা যাবে না তবে আমি বেশ কয়েকটা গীতিনাটক দেখেছি। সত্যি বলতে কি বছর খানেক আগে থেসপিসসহ। আপনি কি থেসপিস দেখেছেন ?'

আমি মাথা নাড়িয়ে সায় দেই, 'আমি দেখেছি,' এবং আমি গুনগুন করে মারকারির উদ্দেশে গাওয়া একক সঙ্গীতটা গাইতে থাকি। আমার মনে হয়নি যে তাকে বলা দরকার যে থেসপিস আমি একবারই দেখেছি, সেটা ১৮৭১ সালে।

তিনি বলেন, 'তারমানে আপনি ভাবছেন না যে থেসপিসের সুর কখনো হারিয়ে গিয়েছিল ?'

'অবশ্যই না, আমি সুরটা জানি তো।'

এটা তাকে থামিয়ে দেয়। তিনি গলা পরিষ্কার করে নিয়ে অন্য পথে এগুতে চেষ্টা করেন। 'সিলভা সাহেবের ধারণা হয়েছে আপনার কোনো কারণে মনে হচ্ছে যে আপনি অতীতে চলে গিয়েছিলেন।'

আমার নিজের খ্যাপা ষাঁড়ের সামনে ঠেলা দেয়া ম্যাটাডোরের মতো লাগে। আমি বেশ মজাই পাই। 'ব্যক্তিগত কৌতুক,' আমি বলি।

'কৌতুক ?'

'সিলভা সাহেব আর আমি অনেক সময় পরিভ্রমণ নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছি।'

www.BanglaBook.org

'তারপরেও,' ডাক্তার কঠিন এক শান্ত ভাব ধরে বলেন, 'এই বিশেষ ব্যাপারটা নিয়েই আপনি কৌতুক করার কথা ভাবলেন ? যে থেসপিসের সুর হারিয়ে গিয়েছিল ?'

'অসুবিধাটা কোথায় ?'

'আপনার কি এমন কোনো কারণ আছে যার জন্য মনে করতে চান সে সুরটা নেই ?'

'না, অবশ্যই নেই।'

তিনি চিন্তিতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। 'আপনি বলছিলেন যে আপনি থেসপিসের একটা শো দেখেছেন, কখন ?' আমি শ্রাগ করে বলি, 'আমার তত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে নেই ব্যাপারটা, নাকি থাকার কথা ?'

'এটা কি বছর খানেক আগের ডিসেম্বর মাসে হতে পারে ?'

'সেটা কি আপনি যখন দেখেছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'খুব সম্ভব শো'টা আমি ওই সময়েই দেখেছিলাম।'

ডাক্তার আবার বলেন, 'যেদিন আমি দেখেছিলাম সেদিনটা খুব বাজে আবহাওয়া ছিল। বরফের মতো ঠাণ্ডা বৃষ্টি হচ্ছিল, এটা কি আপনার মনে পড়ায় কোনো সাহায্য করছে ?'

উনি কি আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছেন ? আমার কি উচিত হবে তার সাথে একমত হয়ে সেই জিনিসটা মনে করার চেষ্টা করা ?

উনি বলেন, 'আমার মনে পড়ছে অমন বাজে আবহাওয়া সত্ত্বেও সেদিন কোনো আসন খালি ছিল না। অনেকে শুধু ওটা থেসপিস বলেই গিয়েছিলেন। কেন না এই শো'টা খুব কমই হয়ে থাকে। যার জন্য বেশি লোকে এটা শোনেওনি। আর সেই কারণেই আমি নিজেও গিয়েছিলাম। যদি থেসপিসের সুরটা হারিয়েই যেত আর এটা অন্য কোনো শো হত তবে সেদিন আমি সম্ভবত যেতাম না। এই জন্যই কি আপনি জ্ঞান ফিরে পেয়েই সিলভা সাহেবকে বলেছিলেন যে সুরটার অস্তিত্ব নেই ?'

'কি বলতে চাইছেন আপনি ?'

'না তাহলে আপনি সেদিন যেতেন না, বা ফেরার ট্যাক্সিতে থাকতেন ?'

'আমি ঠিক আপনার কথাগুলো ধরতে পারছি না।'

'কিন্তু আপনি একটা দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন।'

www.BanglaBook.org

'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে সেই কারণেই আমি এখন এখানে রয়েছি ?' আমি উৎসুকভাবে তার দিকে তাকাই।

'না, সেটা তো এক বছর আগের ঘটনা, সেটা আপনার স্ত্রীর।'

শীতল একটা স্রোত যেন আমার মধ্যে দিয়ে খেলে যায়। আমি ধড়মড় করে কনুইতে ভর দিয়ে উঠতে যাই, পাশে দাঁড়ান নার্সটা এগিয়ে এসে আমাকে সাহায্য করে। সে যে কখন ওখানে এসে দাঁড়িয়েছিল আমি খেয়ালই করিনি।

ডাক্তার বলেন, 'আপনার কি মনে পড়ছে ?'

আমার কি মনে পড়ার কথা ? কি খারাপ সংবাদ ? আমি বলি, 'আমার স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন ?'

অস্বীকার করুন। দয়া করে আমার কথাটা অস্বীকার করুন।

কিন্তু ডাক্তারের এতক্ষণে চিন্তিত ভাবটা এইবার কেটে যায়। তিনি ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'তার মানে আপনার মনে আছে।'

আমি উঠে বসার চেষ্টা করা ছেড়ে দেই। কাহিনীতো কেবল একটা খুঁত থেকে যাচ্ছে। 'তাহলে আমি হাসপাতালের কেন ? এখন !'

'তার মানে আপনার মনে নেই ?'

'বলুন আমাকে।'

তিনি আমাকে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করাতে যাচ্ছিলেন। তাঁর বাস্তবতা। এই সময় পথের বাস্তবতা। আমি তার শব্দগুলোর জন্য অপেক্ষা করি।

তিনি বলেন, 'তারপর থেকেই আপনি বিষণ্নতায় ভুগছেন। আপনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। আমরা আপনাকে বাঁচাই। আমরা আপনাকে সাহায্য করব।

আমি কোনো রকম নড়াচড়া করিনি। একটা শব্দ উচ্চারণও করিনি। সাহায্য কিই বা হতে পারে ?

আমি ইতিহাস পাল্টে ফেলেছি। আমি আর কখনোই ফিরে যেতে পারব না।

আমি থেসপিসকে পেয়েছি।

আমি ম্যারিকে হারিয়েছি।

BanglaBook.org

অনুবাদ : আসরার মাসুদ

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বিলিফ

'তুমি কখনো এমন স্বপ্ন দেখেছ যে তুমি উড়ে বেড়াচ্ছ?' ড. রজার টুমেয় তাঁর স্ত্রীর কাছে জানতে চান।

জেন টুমেয় ওপর দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়, 'অবশ্যই!'

কথাটা বলার সময় তার ক্ষিপ্র আঙুলগুলো অবশ্য কাপড়ের ওপর থেকে একটি বারের জন্যও নড়ে না, ও দিয়ে একটা জটিল অথচ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ম্যাট তৈরি হচ্ছে। ঘরের কোনায় একটি টেলিভিশন সেট প্রায় নিঃশব্দে গুঞ্জন করে যাচ্ছে, সেখানে কি যে দেখাচ্ছে তার দিকে কারো তেমন একটা নজরও নেই। রজার বলে, 'সব মানুষই কখনো না কখনো ওড়ার স্বপ্ন দেখে থাকে। এটা একেবারে সবার বেলাতেই ঘটে থাকে। আমি নিজে ঐ স্বপ্ন বহুবার দেখেছি। এই একটা জিনিস আমাকে বেশ দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়।'

জেন বলে 'দেখ তুমি কষ্ট পেলেও কথাটা আমাকে বলতেই হচ্ছে যে, তোমার কথাবার্তা শুনে আমি ঠিক বুঝতে পারছি তুমি আসলে কোনদিকে যেতে চাইছ।' বলতে বলতেই সে বিড় বিড় করে সেলাইয়ের ঘর গুনতে শুরু করে।

'যখন তুমি এটার কথা ভাববে তখন অবাকই লাগবে, আসলে সত্যিই যে উড়ে বেড়াচ্ছ তা কিন্তু স্বপ্নে কখনো দেখ না। তোমার কোনো পাখা থাকে, অন্তত আমার বেলা সব সময়েই তাই হয়েছে, কোনো পাখা আমার ছিল না। কোনো রকম শক্তি খরচের কোনো ব্যাপার নেই। তুমি শুধু ভেসে আছ। হ্যাঁ শব্দটা তাই বলতে হবে যে তুমি ভেসে আছ।'

'আমি যখন স্বপ্নে উড়ি,' জেন বলতে থাকে, 'আমার চারপাশের খুঁটিনাটি জিনিসগুলো কিছুই চোখে পড়ে না। শুধু একবারের ঘটনা বাদে, সেবার আমি উড়তে উড়তে সিটি হলের মাথায় নেমেছিলাম এবং পরনে

www.BanglaBook.org

কোনো ধরনের কাপড় চোপড় ছিল না। কি একটা অদ্ভুত কারণে যেন স্বপ্নের মাঝে লগ্ন থাকলে চারপাশের কাউকেই সে বিষয়ে কোনো রকম খেয়াল করতে দেখা যায় না। তুমি কি ব্যাপারটা খেয়াল করেছ ? তুমি হয়তো নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জার মরে যাচ্ছ, কিন্তু চারপাশের লোকজন দিব্যি ব্যাপারটাকে কোনো পাত্তা না দিয়েই হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে।'

সে সুতো ধরে জোরে একটা টান দিতেই ব্যাগ থেকে সুতোর গোল্লাটা লাফিয়ে বেরিয়ে এসে মেঝের ওপর অনেকটা গড়িয়ে যায়। সেদিকে ফিরেও তাকায় না সে।

রজার আস্তে আস্তে তার মাথাটা নাড়তে থাকে। এই সময়টায় তার মুখটা খুব বিষণ্ন এবং দ্বিধায় ভরা ছিল। যে কোনো দিক থেকে তাকালেই তার হনুর উঁচু উঁচু হাড়, লম্বা খাড়া নাক, মন চুলের রেখা যা তার চেহারার সাথে বছর বছর আরো গাম্ভীর্য যোগ করছে। তার বয়স পঁয়ত্রিশ।

সে বলে, 'তুমি কি কখনো একবার ভেবে দেখেছ যে কী কারণে তুমি ভেসে থাকার স্বপ্ন দেখ ?'

'না আমি ভাবিনি।'

জেন টুমেয় ছোট খাটো গড়নের সোনালি চুলের মেয়ে। তার সৌন্দর্যটা এমন ধরনের যে একেবারে যাকে বলা হয় ডানা কাটা চোখ ধাঁধান সুন্দরী তা নয় বরং মনের অজান্তেই ছাপ ফেলে যাওয়া চেহারা। তার চোখগুলো উজ্জ্বল নীল এবং চিবুকটা পোরসেলিনের পুতুলের মতো গোলাপি। তার ত্রিশ চলছিল।

রজার বলে, 'অনেক স্বপ্নই আমরা দেখি যা আসলে আমাদের মনের তৈরি কোনো উত্তেজক ঘটনার ভিন্ন রকম ব্যাখ্যা। উত্তেজনাটা বিশেষ কোনো ঘটনার মধ্যে সেকেন্ডের ভগ্নাংশে ভরে দেয়া হয়।'

জেন বলে, 'তুমি কী বলছ বল তো ?'

রজার বলে, 'দেখো, একবার আমি এমন একটা স্বপ্ন দেখলাম যে আমি যেন কোনো একটা হোটেলে উঠেছি একটা ফিজিক্স কনভেনশনে যোগ দেবার জন্য। আমার সাথে সব পুরান বন্ধুরাও ছিল। সবকিছু আপাত দৃষ্টিতে স্বাভাবিকই ছিল। হঠাৎ সেখানে কোথেকে যেন একটা চিৎকার ভেসে আসল আর আমি তাই শুনে কোনো কারণ ছাড়াই ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। আমি দৌড়ে দরজাটার কাছে চলে গেলাম, কিন্তু সেটা কিছুতেই খুলতে পারলাম না। আমার বন্ধুরা সবাই একে একে যেন

www.BanglaBook.org

হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ঘর ছেড়ে চলে যেতে তাদের কোনো সমস্যাই হল না কেবল আমিই বুঝে পাচ্ছিলাম না কী করতে হবে। আমি তাদেরকে চিৎকার করে ডাকছিলাম, কিন্তু তারা আমাকে পাত্তাই দিল না।'

'হঠাৎ করেই আমার মনে হল যে হোটেলে আগুন লেগেছে। আমি যে ধোঁয়ার গন্ধ-টন্ধ কিছু পেয়েছিলাম তা কিন্তু না, তবু কি ভাবে যেন আমি জেনে গেলাম হোটেলটাতে আগুন ধরে গেছে। আমি দৌড়ে জানলার কাছে গেলাম আর দেখতে পেলাম যে বিল্ডিং-এর ফায়ার স্কেপটা বাইরে রয়েছে। আমি এক এক করে প্রতিটা জানালার কাছে গেলাম, কিন্তু কোনটা দিয়েই আমি ফায়ার স্কেপের কাছে যেতে পারছিলাম না। ঘরের ভেতরে তখন আমি একেবারে একা রয়েছি। আমি জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে চিৎকার করে ডাকাডাকি করছিলাম। কেউ আমার সে ডাক শুনতে পাচ্ছিল না।'

'তারপরে দমকলের লোকেরা আসছিল, রাস্তা দিয়ে লাল লাল গাড়িগুলো দ্রুত ছোটাছুটি করছিল। আমার পরিষ্কার মনে আছে সেটা। দমকলের ঘণ্টিগুলো বিকট সুরে বেজে চলেছিল রাস্তা থেকে গাড়িগুলোকে সরানোর জন্য। আমি সেগুলো শুনতে পাচ্ছিলাম, ক্রমেই তার জোর বাড়ছিল আর বাড়ছিল। ততক্ষণ জোর বেড়েই গেল যতক্ষণ না শব্দের চোটে আমার মাথার তালু ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম, আর অবশ্যই তখন ঘরের এ্যালার্ম ঘড়িটা বেজে চলেছিল।'

'এখন আমি নিশ্চয়ই এমন লম্বা একটা স্বপ্ন দেখতে পারি না যেটা নাকি বোনা হয়েছে এমনভাবে যে যখনই বাস্তবে আমার এ্যালার্ম ঘড়িটা বেজে উঠবে ঠিক তখনই সেখানে ঘণ্টি বাজতে থাকবে। তারচেয়ে বরং এটা ভেবে নেয়াই অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত যে স্বপ্নের পুরো ব্যাপারটাই শুরু হয়েছিল আমার এ্যালার্ম ঘড়িটা বাজার সাথে সাথে এবং তারপর এর মধ্যেকার যা কিছু অনুভূতি তার পুরোটাই ঠাসাঠাসি করে সেকেন্ডের ভগ্নাংশের ভেতরে পুরে দেয়া হয়েছে। এটা আমার মস্তিষ্কের কোনো একটা দ্রুতগতির অংশ যা নৈঃশব্দের ভেতরে হঠাৎ ঢুকে পড়া গোলমালকে ব্যাখ্যা করেছে।

জেনের চোখে ক্রমেই ভ্রূকুটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে তার হাতের বোনাবুনির কাজটা নামিয়ে রাখে।

www.BanglaBook.org

'রজার ! কলেজ থেকে ফিরে পর্যন্ত তুমি বড্ড অদ্ভুত আচরণ করছ। তুমি ভালো মতো খাওয়া দাওয়াও করোনি। তার ওপর এখন আবার শুরু করেছ এই আজব আলাপ আলোচনা। তোমাকে আমি অন্তত কখনো এমন অসুস্থ আচরণ করতে দেখিনি। এখন তোমার আসলে যা দরকার তা হল বাইকার্বোনেটের একটা ডোজ।'

'আমার তার চাইতেও বেশি কিছু দরকার,' নিচু গলায় প্রায় বিড় বিড় করে বলে রজার। 'তাহলে, ভেসে থাকার স্বপ্নটা মানুষ দেখে কেন ?'

'তুমি যদি কিছু মনে না করো তো একটা কথা বলি ? চল অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ করি।'

জেন উঠে যায় এবং দ্রুত গিয়ে টেলিভিশন সেটের শব্দের জোরটা বাড়িয়ে দেয়। অল্প বয়েসী একটা চিপ্‌ক চাপা ছেলে আর কিছু বাদ্য যন্ত্র হঠাৎ একত্রে বেজে ওঠে এবং তাকেই যেন মধুর গলায় অশেষ ভালোবাসার বাণী শোনাতে থাকে।

রজার ফের শব্দ কমিয়ে দিয়ে টেলিভিশনের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ায়।

'লেভিটেশন !' সে বলে। 'হ্যাঁ তাই। আধ্যাত্ম শক্তি সাধকরা যেভাবে ভেসে বেড়ায়। নিশ্চিয়ই কোনো একটা উপায় আছে যার সাহায্যে মানুষ চাইলে নিজেকে ভাসিয়ে রাখতে পারে। তার কৌশলটা তাদের কাছে আছে। ব্যাপারটা ঘটে এমন যে সে সেই ক্ষমতাটা বা কৌশলটা ব্যবহার করতে জানে না, কেবল ঘুমের মধ্যে ছাড়া এবং কখনো কখনো তারা খুব সামান্য উড়ে থাকে, ধরা যাক যে এক ইঞ্চির দশ ভাগের এক ভাগ। মানে এতই কম যে লক্ষ্য করলেও ব্যাপারটা খেয়াল করতে পারে না। কিন্তু এটা ওড়ার স্বপ্ন দেখার মতো অনুভূতি তৈরি করার জন্য যথেষ্ট।'

'রজার তুমি প্রলাপ বকতে শুরু করেছ। আমি সত্যিই বলছি তুমি এইবার থাম।'

সে কিন্তু বলেই যেতে থাকে, 'কখনো কখনো আমরা নেমে আসি আস্তে আস্তে আর অনুভূতিটা চলে যায়। কিন্তু কখনো দেখা যায় যে ভেসে থাকার নিয়ন্ত্রণটা হঠাৎ করেই চলে গেছে এবং আমরা ধপ করে পড়ে যাই। জেন, তুমি কি এমন স্বপ্ন কখনো দেখেছ যে তুমি পড়ে যাচ্ছ ?'

'হ্যাঁ সে তো অব...'

www.BanglaBook.org

'তুমি একটা বিল্ডিং-এর ধারে ঝুলে রয়েছ বা কোনো চেয়ারের একদম শেষ মাথায় বসে আছে হঠাৎ করে হুড়মুড় করে পড়ে গেলে। পড়ে যাবার জন্য বিরাট একটা ঝাঁকি লাগল আর তুমি ঘুম থেকে জেগে উঠলে। তোমার নিশ্বাস জোরে জোরে পড়ছে বুকটা ধুকপুক করছে। তুমি সত্যিই পড়েছিলে। এখানে আর কোনো ব্যাখ্যা নেই।'

জেনের বিরক্ত চেহারাটা আস্তে আস্তে অবাক হওয়ায় বদলে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠে আনন্দিত একটা মুখ।

'রজার ! ফাজিল, তুমি আমাকে বোকা বানিয়েছ ! আস্ত একটা বদ কোথাকার !'

'কী ?'

'আহা ! জ্বী-না, আর হচ্ছে না। তুমি আমাকে অতটা বোকা ভেব না যে আবারো আমাকে নিয়ে খেলা শুরু করবে। আমি এখন জেনে গেছি তুমি আসলে কী করছ। তুমি গল্পের একটা পটভূমি তৈরি করছ আর সেটাকে নিয়ে আমার ওপর পরীক্ষা করে দেখতে চাইছ। তোমার কাছ থেকে শুনে আর কিছু জানার নেই আমার।'

রজার বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে, কিছুটা দ্বিধাগ্রস্তও বটে। সে এগিয়ে গিয়ে জেনের চেয়ারে ওপর ঝুঁকে পড়ে এবং তার দিকে তাকিয়ে বলে, 'না, জেন।'

'আমি তো না হবার কোনো কারণ দেখছি না। আমি যখন থেকে তোমাকে জানি তখন থেকেই তুমি বলে আসছ যে একটা কল্পকাহিনী লিখবে। তুমি যদি সত্যিই কোনো প্লট পেয়ে থাক তো তোমার উচিত হবে সেটা সরাসরি লিখে ফেলা। আমাকে খামোখা এটা দিয়ে ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই।' তার আঙুলগুলো যেন ঝড়ের গতিতে চলতে শুরু করে।

'জেন, এটা কোনো গল্প কাহিনী না।'

'তবে এটাকে কী বলবে ?'

'আজ সকালে যখন আমি ঘুম থেকে উঠেছি তখন আমি মাদুরের ওপর পড়ে গিয়েছিলাম।'

চোখের পলক না ফেলে সে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। 'আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যে আমি উড়ছি,' সে বলে। 'একদম পরিষ্কার এবং ঝকঝকে। আমি এর প্রতিটি মিনিট মনে করতে পারছি। যখন ঘুম থেকে উঠি তখন আমি চিৎ হয়ে শুয়ে ছিলাম। আমার খুব আরাম লাগছিল আর কেমন যেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুশি খুশি। একটা জিনিস আমার অবাক লাগছিল যে ছাদটা অমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে কেন। আমি হাই তুললাম এবং আড়মোড়া ভেঙে হাত বাড়িয়ে ছাদটা ছুঁয়ে দিলাম। এক মিনিটের জন্য আমি আমার হাতটার দিকে তাকালাম সোজা উঠে গিয়ে শক্ত ছাদে ঠেকেছে।'

'তারপর আমি উপুড় হলাম। আমি শরীরের কোনো পেশিতে মোচড় দেইনি জেন। আমি কেবল পুরো শরীরটা নিয়ে একদানে ঘুরে গিয়েছি কেন না আমি তেমনটাই চাইছিলাম। তখন দেখলাম আমি ভেসে রয়েছি খাট থেকে পাঁচ ফুট ওপরে। ওখানেই ঘুমিয়েছিলাম। বেশ ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি জানতাম না যে কী করে নামতে হয়, কিন্তু যেই মুহূর্তে নিচে নামার কথা ভাবলাম অমনি আমি পড়ে গেলাম। পড়লাম খুব ধীরে ধীরে। পুরো ব্যাপারটা ছিল সুনিয়ন্ত্রিত।'

'আমি নড়াচড়া করার আগে মিনিট পনেরো বিছানাতেই চুপ করে পড়ে থাকলাম। তারপর উঠলাম, হাতমুখ ধুলাম, জামা কাপড় পরে কাজে চলে গেলাম।'

জেন হো হো করে হেসে ওঠে, 'ডার্লিং তুমি বরং এটা লিখেই ফেল। তবে এটা ঠিকই আছে। তুমি ইদানিং প্রচুর পরিশ্রম করছ।'

'দোহাই লাগে দয়া করে গৎ মার্কা কথা বল না।'

'লোকেরা প্রচুর পরিশ্রম করে, গৎ বাঁধা কথা শোনালেও বলতেই হবে। আসলে তোমার বেলায় যেটা হয়েছে তাহল তুমি যতক্ষণ চিন্তা করছ তারচেয়ে পনেরো মিনিট বেশি স্বপ্ন দেখেছ।'

'এটা কোনো স্বপ্ন ছিল না।'

'অবশ্যই স্বপ্ন ছিল। আমি তো গুনে শেষ করতে পারি না যে কতবার এমন হয়েছে, আমি ঘুম থেকে উঠলাম পোশাক পাল্টালাম এবং তারপর নাস্তা বানালাম তখন গিয়ে সত্যিকারের ঘুম থেকে উঠলাম এবং বেশ বুঝতে পারি যে সবকিছু আবার গোড়া থেকে সত্যি সত্যি করতে হবে। এমনো হয়েছে যে আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। তুমি যদি বুঝতে পার যে আমি কী বলতে চাইছি। এটা আসলে এক অদ্ভুত রকমের সংশয়।'

'দেখ জেন, আমি তোমার কাছে একটা সমস্যা নিয়ে এসেছিলাম কারণ আমি মনে করেছিলাম যে একমাত্র তোমার কাছেই আমি যেতে পারি। দয়া করে ব্যাপারটা একটু গুরুত্ব দিয়ে দেখার চেষ্টা কর।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেনের নীল চোখগুলো বড় বড় হয়ে ওঠে। 'দেখ আমি আমার পক্ষে এমন একটা বিষয়ে যতটা সম্ভব ততটাই সিরিয়াসলি নিয়েছি কিন্তু। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক তুমি, আমি না। মাধ্যাকর্ষণ কী সেটা তুমি জান, আমি না। এখন তুমিই বল যদি আমি তোমাকে বলতাম যে আমি ভেসেছিলাম তো তুমি কি ব্যাপারটা গুরুত্বের সাথে নেবে ?

'না, না ! আর সেখানেই হল মূল সমস্যাটা। আমিও চাই না এটাকে বিশ্বাস করতে, কিন্তু আমাকে করতে হচ্ছে। জেন এটা কোনো স্বপ্ন ছিল না। আমি আমার নিজেকেও ঐ কথা বলার চেষ্টা করেছি। তোমার ধারণা নেই বিষয়টা নিয়ে নিজের সাথে আমি কিভাবে কথা বলেছি। যতক্ষণে আমি গিয়ে ক্লাসে পৌঁছেছিলাম ততক্ষণে আমিও নিশ্চিতভাবেই ভাবতে শুরু করেছিলাম যে ওটা স্বপ্নই ছিল। তুমি নিশ্চিয়ই নাস্তার টেবিলে আমার মধ্যে কোনো রকমের উল্টো-পাল্টা কিছু খেয়াল করোনি, নাকি করেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, আমি দেখেছিলাম এখন তুমি বলার পর পুরোপুরি নিশ্চিত হলাম।'

'বেশ, তারপরেও সেটা নিশ্চিয়ই খুব বেশি গোলামেলে কিছু না, কেন না তাই যদি হত তো তুমি তখনই বলতে। আমি আমার সকাল ন'টার লেকচারটা ভালো মতোই দিলাম। এগারো বাজতে বাজতে আমি পুরো ব্যাপারটাই ভুলে গিয়েছিলাম। তারপর, ঠিক লাঞ্চের পর পরই আমার একটা বইয়ের দরকার পড়ল। আমার কাগজ দরকার ছিল। সেটা রাখা ছিল সেলফের ওপরের দিকের তাকে সেখানে আমার হাত পৌঁছায় না। কিন্তু জেন আমি সেটা হাতে পেলাম—'

সে থেমে যায়।

'থামলে কেন ? বলে যাও রজার।'

'দেখ, তুমি কি কখনো এক পা দূরে রয়েছে এমন কিছু তোলার চেষ্টা করেছ ? তুমি বাঁকা হতেই আপনা থেকেই জিনিসটার দিকে এক পা এগিয়ে যাও। এটা আপনিই হয় বলা যায় তোমার পুরো শরীরের একটা চমৎকার সমন্বয়।'

'বুঝলাম তো, কিন্তু তাতে হলটা কী ?'

'আমি বইটার জন্য হাত বাড়ালাম এবং আপনা থেকেই ওপরের দিকে এক পা এগিয়ে গেলাম। বাতাস, জেন ! বিশুদ্ধ বাতাসের ওপর !'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'রজার আমি জিম সারলেকে একবার ডাকতে চাই।'

'আমি অসুস্থ নই ! পাগলের মতো কথা বল না।'

'আমার মনে হয় তার একবার তোমার সাথে কথা বলাটা দরকার। সে তো আমাদের বন্ধুই, এটাকে কোনো ডাক্তারের ভিসিট ভাবতে যাচ্ছ কেন ? সে এসে তোমার সাথে কিছু কথা বলবে।'

'আর তাতে কী কী উদ্ধার হয়ে যাবে ?' রজারের চেহারাটা রাগে হঠাৎ টকটকে লাল হয়ে ওঠে।

'সেটা আমরা দেখতেই পাব। এখন তুমি দয়া করে এখানটায় একটু বস রজার।' সে পায়ে পায়ে ফোনের দিকে এগিয়ে যায়।

রজার তার হাতের কব্জিটা টেনে ধরে তাকে থামায়, 'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না।'

'ওহ্ রজার।'

'তুমি করছ না।'

'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি। অবশ্যই আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি। আমি শুধু চাইছি যে—'

'হ্যাঁ তুমি শুধু চাও যে জিম সারলে এসে আমার সাথে কথা বলুক। এতটাই তো তুমি আমাকে বিশ্বাস করো। আমি তোমাকে সত্যি কথা বলছি অথচ তুমি তার জন্য আমাকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে পাঠাতে চাও। শোনো তোমাকে আমার একটা কথাও খালি খালি বিশ্বাস করতে হবে না। আমি প্রমাণ করতে পারি। আমি প্রমাণ করতে পারি যে আমি ভেসে থাকতে পারি।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি।'

'আমাকে বেকুব ভেব না। আমি বেশ ভালোই বুঝতে পারি কখন আমাকে নিয়ে মজা করা হচ্ছে। চুপ করে দাঁড়াও! এইবার আমাকে লক্ষ্য করো।'

সে পিছন ফিরে ঘরের মাঝখান পর্যন্ত হেঁটে যায় তারপর কোনো রকম কিছুর সাহায্য ছাড়াই মাটি থেকে শূন্যে উঠে যায়। সে পায়ের পাতা নামিয়ে মাটিতে ধাক্কা দিয়ে কার্পেটের ছয় ইঞ্চি ওপরের দোল খায়।

জেনের চেহারায় তার দুই চোখ আর মুখ সব মিলিয়ে তিনটি গোল্লা ফুটে ওঠে। সে ফিস ফিস করে বলে, 'নেমে এস রজার। হায় ইশ্বর ! একি ! নেমে এস।

www.BanglaBook.org

রজার নেমে আসে, তার পা কোনো রকম শব্দ না করেই মাটিতে স্পর্শ করে। 'দেখেছ তুমি ?'

'ও মাগো মা।'

জেন তার দিকে তাকায় অর্ধেক ভয় আর অর্ধেক অসুস্থতার মিশেল দৃষ্টি নিয়ে।

টেলিভিশনে তখন এক ক্ষয়াটে মহিলা নিঃশব্দে কার এক জনের সাথে আকাশে ওড়ার আশা নিয়ে গান গাইছিল।

রজার টুমেয় তার শোবার ঘরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দেখে। সে ফিসফিস করে ডাকে, 'জেন।'

'কী ?'

'তুমি ঘুমাওনি ?'

'না।'

'আমিও ঘুমাতে পারছি না। থেকে থেকেই খালি মাথার দিককার কাঠটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখছি যাতে আমি... তুমি তো বুঝতেই পারছ।'

তার হাতটা অস্থিরভাবে নড়াচড়া করতে করতে জেনের মুখটা ছোঁয়। সে চমকে ওঠে, লাফ দিয়ে সরে যায় যেন রজারের হাতে ইলেকট্রিক চার্জ রয়েছে।

সে বলে, 'আমি দুঃখিত। আমার একটু নার্ভাস লাগছে।'

'না না ঠিক আছে। আমি অবশ্য বিছানা ছেড়ে চলেই যাচ্ছি।'

'তুমি কী করতে চাচ্ছ ? তোমার তো ঘুমের দরকার আছে।'

'হ্যাঁ কিন্তু আমি পারছি না এখন তার জন্য তোমাকেও জাগিয়ে রাখার তো কোনো মানে হয় না।'

'এমন তো হতে পারে কিছুই হবে না। হয়তো প্রতিরাতে এটা হয় না। গত রাতের আগে যেমন আর কখনো হয়নি।'

'আমি কি করে জানব ? হতে পারে যে আমি এর আগে আর কখনো অত বেশি উঁচুতে উঠিনি। এটাও হতে পারে যে আমি কখনো জেগে যাইনি বলেই আমাকে ঐ অবস্থায় ধরতে পারিনি। যাই হোক এখন তো পুরো ব্যাপারটাই অন্য রকম হয়ে গেছে।' সে বিছানায় উঠে বসেছিল, পা দু'খানা ভাঁজ করা, হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে কপালটা সেই হাঁটুর ওপরেই রাখা। সে চাদরটা এক দিকে সরিয়ে দেয় এবং তার নরম ফ্লানেলের পায়জামায় মুখটা ঘসতে থাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রজার বলে, 'এটা এখন আলাদা হতে বাধ্য। আমার মাথায় খালি এই ব্যাপারটাই ঘুরপাক খাচ্ছে। একবার আমি ঘুমিয়ে পড়লেই যখন আমি আর আমাকে সচেতনভাবে নিচে ধরে না রাখছি তখনই কেন ওপরে চলে যাব ? কেন ?'

'আমি দেখছি না যে কেন যাবে ? এর জন্য নিশ্চয়ই একটা চেষ্টা লাগে।'

'এইটা একটা পয়েন্ট বটে। না লাগে না।'

'কিন্তু তুমি তো মাধ্যকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছ, তাই না ?'

'আমি সেটা জানি, কিন্তু তারপরেও কোনো রকম চেষ্টা করা লাগে না। দেখ জেন, আমি যদি শুধু ব্যাপারটা কী ঘটছে তা বুঝতে পারতাম তো আমার অত অসুবিধা হত না।'

সে বিছানার বাইরে তার পা দু'খানা দুলিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

'আমি এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না।'

তার স্ত্রী বিড়বিড় করে ওঠে, 'আমিও সেটা চাইছি না।' এরপর সে কাঁদতে শুরু করে, যা ফোঁস ফোঁস করে শুরু হয়ে গোঙানিতে গিয়ে ঠেকে, যেটা শুনতে আরো বেশ খারাপ লাগে।

রজার বলে, 'আমি দুঃখিত জেন। আমি তোমাকে না বুঝেই আঘাত দিয়ে ফেললাম।'

'না, না তুমি আমাকে ছোঁবে না। আমাকে... আমাকে একটু একলা থাকতে দাও।'

সে অনিশ্চিতভাবে বিছানা থেকে কয়েক পা সরে যায়।

জেন বলে, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ ?'

'স্টুডিওর সোফাটায়। তুমি কি আমাকে একটু সাহায্য করবে ?'

'কিভাবে ?'

'আমি চাই যে তুমি আমাকে বেঁধে রাখবে।'

'তোমাকে বেঁধে রাখব ?'

'বেশ কয়েকটা দড়ি দিয়ে। হাল্কা করে, যাতে চাইলে আমি পাশ ফিরতে পারি। তুমি কি দেবে ?'

তার খালি পাগুলো ততক্ষণে বিছানা থেকে নেমে চটিগুলো খুঁজতে শুরু করেছে। 'বেশ তাই হবে।' সে নিশ্বাস ছেড়ে বলে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রজার টুমেয় তার অফিস হিসেবে ব্যবহার করা ছোট্ট ঘরটাতে বসে তার সামনে স্তূপ করে রাখা পরীক্ষার খাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল। সেই মুহূর্তটাতে সে বুঝে পাচ্ছিল না যে কিভাবে এগুলোতে নম্বর দেবে।

প্রথম রাতে ওড়ার পর থেকে সে ইলেকট্রিসিটি আর ম্যাগনেটিজমের ওপর এই পর্যন্ত পাঁচটা লেকচার দিয়েছে। সে কোনো রকমে ওগুলোকে পার করেছে যদিও খুব সাবলীলভাবে হয়নি। ছাত্রছাত্রীরা উদ্ভট সব প্রশ্ন করেছে যার মানে দাঁড়ায় সে সম্ভবত এমনিতে যেমনটা পড়ায় তেমন পরিষ্কার করে বিষয়টা ওদের সামনে তুলে ধরতে পারেননি।

আজ সে উপস্থিত পরীক্ষার নাম করে একটা লেকচার ফাঁকি দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়েছে। পরীক্ষাটা দাঁড় করাতে তার বিশেষ অসুবিধা হয়নি, কয়েক বছর আগের একটা প্রশ্নপত্র সে শুধু ওদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে।

এখন তার হাতে উত্তরপত্রগুলো চলে এসেছে আর তাকে এগুলোতে নম্বরও দিতে হবে। কিন্তু কেন ? ওরা কি বলল না বলল তাতে কি কিছু আসে যায় ? অথবা কারো কথাতেই কি কিছু যায় আসে ? পদার্থবিদ্যার নিয়মকানুনগুলো জানাটা কি এতই জরুরি ? তাই যদি হবে তাহলে প্রথম কথা হল নিয়মগুলো আসলে কী ? আদৌ কি কোনো ধরনের নিয়ম আছে কোথাও ?

নাকি এ কেবলই এক গুচ্ছ অসংগতি যা ঘেঁটে নিয়মতান্ত্রিক কোনো কিছুই বের করা যাবে না। মহাবিশ্ব কি এর সব কিছুকে নিয়ে, স্রেফ মূল বিশৃঙ্খল অবস্থা নিয়ে, এখনো অপেক্ষা করে আছে কোনো শক্তির টানে পড়ে এর মূল গভীরতায় যাবার জন্য ?

ইনসোমনিয়াও তাকে সাহায্য করছিল না। সোফায় বাঁধা অবস্থায় শুয়েও সে বিশেষ একটা ঘুমাতে পারেনি। তার ওপর সারাক্ষণই ছিল স্বপ্নের আনাগোনা।

দরজার ওপর কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে।

রজার রাগের সাথেই চিৎকার করে ওঠে, 'কে ওখানে ?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে একটা অনিশ্চিত গলায় আওয়াজ আসে, 'আমি, ডা. টুমেয়, আমি মিস হ্যারোওয়ে। আপনি যে চিঠিগুলো লিখিয়েছিলেন আমি সেগুলো নিয়ে এসেছিলাম।'

'ও তা বেশ তো ভেতের আসুন, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না।' বিভাগীয় সচিব দরজাটা যতটুকু না খুললেই নয় ততটুকু শুধু খুলে তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনাকর্ষণীয় হালকা পাতলা কাঠামোটা তার অফিসের ভেতরে নিয়ে আসে। তার হাতে ধরা ছিল এক পাঁজা কাগজ। প্রতিটার সাথেই একটা করে হলুদ রঙের কার্বন আর স্ট্যাম্প লাগানো খাম রয়েছে।

রজার মহিলাকে তাড়ানোর জন্য ব্যস্ত ছিল। এটাই তার ভুল। মহিলা তার দিকে একটু এগুতেই সে চিঠিগুলো নেবার জন্য সামনে ঝুঁকে পড়ে এবং বুঝতে পারে যে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে।

টেনে নিজেকে ফের চেয়ারে বসানোর আগে সে বসে থাকা অবস্থাতেই দুই ফুট সামনে চলে গিয়েছিল। অমন দশা জোর করে বসতে গিয়ে সে ভারসাম্য হারিয়ে একটু হোঁচট খেয়ে পড়ে। কিন্তু ব্যাপারটায় অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।

এটা আসলে পুরোপুরিই দেরি হয়েছিল। মিস হ্যারোওয়ে হতবাক হয়ে তার হাতে চিঠির বান্ডিলটা ফেলে দেয়। সে ভয়ে অস্থির হয়ে ঘুরেই বেরুতে গিয়ে দরজার সাথে কাঁধে বাড়ি খেয়ে ক্যারামের গুটির মতো হলের এ দেয়ালে সে দেয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে তার জুতোর খট মট শব্দ তুলে ছুটতে থাকে।

রজার শূন্যে উঠেই ছিল সেই অবস্থাতেই নিজের ঝিম ঝিম করতে থাকা পেছনটা ডলতে ডলতে সজোরে বলে ওঠে, 'যত্তোসব !'

সে মহিলার অবস্থাটা বুঝতে পারে না। সে মনে মনে মহিলা যে দৃশ্যটা দেখেছে তা কল্পনা করে ; একটা পূর্ণ বয়স্ক মানুষ তার চেয়ার ছেড়ে ভেসে ভেসে তার দিকে যাচ্ছে তাও আবার বসে থাকা ভঙ্গিতেই।

সে চিঠিগুলো মাটি থেকে তুলে নিয়ে তার অফিসের দরজাটা লাগিয়ে দেয়। বিকেল গড়িয়ে গেছে প্রায়, বারান্দাগুলো খালিই থাকার কথা ; মহিলা বোধহয় পুরোপুরি অসংলগ্ন আচরণ করছে। তারপরেও সে চিন্তিতভাবেই অপেক্ষা করে তার এখানে ভিড় জমে যাবার জন্য।

কিছুই অবশ্য ঘটে না। সম্ভবত মহিলা কোথাও চিৎপাত হয়ে জ্ঞান হারিয়েছে। রজার ভেতরে ভেতরে একটু দায়িত্ব অনুভব করছিল মহিলাকে খুঁজে বের করে তার জন্য যা কিছু সম্ভব করার ব্যাপারে, কিন্তু সে তার মনকে বলে জাহান্নামে যাক গিয়ে। যতক্ষণ না সে খুঁজে বের করতে পারছে যে তার আসল সমস্যাটা কোথায়, তার এই দুঃস্বপ্নের পুরো ঘটনাটা কি ? ততক্ষণ তার এটাকে ফাঁস করার মতো কিছুই করাটা ঠিক হবে না।

এর মধ্যেই সে যা করে ফেলেছে তার বাইরে কিছুই না।

www.BanglaBook.org

সে চিঠিগুলোর ওপর দ্রুত নজর বুলিয়ে যেতে থাকে ; দেশের প্রত্যেক নামকরা ডাক্তারের কাছে একটা করে লেখা। নিজের বুদ্ধি এই রকম একটা ব্যাপার ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট না।

সে অবাক হয় যদি মিস হ্যারোওয়ে চিঠির বিষয়বস্তু উপলব্ধি করে ফেলত। আশা করে যে সে তা পারেনি। সেও ইচ্ছা করেই চিঠিগুলো টেকনিক্যাল ভাষায় লিখেলি। এই বিষয়টার কথা বাদ দিয়েও সম্ভবত ওই ভাষায় লেখাটা দরকারও ছিল। সেটা কিছুটা কৌশলী হবার জন্য আবার কিছুটা যাদের কাছে লেখা হচ্ছে তাদেরকে এই ব্যাপারে প্রভাবিত করার জন্য যে সে কোনো এলেবেলে লোক না, হল রীতিমত এবং যোগ্য একজন বৈজ্ঞানিক।

একটা একটা চিঠি নিয়ে সে বেছে বেছে ঠিক খামটাতে ভরতে থাকে। দেশের সেরা মাথা তারা, সে ভাবতে থাকে। তারা কি কোনো ধরনের সাহায্য করতে পারবে ?

সে জানত না।

লাইব্রেরিটাতে কোথাও কোনো শব্দ ছিল না। রজার টুমেয় জার্নাল অব থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সখানা বন্ধ করে রেখে দিয়ে তার পেছনের প্রচ্ছদটার দিকে বিষণ্নভাবে তাকিয়ে থাকে। দি জার্নাল অব থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স ! এর প্রদায়করা এত যে বাগড়ম্বর করেছে তা কি বোঝার মতো কিছু ? চিন্তাটা তাকে কুরে কুরে খেতে থাকে। অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত তারাই ছিল তার কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ।

এবং এখনো সে তার সাধ্য মতো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের নীতিমালা এবং দর্শন অনুযায়ী বেঁচে থাকার জন্য। জেনের আন্তরিক সাহায্য পেয়ে সে বেশ কিছু মাপ নিয়েছে। সে চেষ্টা চালিয়েছে ঘটনাটার সময় ওজন নেবার, এর সাথ সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয় বের করার, এর সংখ্যা বের করার। সহজ কথায় সে চেষ্টা করেছে এটাকে তার জানা একমাত্র উপায়—মানে যে চিরন্তন নিয়ম মহাবিশ্বকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হয় সেগুলোর প্রেক্ষিতে হারিয়ে দেবার।

(অবশ্যই অনুসরণ। জ্ঞানীরা তাই বলে থাকেন।)

শুধু সমস্যা হল যে এর ভেতরে পরিমাপ করার আসলে কিছু ছিল না। তার এই ভেসে বেড়ানোর মধ্যে কোনো রকম জোর খাটানোর অনুভূতি নেই। ঘরের ভেতরে-বাইরে পরীক্ষা করে দেখবার মতো সাহস তার

www.BanglaBook.org

হয়নি, সে এক ইঞ্চি পরিমাণ উঠতে যত সহজে পারে তত সহজেই ছাদ পর্যন্তও উঠে যেতে পারে। যথেষ্ট সময় দিলে সে বুঝতে পারছে সে উঠতেই থাকবে আর উঠতেই থাকবে, উড়তে উড়তে দরকার হলে চাঁদ পর্যন্ত চলে যেতে পারবে।

সে ভাসার সময় ওজন নেবার চেষ্টা করে দেখেছে। পুরো প্রক্রিয়াটা একটু ধীরে হয় বটে, কিন্তু তার জন্য বাড়তি কোনো শক্তি প্রয়োগ করা লাগে না।

আগের দিন সে কোনো রকম বুঝে ওঠার সুযোগ না দিয়েই হাতে একটা স্টপ ওয়াচ নিয়ে জেনকে সঙ্গে ভেসেছিল।

'একশ' দশ,' জেনের জবাব। কথাটা বলে সে সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিল।

সে তার কোমরটা এক হাতে আঁড়িয়ে ধরে। জেন চেষ্টা করেছিল তাকে ঠেলে সরিয়ে দেবার জন্য, কিন্তু সে তাতে পাত্তা দেয়নি। দু'জনে তারা একত্রে ধীর গতিতে ওপরের দিকে উঠতে থাকে। সে তখন তাকে আঁকড়ে ধরেছিল, চেহারাটা একই সাথে ভয়ে সাদা এবং কঠিন করে।

'বাইশ মিনিট তেরো সেকেন্ড,' তার মাথা ছাদে গিয়ে ঠেকতেই সে বলে ওঠে।

তারা যখন ফের নেমে আসে তখন জেন ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায়।

কয়েক দিন আগে সে রাস্তার কোনায় চুপচাপ পড়ে থাকা একটা ওষুধের দোকানের স্কেলের পাশ দিয়ে আসছিল। পথটা ছিল পুরোপুরি ফাঁকা, কাজেই সে এর ওপর উঠে দাঁড়িয়ে এটা পেনি ফেলে। যদিও সে জানত যে এমন কিছুই একটা হবে তবু তার ওজন ত্রিশ পাউন্ড দেখে সে একা বড় রকমের ঝাঁকি খায়।

এরপর সে মুঠো ভর্তি করে পেনি নিয়ে বাসা থেকে বেরুতে থাকে এবং বিভিন্ন অবস্থায় নিজের ওজন নেয়। যেদিন জোরে বাতাস বইতে থাকে সেদিন দেখা যায় তার ওজন কিছুটা বেশি হয়েছে, যেন এই বাড়তি ওজনটা তার দরকার হয় যাতে ঝোড়ো বাতাসে আবার উড়ে না যায় সেই জন্য।

ওজনের সমন্বয়ের ব্যাপারটা আপনা থেকেই থাকে। যাই হোক না কেন তার ভেসে থাকার ব্যাপারটা সব সময়ই আরাম এবং নিরাপদের মধ্যে থাকে। কিন্তু সে সচেতনভাবে তার ভেসে থাকাটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ঠিক যেমনভাবে পারে তার শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে। সে

www.BanglaBook.org

একটা স্কেলের ওপর দাঁড়িয়ে জোর করলে কাঁটাটাকে তার আসল ওজনের কাছাকাছিও নিয়ে যেতে পারে আবার অবশ্যই পূর্ণ ওজনও বানাতে পারে।

সে দু'দিন আগে একটা স্কেল কিনেই ফেলেছে এবং চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কি হারে তার ওজন পরিবর্তন হয় সেটা বের করার। খুব একটা লাভ তাতে হয়নি। আর যাই হোক না কেন সে কাঁটাটা যে গতিতে ঘোরে তার চেয়ে দ্রুততর। কাজের মধ্যে কাজ হয়েছে যে সে বিভিন্ন জটিল অবস্থায় ও তাদেকে পাশ কাটিয়ে যায়। ইদানিং কালে তারা আস্তে আস্তে তাকে সম্ভাষণ না করাটা শিখে গেছে। রজার ধারণা করতো তাদের কেউ কেউ তাকে অদ্ভুত ভাবে আর বেশির ভাগই সম্ভবত অপছন্দ করতে শুরু করেছে।

সে এলিভেটরের পাশ দিয়ে চলে যায়। সে এটা আজকাল আর ব্যবহার করে না, বিশেষ করে নামার সময়ে। যখন এলিভেটরটা একেবারে নিচে গিয়ে থামে যখন সে খেয়াল করে দেখেছে এক সেকেন্ডের জন্য হলেও বাতাসে না ভেসে থাকাটা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেই মুহূর্তে সে যেভাবই থাকুক না কেন তাতে কিছুই আসে যায় না। সে ফুস করে ভেসে উঠবে আর সবাই তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।

সে সিঁড়ির ধারে লাগানো রেলিং-এর মাথায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং তার হাত সেটা প্রায় ছোঁয় ছোঁয় এমন সময়েই তার এক পায়ের সাথে অন্য পা ধাক্কা খায়। ধারণা করা যায় এরকম বেখাড়া হোঁচট আর কোনোটাই হতে পারে না। তিন সপ্তাহ আগে হলে রজার এতক্ষণে ছিটকে নিচে গিয়ে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে থাকত।

এখন তার শরীর আপনা থেকেই নিজের দায়িত্ব নিয়ে নেয় এবং সামনে ঝুঁকে পড়ে ডানা মেলা ঈগল পাখির মতো ভাসতে থাকে, আঙুল ছড়ানো, পা বেঁকে রয়েছে সেই অবস্থায়, সে গ্লাইডারের মতো উড়তে উড়তে নিচে নেমে আসে। সম্ভবত সে কোনো তারের সাথে বাধা পেয়েছিল।

সে ভয়ে আর আতঙ্কে এতটাই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে যে নিজেকে সামলে নিতেও পারছিল না। নিচের জানালার দুই ফুট মতো দূরে সে আপনা থেকেই থেমে যায় এবং ভেসে থাকে।

সিঁড়িতে তার সাথে দু'জন ছাত্র নামছিল, তারা এটা দেখে দেয়ালের সাথে সেঁটে রয়েছে, সিঁড়ির মাথায় আরো তিনজন দাঁড়িয়ে। ওই দু'জন এবং সিঁড়ির একেবারে নিচের একজন, সবাই এত কাছাকাছি যে চাইলেই ছুঁয়ে দিতে পারে।

www.BanglaBook.org

সব একেবারে চুপ হয়ে যায়। তারা তার দিকে তাকিয়ে ছিল। রজার সোজা হয়ে মাটিতে নেমে দাঁড়ায় এবং একটা ছাত্রকে বেশ জোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে চলে যায়।

পেছনে হতবাক ছেলেগুলোর গুঞ্জন শুরু হয়।

'ড. মরটন আমাকে দেখা করতে বলেছেন?' রজার একটা হাতল শক্ত করে চেপে তার চেয়ারটা ঘুরিয়ে নেয়।

নতুন বিভাগীয় সচিব মাথা নাড়িয়ে সায় দেয়। 'জ্বী হ্যাঁ ডা. টুমেয়।'

বলেই সে দ্রুত বেরিয়ে চলে যায়। মিস হ্যারোওয়ে চাকরিতে উস্তফা দেবার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই জেনে ফেলেছে যে, ডা. টুমেয়-এর মধ্যে কি যেন একটা সমস্যা আছে। ছাত্রছাত্রীরা তাকে এড়িয়ে চলে। তার লেকচার রুমে আজ পেছনের সারিগুলো ফিসফাস আলাপে ভরপুর ছিল আর সামনেরগুলো একেবারে ফাঁকা।

রজার দরজার কাছে লাগনো দেয়ালের আয়নায় একবার তাকিয়ে দেখে। সে তার জ্যাকেটটা ঠিকঠাক করে নেয়, কাপড়ের ওপর বেরিয়ে থাকা কয়েকটা সুতো ঝেড়ে ফেলে, কিন্তু এইসব ঝাড়ামোছা তার উপস্থিতিতে তেমন কোনো পরিবর্তন আনে না। তার চেহারায় একটা পাংশুটে ভাব চলে এসেছে। এইসব ঘটনা শুরু হবার পর থেকে সে না হলেও দশ পাউন্ড ওজন হারিয়েছে, যদিও তার পক্ষে নিশ্চিত করে জানা সম্ভব না যে আসলে কতটা ওজন তার কমেছে। এমনিতেই সে দেখতে রোগা মতো, কেন না হজমের একটা সমস্যা তার দীর্ঘকাল ধরে রয়েছে এবং বিভিন্ন সুযোগে সেটা তাকে কাবু করে ফেলে।

বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সাথে এই সাক্ষাতকারের বিষয়ে তার কোনো রকম ধারণা ছিল না। ভেসে থাকার ঘটনাটা তার মধ্যে বেশ ভালো রকমেরই হতাশার সৃষ্টি করেছে। অবশ্য ব্যাপারটা যারা দেখেছে তারা কোনো কথা বলেনি। মিস হ্যারোওয়ে বলেননি। সিঁড়ির সেই ছাত্রগুলোও যে কোথাও কিছু বলেছে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

টাইটার ওপর শেষবারের মতো হাত বুলিয়ে সে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

ড. ফিলিপ মরটনের অফিসটা নিচের হল রুম থেকে খুব একটা দূরে না যেটা মনে হতেই রজারের বেশ ভালো লাগে। যত সময় যাচ্ছে ততই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়ম করে আস্তে হাঁটার ব্যাপারটা অভ্যেস করে ফেলছে সে। সে একটা পা তুলে তার সামনে ফেলার সময় ভালোভাবে লক্ষ্য করে তারপর আরেকটা পা সামনে ফেলে এবং সেটাকেও মনযোগ দিয়ে খেয়াল করে। সে কিছুটা হেলে পড়ে পায়ের দিকে দেখতে দেখতে এগুতে থাকে।

রজার ভিতরে ঢুকতেই ড. মরটন ভুরু কুঁচকে তাকায়। তার চোখগুলো ছোট ছোট, ঠোঁটের ওপর ধূসর সরু করে পাকানো গোঁফ আর পরনে অপরিপাটি একটা স্যুট। বিজ্ঞানীদের মাঝে তার মোটামুটি একটা পরিচিতি আছে এবং তার স্টাফদের ওপর শিক্ষকতার বিভিন্ন দায়িত্ব চাপিয়ে দেবার একটা প্রবণতা।

তিনি বলেন, 'এই যে টুমেয়, আমি লিনাস ডিরিং-এর কাছ থেকে আজবতম চিঠিখানা পেয়েছি। তুমি কি তার কাছে কিছু লিখেছিলে নাকি?' তিনি তাঁর ডেস্কের ওপরে রাখা একখানা চিঠির দিকে নির্দেশ করেন। 'গত মাসের বাইশ তারিখে লেখা। এটা কি তোমার সই?'

রজার একবার তাকিয়ে সায় দেয়। কিছুটা চিন্তিতভাবেই সে উল্টো অবস্থাতেই ডিরিং-এর লেখা চিঠিটা পড়ার চেষ্টা করতে থাকে। এটা অপ্রত্যাশিত। মিস হ্যারোওয়ের সেই ঘটনার দিন যেসব চিঠি সে ছেড়েছে তার মধ্যে থেকে কেবল চারখানার জবাব এসেছে।

যার তিনখানায় ভাষ্যই প্রায় এক, শীতল ভাষায় লেখা ছোট্ট একটা প্যারা : 'এই মর্মে আপনার বাইশ তারিখে পাঠানো চিঠিটার প্রাপ্তি স্বীকার করা যাচ্ছে এবং জানানো যাচ্ছে যে বিষয়ের কথা আপনি বলেছেন মনে হয় না সে বিষয়ে আমি কোনো রকমের সাহায্য আপনাকে করতে পারব।' আর চতুর্থ চিঠিটা যেটা এসেছে নর্থ ওয়েস্টার্ন টেক-এর ব্যালানটাইন থেকে, সেটাতে তাকে বিশেষ করে একটা সাইকিক রিসার্চ সেন্টারে যোগাযোগের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। রজার বুঝতে পারেনি সেটা কি সত্যিই ভালোর জন্য বলা নাকি অপমান করার জন্য।

প্রিন্সটনের ডিরিং হল পঞ্চম। ডিরিং-এর ওপর সে বিরাট ভরসা করেছিল।

ড. মরটন বেশ শব্দ করে গলাটা পরিষ্কার করে চোখের ওপর চশমাটা ঠিক মতো বসান। 'আমি তোমাকে পড়ে শোনাতে চাই যে সে কি লিখেছে। বস টুমেয় বস। সে বলছে : 'প্রিয় ফিল—

www.BanglaBook.org

ড. মরটন ওপরের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো খানিকটা মুচকি হাসি ছড়িয়ে বললেন, 'লিনাসের সাথে আমার দেখা হয়েছিল গত বছর ফেডারেশন মিটিং-এর সময়। আমরা একসাথে বেশ কয়েক পেগ পান করেছিলাম। ভারি চমৎকার মানুষটি।

তিনি তাঁর চশমাটা আরো একবার ঠিক করে নিয়ে মূল চিঠিতে ফিরে গেলেন : প্রিয় ফিল : আপনার ডিপার্টমেন্টে কি ড. রজার টুমেয় বলে কেউ আছেন ? কয়েকদিন আগে আমি তার কাছ থেকে ভারি অদ্ভুত একখানা চিঠি পেয়েছি। আমি ঠিক বুঝে উঠেতে পারছিলাম না ওটা নিয়ে, কি করব। প্রথমত আমি ভেবেছিলাম যে আর দশটা জঞ্জালের চিঠির মতো এটাকেও ফেলেই দেব। তারপর আমি ভেবে দেখলাম যে, যেহেতু চিঠিটাতে আপনার ডিপার্টমেন্টের নাম রয়েছে সেহেতু বিষয়টা আপনার জানা দরকার। এটা মনে হয় কেউ একজন আপনার ডিপার্টমেন্টের কোনো স্টাফকে নিয়ে কিছু একটা মতলব এঁটেছে। আমি আমার চিঠিটার সাথে ড. টুমেয় যে চিঠিটা আমাকে লিখেছিলেন সেটাও আপনার অনুসন্ধানের জন্য পাঠিয়ে দিলাম।

'আশা করছি শিগগিরই আপনাদের অঞ্চলে বেড়াতে যাবো একবার—'

'এর পরে যা লেখা আছে সেগুলো নিতান্ত ব্যক্তিগত কথাবার্তা।' ড. মরটন চিঠিটা ভাঁজ করে রেখে চশমাটা খুলে চামড়ার খাপের ভেতরে পুরে সেটাকে বুক পকেটে চালান দেন। দুই হাতের আঙুলগুলো একত্র করে তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েন।

'এখন,' তিনি বলেন, 'আমাকে নিশ্চয়ই তোমার চিঠিটা আর তোমাকে পড়ে শোনাতে হবে না, ব্যাপারটা কী ? রসিকতা ? না ভেলকিভাজি ?

'ড. মরটন,' রজার বেশ দৃঢ় কণ্ঠেই বলে, 'আমি ব্যাপারটা গুরুত্বের সাথে করেছিলাম। আমি তো আমার চিঠিটাতে কোনো সমস্যা দেখতে পাচ্ছি না। এই একই চিঠি আমি বেশ কয়েকজন ডাক্তারকে পাঠিয়েছি। এটার বক্তব্য এটাতে পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে। আমি একটা কেস পর্যবেক্ষণ করেছি যেখানে....মানে ভেসে ওঠার ব্যাপারে ছিল এবং আমি অমন একটা ঘটনার সম্ভাব্য তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটা জানতে চাইছিলাম।'

'শূন্যেভাসা ! সত্যিই !'

'এটা একটা যুক্তিসঙ্গত কেস, ড. মরটন।'

'তুমি নিজের চোখে এটা ঘটতে দেখেছ ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অবশ্যই।'

'কোনো লুকানো দড়ি বা তার টার ছিল না ? কিম্বা কোনো আয়না ? দেখ টুমেয়, তুমি কিন্তু এই সব বিষয়ে কোনো বিশেষজ্ঞ না।'

'এটা রীতিমত বিজ্ঞানসম্মতভাবে একাধিকবার পর্যবেক্ষণ করা। প্রতারণার কোনো সম্ভাবনাই এখানে নেই।'

'টুমেয়, তুমি আমার সাথে আলাপ করতে পারতে, অন্তত বাইরের ওই সব চিঠিগুলো পাঠানোর আগে।'

'হ্যাঁ, তা হয়তো পারতাম, ড. মরটন, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমার মনে হয়েছিল আপনি হয়তো ব্যাপারটাকে ঠিকভাবে নেবেন না।'

'হুমম এটা তুমি ঠিকই বলেছ আমি বোধহয় তত গুরুত্ব দিতাম না। বিশেষ করে ডিপার্টমেন্টের বিষয়ে। আমি সত্যিই ভীষণ অবাক হয়েছি টুমেয়। দেখ, তোমার জীবনটা অবশ্যই তোমার নিজের। যদি তুমি মনে মনে শূন্যে ভাসা জাতীয় ব্যাপার স্যাপার বিশ্বাস করতে চাও তো কোনো অসুবিধা নেই, করতে পার, তবে অবশ্যই সেটা তোমার নিজের জায়গায়। কলেজ এবং ডিপার্টন্টের খাতিরে এই ধরনের জিনিসকে তোমার শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ঢোকানোটা উচিত হবে না।'

'সত্যি বলতে কি ইদানিং তুমি কিছুটা হালকা হয়েছ, তাই না, টুমেয় ? হ্যাঁ, তোমাকে দেখেও খুব একটা সুস্থ বলে মনে হচ্ছে না। আমি যদি তুমি হতাম তো অবশ্যই কোনো একজন ডাক্তারকে দেখাতাম। সম্ভব হলে একজন স্নায়ু বিশেষজ্ঞ।'

রজার তিক্ত গলায় বলে, 'একজন মনরোগ বিশেষজ্ঞ হলে আরও ভালো হয়, নাকি আপনি কি বলেন ?'

'বেশ সেটাতো আসলে পুরোপুরিই তোমার নিজস্ব ব্যাপার। যেভাবেই হোক একটু বিশ্রাম হলে—'

টেলিফোনটা বেজে উঠলেও সহকারীই সেটা ধরে। সে ড. মরটনের দিকে তাকাতেই তিনি ফোনটা তুলে নেন। তিনি বলেন, 'হ্যালো... ওহ ড. স্মিথার্স, হ্যাঁ... উম... হ্যাঁ কার বিষয়ে ?... বেশ, সত্যি বলতে কি উনি এখন আমার সঙ্গেই রয়েছেন। ... হ্যাঁ... হ্যাঁ এক্ষণি।'

তিনি ফোনটা ক্রেডলে রেখে রজারের দিকে বেশ চিন্তিতভাবে তাকান।

'ডিন আমাদের দু'জনকেই দেখা করতে বলেছেন।'

'কী ব্যাপারে স্যার ?'

www.BanglaBook.org

'উনি খুলে বলেননি।' তিনি বলতে বলতেই দরজার দিকে আগাতে থাকেন। 'তুমি কি আমার সাথে যাবে টুমেয় ?'

'হ্যাঁ স্যার।' রজার ড. মরটনের টেবিলের তলায় একটা পায়ের পাতা চেপে ধরে আস্তে আস্তে তার পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়।

ডিন স্মিথার্স দেখতে হাল্কা পাতলা, মুখটা লম্বাটে এবং কঠিন। তার মুখ ভর্তি নকল দাঁতগুলোকে যেন কোনো রকমে পুরে দেয়া হয়েছে ফলে উষ্মবর্ণগুলো উচ্চারণের সময় বিচিত্র একটা শিসের মতো শব্দ হয়।

'দরজাটা বন্ধ করে দাও মিস ব্রাইসি,' তিনি বলেন, 'আর আমি না বলা পর্যন্ত কোনো ফোন কল আমাকে দেবে না। বসুন আপনারা।'

তিনি স্থির চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠলেন, 'আমার মনে হয় সরাসরি মূল বিষয়ে চলে যাওয়াই ভালো। আমি জানি না ড. টুমেয় আসলে কি করছেন, কিন্তু তাকে অবশ্যই সেসব থামাতে হবে।'

ড. মরটন অবাক হয়ে রজারের দিকে ফিরে তাকান। 'তুমি আসলে কি করছ বল তো ?'

রজার কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিরীহভাবে শ্রাগ করে বলে, 'আমি আসলে কিছুই করছি না। উনি মনে হয় ছাত্রছাত্রীদের পরিহাসকে গুরুত্ব দিয়ে নিয়েছেন।'

'আহ্ থামুন।' ডিন অস্থিরভাবে বলে ওঠেন, 'আমি জানি না যে যে গল্পটা ছড়িয়েছে তার থেকে কতটুকু কাট ছাঁট করতে হবে, কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে আপনি নিশ্চয়ই কোনো আসর জমানো খেলায় মেতেছেন, আর যাই হোক না কেন, চায়ের আসরে দেখিয়ে বেড়ানোর খেলা এই প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা আর ভাবের সাথে মানায় না।'

ড. মরটন বলেন, 'আমি এসবের কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ডিন আগের রেশ টেনে বলতে থাকেন, 'তার মানে মূল ঘটনাটা আপনার কাছে পৌঁছায়নি মনে হচ্ছে। আমার ভাবতে অবাক লাগছে যে ছাত্রছাত্রীরা যেটা নিয়ে দুনিয়া মাথায় করে ফেলছে, ফ্যাকাল্টি কি করে সে বিষয়ে এত অজ্ঞ থাকতে পারে ? কথাটা আমার কানে এসেছিল কাকতালীয়ভাবে, সত্যি বলতে কি, আজ সকালে এখানে আসা খবরের কাগজের লোকটাকে, যে নাকি একজন লোককে এই বলে খুঁজছিল যে ড. টুমেয়, উড়ন্ত অধ্যাপক, ক্যাম্পোসে ঢুকতে বাধা দেবার আগে পর্যন্ত আমিও আগে এতটা বুঝিনি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কী ?' ড. মরটন চিৎকার করে ওঠেন।

রজার উদভ্রান্তের মতো কথাগুলো কেবল শুনে যায়।

'সাংবাদিক লোকটা তাই বলেছিল, আমি শুধু কথাটাই বললাম। যতদূর বোঝা যাচ্ছে ছাত্রদের মধ্যে কেউ একজন তাকে খবর দিয়েছে। আমি খবরের কাগজের লোকটাকে বাইরে বের করার ব্যবস্থা করি এবং ছাত্রটাকে আমার অফিসে ডেকে পাঠাই। তার কথা অনুযায়ী ড. টুমেয় একদিন উড়েছিলেন—আমি শব্দটা 'উড়েছিলেন' ব্যবহার করছি, কেন না ছাত্রটা তাই বলতে চাইছিল—সিঁড়ির ওপর দিয়ে নিচে নেমে আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছিলেন। তার দাবি সে সেদিনের ঘটনার আরো ডজন খানেক সাক্ষী জোগাড় করতে পারবে।'

'আমি কেবল নিচের দিকে গিয়েছিলাম,' রজার বিড়বিড় করে বলে।

ডিন স্মিথার্স কার্পেটের ওপর জোর কদমে পায়চারি শুরু করে দেন। তিনি এক রকম ঘোর লাগা গলায় বলতে শুরু করেন। 'আমি আপনাকে বলছি টুমেয়, কেউ যদি শখের থিয়েটার করতে চায় তো আমার তাতে বলার কিছুই নেই। আমি আমার অফিসে সব সময় মিথ্যে ভড়ং আর ওপরঅলার খবরদারি চালানো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাজ করেছি। বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির বিভিন্ন পর্যায়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে উৎসাহ দিয়েছি, এমনকি ছাত্রদের সাথে ভাইয়ের মতো মেশার ব্যাপারেও আমার কোনো আপত্তি নেই। কাজেই আপনি যদি ছাত্রদের জন্য একটা শো করতে চান তো আমার কোনোই আপত্তি নেই, কেবল সেটাকে হতে হবে আপনার নিজের বাসায়।'

'নিশ্চয় বুঝতে পারছেন বেআক্কেল সাংবাদিকদের পাল্লায় পড়লে এসব খবর কলেজের কি অবস্থা করে দেবে। আমাদের কি উচিত হবে উড়ন্ত সসার হুজুগের মতো উড়ন্ত অধ্যাপক নামে একটা হুজুগ চালু করা ? যদি ঐ সাংবাদিকরা আপনার সাথে কোনো রকেমে যোগাযোগ করে তো পুরো ব্যাপারটা স্রেফ অস্বীকার করে যাবেন।'

'আমি বুঝতে পেরেছি ড. স্মিথার্স।'

'আমি বিশ্বাস করি যে এই ঝামেলাটা থেকে আমরা কারো কোনো রকম ক্ষতি ছাড়াই বেরিয়ে আসতে পারব। আর আমি আমার সমস্ত দৃঢ়তা এবং ক্ষমতা ব্যবহার করে আপনাকে বলছি যে ঐ খেলা দ্বিতীয়বার দেখাতে যাবেন না। যদি তারপরেও আপনি করতে থাকেন তো আপনার পদত্যাগ চাওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা থাকবে না। আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন ড. টুমেয় ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ,' বলে রজার।

'সেক্ষেত্রে আপনারা এখন আসতে পারেন।'

ড. মরটন রজারকে টেনে আবার নিজের অফিসে নিয়ে আসেন। এইবার তিনি তার সহকারীকে বাইরে বের করে দেন এবং তার পেছনের দরজাটা ভালো মতো এঁটে দেন।

'সর্বনাশ, টুমেয়,' তিনি ফিস ফিস করে বলেন, 'এই পাগলামির সাথে কি তোমার আগের চিঠিগুলোর কোনো রকম যোগসূত্র আছে নাকি?'

রজারের মেজাজ চড়তে শুরু করে দেয়। 'এটা কি স্বাভাবিক না? ওইসব চিঠিতে আমি আমার নিজের কথাই বলেছি।'

'তুমি উড়তে পার? আমি বলতে চাইছি যে ভেসে উঠতে পার?'

'যেটা খুশি আপনি বলতে পারেন।'

'আমি জীবনে এমন কথা শুনিনি। টুমেয়, মিস হ্যারোওয়ে কি কখনো তোমাকে ভেসে উঠতে দেখেছিল?'

'একবার, ব্যাপারটা আসলে একটা দুর্ঘটনা—'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই। এটা এখন পরিষ্কার হল। পুরো ব্যাপারটা বোঝানোর সময় সে প্রলাপের মতো বকছিল। সে বলেছিল যে তুমি নাকি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে। আমার কাছে মনে হয়েছিল সে বুঝি তোমার বিরুদ্ধে অন্য অভিযোগ আনছে—মানে...ঐ..' ড. মরটন বেশ অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যান। 'অবশ্য আমি সেটা বিশ্বাস করিনি, সে যে নিঃসন্দেহে একজন ভালো সহকারী ছিল এটা তোমাকে মানতেই হবে, কিন্তু তার পরেও চালচলনে আর যাই হোক কোনো পুরুষের মনযোগ টানার মতো না। সে চলে যাওয়ায় আমি এক রকম খুশিই হয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল এর পর থেকে সে বুঝি ছোট্ট একটা রিভলবার নিয়ে আসবে, অথবা আমার বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনবে—তুমি তুমি ভেসে উঠেছিলে, এ্যাঁ?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি এটা কিভাবে করো?'

রজার তার মাথাটা নাড়াতে থাকে। 'এটাই আমার সমস্যা, আমি জানি না।'

ড. মরটন হালকা একটা হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বলেন 'তুমি নিশ্চয়ই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সূত্র অস্বীকার করছ না?'

'কি বলব আপনাকে, আমার মনে হচ্ছে আমি তাই করছি। এর ভেতরে নিশ্চয়ই কোনোভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীত কিছু একটা আছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ড. মরটন তার ঝোকটাকে সত্যি হিসেবে নেয়ায় রেগেই যান।

'দেখ টুমেয়, এটা হাসাহাসির কোনো ব্যাপার না।'

'হাসির ব্যাপার ! কি বলছেন কী আপনি ? ড. মরটন আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে যে আমি রসিকতা করছি ?'

'বেশ- তোমার আসলে বিশ্রাম দরকার। এ বিষয়ে কোনো দ্বিমতই নেই। একটু আরাম করলেই দেখবে এসব আবোল তাবোল ভূত তোমার মাথা থেকে নেমে গেছে। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি।'

'এটা আবোল তাবোল কিছু না।' রজার তার মাথাটা নামিয়ে আনে, এক সেকেন্ড পরে সে আরো নিচু স্বরে বলে, 'আমি আপনাকে খুলে বলি, ড. মরটন আপনি কি ব্যাপারটা আমার সাথে করে দেখতে চান ? এটা নিশ্চিয়ই কোনোভাবে পদার্থবিদ্যায় নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। আমি ঠিক জানি না যে এটা কিভাবে কাজ করে, আমি আসলে কোনো সমাধানে পৌঁছুতে পারছি না। আমরা দু'জন মিলে যদি—'

ড. মরটনের চেহারায় ততক্ষণে আতঙ্ক ভর করেছে।

রজার বলে, 'আমি বুঝি যে এসব কথা শুনতেই উদ্ভট লাগছে। কিন্তু আমি আপনার সামনে করে দেখাব। এটা সত্যিই ভেসে ওঠা। আমি চাই যাতে না হয়, তবু।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' ড. মরটন তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। 'নিজের ওপর অযথা চাপ দিও না। তোমার সত্যিই বিশ্রামের প্রয়োজন। আমার মনে হচ্ছে তোমার জুন মাস আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোনো দরকারই নেই। তুমি এখনই সোজা বাড়ি চলে যাও। আমি দেখব যাতে তোমার বেতন ঠিক মতো পৌঁছে যায় আর তোমার কোর্সগুলোর দায়িত্বও আমিই নিলাম। একবার এমনটা আমার বেলাতেও হয়েছিল তুমি তো জানই।'

'ড. মরটন ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।'

'আমি জানি, আমি জানি।' ড. মরটন রজারের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেন। 'তারপরেও খোলাখুলিই বলি তোমাকে দেখতে বিশেষ সুবিধার লাগছে না। তোমার একটা লম্বা বিশ্রাম দরকার।'

'আমি ভেসে উঠতে পারি।' রজারের গলা আবার চড়তে শুরু করে। 'আপনি আমাকে ভাগিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন কেন, না আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। আপনি কি মনে করছেন যে, আমি মিথ্যে কথা বলছি ? মিথ্যে বলার পেছনে আমার উদ্দেশ্যটা কী ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তুমি খামোখা নিজেকে উত্তেজিত করে তুলছ। শোনো, তুমি আমাকে একটা ফোন করতে দাও। আমি কাউকে পেয়ে যাব যে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবে।'

'আমি আপনাকে বলছি যে আমি ভেসে উঠতে পারি।' রজার চিৎকার করে ওঠে।

ড. মরটনের চেহারাটা লাল হয়ে ওঠে। 'দেখ টুমেয়, এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা থাক। তুমি যদি এই মুহূর্তেই বাতাসে ভেসে ওঠ তাতেও আমার কিছু যায় আসে না।'

'আপনার মতে তার মানে চোখে দেখাটাও বিশ্বাসের হবে না।'

'ভেসে ওঠা ? অবশ্যই না।' বিভাগীয় চেয়ারম্যানেরও এবার গলা চড়ে যায়। 'আমি যদি তোমাকে উড়তে দেখতাম তা হলে আমি কোনো চোখের ডাক্তারের কাছে নয়তো কোনো মনোবিজ্ঞানীর কাছে যেতাম। পদার্থ বিদ্যার সূত্রকে ভুল মানার অনেক আগেই আমি নিজেকে উন্মাদ মানতে রাজি আছি।'

গলা সপ্তমে চড়ে যাচ্ছে টের পেয়েই তিনি মাঝ পথে নিজেকে থামিয়ে দেন। 'বেশ, আমি যা বলছিলাম সেটাই থাক এই বিষয়ে আর কোনো আলাপ না। আমি শুধু ফোনটা করব।'

'তার কোনো দরকার নেই স্যার, কোনো প্রয়োজন হবে না,' বলে রজার। 'আমি যাব, আমি বিশ্রামই নেব। গুড বাই।'

সে দ্রুত বেরিয়ে আসে। দিনের অন্য সময়ের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়িই চলতে থাকে সে। ড. মরটন টেবিলের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে বেশ স্বস্তি নিয়েই তার চলে যাওয়াটা দেখেন। রজার যখন বাসায় ফিরে আসে তখন তাদের বসার ঘরে বসে ছিল জেমস সারলে, এর্থেড়ি। রজার দরজায় পা রেখেই তাকে গাঁটাল আঙুলওয়ালা একটা হাত দিয়ে আড়াল করে পাইপ ধরাতে দেখতে পায়। জ্বলন্ত কাঠিটা নাড়িয়ে নেভাতে নেভাতেই কঠিন মুখটাতে এক ঝলক হাসি ছড়িয়ে দেয় সে।

'কি খবর রজার। মানব সমাজ থেকে পদত্যাগ করলে নাকি ? তোমার কোনো খবর পাই না প্রায় মাস খানেক হতে চলল।'

তার কালো ভ্রূ দু'টি চোখের ওপর দিয়ে এসে নাকের ওপর জোড়া লেগে পুরো চেহারাতেই কেন একটা উগ্র ভাব এনে দিয়েছে যা নাকি প্রকান্তরে তার পেশার পক্ষে সহায়ক হিসাবেই কাজ করে।

www.BanglaBook.org

রজার হাতলওয়ালা চেয়ারের ভেতরে ডুবে থাকা জেনের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। ইদানিং কালে তার চেহারায় একটা ক্লান্তির ছোঁয়া ভর করেছে।

রজার তাকে বলে, 'তুমি ওকে এখানে এনেছ কেন ?'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও বন্ধু,' থামিয়ে দিয়ে বলে উঠে সারলে। 'কেউ আমাকে আনেনি। আজ সকালে জেনের সাথে আমার ডাউন টাউনের ওদিকে দেখা হয়েছিল আর আমি নিজেই এখানে আসার জন্য দাওয়াত নিয়েছিলাম। আমি ওর চেয়ে বড় কাজেই ও আমাকে না করতে পারেনি।'

'এটাও নিশ্চয়ই বলবে যে তোমার সাথে ওর কাকতালীয়ভাবে দেখা হয়ে গিয়েছিল। তুমি কি তোমার এমন সব কাকতালীয়ভাবে দেখা হয়ে যাওয়া রোগীদের সাথে দেখা করতে যাও নাকি ?'

সারলে হেসে ওঠে, 'ব্যাপারটাকে এভাবে দেখতে পার, আজকাল কী কী ঘটেছে সে বিষয়ে ও আমাকে কিছুটা বলেছে', জেন বলে ওঠে, 'যদি তুমি অপছন্দ করো তো আমি খুবই দুঃখিত, কিন্তু এই প্রথম আমি এমন কাউকে পেয়েছিলাম যে নাকি বুঝতে চেষ্টা করবে।'

'কি কারণে তোমার মনে হল যে ও বুঝতে পারবে ? বল তুমিই বল জিম, তুমি কি ওর গল্পটা বিশ্বাস করেছ ?'

সারলে বলে, 'এটা তো বিশ্বাস করা সহজ কথা না। তুমিও মানবে সেটা। কিন্তু আমি চেষ্টা করছি।'

'বেশ, ধরো যদি আমি উড়ি। ধর যে আমি ভেসে উঠলাম ঠিক এইখানে এখনই। কি করবে তুমি ?'

'অজ্ঞান হয়ে যাব হয়তো। হতে পারে আমি বলে উঠব, 'হায় ঈশ্বর ! হয়তো বা আমি পেট ফাটিয়ে হাসতে শুরু করব। তুমি একবার চেষ্টা করেই দেখাও না তারপর আমরা দেখব কি করা যায় ?'

রজার স্থির দৃষ্টিতে তাকায় তার দিকে। 'তুমি সত্যিই এটা দেখতে চাও ?'

'না চাওয়ার কোনো কারণ আছে কি ?'

'যে কেউ এটা দেখেছে হয় ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে নয়তো আতঙ্কে দৌড় শুরু করেছে। তোমার এটা সহ্য হবে তো জিম ?'

'আমার তো মনে হয়।'

'বেশ তবে।' রজার দুইফুট ওপরে ভেসে উঠে শূন্যে ধীরে ধীরে দশবার পাক খায়। তারপর সে বাতাসেই ভেসে থাকে, পায়ের পাতা নিচের দিকে নামানো, দুই পা পাশাপাশি রেখে হাত দু'টো ডানা মেলা পাখির মতো দু'পাশে মেলে ধরা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'নিজিন্সিকির চেয়েও ভালো, নাকি বল জিম ?'

সারলে কিন্তু একটু আগে যা যা বলেছে তার কোনোটাই করে না কেবল মুখ থেকে খসে পড়তে যাওয়া পাইটটাকে মুঠো করে ধরে ফেলে। এছাড়া আর কোনো কিছুই সে করে না।

জেন তার চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলো। তার কপোলের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে অশ্রু গড়িয়ে নামছিল।

সারলে বলে, 'নেমে এস রজার।'

রজার তাই করে। সে একটা চেয়ার টেনে বসে বলে, 'আমি পদার্থবিদ মানে যারা নাকি সম্মানীয় মানুষ, সেই সব লোকের কাছে ব্যাপারটা নিয়ে লিখেছিলাম। আমি সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকভাবে তাদেরকে বিষয়টা খুলে জানিয়েছিলাম। আমি লিখেছিলাম যে আমার মনে হয় এটা গবেষণা করে দেখা দরকার। তাদের বেশিরভাগই আমাকে সামান্য পাত্তাটুকুও দেয়নি। আর তাদের একজন বুড়ো মরটনকে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছে আমি হুজুগে মাতাল নাকি পাগল।'

'আহ্ রজার,' ফিসফিস করে বলে জেন।

'তুমি এটাকেই খারাপ ভাবছ ? আমাদের ডিন আজকে আমাকে তার অফিসে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমাকে নাকি বৈঠকখানায় দেখানোর খেলা বন্ধ করতে হবে, তার বক্তব্য। আমি সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় হোঁচট খেয়ে পড়েছিলাম এবং আপনা থেকেই ভেসে উঠে নিরাপদে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। মরটনের কথা হল তিনি যদি আমাকে চোখের সামনেও উড়তে দেখেন তবু বিশ্বাস করবেন না। চোখের দেখাও নাকি এক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য না, তার কথা হল আমার ভালো রকম একটা বিশ্রাম নেয়া দরকার। আমিও আর ফিরে যাচ্ছি না।'

'রজার !' জেন অবাক চোখে তাকিয়ে অবিশ্বাসের গলায় বলে, 'তুমি কি সত্যি সত্যিই এটা বলছো নাকি ?'

'আমি ফিরে যেতে পারি না। ওই সব বিজ্ঞানীকে দেখে দেখে আমার ঘেন্না ধরে গেছে।'

'কিন্তু তুমি করবেটা কি ?'

'আমি জানি না।' রজার তার হাতের তালুর মধ্যে মাথাটা ডুবিয়ে দেয়। একটু পরে সে চাপা গলায় বলে, 'তুমিই আমাকে বল জিম। তুমি তো মনোবিজ্ঞানী। তারা আমার কথা বিশ্বাস করছে না কেন ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'রজার, সম্ভবত এটা এক ধরনের আত্মরক্ষার চেষ্টা।' সারলে আস্তে করে বলে। 'মানুষের স্বভাবই হল এমন যে সে যেই জিনিসটা বুঝতে পারে না সেটা নিয়ে খুশি হয় না। এমন কি কয়েক শতাব্দি আগেও যখন অনেক লোক অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার ব্যাপারে বিশ্বাস করত, যেমন উদাহরণ হিসাবে ঝাঁটায় চড়ে উড়ে বেড়ানোর কথাটাই বলা যায়, প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যেত যে লোকজন এই ধরনের ক্ষমতাগুলোর উৎস অশুভ শক্তি বলেই ধারণা করে নিত।'

'লোকেরা আজো তেমনটাই ভাবে। খোঁজ নিলে হয়তো দেখা যাবে যে তারা শয়তানে বিশ্বাস করে না, কিন্তু যা কিছুই আশ্চর্যজনক দেখে বা ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয় তাকেই তারা শয়তানের কারসাজি বা অশুভ শক্তির তৈরি বলে ধরে নেয়। তারা ভেসে থাকার বিরুদ্ধে রীতিমতো লড়াই শুরু করে দেবে—কিংবা বিষয়টা তাদের বুঝিয়ে দিলে ভয়ে মরার দশা হবে। এটাই বাস্তবতা, তাই বলি চল এটার মুখোমুখি হওয়া যাক।'

রজার তার মাথাটা নাড়তে থাকে। 'তুমি তো সাধারণ মানুষের কথা বলছ, কিন্তু আমি যাদের কথা বলছি তারা সব নামকরা বিজ্ঞানী।'

'বিজ্ঞানীরাও কিন্তু মানুষ।'

'তুমি বুঝতে পারছ আমি আসলে কি বোঝাতে চাইছি। আমার সামনে একটা ঘটনা রয়েছে। যা কোনো মতেই ডাইনিবিদ্যা নয়। আমার সাথে শয়তানের কোনো রকম রুক্তি হয়নি। জিম, এই ব্যাপারটার নিশ্চয়ই কোনো একটা স্বাভাবিক ব্যাখ্যা থাকতে হবে। আমরা নিশ্চয়ই মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ে যা কিছু জানার তার সবটা জেনে ফেলিনি। আমরা আসলে বলতে গেলে কিছুই এখনো জানি না। তোমার কি মনে হয় না যে এর মধ্যে কোনো একটা শারীরবৃত্তিও কারণে রয়েছে যা নাকি মাধ্যাকর্ষণকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে? হতে পারে আমার ভেতরে কোনো ধরনের বিকার বা রূপান্তর ঘটে গেছে। আমার ভেতরে হয়তো... ধরো যে কোনো একটা বেশি তৈরি হয়েছে যা নাকি মাধ্যাকর্ষণকে কাটিয়ে উঠতে পারে। অন্তত এটা আমার নিজের ওপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবকে কাটিয়ে উঠতে পারে। চল সেটাই অনুসন্ধান করে দেখি। চুপচাপ বসে থাকার কি আছে? ধরো যদি আমরা মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত কিছু পেয়ে গেলাম, একবার ভাব তো মানব জাতির তাহলে কি পরিবর্তনটা হয়ে যাবে।'

'থাম থাম রজ্জু,' সারলে বলে। 'পুরো ব্যাপারটা নিয়ে একবার একটু ভেবে দেখ। তুমি এটা নিয়ে এত অখুশি হচ্ছো কেন? জেনের কথা মতো

www.BanglaBook.org

প্রথম দিন যখন ঘটনাটা ঘটল তখন তুমি কোনোভাবে এটা জানার আগে প্রায় পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলে যে বিজ্ঞানীরা তোমাকে অবজ্ঞা করবে বা তোমার ওপরওয়ালারা কোনো রকমের সহানুভূতি দেখাবে না।'

'হ্যাঁ এটা একদম সত্যি কথা।' বিড় বিড় করে বলে জেন।

সারলে আবার শুরু করে, 'এখন বল যে সেটা কেন হয়েছিল ? তোমার কাছে একটা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অসাধারণ শক্তির সন্ধান আছে, মাধ্যাকর্ষণের মারণটার থেকে হঠাৎ মুক্তি।'

রজার বলে, 'আহ্, বোকার মতো কথা বলো না তো। এটা ছিলো রীতিমতো একটা আতঙ্কজনক ঘটনা। আমি ব্যাপারটা কি ঘটছে বুঝতে পারছিলাম না। আমি এখনো পারছি না।'

'এইটাই হল আসল কথা। এই যে তুমি বললে তুমি বুঝতে পারছিলে না কাজেই সেটা তোমার কাছে আতঙ্কজনক একটা ঘটনা মনে হয়েছে। তুমি পদার্থবিদ্যার একজন বিজ্ঞানী। তুমি খুব ভালো করেই জানো মহাবিশ্ব কিভাবে চলছে। আর তুমি যদি নাও জান তো এমন কাউকে নিশ্চয় চেন যে নাকি জানে। এমন কি কোনো একটা বিষয় যদি কেউ না কেউ সেটা জানতে পারবে। এখন মূল কথা হল জানা। এটা তোমার জীবনেরই একটা অংশ। এখন তুমি এমন একটা সমস্যার বা ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছ যা নাকি তোমার মতে মহাবিশ্বের একটা মৌলিক নিয়ম মানছে না। বিজ্ঞানীরা বলেন : দুটো ভর পরস্পরকে আকর্ষণ করবে একটা নির্দিষ্ট গাণিতিক নিয়মে। এটা স্থান কালের একটা অবিভেদ্য হিসাব। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। এখন দেখা যাচ্ছে তুমি একটা ব্যতিক্রম।'

রজার বলে ওঠে, 'কিন্তু সেটা কিভাবে ?'

'দেখ রজার,' সারলে বলে যেতে থাকে, 'মানব সভ্যতা প্রথমবারের মতো এমন একটা জিনিস হাতে পাচ্ছে যাকে সে মনে করে এসেছে অপরিবর্তনীয় নিয়ম। মানে আমি বলতে চাইছি যে অলঙ্ঘনীয়। প্রাগৈতিহাসিক কালে ওঝারা মন্ত্র ব্যবহার করে বৃষ্টি ঝরানোর চেষ্টা করত। এটা যদি কাজ না করত তো যাদুর বৈধ্যতার প্রশ্ন আসত না। এর মানে হল যে ওরা বা যাদুকর মন্ত্রের কিছু অংশ বাদ দিয়েছে অথবা কোনো ট্যাবু মানেনি কিম্বা কোনো দেবতাকে অসন্তুষ্ট করেছে। আধুনিক ধর্মরাষ্ট্রে দেবদেবী বা ঈশ্বরের নির্দেশ অলংঘনীয়। এখন যদি কোনো লোক নির্দেশ না মেনে চলেও সতর্কতা পায় তো তাতে করে কিন্তু সেই বিশেষ ধর্ম

www.BanglaBook.org

অকার্যকর হয়ে গেল তা বলা যাবে না। ঈশ্বরের পথটা সর্বজন স্বীকৃতভাবেই রহস্যময় এবং কিছু অদৃশ্য শাস্তি অপেক্ষা করছে।'

'যাই হোক, আজকের দিয়ে আমাদের কিছু নিয়ম রয়েছে যা সত্যিই ভাঙা যায় না এবং তারই একটা হল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উপস্থিতি। এটা এমনকি কোনো রকম মন্ত্র উচ্চারণ করতে ভুলে গেলেও কাজ করে যায়।'

রজার এক চিলতে হাসি ছড়িয়ে দেয়। 'তুমি পুরোটাই ভুল বলেছ জিম। অবিভেদ্য নিয়মগুলো কিন্তু বারবার ভাঙা হয়েছে। প্রথম যখন তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার হয় তখন এটা ছিল অসম্ভব একটা ব্যাপার। শূন্য থেকে শক্তি আসছে ; অবিশ্বাস্য পরিমাণ শক্তি। এটাও ভেসে ওঠার মতো উদ্ভট বলেই মনে করা হত।'

'তেজস্ক্রিয়তার ব্যাপারটা ছিল অন্য রকম, যা চাইলে তৈরি করা যেত। ফটোগ্রাফিক ফ্লিমকে যে কোনো লোকই ইউরেরিয়াম ব্যবহার করে ঘোলা বানিয়ে ফেলতে পারত। একটা বাঁকানো নল যেই বানাক না কেন তা দিয়ে ইলেক্ট্রন প্রবাহ সবার জন্য একইভাবে হবে। তুমি—'

'আমি যোগাযোগের চেষ্টা করেছি—'

'আমি মানছি কিন্তু উদাহরণ হিসাবে তুমি কি আমাকে বলতে পারবে যে কি করলে আমি ভেসে উঠতে পারব ?'

'অবশ্যই না।'

'এটা অন্যদের পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে একটা সীমাবদ্ধতা তৈরি করছে। কোনোরকম কপি করা যাচ্ছে না। এর ফলে তোমার ভেসে ওঠার ব্যাপারটা হয়ে গেছে অনেকটা নাক্ষত্রিক বিবর্তনের মতো, তত্ত্ব দেয়া যাচ্ছে, কিন্তু কখনো পরীক্ষা করে দেখা হয়নি।'

'তারপরেও বিজ্ঞানীরা কিন্তু মহাজাগতিক বা নাক্ষত্রিক বিজ্ঞানের ওপর জীবনপণ কাজ করে চলেছে।'

'বিজ্ঞানীরা মানুষ। তারা নক্ষত্রে পৌঁছাতে পারে না, কাজেই তারা এটার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। কিন্তু তারা তোমাকে ছুঁতে পারে অথচ তোমার ভেসে ওঠাকে যদি ছুঁতে না পারে তো সহজেই ক্রোধে অন্ধ হয়ে পড়বে।'

'জিম, তারা কিন্তু ছোঁয়ার চেষ্টাটুকুও করেনি। তোমার কথার ধরনটা এমন যেন আমার ওপর পর্যবেক্ষণ করা হয়ে গেছে। কিন্তু জিম তারা আমার সমস্যাটাকে কোনো সমস্যা বলে মানতেও রাজি না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাদের তো দরকার নেই। তোমার ভেসে ওঠা হল সেই শ্রেণীবদ্ধ ঘটনাবলীরই অংশ যা বিবেচনা করা হয় না। টেলেপ্যাথি, ক্লেয়ারভোয়েন্স, প্রি-সায়েন্স এবং অমন হাজারটা বাইরের শক্তি রয়েছে যেগুলো নিয়ে সত্যিকার অর্থে কখনো গুরুত্ব দিয়ে অনুসন্ধান চালানো হয়নি, যদিও প্রতিটা ঘটনাতেই বিশ্বাসযোগ্যতার ছোঁয়া ছিল। রাইনের ইএসপির ওপর চালানো অনুসন্ধান বিজ্ঞানীদের যত না উৎসাহী করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি বিরক্ত করছে। কাজেই বুঝতে পারছ তাদের তোমাকে পরীক্ষা করে জানার দরকার নেই যে তারা তোমাকে পরীক্ষা করতে চায় না। তারা সেটা আগেভাগেই জানে।'

'তোমার কাছে কি এটা খুব একটা মজার বিষয় বলে মনে হচ্ছে, জিম? বিজ্ঞানীরা সত্য ঘটনাকে অনুসন্ধান করতে রাজি হচ্ছে না। তারা সত্যের দিকে তাদের পিঠ ফিরিয়ে রেখেছে। আর তুমি এখানে বসে বসে গাল ভর্তি দেঁতো হাসি ছড়িয়ে মজাদার সব মন্তব্য করে চলেছ।'

'না রজার, আমি জানি যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ জাতির পক্ষে আমার সুস্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যাও নেই। আমি কেবল তোমাকে আমার চিন্তা ভাবনার কথা বলেছি। এটা কেবল আমি যা ভাবি তাই। কিন্তু তুমি নিজে কি দেখতে পাচ্ছ না? আমি আসলে চেষ্টা করছি জিনিসটা আসলে যেমন সেটাকে ঠিক সেভাবেই দেখার জন্য। তোমারও এটাই করা উচিত। তোমার আদর্শ, তত্ত্ব, এগুলো এক পাশে সরিয়ে রাখ। একমাত্র লক্ষ্য হবে মানুষের কি করা উচিত সেটা ঠিক করা। চিন্তা করে দেখ যে তারা কি করছে। একবার যখন কোনো একজন মানুষ বিভ্রমকে পাশ কাটিয়ে কোনো একটা ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়ায় তখন দেখা যায় যে সমস্যাটা আপনা থেকেই কেটে যাচ্ছে। অন্তত পক্ষে এমন হয় যে সেগুলো সমাধানযোগ্য পর্যায়ে চলে আসে।'

রজার অস্থির হয়ে ওঠে। 'সাইক্রিয়াটিক বাগড়ম্বর! এ যে তোমার আঙুল কার কপালের মাঝখানে রেখে বলা 'বিশ্বাস করো তাহলেই সুস্থ হয়ে যাবে।' এখন যদি বেচারা না সারল তো বলে দেবে যে যথেষ্ট বিশ্বাস স্থাপন হয়নি বলেই সারেনি। ডাইনি চিকিৎসক কখনো হারে না।'

'হতে পারে যে তুমি যা বলছ তাই ঠিক, কিন্তু আগে চল তো, তারপর দেখা যাক কি হয়। তোমার সমস্যাটা কোথায়?'

'দয়া করে সাক্ষাতকার নিতে শুরু করো না, তুমি খুব ভালো করেই জান যে আমার সমস্যাটা কি এবং কোথায়?'

www.BanglaBook.org

'তুমি ভাসতে পার। এটাই কি ?'

'ধরো যে এটাই। এটা প্রথমে কাটান যাক।'

'রজার, তুমি যদিও ব্যাপারটা গুরুত্ব দিয়ে দেখনি, তবু মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছ। এটাই প্রথমে ধরতে হবে। কেন না তুমি এই সমস্যাটাতেই পড়েছ। যেন আমাকে বলছিল তুমি নাকি এটা নিয়ে গবেষণা করছিলে ?'

'গবেষণা ! হা ঈশ্বর, জিম, আমি কোনো গবেষণা করিনি আমি খুঁজে বেড়িয়েছি। গবেষণার জন্য আমার দরকার উন্নত মস্তিষ্ক আর যন্ত্রপাতি। আমার একটা গবেষণা দল দরকার যা আমার নেই।'

'তারপরে তোমার সমস্যা কী ? দ্বিতীয় স্থানে আসবে কোনটা ?' রজার বলে, 'আমি বুঝতে পারছি তুমি কি বলতে চাও। আমার সমস্যা হল একটা গবেষণা দল পাওয়া। কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি, বিশ্বাস করো আমি খুঁজেছি যতক্ষণ না খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হই ততক্ষণ খুঁজেই গেছি।'

'তুমি কিভাবে চেষ্টা করেছ ?'

'আমি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। আমি সাহায্য চেয়েছিলাম—আহ্ বাদ দাও এগুলো জিম। আমার আর হাসপাতালে শোয়া রোগীর মতো পরীক্ষা চালিয়ে যাবার অবস্থা নেই। তুমি তো জানোই আমি কি কি করেছি।'

'আমি জানি যে তুমি লোকজনকে বলেছ, 'আমার একটা সমস্যা আছে আমাকে একটু সাহায্য করুন।' এছাড়া তুমি কি আর কিছু করেছ ?

'দেখ জিম আমি পরিণত বিজ্ঞানীদের সাথে কাজ করছি।'

'আমি জানি, সেই কারণেই তুমি ভেবেছিলে যে সরাসরি কাজের কথাটা বলে ফেললেই কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু এটা ঘটনার বিরুদ্ধে তত্ত্বকে হাজির করা। আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলেছি যে তোমার অনুরোধের মাঝে কোথায় সমস্যাটা রয়েছে। যখন তুমি হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে বুড়ো আঙুল দেখাও সেটা একটা সরাসরি অনুরোধ। কিন্তু বেশিরভাগ গাড়িই পাশ কাটিয়ে চলে যায় যেমনটা এখানেও হয়েছে। মোদ্দা কথা হল সরাসরি অনুরোধটা কাজে আসেনি। এবার তোমার সমস্যা কী ? মানে তৃতীয় কোন জিনিসটা আসবে ?'

'আবেদন করার আরেকটা উপায় খুঁজে বের করা যেটা ব্যর্থ হবে না ? তুমি কি এটার দিকেই যেতে চাইছ তো ?'

'এটা তুমি বলেছ তাই না ?'

'বুঝলাম, আমি তোমার বলে দেয়া ছাড়াই জানি যে তুমি কি বলতে চাও ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'জান নাকি ? তুমি তোমার স্কুল ছেড়ে দিতে তৈরি, কাজ ছেড়ে দিতে তৈরি। বিজ্ঞানকেও ছেড়ে দিতে তৈরি। তোমার একাগ্রতা কোথায় রুজু? যদি তোমার প্রথম প্রচেষ্টা কাজে না লাগে তো তুমি কি তাতেই একটা সমস্যাকে ছেড়ে দেবে ? কোনো একটা তত্ত্ব যদি অপর্যাপ্ত হয় তো তুমি কি বাদ দেবে ? প্রায়োগিক বিজ্ঞানের মতো একই নিয়ম মানুষের বেলায় খাটবে।'

'বেশ বুঝলাম, তুমি কি বুদ্ধি দাও কিভাবে চেষ্টা করব আমি ? ঘুস দিয়ে, ভয় দেখিয়ে নাকি কাড়াকাটি করে ?'

জেমস সারলে উঠে দাঁড়ায়, 'তুমি কি সত্যিই কোনো সাজেশন চাও আমার কাছ থেকে ?'

'বলে ফেল।'

'ড. মরটন যা বলেছে তাই করে ফেল। একটা ডুবি নাও আর চুলোয় যাক তোমার ভেসে থাকা। এটা ভবিষ্যতের সমস্যা। বিছানায় যাও এবং ঘুমাও তা সে ভেসেই হোক চাই কি, না ভেসেই হোক। পার্থক্যটা কোথায় ? ভেসে থাকার ব্যাপারটাকেই ভাসিয়ে দাও। এটা নিয়ে হাসাহাসি করো এবং মজা করো। যা খুশি করো কেবল ভয় পেয়ো না। কেন না এটা তোমার সমস্যা নয়। এটাই আসল কথা। এটা তোমার এখনকার কোনো সমস্যা না। তোমার সময়টাকে কাজে লাগাও সেই পথটা বের করার জন্য যে কিভাবে তাদের দিয়ে এমন একটা বিষয়ে গবেষণা করাবে যা নিয়ে তারা গবেষণা করতে চায় না। এটাই এখনকার আসল সমস্যা এবং এটা নিয়েই তুমি মোটেও মাথা ঘামাওনি।'

তখন রজার ওপর দিকে না তাকিয়েই বলে, 'হয়তো তুমি ঠিক কথাই বলেছ জিম।'

'হয়তো আমিই ঠিক। চেষ্টা করে দেখ তারপরে জানিও আমাকে। গুড বাই রজার।'

রজার টুমেয় চোখ মেলে তাকায় এবং চোখ পিট পিট করে তার ঘরের ভেতরে ছড়িয়ে পড়া সকালের উজ্জ্বলতাটুকু লক্ষ্য করে। সে চিৎকার করে ডেকে ওঠে, 'জেন, কোথায় তুমি ?'

জেনের গলা শোনা যায়, 'রান্নাঘরে আছি, আর কোথায় যাব ?'

'এদিকে একবার আসতে পারবে ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে আসে। 'মাংসগুলো নিশ্চয়ই আপনা আপনি ভাজা হয়ে যাবে না, আমি এলে চলবে ?'

'শোনো, আমি কি কাল রাতে ভেসে ছিলাম ?'

'আমি জানি না, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম।'

'তোমাকে জিজ্ঞেস করা...' রজার লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পায়ে স্যান্ডেল গলিয়ে নেয়। 'তারপরেও আমার নিজের কাছে মনে হচ্ছে যে আমি ভাসিনি।'

'তোমার কি মনে হচ্ছে যে ভুলে গেছ কি ভাবে ভাসতে হয় ?' জেনের গলার স্বরে আশার আলো দেখা যায়।

'না আমি ভুলিনি। এই দেখ !' সে ডাইনিং রুমের বাতাসে ভেসে ওঠে। 'আমার শুধু মনে হচ্ছে যে আমি ভাসিনি। আমার মনে হচ্ছে এই নিয়ে তিন রাত হল না ব্যাপারটা।'

'বেশ এটাতো ভালোই বলতে হবে।' বলে জেন। সে আবার রান্না ঘরে চুলার কাছে ফিরে গিয়েছিল। 'এটা আমার মনে হয় যে ওই এক মাসের বিশ্রামেরই ফল। আহা যদি আমি প্রথমেই জিমকে ডেকে পাঠাতাম ?'

'আহ্ দয়া করে আবার ওই একই জিনিস শুরু করো না। এক মাসের বিশ্রাম না আমার মাথা। আসলে কেবল গত রোববারেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাকে কি করতে হবে। তারপর থেকেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি। এটাই শুধু করার আছে আমার।'

'তুমি কি করতে যাচ্ছ বলোতো আমাকে ?'

'প্রতি বছর বসন্ত কালেই নর্থওয়েস্টার্ন টেক পদার্থবিদদের জন্য একটা সিরিজ সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। আমি ওটাতে যোগ দেব।'

'তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ যে তুমি সিয়াটলে যাবে ?'

'অবশ্যই।'

'ওখানে তারা কি নিয়ে আলোচনা করবে ?'

'যাই নিয়ে খুশি করুক, আমার তাতে কি আসে যায় ? আমি কেবল লিনাস ডিরিং-এর সাথে দেখা করতে চাই।'

'কিন্তু সেই না তোমাকে পাগল টাগল কত কি বলে চিঠি দিয়েছিল ?'

'তা দিয়েছিল,' রজার এক চুমুকে একটা আধা সেদ্ধ ডিম মুখে পুরে দেয়। 'কিন্তু তারপরেও সেই অনেকের চেয়ে বেশি জানে এটা স্বীকার করতেই হবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে লবণদানিটা নেবার জন্য হাত বাড়াতেই চেয়ার ছেড়ে ইঞ্চি দু'য়েক ভেসে ওঠে যেমনটা সে উঠে থাকে। সেদিকে সে আর তেমন খেয়াল করে না।

সে বলে, 'আমার মনে হচ্ছে আমি তাকে সামলাতে পারব।'

লিনাস ডিরিং ফ্যাকাল্টিতে যোগ দেবার পর থেকেই নর্থওয়েস্টার্ন টেকের বসন্ত সেমিনার জাতীয় পর্যায়ে পরিচিতি পেতে শুরু করেছে। তিনি ওখানকার চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন সেমিনারগুলোর কার্যক্রমও তিনিই ঠিক করে দেন। বক্তাদের পরিচয় পর্বটাও তাঁর মাধ্যমেই হয়ে থাকে এবং সেমিনারের প্রশ্নোত্তর পর্বটাও পরিচালনা করেন তিনি। এছাড়া সকালের এবং দুপুরের পর্বগুলোর সমাপনী মন্তব্যও তিনি দেন এবং সপ্তাহব্যাপী কর্মশালার শেষে যে ডিনারের ব্যবস্থা করা হয় সেটার মধ্যমণিও বটে।

এই সব কিছুই রজার টুমেয় জেনেছিল বিভিন্ন জায়গায় ছাপা হওয়া প্রতিবেদন পড়ে। এইবার তার সুযোগ এসেছে লোকটার আসল কাজ দেখার। মাঝারি উচ্চতার প্রফেসর ডিরিং-এর গায়ের রঙটা তামাটে, মাথা ভর্তি ঢেউ খোলান বাদামি চুল। তার মুখে বড় বড় পাতলা ঠোঁটগুলোর জন্য যখন কথা না বলেন তখন মনে হয় বুঝি হাসি হাসি মুখে রয়েছেন। কথা বলার সময় দ্রুত এবং অনর্গল বলে যান। কোনো ধরনের লিখিত কাগজ ছাড়াই বলে যান এক ধরনের বলিষ্ঠতা তার যে কোনো বক্তব্যকেই দেয় ভিন্ন মেজাজ যা সহজেই শ্রোতাকে আকৃষ্ট করে।

অন্তত প্রথম দিনের সকালের পর্বে, তিনি তেমনটাই ছিলেন। কেবল দুপুরের পর্ব শুরু হবার পর থেকেই শ্রোতা তার মন্তব্য উপস্থাপনার মাঝে এক রকম অস্বস্তির ছোঁয়া টের পেতে শুরু করে। তাছাড়াও নির্ধারিত প্রবন্ধ পড়ার সময় মঞ্চে বসে থাকা অবস্থাতেও তার মধ্যে একটা উশখুসে ভাব কারো দৃষ্টি এড়ায় না। একটু পর পরই ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি অডিটোরিয়ামের পেছন দিকে কাকে যেন দেখছিলেন।

রজার টুমেয় বসেছিল একেবারে পেছনের সারিতে, সেখানে বসে বসেই সে সমস্ত ব্যাপারটা খেয়াল করছিল। তার স্বাভাবিকতার দিকে যাত্রাটা কেবল তখনই শুরু হয় যখন তার মনে হয়েছিল যে এর থেকে বেরুনোর একটা পথ বোধহয় দেখা যাচ্ছে।

www.BanglaBook.org

সিয়াটলের পুল্লামে পৌঁছে অবধি সে ঘুমায়নি। তার মনে হচ্ছিল ঘুমালেই বোধহয় সে শূন্যে ভেসে ভেসে নিঃশব্দে পর্দার ওপর দিয়ে করিডোরে চলে যাবে এবং বিরাট একটা অস্বস্তির নিয়ে কোনো পর্টারের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে তার ঘুম ভাঙবে। সেই কারণে সে পর্দাগুলোকে সেফটি পিন দিয়ে এঁটে নেয়। কিন্তু তাতেও কোনো রকম নিরাপত্তার চিহ্ন না পেয়ে ছেঁড়া ছেঁড়া তন্দ্রার মাঝে প্রায় নির্ঘুমই কেটে যায় তার রাত।

সে তার চেয়ারে বসে দিনের বেলা কিছুটা ঝিমিয়ে নেয়। ফলে সন্ধের সময় যখন সিয়াটলে পৌঁছায় তখন তার ঘাড়টা ব্যথায় টনটন করতে থাকে। কেমন যেন অসাড় অসাড়ও লাগে। সে সেমিনারে যোগ দেবার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে যথেষ্ট দেরি করে ফেলায় ডরমেটারিতে কোনো ঘর তার ভাগ্যে জোটেনি। কারো সাথে ভাগাভাগিতে ঘর নেয়ার কথা তো তার পক্ষে অন্তত ভাবাও সম্ভব না। তাই সে শহরতলির একটা ছোট্ট হোটেলে গিয়ে ওঠে। দরজা বন্ধ করে, সমস্ত জানালা ভালো মতো এঁটে নিয়ে খাটটাকে টেনে দেয়ালের গায়ে লাগিয়ে খাটের সাথে ঘরের টেবিলটাকে এনে তবেই ঘুমায়।

সে কোনো স্বপ্নের কথা মনে করতে পারে না এবং সকালে যখন ঘুম ভাঙে তখনো নিজের তৈরি ঘেরা টোপের মধ্যেই নিজেকে পায়। বেশ একটা স্বস্তিবোধ হয় তার।

যখন যে ইন্সটিটিউটের ফিজিক্স হলে গিয়ে পৌঁছায় তখনো হাতে সময় ছিল। যেমনটা ভাবা গিয়েছিল তেমনভাবেই বিরাট সভা কক্ষটাকে অল্প কয়েকজন শ্রোতা বসেছিল। সেমিনার সেসনটা যথারীতি ইস্টারের ছুটির মাঝেই হচ্ছিল, ফলে ছাত্রছাত্রীরাও উপস্থিত ছিল না। চারশ' লোক বসার উপযোগী কক্ষটাতে জনা পঞ্চাশেক পদার্থবিদ বসেছিল। তারা সবাই মঞ্চের কাছাকাছিই ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বসেছিল।

রজার বসার জন্য একেবারে শেষ সারিটা বেছে নেয়, যেখানে তাকে করিডোর দিয়ে যাবার সময় কেউ পাশের উঁচু জানালা দিয়ে উঁকি দিলেও দেখতে পাবার কথা নয়। আর সভা কক্ষে উপস্থিত কেউ যদি তাকে দেখতে চাইত তো তার ঘাড় পুরো একশ' আশি ডিগ্রি কোণে ঘোরাতে হবে।

কেবল মঞ্চে বসা বক্তা এবং অধ্যাপক ডিরিং বাদে।

রজার মূল প্রবন্ধে বক্তব্য খুব একটা মন দিয়ে শোনেনি। সে কেবল খেয়াল রাখছিল কোন সময়গুলোতে মঞ্চে অধ্যাপক ডিরিং সম্পূর্ণ একা থাকেন, যাতে কেবল তিনিই তাকে দেখতে পান।

www.BanglaBook.org

ডিরিং ক্রমেই যত বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন রজারও ভেতরে ভেতরে ততো দৃঢ় হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত দুপুরের সেসন শেষ হবার পর জের টানার সময় সে চূড়ান্ত কাজটা করে।

অধ্যাপক ডিরিং হঠাৎ করেই একটা দুর্বল এবং অর্থহীন বাক্যের মাঝখানে থেমে যান। শ্রোতারা তাকে এমন মাঝপথে থেমে যেতে দেখে বেশ অবাক হয়েই তার দিকে তাকায়।

ডিরিং তার হাতটা তুলে দম টেনে বলেন, 'এই যে, এই যে আপনি ?'

রজার টুমেয় বেশ আরামে দুই সারির মাঝে বসেছিল। তার নিচের চেয়ারটা তার থেকে প্রায় আড়াই ফুট নিচে ছিল। পাগুলো সামনে ছড়ানো ছিল এবং হাতগুলোও রাখা ছিল একই রকমের বাতাসের চেয়ারের হাতলের ওপর।

যখন ডিরিং তাকে নির্দেশ করে অমনি সে দ্রুত নেমে আসে। এর মধ্যেই পঞ্চাশটা মাথা ঘুরে তাকায়। সে তখন নিরীহভাবে একটা কাঠের চেয়ারের ওপরেই বসেছিল।

রজার এদিক ওদিক তাকিয়ে তারপরে যেন বুঝতে পারে যে ডিরিং আঙুল তুলে তাকেই দেখাচ্ছে।

'আপনি কি আমাকে বলছেন, প্রফেসর ডিরিং ?' সে জানতে চায় গলায় সামান্যতম কাঁপন না তুলে। যাতে বোঝা যায় যে লড়াই সে শুরু করেছে সেটা সে ঠাণ্ডা মাথাতেই করতে চায়।

'কি করছেন আপনি ?' ডিরিং জানতে চান, তার গলায় সারা সকালের বিরক্তি ঝরে পড়ে।

শ্রোতাদের কেউ কেউ দাঁড়িয়ে পড়েছিল ব্যাপারটাকে ভালোমতো দেখার জন্য। অনেকটা বেস বল খেলোয়াড় দর্শকদের মতো যা নাকি স্যাম করা পদার্থবিদদের একটা সভায় নিতান্তই বেমানান লাগে।

'আমি তো কিছুই করছি না।' বলে রজার। 'আমি আপনার প্রশ্নটাও বুঝতে পারছি না।'

'গেট আউট ! এক্ষুণি হল ছেড়ে বেরিয়ে যান।'

ডিরিং তার আবেগকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরেই কথাটা বলে ফেলেন, নাহলে হয়তো এমন একটা কথা তিনি বলতে পারতেন না। যে কোনো মূল্যেই রজার হেসে উঠে পরিস্থিতিটার পুরো ফায়দা তোলা চেষ্টা করে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে বেশ পরিষ্কার এবং জোরাল গলায় বলে যাতে উপস্থিত শ্রোতারাও তার কথা পরিষ্কারভাবে শুনতে পায়, 'আমি কার্সন কলেজের প্রফেসর রজার টুমেয়। আমি আমেরিকান ফিজিক্যাল এসোসিয়েশনের একজন সদস্য। এই সেমিনারে যোগ দেবার জন্য আমি আবেদন করেছিলাম এবং আমার সেই আবেদন গ্রাহ্য করা হয়েছে। আমি রেজিস্ট্রেশনের যে ফি তাও ঠিক মতো পরিশোধ করেছি। কাজেই আমি এখানে বসে আছি আমার অধিকার বলে এবং এই ভাবেই থাকব।'

ডিরিং কেবল অন্ধের মতো একটা কথাই বলতে পারেন, 'গেট আউট!'

'অবশ্যই আমি যাব না।' বলে রজার। সে আসলে এক ধরনের আরোপিত ক্রোধের সাথে কথাটা উচ্চারণ করে। 'কি কারণে আমাকে বাইরে যেতে হবে? আমি করেছি কী?'

ডিরিং কাঁপা কাঁপা হাতে তার চুলগুলো ঠিক করে নেয়, কোনো জবাব দিতে পারে না।

রজার এই সুযোগে আবার বলতে শুরু করে, 'যদি আপনি আমাকে কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া এই সেসন থেকে বের করে দেবার চেষ্টা করেন তবে আমি নিশ্চয়ই আপনার নামে ইন্সটিটিউটের কাছে অভিযোগ করব।'

ডিরিং হড়বড় করে বলেন, 'আমি বসন্ত সেমিনারের প্রথম দিনের সেসন রিসেন্ট এডভান্সেন ইন দি ফিজিক্স-এর এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আমাদের আগামী সেসন এই সভা কক্ষেই আগামীকাল সকাল নয়টায় শুরু হবে—'

রজার তার এই কথার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ে এবং দ্রুত চলে যায়।

সেই রাতেই রজারের হোটেলের ঘরটার দরজায় ধাক্কা পড়ে। এটা তাকে বিস্মিত করে এবং সে চেয়ারের সাথে সেঁটে যায়। 'কে ওখানে?' সে চিৎকার করে জানতে চায়।

জবাব আসে নরম কিন্তু ব্যস্ত একটা কণ্ঠে। 'আমি কি তোমার সাথে দেখা করতে পারি?'

এটা ছিল ডিরিং-এর গলা। রজার কোন হোটেলে উঠেছে এবং তার রুম নম্বরই বা কত তা ইন্সটিটিউটের সচিবের কাছে রাখা ছিল। রজার চাইছিল বটে তবে আশা করেনি যে দিনের কর্মকাণ্ডের সুফল এত তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে দরজা খুলে দেয় এবং আন্তরিক গলায় বলে, 'গুড ইভিনিং প্রফেসর ডিরিং।'

ডিরিং ঘরের ভেতরে ঢুকে চারপাশটা দেখে নিতে থাকেন। তার পরনে খুব হালকা একটা টপ কোট ছিল যেটা খুলে ফেলার কোনো লক্ষণ তিনি দেখালেন না। তিনি মাথা থেকে টুপিটা খুলে হাতে ধরে রেখেছিলেন, কিন্তু সেটা নামিয়ে রাখার কোনো চেষ্টা করলেন না।

তিনি বলে, 'কার্সন কলেজের প্রফেসর রজার টুমেয়, ঠিক আছে?' তিনি এমন জোর দিয়ে কথাটা বলেন যে, বোঝা যায় নামটার তার কাছে আলাদা গুরুত্বে আছে।

'হ্যাঁ, বসুন প্রফেসর।'

ডিরিং না বসে দাঁড়িয়েই থাকেন। 'এবার বলুন তো ব্যাপারটা কী? আপনি কী চাইছেন আসলে?'

'আমি তো বুঝতে পারছি না।'

'আমি জানি আপনি খুব ভালো মতোই পারছেন। আপনি এই মূর্খের মতো ব্যাপারটা আয়োজন করেছেন একেবারে বিনা কারণে। আপনি কি আমাকে বোকা প্রমাণ করতে চাইছেন, নাকি আপনি আমাকে জটিল কোনো খেলা খেলে বোকা বানাতে চাইছেন? আমি আপনাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই—এখানে ওইসব কোনো কাজে আসবে না এবং কখনো কোনো রকম জোর খাটানোর চেষ্টা করতে যাবেন না। আমার কিছু বন্ধু খুব ভালো করেই জানে আমি এখন কোথায় আছি। আমি আপনাকে বলব সত্যি কথাটা বলতে এবং তারপর শহর ছেড়ে চলে যেতে।'

'প্রফেসর ডিরিং, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে এটা আমার ঘর। যদি আপনি এখানে আমাকে ভয় দেখাতে এসে থাকেন তো আমি আপনাকে চলে যাবার জন্য বলব। আপনি যদি না যান তো আমি বাধ্য হবো আপনাকে বের করে দিতে।'

'আপনি কি এটা চালিয়ে যেতে চান?... এই যন্ত্রণা?'

'আমি আপনাকে কোনো রকম যন্ত্রণা দেইনি। আমি আপনাকে চিনি না স্যার।'

'আপনি কি সেই রজার টুমেয় না যে আমাকে এর আগে একবার একটা চিঠি লিখেছিলেন? যেখানে ভেসে ওঠার ব্যাপারে আমাকে অনুসন্ধান চালানোর জন্য অনুরোধ ছিল?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রজার তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'এর মধ্যে আবার চিঠি আসছে কোত্থেকে ?'

'আপনি কি এটাকে অস্বীকার করবেন ?'

'অবশ্যই আমি করব ? আপনি বলছেন কী এসব ? আপনার কাছে কি সেই চিঠি আছে ?'

অধ্যাপক ডিরিং শক্তভাবে দুই ঠোঁট চেপে বলেন, 'থাক ও কথা। আপনি কি অস্বীকার করবেন যে আজকের দুপুরের সেসনের সময় আপনি তারের সাহায্যে ঝুলে ছিলেন না ?'

'তারের ওপর ? আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আপনি ভেসেছিলেন?'

'আপনি কি দয়া করে যাবেন প্রফেসর ডিরিং ? আমার মনে হচ্ছে আপনি সুস্থ নন।'

পদার্থবিদ এবার গলা তুলেই বলেন, 'আপনি কি অস্বীকার করবেন যে আজ আপনি ভাসছিলেন ?'

'আমার মনে হয় আপনার মাথায় গোলমাল আছে। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে আমি আপনার অডিটোরিয়ামে যাদুকরদের মতো ব্যবস্থা দিয়েছিলাম ? আমি এর আগে ওই ঘরের ভেতরে কোনোদিন যাইনি আর আমি যখন পৌঁছেছিলাম তখন আপনারা ভিতেরই ছিলেন। আপনারা কি তার বা ওই জাতীয় কোনো কিছু খুঁজে পেয়েছেন ?'

'আমি জানি না আপনি কি করে সেটা করেছিলেন এবং আমি জানতেও চাই না। আপনি কি অস্বীকার করবেন যে আপনি ভেসেছিলেন ?'

'কেন নয়, আমি অবশ্যই অস্বীকার করব।'

'আমি নিজের চোখে আপনাকে করতে দেখেছি, এখন কেন মিথ্যে কথা বলছেন ?'

'আপনি দেখেছেন আমাকে ভেসে থাকতে ? প্রফেসর ডিরিং আপনি কি আমাকে বলবেন কি করে সেটা সম্ভব ? আমার ধারণা মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ে আপনার যতটুকু ধারণা আছে তার ফলে এটুকু অন্তত জানেন যে প্রকৃত ভেসে থাকার ঘটনা কখনই সম্ভব না কেবল মহাকাশে ছাড়া। আপনি কি আমার সাথে কোনো ধরনের রসিকতা করতে এসেছেন নাকি ?'

'হায় কপাল! কেন ? কেন আপনি সত্যি কথাটা স্বীকার করছেন না ?' অধ্যাপক ডিরিং অধীর গলায় বলেন।

www.BanglaBook.org

'আমি বলছি তো। আপনি কি মনে করেন যে হাত দু'টো ছড়িয়ে দিয়ে একটা রহস্যময় কিছু করলেই...অমনি... আমি বাতাসে ভেসে উঠব ?' বলতে বলতে রজার তাই করে এবং তার মাথা ছাদ ছুঁয়ে যায়।

ডিরিং উপর পানে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠেন, 'আহা ওই তো ঐ তো।'

রজার নিচে নেমে এসে হাসতে হাসতে বলে, 'আপনি নিশ্চয়ই এটা বলছেন না।'

'আপনি আবার এটা করবেন। এইমাত্র করলেন।'

'কি করলাম স্যার ?'

'আপনি ভাসছিলেন। আপনি একেবারে ভেসে উঠেছিলেন। এটাকে আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না।'

রজারের চোখটা কঠিন হয়ে ওঠে, 'আমার মনে হয় আপনি অসুস্থ স্যার।'

'আমি জানি আমি কি দেখেছি।'

'আমার মনে হয় আপনার একটু বিশ্রাম দরকার। প্রচুর পরিশ্রমে—'

'এটা কোনোমতেই কোনো দৃষ্টি বিভ্রম না।'

'আপনি কি কিছু একটা পান করবেন ?' রজার তার স্যুটকেসের দিকে হেঁটে যেতে থাকে আর ডিরিং তার পায়ের দিকে গোল্লা গোল্লা চোখ মেলে তাকিয়ে থাকেন। পায়ের পাতাগুলো বাতাসে দুই ইঞ্চি ওপরে ভেসেছিল এবং একবারের জন্যও তা মাটি ছোঁয়নি বা নিচে নামেনি।

ডিরিং একটু আগে রজার যে চেয়ারটাতে বসেছিল সেটাতেই ধপ করে বসে পড়েন।

'হ্যাঁ দয়া করে একটা কিছু দিন।' তিনি দুর্বল গলায় বলেন। রজার তাঁর দিকে হুইস্কির বোতলটা বাড়িয়ে ধরে, নিজে অন্য একটা বোতল নিয়ে ছিপিটা দাঁতে কামড়ে খুলে ফেলে। 'এখন কেমন বোধ করছেন ?'

'দেখুন একটা কথা,' বলেন ডিরিং, 'আপনি কি মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে নিরপেক্ষ করার কোনো উপায় আবিষ্কার করেছেন ?'

রজার তাকায়, 'নিজেকে একটু সামলান প্রফেসর। আমার কাছে যদি এন্টিগ্রাভিটি থাকত, আমি কি তাহলে আপনার সাথে খেলায় মাততাম ?

www.BanglaBook.org

এতক্ষণে দেখা যেত আমি ওয়াশিংটনে বসে আছি। এটা সেনাবাহিনীর একটা গোপনীয় ব্যাপার বলে বিবেচিত হত। আমি দেখা যেত যে—যাক মোট কথা আমি এখানে থাকতাম না! নিশ্চিয়ই এটা বুঝতে পারছেন আপনি।'

ডিরিং লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, 'আপনি কি আগামী সেসনগুলোতেও অডিটোরিয়ামে বসে থাকার চিন্তা করছেন ?'

'নিশ্চয়ই।'

ডিরিং মাথা দুলিয়ে তার টুপিটা কায়দা করে পরে নিয়ে এস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন।

পরের তিনদিন দেখা গেল কোনো সেসনই আর অধ্যাপক ডিরিং পরিচালনা করছেন না। তার অনুপস্থিতির পেছেনে কোনো কারণও কাউকে জানানো হল না। রজার টুমেয় এই সময়টা আশা আর আশঙ্কার দোলাচলে দুলতে দুলতে পর্বগুলোতে অংশ নিতে থাকেন এবং চেষ্টা করে যতটা সম্ভব নিজেকে সবকিছু থেকে আড়াল করে রাখতে। এটা করার ব্যাপারে সে অবশ্য পুরোপুরি সফল হয় না। ডিরিং-এর প্রকাশ্য আক্রমণ তাকে যেমন কুখ্যাতি দিল তেমনি নিজের অবস্থান প্রকাশের ক্ষেত্রে তার দৃঢ়তার জন্য তার একটা ডেভিড বনাম গোলিয়াথের জনপ্রিয়তা দেয়। বৃহস্পতিবার রাতে একটা অস্বস্তিকর ডিনারের পরে হোটেলের ঘরে ফিরে দরজার ওপরেই এক পা রেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভেতরে বসে অধ্যাপক ডিরিং তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। আরো একজন অচেনা লোক রজারের বিছানায় বসে ছিল।

আগন্তুকই প্রথম কথা বলে ওঠে, 'ভেতরে আসুন টুমেয়।'

রজার ভেতের ঢোকে। 'কি হচ্ছে এখানে ?'

আগন্তুক তার ওয়ালেটটা খুলে একটা সেলোফিনে মোড়া কাগজ রজারের দিকে বাড়িয়ে দেয়, 'আমি ক্যানোন, এফবিআই-এর পক্ষ থেকে এসেছি।'

রজার বলে, 'বেশ বুঝতে পারছি প্রফেসর ডিরিং সরকারের উঁচু মহলে আপনার যোগাযোগ রয়েছে।'

'তা সামান্য আছে বৈকি,' বলে ডিরিং।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রজার বলে, 'তা, আমি কি গ্রেপ্তার হলাম ? আমার অপরাধটা কী ?'

ক্যানোন বলে ওঠে, 'আরে না না আপনি ব্যাপারটা ওভাবে দেখছেন কেন ? আমরা আপনার বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। টুমেয়, এটা কি আপনার স্বাক্ষর ?'

তিনি একটা চিঠি রজারের দেখার মতো করে এমনভাবে ধরে রেখেছিলেন যাতে হঠাৎ থাবা মেরে আবার কেড়ে নিতে না পারে। এটা ছিল সেই চিঠিটা যেটা সে ডিরিং বরাবরে পাঠিয়েছিল যা আবার মরটনের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল।

'হ্যাঁ আমারই,' বলে রজার।

'এটার বিষয়ে কি বলবেন ?' ফেডারেল এজেন্টের হাতে এবার একগুচ্ছ চিঠি দেখা যায়।

রজার বুঝতে পারে যে, সে তার পাঠানো চিঠিগুলোর প্রাপক সেগুলো ছিঁড়ে কুটি কুটি করেনি তার সব কটাই জোগাড় করে এনেছে। 'ওগুলোর সবকটাই আমার।' ক্লান্ত গলায় বলে সে। ডিরিং ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ে।

ক্যানোন বলে, 'প্রফেসর ডিরিং আমাদের জানিয়েছেন যে আপনি নাকি ভেসে থাকতে পারেন।'

'ভাসতে ? কি আবোল তাবোল বলছেন আপনি, ভাসতে পারি ?'

'বাতাসে ভেসে থাকতে পারেন,' বলে ক্যানোন দৃঢ়ভাবে।

'এরকম উদ্ভট কোনো কথা কি আপনি বিশ্বাস করতে পারেন ?'

'আমি এখানে কোনো কিছু বিশ্বাস করা বা অবিশ্বাস করার জন্য আসিনি, ড. টুমেয়,' বলে ক্যানোন। 'আমি ইউনাইটেড স্টেটস সরকারের একজন এজেন্ট এবং আমাকে একটা দায়িত্ব দিয়ে এখানে পাঠানো হয়েছে, যেটা আমি পালন করছি। আপনার জায়গায় যদি আমি হতাম তো আমাকে সব রকম সহয়তা দিতাম।'

'এই রকম একটা ব্যাপারে আমি কী সহয়তা দিতে পারি বলুন ? যদি আমি আপনার কাছে গিয়ে বলতাম যে প্রফেসর ডিরিং বাতাসে ভাসতে পারে, আপনি তো তাহলে মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে ঠেলে কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের চেম্বারে নিয়ে তুলতেন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্যানোন বলে, 'প্রফেসর ডিরিংকে সাইকিয়াট্রিস্ট দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়েছে তাঁরই অনুরোধে। তাছাড়া গত কয়েক বছর ধরে সরকার প্রফেসর ডিরিং কি বলেন না বলেন তা খুব গুরুত্বের সাথে নিচ্ছে। তার পরেও আমি বলব যে আপনার বিরুদ্ধে আমাদের অন্য সাক্ষীও আছে।'

'যেমন ?'

'আপনার কলেজের একদল ছাত্রছাত্রী আপনাকে উড়তে দেখেছে। এমন কি একজন মহিলা যিনি আগে আপনার বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সহকারী ছিলেন তিনিও রয়েছেন। আমাদের কাছে এদের প্রত্যেকের বিবৃতি আছে।'

রজার বলে, 'কি ধরনের বিবৃতি ? যথেষ্ট জোরালো তো যাতে চাইলে কংগ্রেসম্যানদের সামনে হাজির করা যায় ?'

অধ্যাপক ডিরিং চিন্তিতভাবে বাধা দেন, 'ড. টুমেয়, এটা অস্বীকার করে আপনার লাভটা কি হচ্ছে যে আপনি ভেসে থাকতে পারেন ? আপনার কলেজের ডিনও বলেছেন যে, ওই রকম কিছু একটা আপনি করেছেন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন শিগগিরই আপনাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে যে, এই শিক্ষাবর্ষের পর আপনাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে। তিনি নিশ্চয়ই সেটা খামোখা করবেন না।'

'তাতে কিছু আসে যায় না।' বলে রজার।

'কিন্তু আপনি স্বীকার করছেন না কেন যে আপনি আপনাকে উড়তে দেখেছিলাম ?'

'কি জন্য করতে যাব সেটা আমি ?'

ক্যানোন বলে, 'আমি ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে বলব, ড. টুমেয়, যদি আপনার কাছে এমন কোনো যন্ত্র থাকে যা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাটিয়ে উঠতে পারে তবে সেটা আপনার সরকারের জন্য একটা বিরাট ব্যাপার হবে।'

'তাই বুঝি ? আমার তো মনে হয় রাষ্ট্রদ্রোহিতার গন্ধ পাবার জন্য আপনারা আমার অতীত বেশ ভালো করেই ঘেঁটে এসেছেন।'

'অনুসন্ধান চালানোটা একটা প্রক্রিয়া।' বলে সরকারি এজেন্ট।

'বেশ ঠিক আছে,' বলে রজার, 'চলুন একটা কল্পিত কেস নেয়া যাক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধরা যাক যে আমি স্বীকার করলাম আমি ভাসতে পারি। ধরা যাক যে আমি জানি না কি করে ভাসছি। ধরা যাক সরকারকে আমার এই শরীরটা ছাড়া দেবার মতো কিছুই নেই তখন কি হবে ? এবং একটা অমীমাংসিত সমস্যা।'

'আপনি কি করে জানেন যে বিষয়টা সমাধান অযোগ্য ?' ডিরিং উদ্‌গ্রিব হয়ে প্রশ্ন করেন।

'আমি একবার আপনাকে অমন একটা ঘটনার বিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে অনুরোধ করেছিলাম।' রজার মনে করিয়ে দেয়।

'আপনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।'

'সেসব কথা ভুলে যান। দেখুন' অধ্যাপক ডিরিং দ্রুত লয়ে কথা বলতে শুরু করেন। 'এই মুহূর্তে আপনার অবস্থান বিশেষ সুবিধার না। আমি আপনাকে আমার বিভাগে পদার্থবিদ্যার একজন এসোসিয়েট প্রফেসর পদে যোগদানের আহ্বান জানাচ্ছি। আপনার পড়ানোর ঝামেলা থাকবে নামমাত্র। পুরো সময়টা কাজে লাগাবেন ভেসে ওঠার ব্যাপারে গবেষণা করে। এটা কেমন হয় ?'

'এটা শুনতে ভালোই লাগছে।' বলে রজার।

'আমি মনে করছি যে এটাও জানিয়ে দেয়া ভালো যে, পর্যাপ্ত সরকারি অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থাও করা যাবে।'

'আমাকে কি করতে হবে তাহলে ? শুধু স্বীকার করে নিতে হবে যে আমি ভাসতে জানি ?'

'আমি জানি আপনি পারেন, আমি আপনাকে সেটা করতে দেখেছি। আমি চাই যে সেটা আপনি এখনই একবার মি. ক্যানোনের জন্য করে দেখাবেন।'

রজারের পাগুলো সোজা হয়ে ওঠে এবং তার শরীরটা ক্যানোনের মাথার ওপর মাটির সমান্তরালভাবে ভেসে থাকে। সে ওই অবস্থায় এক পাশে ফিরে শোয় যেন কনুইতে ভর দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে।

ক্যানোনের মাথা থেকে টুপিটা হেলে পেছনে বিছানার ওপর পড়ে গিয়েছিল।

সে ঢোঁক গিলে শুধু বলে, 'উনি ভাসতে পারেন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিরিং উত্তেজনায় অধীর হয়ে ওঠেন। 'দেখেছেন আপনি, দেখেছেন একবার ব্যাপারটা ?'

'আমি নিশ্চয়ই কিছু একটা দেখলাম।'

'তাহলে এটা রিপোর্ট করবেন। এটা আপনার রিপোর্টে পুরোপুরি লিখবেন, শুনতে পাচ্ছেন তো আমার কথা ? পুরো ব্যাপারটার একটা পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড নিন। তাহলে তারা অন্তত বলতে পারবে না যে আমার ভেতরে কোনো সমস্যা আছে। আমার মনে এক মিনিটের জন্য সন্দেহ জাগেনি যে আমি ওনাকে ভাসতে দেখেছিলাম।'

কিন্তু সে এত খুশি হতে পারত না যদি সবটা সত্যি হত।

'আমি এমনকি এটাও জানি না যে, সিয়াটলের আবহাওয়া কেমন,' জেন বলে, 'আমার অন্তত লাখ খানেক কাজ পড়ে রয়েছে।'

'কোনো সাহায্য লাগবে নাকি ?' জিম সারলে হাতলওয়ালা চেয়ারে আরামে বসে থেকেই জানতে চায়।

'তোমার করার মতো এখানে কিছুই নেই।' এবং সে ঘর থেকে প্রায় উড়ে বেরিয়ে যায়, তবে তার স্বামীর মতো না, সে মাটি দিয়েই যায়।

রজার টুমেয় এসে ঢোকে। 'জেন, তুমি বইপত্র নেবার জন্য ঝুড়ির ব্যবস্থা করেছ ? আরে জিম যে ! তুমি কখন এলে ? আর জেন কোথায় ?'

'আমি এসেছি মিনিট খানেক আগে এবং জেন আছে পাশের ঘরে। আমাকে রীতিমতো পুলিশের পাহারা পেরিয়ে তবেই এখানে আসতে হয়েছে। ওরা তো দেখি তোমাকে পুরো ঘিরে ফেলেছে।'

'উমম', রজার অন্যমনস্কভাবে বলে। 'আমি ওদেরকে তোমার কথা বলেছিলাম।'

'আমি জানি যে তুমি বলেছিলে। আমাকে গোপনীয়তার শপথ করানো হয়েছে। আমি ওদেরকে বলেছি যে, এটা আমার ক্ষেত্রে প্রফেশনাল কনফিডেন্স। তুমি ভাড়াটে লোক দিয়ে বাঁধাছাঁদার কাজটা করলে না কেন ? সরকার তো খরচাপাতি দিয়ে দিত, নাকি ?'

'না ওসব ভাড়া করা লোকেরা সবকিছু ঠিক মতো পারবে না।' হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এসেই একটা সোফায় বসতে বসতে বলে জেন। 'আমি একটা সিগারেট ধরাবো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'রজার পুরো ব্যাপারটা খুলে বল তো,' বলে সারলে, 'আমাকে বল কী কী হয়েছে।'

রজার মুচকি হাসি ছড়িয়ে বলে, 'তুমি যেমনটা বলেছিলে জিম। আমি আমার চিন্তাটা ভুল সমস্যা থেকে সরিয়ে নিতে প্রকৃত সমস্যাটার ওপর জোর দেই। আমার কাছে মনে হয় যে, সব সময়ই আমি দুটো বিকল্প নিয়ে কাজ করেছি। আমি হয় পাগল ছিলাম নয়তো ঠগ। ডিরিং এই কথাটাই সোজা সাপ্টা মরটনকে লিখে জানিয়েছিল। ডিন ভেবেছিল আমি পাগল আর বুড়ো মরটন ধরে নিয়েছিল আমি জোচ্চোর।'

'কিন্তু ধরা যাক আমি যদি সত্যি তাদের দেখিয়ে দিতে পারতাম যে আমি ভাসতে জানি। সেক্ষেত্রে কি হবে তা মরটন আমাকে বলে দিয়েছিল। হয় আমাকে অসৎ ধরা হবে না হয় যে দেখবে সে পাগল। মরটন আমাকে বলেছিল যে, সে যদি আমাকে উড়তে দেখেও ফেলে তবু সে নিজেকে পাগল মানতে রাজি আছে। মানলাম সে কথাটা বলার জন্য বলেছিল। কোনো মানুষই সামন্যতম বিকল্প থাকলেই আর নিজের পাগল হবার কথা বিশ্বাস করে না। তারপরেও তার কথাটা আমি মনে রেখেছিলাম।'

'কাজেই আমি আমার পদ্ধতি বদলে ফেললাম। আমি ডিরিং-এর সেমিনারে গেলাম। আমি সেখানে তাকে বলতে যাইনি যে আমি উড়তে জানি। আমি তাকে দেখিয়ে দিয়ে অস্বীকার করলাম। বিকল্পটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এখন হয় আমি মিথ্যে বলছি নয়তো সে। আমি তো না তাহলে সে—কাজেই সে প্রায় পাগল হয়ে উঠল। এটা নিশ্চিত যে সে, শিগগিরই নিজেকে পাগল মানার চেয়ে আমার ভাসার ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে রাজি হয়ে যায়। সে এইজন্য একবার পরীক্ষাও করিয়ে নেয়। তারপর তার যা কিছু কর্মকাণ্ড যেমন খোঁজ খবর করা, ওয়াশিংটনে গিয়ে নাড়াচাড়া দেয়া, আমাকে কাজের সুযোগ দেয়া—সবই করতে থাকে কেবল নিজের সুস্থতা প্রমাণের জন্য, আমাকে সাহায্য করার জন্য না।'

সারলে বলে, 'অন্যভাবে বললে বলা যায় যে, তুমি তোমার ভেসে থাকার সমস্যাটা তার সমস্যা করে তুলেছিলে।'

'আগেরবার আমরা যখন কথা বলেছিলাম তখন তোমার মনে কি এই রকমেরই কোনো পরিকল্পনা ছিল?' জানতে চায় রজার। সারলে তার

www.BanglaBook.org

মাথাটা নাড়িয়ে সায় দেয়। 'আমার আবছা একটু ধারণা ছিল। তবে কোনো মানুষ যদি তার সমস্যা সমাধান করতে চায় তো তাকে সেটা ভালোভাবে করতে হবে। তোমার কি মনে হয় ওরা এখন ভেসে থাকার ওপর গবেষণা চালাবে ?'

'আমি জানি না জিম, আমি এখনো ঘটনাটার বিভিন্ন বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা করতে পারছি না। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা ওদের অনুসন্ধান চালাব এবং সেটাই আসল কথা।' সে তার দৃঢ় ডান মুঠিটা পাকিয়ে বাম হাতের তালুতে একটা ঘুসি বসায়। 'আমি যতদূর বুঝি যে আমি তাদেরকে বাধ্য করেছি আমাকে সাহায্য করতে।'

'তাই কি ?' সারলে নরম স্বরে জানতে চায়। 'আমার তো মনে হল আসল কথা হল যে তুমি তাদেরকে তোমার সাহায্য করার ব্যাপারে সাহায্য করেছ। যা সব মিলিয়ে অন্য একটা জিনিস।'

অনুবাদ : আসরার মাসুদ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

লাইট ভার্স

মিসেস এভিস লার্ডনারকে খুনি হিসেবে কে সন্দেহ করবে ? বিখ্যাত শহীদ অ্যাস্ট্রোনাট উইলিয়াম লার্ডনারের স্ত্রী তিনি। মিসেস এভিস একজন পরোপকারী মানুষ, একজন আর্ট কালেক্টর, চমৎকার অতিথি আপ্যায়নকারিণী এবং একথা সকলেই স্বীকার করবে যে তিনি একজন সুরুচিসম্পন্ন প্রতিভা। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ তিনি অত্যন্ত বিনয়ী এবং দয়ালু একজন নারী।

তাঁর স্বামী উইলিয়াম জে লার্ডনার সোলার ফ্লেয়ার থেকে নির্গত রেডিয়েশনে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। তার মৃত্যু পরে মিসেস লার্ডনার যে বড় অঙ্কের পেনসন পেয়েছেন সেটাকে কাজে লাগিয়ে বিরাট ধনী হয়ে গেলেন তিনি।

মিসেস লার্ডনারের বাড়িটি দেখার মত। বলা যায় খাঁটি একটি জাদুঘর। মণিমুক্তা খচিত অসাধারণ সব জিনিসের দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ রয়েছে তাঁর। ডজনখানেক সংস্কৃতি থেকে তিনি নানা ধরনের অ্যার্টিফ্যাক্ট জোগাড় করেছেন। আমেররিকার প্রথম রত্নখচিত হাতঘড়ি সংগ্রহে আছে তাঁর, আছে কলাম্বিয়া থেকে আনা ড্যাগার, ইটালি থেকে সংগৃহীত এক জোড়া রত্নখচিত চশমা, আরো কত কি !

মিসেস লার্ডনারের জিনিসগুলো সবার জন্যে উন্মুক্ত। অর্থাৎ যে কেউ দেখতে পারে। আর্টিফ্যাক্টগুলোর বীমা করা হয়নি। আর বীমা করার দরকারই বা কি ! তাঁর রয়েছে অত্যান্ত বিশ্বস্ত একদল রোবট কর্মী। এরা কর্মঠ, দক্ষ এবং সৎ। এমন রোবট যার আছে তার বাড়িতে চুরি হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

এছাড়া রয়েছে আলোর স্থাপত্য। এ এক অসাধারণ জিনিস। অতিথি আপ্যায়নে পটু মিসেস লার্ডনার প্রায়ই তাঁর বাড়িতে পার্টির ব্যবস্থা করেন। সেখানে আলোর খেলা দেখান তিনি। সে যে কি জিনিস না

www.BanglaBook.org

দেখলে বোঝা যাবে না। প্রতিটি ঘর থেকে আলোর সঙ্গীত যেন ফুটে বেরুতে থাকে ; তিন মাথার আলোর বাঁক অদ্ভুত সব দৃশ্য সৃষ্টি করে। অতিথিরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। বলা যায়, এই আলোর খেলা দেখার লোভেই মিসেস লার্ডনারের বাড়িতে বেশি বেশি অতিথির আগমন ঘটে। আর মজার ব্যাপার, মিসেস লার্ডনার একই আলোর কারুকাজ কখনো দ্বিতীয়বার প্রদর্শন করেন না। এই অপূর্ব আলো খেলার নাম দিয়েছেন তিনি 'আলোর ছন্দ'।

মিসেস লার্ডনারকে অনেকেই বলেছে আলোর স্থাপত্য বাইরে প্রদর্শন করার ব্যাপারে। রাজি হননি তিনি। বলেছেন তিনি ব্যবসার জন্যে এ কাজ করছেন না। মানুষকে আনন্দ দেয়াই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে তাঁর স্থাপত্যের চিরস্থায়ী হলোগ্রাম তৈরি এবং তা সারা বিশ্বে প্রদর্শনের সরকারি প্রচেষ্টাকে বাধাও দেননি। এজন্যে একটা 'আলোর ছন্দ' দেখে মানুষ যেন আনন্দ পায়। এতই তাঁর তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি।

মিষ্টিভাষী মিসেস লার্ডনার, তাঁর রোবট বাহিনীর প্রতিও যথেষ্ট সদয়। তিনি কখনও তাদের সাথে ধমকের সুরে কথা বলেন না, কাউকে হুকুম করেন না। বরং অনুরোধ করেন, 'তুমি কি অনুগ্রহ করে অমুক কাজটা করে দিতে পারবে ?'

কিন্তু এ ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখেনি সরকার। একদিন 'ব্যুরো অব রোবটস অ্যান্ড মেকানিক্যাল ম্যান' থেকে এক সরকারি কর্মকর্তা এসে মিসেস লার্ডনারকে প্রায় ভর্ৎসনা করে বলল, 'আপনি কাজটা মোটেই ঠিক করছেন না। তোষামোদের সুরে কথা বলে বরং রোবটদের বারটা বাজিয়ে দিচ্ছেন। এতে ওদের কর্মদক্ষতা হ্রাস পাবে। ওরা হুকুম শুনে কাজ করতে অভ্যস্ত। ওদেরকে যত হুকুম দেবেন ওরা ভালো কাজ করবে। মিষ্টি সুরে কথা বললে ওরা বুঝতেই পারবে না যে তাদেরকে আদেশ করা হচ্ছে। তখন তারা কাজ করবে ধীরে।'

কিন্তু কর্মকর্তার সাথে একমত হতে পারেন না মিসেস লার্ডনার। বললেন, 'আমার গতি এবং দক্ষতার দরকার নেই। আমার দরকার গুড উইল। আমার রোবটরা আমাকে ভালোবাসে।'

সরকারি কর্মকর্তা বোঝাতে পারত রোবটদের ভালোবাসার ক্ষমতা নেই, মিসেস লার্ডনারের শান্ত, নম্র দৃষ্টির সামনে সে কেমন মিইয়ে গেল।

ব্যাপারটা অদ্ভুতই বলতে হবে—মিসেস লার্ডনার কখনো তার কোনো রোবটকে কারখানায় পাঠাননি অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্যে। রোবটদের

www.BanglaBook.org

পজিট্রনিক ব্রেনের জটিলতা বিশাল, ফ্যাক্টরি থেকে বের করে আনার সময় এটা পুরোপুরি নিখুঁত থাকে না। কিছু না কিছু ভুল থেকেই যায়। আর ভুলটা কখনো কখনো দীর্ঘ সময়ের জন্যে ধরা পড়ে না। যখন ধরা পড়ে সেই সময় উই.এস. রোবটস অ্যান্ড মেকানিক্যাল ম্যান কর্পোরেশন ত্রুটিগুলো সারিয়ে দেয় বিনা খরচায়।

মিসেস লার্ডনার বলেন, 'আমার বাড়ির রোবট যদি ঠিকঠাক কাজ করে, তাহলে তাদের দু'একটা ভুল ত্রুটি বা খেয়ালি অভ্যাস মেনে নেয়া যায়। এ জন্যে তাদের কারখানায় পাঠানোর দরকার নেই।'

রোবট যন্ত্র, মানুষ নয়। কিন্তু মিসেস লার্ডনারের মতে, এরা মানুষের মতোই বুদ্ধিমান। তাই তিনি এদেরকে মানুষ বলে গণ্য করেন। এজন্যে প্রায় অকেজো রোবট ম্যাক্সকে এখনো ঘরে রেখেছেন। ম্যাক্স বুঝতেই পারে না তার কাছে কি চাওয়া হচ্ছে। কিন্তু এটাও স্বীকার করবেন না মিসেস লার্ডনার। বলেন, 'নাই, ম্যাক্স তো আমার হ্যাট আর কোট এনে দিতে পারে। রেখেও দিতে পারে যথাস্থানে। অনেক কাজই করতে পারে ম্যাক্স আমার জন্যে। ও এখনো ফুরিয়ে যায়নি।'

একবার মিসেস লার্ডনারের এক বান্ধবী জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি ম্যাক্সকে অ্যাডজাস্টের জন্যে ফ্যাক্টরিতে পাঠিয়ে দিচ্ছে না কেন?'

জবাবে মিসেস লার্ডনার বলেছিলেন, 'আরে না। তা কখনোই সম্ভব নয়। ও একাই একশ'। ও খুব ভালো জানই তো। ওকে চমৎকারভাবে বানানো হয়েছে। তাই ওকে অ্যাডজাস্ট করার দরকার নেই।'

'কিন্তু ওর মাঝে রয়েছে সমন্বয়হীনতা,' ম্যাক্সের দিকে বন্ধুটি বলেছিলেন সভয়ে। 'ও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে না তো?'

'কখনো না,' হেসেছেন মিসেস লার্ডনার। 'অনেক দিন ধরে ও আছে আমার কাছে। ও কোনো ক্ষতি করবে না আমার।'

ম্যাক্স আর দশটা রোবটের মতোই দেখতে। ধাতব, মসৃণ, অনেকটা মানুষের মতো, তবে ভাবলেশ শূন্য চেহারা।

আর ম্যাক্সের মতো সব রোবটই মিসেস লার্ডনারের অতি প্রিয়। তিনি এদের খুব আদর করেন, ভালোবাসেন। আর এরকম একজন মানুষ কি করে খুনি হয়?

তবে মিসেস লার্ডনারকে খুনি হিসেবে সন্দেহ করেছিল জন সেম্পার ট্রাভিস। সে ইউ. এস. রোবটস অ্যান্ড মেকানিক্যাল ম্যান কর্পোরেশনের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিফ ইঞ্জিনিয়ার। তবে আলোর স্থাপত্যের ব্যাপারেও তার উৎসাহের কমতি নেই। এ বিষয়ে সে একটি বই লিখেছে, দেখাতে চেয়েছে সে পজিট্রনিক ব্রেন পথে যে ধরনের অঙ্ক ব্যবহার করে তার পরিবর্তন করে আলোর স্থাপত্যকে কান্তিময় রূপ দেয়া সম্ভব।

তবে বাস্তবে থিওরি ব্যবহার করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে জন ট্রাভিস। সে নিজে যেসব স্থাপত্য তৈরি করেছে অঙ্কের নিয়ামাবলী মেনে। ওগুলো মোটেই চিত্তাকর্ষক হয়নি। কিন্তু জন ট্রাভিসের ধারণা তার থিওরি ঠিকই আছে, যদিও তা কাজে লাগেনি। যদি সে একটা বিশাল, চমৎকার আলো-স্থাপত্য তৈরি করতে পারত—

মিসেস লার্ডনারের আলো-স্থাপত্যের খবর জানা ছিল তার সঙ্গত কারণেই। ভদ্রমহিলা জিনিয়াস বলে অভিহিত হলেও রোবটিক ম্যাথমেটিক্স সম্পর্কে জানেন না কিছুই। জন মিসেস লার্ডনারের সাথে যোগাযোগ করেছিল, কিন্তু তিনি তার কৌশল ব্যাখ্যা করতে রাজি হননি। অবশ্য জনের ধারণা মিসেস লার্ডনারের কৌশল টৌশল বলে আসলে কিছু নেই। হতে পারে স্রেফ ইনট্যুইশন থেকে এসবের সৃষ্টি। কিন্তু ইনট্যুইশনকেও অঙ্ক দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে। যাহোক, জন অবশেষে মিসেস লার্ডনারের পার্টিতে যাবার একটা ব্যবস্থা করে ফেলল। ভদ্রমহিলাকে মুখোমুখি দেখার তার বড় শখ।

জন ট্রাভিস পার্টিতে এল সবার শেষে। আলোক-স্থাপত্য তৈরির শেষ চেষ্টা সে করেছে আবার এবং ব্যর্থ হয়েছে যথারীতি।

মিসেস লার্ডনারকে যথাযথ সম্মান দেখিয়ে বলল, 'ওই অদ্ভুত রোবটটি আমার কোট এবং হ্যাট নিয়ে নিল হাত থেকে। কে ওটা?'

'ওর নাম ম্যাক্স,' জবাব দিলেন মিসেস লার্ডনার।

'রোবটটার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব লক্ষ্য করেছি। আর মডেলও বহু পুরানো মনে হল। ওটাকে ফ্যাক্টরিকে ফেরত পাঠাচ্ছেন না কেন?'

'আরে না,' বললেন মিসেস লার্ডনার। 'ওতে ঝামেলা অনেক।'

'কিছু ঝামেলা নেই,' জানাল জন ট্রাভিস। 'কাজটা খুব সহজ। ইউ.এস. রোবটসে থাকার সুবাদে ওটাকে অ্যাডজ্যাস্ট করার ভার আমার ওপর পড়েছিল। কাজটা করতে সময় লাগেনি মোটেই।'

কথাটা শুনে অদ্ভুত একটা ভাব ফুটে উঠল মিসেস লার্ডনারের চেহারায়। জীবনে এই প্রথম রেগে গেলেন তিনি। 'আপনি ওকে

www.BanglaBook.org

অ্যাডজাস্ট করেছেন ?' কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রমহিলা। 'ওই আমার আলোক-স্থাপত্য নির্মাণ করে দিয়েছে। ওর ভেতর সমন্বয়ের অভাব আছে, এটার সংশোধন কিছুতেই সম্ভব নয়। আর—আর—'

আর ঠিক সেই সময় মার্বেল টেবিল টপ থেকে কম্বোডিয়া থেকে আনা রত্নখচিত ছুরিটি তুলে নিলেন মিসেস লার্ডনার, দৃশ্যটা দেখে মুখ সাদা হয়ে গেল জন ট্রাভিসের। তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'আ—আপনি কি করতে চাইছেন আমি যদি ওটার সমন্বয়হীন পজিট্রনিক ব্রেন পাথ বিশ্লেষণ করে দেখতাম তাহলে জানতে পারতাম—'

কথা শেষ করতে পারল না জন ট্রাভিস, তার আগেই ছুরিটি আমূল ঢুকে গেল তার বুকে। অবাক ব্যাপার, আত্মরক্ষার চেষ্টাও করল না জন। যারা দৃশ্যটা দেখেছে তারা বলেছে জন ট্রাভিস যেন ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছিল মৃত্যু।

অনুবাদ : আনন্দ সিদ্ধার্থ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বাটন, বাটন

সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে আঙ্কেল অটো আমার কাছে হঠাৎ এতে উপস্থিত হলেন। এই সকালে তার পরনে রাতের পার্টিতে পরার মতো টক্সিডো পোশাক। প্রথমে ভেবেছিলেম আমার কোনো মক্কেল ঢুকেছে বুঝি। টক্সিডো দেখে ভালো করে চেয়ে দেখি এ যে অটো আঙ্কেল। পুরো নাম অটো শ্লেমেলমেয়ার। তবে ভয়ের কিছু নেই। তিনি আমার মায়ের ভাই, অর্থাৎ আমার নাম অমন কঠিন নয়। সবাই আমাকে স্মিথ নামেই চেনে।

তিনি বললেন, 'তাড়াতাড়ি চল আমার সঙ্গে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু টক্সিডো কেন?'

বললেন, 'এটা ভাড়া করা।'

'ঠিক আছে। তবে এই সকাল বেলা ওটা পরেছেন কেন?'

'সকাল হয়ে গেছে নাকি?' তিনি জানালার কাছে গিয়ে বাইরেটা দেখতে লাগলেন। 'তাহলে কি আমি সারা রাত শহরের রাস্তায় হেঁটে কাটিয়ে দিলাম?'

এই-ই হল আমার আঙ্কেল অটো শ্লেমেলমেয়ার।

হঠাৎ তিনি আমার টেবিলে একটা ঘুসি মেরে বসলেন, 'আমি খুব আপসেট হয়ে গেছি। গতরাতের সংবর্ধনা সভায়—'

আগে বলে নিই, আঙ্কেল অটো ১৯৫২ সালে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। যেটা মানুষের মস্তিষ্কের চিন্তার তরঙ্গ ধরতে পারে এবং সেই অনুযায়ী সুরেলা বাঁশি বাজাতে পারে। মস্তিষ্কের তরঙ্গটিকে রিলে করে আনে বাঁশি পর্যন্ত। এই বছর পাঁচেক আগে 'কনসোলিডেটেড আর্মস' কোম্পানির এক বিজ্ঞানী ওই যন্ত্রটাকে আরো উন্নত করে প্রাণী হত্যা করার একটি পরীক্ষা চালায়। প্রথমে সফলভাবে তরঙ্গের রিলের সাহায্যে ইঁদুর

www.BanglaBook.org

মারতে সক্ষম হয় বিশ ফিট দূর থেকে। এরপর এটাকে মানুষ মারার মতো করে তৈরি করা হয়।

ওই কোম্পানি মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার কামিয়েছে কিন্তু, আঙ্কেলের ভাগ্যে কিছুই জোটেনি। তার নাম শুধুমাত্র 'টাইম' ম্যাগাজিনে এসেছিল। টাকাও পেলেন না আবার তার যন্ত্রটিকে মানুষ মারার কাজে লাগানো হচ্ছে, এই দুই ফারকায় প্রচণ্ড ক্ষেপে আছেন তিনি। এতকিছুর পরেও অন্ততপক্ষে সেই বাঁশি বাজানোর যন্ত্রটি ছিল তার জন্য আনন্দের বস্তু। আঙ্কেল যেখানেই যেতেন সেটা সাথে করে নিয়ে যেতেন। খাওয়ার সময় সেটা তার সাথে থাকত। ঘুমানোর সময় মাথার কাছে রেখে ঘুমাতেন। গত রবিবার সকালে ইউনিভার্সিটির পদার্থ বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে সেই বাঁশি বিকট শব্দে এক জার্মান লোকগীতির সুর বাজাতে শুরু করল। একটি বিশেষ খবর শুনে আঙ্কেল শ্লেমেলমেয়ারের মাথা গরম হয়ে যাওয়ার জন্য এমনটি হল। খবরটা হচ্ছে এই যে, কোনো যন্ত্র প্রস্তুতকারক কোম্পানি-ই এই যন্ত্রটি বানাতে চাচ্ছে না। কারণ, বাঁশি ও বাদ্যযন্ত্র শিল্পীরা উঠে পড়ে লেগেছে এটার বিরুদ্ধে। তারা বলছে এই যন্ত্রের কারণে শিল্পের ক্ষতি হচ্ছে, সঙ্গীত শিল্প প্রায় মৃত্যুর মুখে।

আঙ্কেল অটো বলে চললেন, 'গতকাল ছিল আমার শেষ আশা। 'কসোলিডেটেড আর্মস' জানায় যে আমার সম্মানে তারা এক সভার আয়োজন করেছে। আমি ভাবলাম ওই সভায় তারা আমার বাঁশির মূল্য হিসেবে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা দেবে।'

শুনে আমি বলে উঠলাম, 'ভালোই তো। তারা নিশ্চয়ই প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে সীমান্তে এ রকম বিরাট বিরাট বাঁশি বসাতে যাচ্ছে, বিকট সুরের আঘাতে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার—'

'চুপ! চুপ!' বিকট শব্দে আমার টেবিলে একটা থাবা বসালেন আঙ্কেল অটো। প্লাস্টিকের ক্যালেন্ডারটা ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল। 'তুমিও ঠাট্টা করছ? তোমার ভদ্রতা কোথায়?'

'আমি দুঃখিত আঙ্কেল অটো।'

'তাহলে শোনো। আমি ওই অনুষ্ঠানে গেলাম এবং তারা 'শ্লেমেলমেয়ার এফেক্ট'-এর উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিল। যখন আমি ভাবছি যে তারা এখন আমার কাছে থেকে বাঁশিটা কেনার কথা ঘোষণা করবে, তখন তা না করে তারা দিয়েছে এটা!'

www.BanglaBook.org

বলে পকেট থেকে একটি সোনালি রঙের ক্রেস্ট মতো বের করে ছুঁড়ে মারলেন আমার দিকে। সময় মতো সরে গেলাম আমি। জিনিসটা জানালা বরাবর গেলে কোনো পথচারীর উপর পড়ে তার মাথা ফাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু, সেটা দেয়ালে লেগে মেঝেতে এসে পড়ল। আমি সেটা তুলে নিলাম। সোনার তৈরি নয়। শুধু উপরে সোনার রঙ চড়ান হয়েছে। একদিকে বড় করে লেখা 'দ্য এলিয়াস ব্যাংক্রফট সাডফোর্ড এ্যাওয়ার্ড। নিচে ছোট ছোট করে লেখা 'ড. অটো শ্লেমেলমেয়ারকে, বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্য।' অপর পাশে একটা ছবি, মনে হল কোনো কুকুরের। পরে দেখলাম শুওরের-ও হতে পারে। তবে কোন মানুষের বলে প্রথমে ভাবিনি। আঙ্কেল অটো হিঁসহিসিয়ে বললেন, 'ওটা-ই এলিয়াস ব্যাংক্রফট সাডফোর্ডের ছবি, 'কনসোলিডেটেড আর্মস'-এর চেয়ারম্যান।' তিনি বললেন যে, 'তারপর কোনো সময় নষ্ট না করে একটা কটুকথা নিয়ে রাস্তায় বের হয়ে যান ওই সভা ছেড়ে।

আমি বললাম, 'এবং আপনি আপনার পোশাকও বদলাননি। টক্সিডো পরেই সোজা এখানে চলে এসেছেন।'

'টক্সিডো ?'

'হ্যাঁ, টক্সিডো।'

'আমি একটা মহাগুরুত্বপূর্ণ কাজে তোমার কাছে ছুটে আসলাম আর তুমি টক্সিডো নিয়েই কথা বলে যাচ্ছ ? আমার ভাগ্নে হয়েও এমন করতে পারলে তুমি ?'

তাকে আরো হৈ-চৈ করতে দিলাম, ভেতরের রাগটা বের হয়ে যাক। থামার পর বললাম, 'আপনার জন্য কি করতে পারি আঙ্কেল ?'

'আমার টাকা দরকার।'

তিনি ভুল জায়গায় এসেছেন। বললাম, "আঙ্কেল, ঠিক এই মুহূর্তে আমার কাছে কোন টাকা—'

'তোমার কাছে থেকে চাচ্ছি না।'

স্বস্তি বোধ করলাম আমি।

তিনি বলে চললেন, 'আমি নতুন এবং আরো উন্নত একটি 'শ্লেমেলমেয়ার এফেক্ট' আবিষ্কার করেছি। এটার কথা কোনো সায়েন্টিফিক জার্নালে ছাপাই নি। মুখ একদম বন্ধ করে রেখেছি। এটা একেবারেই আমার নিজস্ব।' কথা বলার সময় উত্তেজিত হয়ে তার মুগুরের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মতো কবজি দুটো অনবরত নাড়াচ্ছেন আর ছুড়ছেন তিনি। 'এই নতুন এফেক্ট দিয়ে আমি ধনী হব এবং আমার নিজস্ব বাঁশির কারখানা খুলব।'

'ভালো' বললাম আমি। এ জাতীয় কারখানার কথা কল্পনায় ভেসে উঠতে একটু মিথ্যাই বললাম।

'কিন্তু আজি জানি না কিভাবে তা করব।' বললেন আঙ্কেল অটো।

'খারাপ', বললাম আমি। ওই জাতীয় কারখানার বিষয়ে চিন্তা করলে, মিথ্যা উত্তর-ই দিলাম।

'সমস্যা হচ্ছে এই যে, আমার মস্তিষ্ক খুবই উর্বর। সাধারণ মানুষের চিন্তা ভাবনার অনেক উপরে আমি ভাবতে পারি। শুধুমাত্র, হ্যারি, অর্থ উপার্জনের বুদ্ধি আমার নেই। এই অর্থটি আমার নেই।'

এবার আঙ্কেল অটো আমাকে জানালেন যে, এই কারণেই তিনি আমাকে উকিল হিসেবে চাচ্ছেন।

তিনি এ-ও বললেন যে একজন বদমাশ, মিথ্যাবাদী, চতুর, অসৎ উকিল তার দরকার, সেজন্য তিনি আমার কাছে এসেছেন। আমি কিছুটা রেগে উঠতে পারি ভেবে তিনি আবার বলে উঠলেন, আমি যেন উত্তেজিত না হই। যেন তার মতো ধৈর্যশীল, সমঝদার ও সহজ হই। এগুলো তিনি রাগত অবস্থাতেই চিৎকার করে বলে যাচ্ছিলেন।

আমি এবার প্রশ্ন করলাম, 'আপনার এই নতুন যন্ত্রটা কি কাজ করে?'

তিনি বললেন, 'এটা দিয়ে আমি অতীতে যেতে পারি এবং অতীতের জিনিস নিয়ে আসতে পারি।'

বুঝলাম তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বাঁচার জন্য বলে উঠলাম, 'আমার একটা খুব জরুরি আপয়েন্টমেন্ট আছে। ইতোমধ্যেই এক ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে। আপনার সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করছিল কিন্তু উপায় নেই। তাহলে গুড বাই। জ্বি আঙ্কেল, খুব ভালো লেগেছে দেখা হয়ে, গুড বাই—'

কথা শেষ করার আগেই তিনি আমাকে খপ করে ধরে ফেললেন এবং একটানে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। হাজার হোক ১৯৩২ সালে হাইডেলবার্গ রেসলিং টিমের চ্যাম্পিয়ন ছিলেন তিনি।

'আমার সাথে আমার ল্যাবরেটরিতে চল।'

আমাকে ধরে বেঁধে তার সাথে নিয়ে গেলেন তিনি, তার হাত ছাড়ান সম্ভব হল না আমার পক্ষে, ফলে আমাকেও যেতে হল। ইউনিভার্সিটি

www.BanglaBook.org

বিল্ডিংগুলোর একটিতে এক কোনার দিকে করিডোরের অপর প্রান্তে তার ল্যাবরেটরি। দরজাটা লক করা ছিল না।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি দরজা আজকাল লক করে রাখেন না ?'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে নাক কুঁচকে বললেন, 'দরজা লক করাই ছিল। শ্লেমেলমেয়ার রিলে দিয়ে লক করা। আমি একটা শব্দ মনে মনে ভাবলেই সেই তরঙ্গে লক খুলে যায়। অন্য কেউ এটা খুলতে পারবে না। এমন কি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট বা জেনিটর-ও না।'

'এটা বিক্রি করে তো আপনি প্রচুর টাকা কামাতে পারেন।'

'হুহ্! গতরাতেই বুঝে গেছি অন্যের কাছে কিছু বিক্রি করার ফল। আমার জিনিস কিনে অন্যরা বড়লোক হচ্ছে। তাই এখন থেকে নিজেই টাকা কামাবো।'

বললাম, 'তা আপনার টাইম মেশিনটা কোথায় ?'

আমি মনে হয় জোরেই বলে ফেলেছিলাম। রাগে জ্বলে উঠে আমার গলা টিপে ধরে ঝাঁকাতে লাগলেন আঙ্কেল অটো, আমর প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড় হল।

'শ-শ-শ' বললেন তিনি, 'আস্তে বল। প্রজেক্ট এক্স সম্পর্কে কেউ জানে না।' আবার বললেন তিনি, 'প্রজেক্ট এক্স, বুঝেছ ?'

আমি মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বললাম।

বললেন, 'আমার কথা বিশ্বাস করতে না চাইলে না করো। কিন্তু, আমি তোমাকে যন্ত্রটা চালিয়ে দেখাচ্ছি। তোমার নিজের হাতের লেখা কোনো কাগজ বা চিরকুট তোমার কাছে আছে ?'

ভেতরের পকেট হাতড়ে একটা কাগজ পেলাম। এক মক্কেলের সাথে ভবিষ্যতে এক অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা লিখে রেখেছিলাম ওটায়।

আঙ্কেল অটো বললেন,'ওটা আমাকে দেখিয়ো না। কুটি কুটি করে ছিঁড়ে এই রিকারের মধ্যে ভরে দাও।'

আমি কাগজটিকে একশ' আঠাশ ভাগে ছিঁড়লাম। এদিকে অঙ্কেল তার যন্ত্রটিকে অ্যাডজাস্ট করতে লাগলেন। তার যন্ত্রের সাথে একটি কাঁচের ট্রে-র মতো লাগানো। হঠাৎ দেখি সেখানে একটি কাগজের ছবি ফুটে উঠছে। আমার সেই কাগজটি। আঙ্কেল অটো সেটা ধরার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার হাত যে ওটার ভেতর দিয়ে চলে গেল। বললেন, 'এটা ধরা যাবে না। এটা একটা ইমেজ মাত্র, যা অবস্থান করছে চৌ-মাত্রিক

www.BanglaBook.org

প্যারাবোলয়েডের একটা ফোকাসের উপর, অন্য ফোকাসটি রয়েছে কাগজটি ছেঁড়ার আগের সময়ের একটি বিন্দুতে।' আর তিনি ময়লার ঝুড়ি থেকে এক টুকরো কাগজ নিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে বেসিনের পানিতে ফেলে দিলেন। তারপর যন্ত্র দিয়ে আবার নিয়ে আসলেন।

আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে উপস্থিত হল। বললাম, 'দেখুন, আঙ্কেল অটো। এ রকম একটা যন্ত্রের জন্য পুলিশ বিভাগ কি বিশাল পরিমাণ অর্থ দেবে তা জানেন? এটা তাদের কাজ অনেক সহজ করে—' আমি থেমে গেলাম। আঙ্কেল অটো-র চেহারাটা যেভাবে কঠোর হয়ে উঠছিল তা আমার ভালো লাগল না। মোলায়েমভাবে বললাম, 'তা আপনি কি বলছিলেন যেন, আঙ্কেল?'

তিনি শান্তভাবে বললেন, 'এখন থেকে ভাগো, আমার আবিষ্কারগুলোকে আমি নিজেই আরো উন্নত করব। প্রথমে আমাকে কিছু মূলধন যোগাড় করতে হবে। অন্য কোনো উপায়ে এই মূলধন যোগাড় করতে চাই। তারপর, আমি আমার বাঁশি তৈরির কারখানা খুলব। এটা আমি প্রথমে করব। তারপর, তারপর, আমার লাভের অংশ দিয়ে আমার টাইম-ভেকটর মেশিন তৈরি করতে থাকব। কিন্তু প্রথমে আমার বাঁশি। যে কোনো কিছুর আগেই আমার বাঁশি। গতরাতে আমি এ শপথ-ই নিয়েছি। কয়েকটা স্বার্থপর লোকের কারণে সঙ্গীত জগৎ বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ইতিহাসে আমার নাম কি খুনি হিসাবে লেখা হবে? শ্লেমেলমেয়ার এফেক্ট দিয়ে কি মানুষ মারা উচিত? নাকি মানব মস্তিষ্কের অপূর্ব সুর মূর্ছনা এর দ্বারা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা উচিৎ? উৎকৃষ্ট, সুন্দর সুর মূর্ছনা?' কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে প্রায় চিৎকার করছিলেন আঙ্কেল অটো।

আমি তড়িঘড়ি করে বললাম, 'আঙ্কেল অটো, সবাই তো শুনতে পাবে।'

'তাহলে চিৎকার করা বন্ধ করো,' বললেন তিনি

'কিন্তু দেখুন', বললাম আমি, 'এই যন্ত্র বিক্রি না করে কিভাবে আপনি প্রাথমিক মূলধন যোগাড়ের পরিকল্পনা করেছেন?'

'এখনো তোমাকে তা বলিনি। আমার যন্ত্রে তৈরি ইমেজকে বাস্তবে রূপ দেয়া যায়। যদি মূল্যবান কিছু একটা জিনিসকে বাস্তবে রূপ দেই তবে?'

ব্যাপারটা ভালোই ঠেকছে, 'আপনি বলতে চান, হারানো প্রাচীন নথি, প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, কোনো বিখ্যাত প্রথম সংস্করণ—এ জাতীয় জিনিস?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আসলে ঠিক তা নয়, এক্ষেত্রে তিনটি বাধা আছে।'

'সেগুলো কি ?'

'প্রথমত, সেই জিনিসটি যা আমি অতীত থেকে আনব সেটাকে আগে থেকেই বর্তমানে থাকতে হবে এবং আমাকে তা চোখে দেখতে হবে। কারণ, সেই জিনিসটির উপর ফোকাস করে তবেই যন্ত্রটি চালাতে হবে। না হলে সেটিকে অতীত থেকে খুঁজে আনা সম্ভব নয়।'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন, এমন জিনিস যা এই মুহূর্তে বর্তমানে নেই তা আপনি অতীত থেকে আনতে পারবেন না ?'

'হ্যাঁ।'

'সেক্ষেত্রে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাধা তো শুধু নামে মাত্র, কিন্তু, যা-ই হোক, কি সেগুলো ?'

'আমি শুধুমাত্র এক গ্রামের মতো জিনিস অতীত থেকে আনতে পারব।'

এক গ্রাম ! এক আউন্সের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র!

বললাম, 'আর তৃতীয় বাঁধাটি ?'

কিছু ইতস্তত করে বললেন তিনি, দু'টো ফোকাস বিন্দু যত দূরে হবে তত ভালো কাজ হবে এই যন্ত্রে। অর্থাৎ, বর্তমান থেকে কমপক্ষে দেড়শ' বছর অতীত বা তার বেশি অতীত থেকে জিনিস আনতে হবে আমাকে।'

'আচ্ছা', ব্যাপারটাকে সামগ্রিকভাবে দেখার চেষ্টা করি,' বললাম আমি, তারপর উকিলের ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলাম, 'আপনি অতীত থেকে এমন কিছু আনতে চান যা দিয়ে আপনি ধনী হতে পারবেন। এটা আবার এমন জিনিস হতে হবে যা এখনো বর্তমান এবং আপনাকে তা চোখে দেখে আসতে হবে সঠিকভাবে ফোকাস করার জন্য। অর্থাৎ হারিয়ে যাওয়া কোনো ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিস হলে চলবে না। এটার ওজন হতে হবে এক আউন্সের ত্রিশ ভাগের একভাগ মাত্র। অর্থাৎ, কোনো দামি হীরা জহরত আনা-ও সম্ভব নয়। এটা কমপক্ষে দেড়শ বছরের অতীত থেকে আনতে হবে। অর্থাৎ, কোনো দুর্লভ ডাকটিকিট আনা-ও সম্ভব নয়, কারণ তখন ডাকটিকিটের প্রচলন-ই হয়নি।'

'ঠিক তাই', বললেন আঙ্কেল অটো, 'তুমি বুঝতে পেরেছ অবস্থাটা।'

অবশেষে অনেক চিন্তা করে বুদ্ধি দিলাম আমি, তাঁকে ওয়াশিংটনের জাতীয় জাদুঘরে গিয়ে ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি দেখে

www.BanglaBook.org

আসতে এবং কোনো একটি অংশ পছন্দ করতে। যেটা তিনি পরে তার ল্যাবরটরিতে এসে তিনি অতীত থেকে নিয়ে আসতে পারতেন। অবজেক্টে আমরা ওই অংশটি নিয়ে মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করব। বলব একটি প্রাচীন দলিলের সামান্য একটা অংশ ঘটনাক্রমে অটো শ্লেমেলমেয়ারের কাছে আছে। তারা পরীক্ষা করে দেখতে চাইলে দেখতে পারে যে কাগজের ছোট টুকরোটি একদম খাঁটি, তাতে লেখা কালিটিও খাঁটি। নকল বা ঠগামির কোনো স্থান নেই। এটা নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। লেখা লেখি হবে। আঙ্কেল অটো সে সুযোগে বড়লোক হয়ে যাবেন ওটা বিক্রি করে। আমি-ও দশ পার্সেন্ট হিসাবে আমার ফি পাব। আমি অনেক খোঁজখবর ও গবেষণা করে ঠিক করলাম স্বাধীনতার ঘোষণার নিচে অনেকগুলো স্বাক্ষরের মধ্যে থেকে বাটন গিনেট-এর নামটি বাছাই করা হবে। কারণ খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি এই লোকটা স্বাক্ষরের পরের বছর অর্থাৎ ১৭৭৭ সালে মারা যায় এবং তার সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। অতএব, টুকরোটি নিয়ে বিক্রি করতে গেলে আইনগত ঝামেলাও কম আসবে।

আঙ্কেল অটোকে সব বুঝিয়ে দিয়ে ট্রেনে করে ওয়াশিংটন পাঠালাম জাতীয় জাদুঘরে গিয়ে ঐতিহাসিক দলিলটি দেখে আসার জন্য।

দু'দিন পর ফিরে আসলেন আঙ্কেল অটো।

সেদিন রাতে একগ্রাম ওজনের টুকরোটি, যাতে বাটন গিনেট-এর নাম লেখা আছে আমাদের হাতে অতীত থেকে আসল সেদিন সারা শহরে লোড শেডিং হয়ে গেল। আঙ্কেল অটো-র যন্ত্রটি এত বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করেছিল। পুরো ইউনিভার্সিটি ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে গেল। শুধু তাই না, যন্ত্রটা এমন গুঞ্জন করতে লাগল যে আমাদের দু'জনেই মাথাই ভোঁ-ভোঁ করতে লাগল। কিন্তু সব ভালো যার শেষ ভালো—টুকরোটা এনেছে।

ঘটনা সাজালাম আমরা। পুরানো বইয়ের দোকান থেকে একটা অতি পুরানো ইতিহাসের বই কিনলাম। পানির দরে। দাবি করা হবে যে, এটার ভেতরেই আঙ্কেল অটো কাগজটি পান। খুব সুন্দর করে আনুষঙ্গিক সাজানো হল।

টুকরোটির একদিকে সামান্য পুড়িয়ে দিলাম আমি। আঙ্কেল অটো বলবেন যে, পুরানো এই রহস্যময় দলিলের গুরুত্ব প্রথমে বুঝতে না পেরে প্রথমে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন প্রায়। পরে কোনো রকমে সামান্য এই টুকরোটির রয়ে গেছে।

www.BanglaBook.org

কোনো অজানা একটা দলিলের স্বাক্ষরের অংশ এটা। আমেরিকায় প্রচুর পাগল আছে যারা লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে এটা কিনতে চাইবে। আঙ্কেল অটোকে পাঠিয়ে দিলাম ওয়াশিংটনে সব শিখিয়ে পড়িয়ে। প্রয়োজনে আমি-ও যাব। হাজার হোক টুকরোটাতো আর নকল নয়, একেবারে আসল।

এক সপ্তাহ পর ফিরে আসলেন আঙ্কেল অটো, রেলস্টেশনে তাকে স্বাগত জানাতে গেলাম আমি। তিনি বেশ শান্তভাবে আমার সাথে আমার অফিসে আসলেন এবং আমার চেয়ারে বসলেন। আমি ঘটনা শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলাম, আমার হাত দুটো কাঁপছিল বলে কোটের পকেটে ভরে ফেললাম। তিনি শান্তভাবে বললেন, তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও তদন্ত করেছে।'

'অবশ্যই ! আমি তো বলেছিলাম-ই তারা প্রথমেই এটা করবে। হা, হা, হা, হা, হা।' খুশিতে হেসে উঠলাম।

তিনি আস্তে করে সিগারে টান দিলেন। বললেন, 'ডকুমেন্টস ব্যুরো-র লোকটি আমার কাছে এসে বলল, প্রফেসর শ্লেমেলমেয়ার, কেউ আপনাকে ঠকিয়েছে। এই কাগজটা আসলে একটা জালিয়াতি। আমি বললাম এটা কিভাবে জালিয়াতি হয় ? স্বাক্ষর কি নকল ? লোকটি বললেন, স্বাক্ষরটাকে নকল মনে হচ্ছে না, কিন্তু পুরো ব্যাপারটা জালিয়াতি', আমি আমার জিজ্ঞেস করলাম, 'এটাকে জালিয়াতি ভাবা হচ্ছে কেন ?' একটু চুপ করলেন আঙ্কেল অটো। হাতের সিগারটা রেখে ডেস্কের উপর ঝুঁকে আমার দিকে মুখটা এগিয়ে আনলেন। আমি-ও উত্তেজনায় তার দিকে এগিয়ে গেলাম। এবার আমি বললাম—ঠিকই তো। এটা কেন জালিয়াতি বলে ধরল ওরা ? তারা কখনোই প্রমাণ করতে পারবে না যে কাগজটা বা কালিটা জাল। ওগুলো সব আসল। কেন ওরা জালিয়াতির কথা বলবে ? কেন ?'

আঙ্কেল অটো-র গলার স্বর ভয়ঙ্কর হতে লাগল ধীরে ধীরে, 'আমরা কাগজের টুকরোটা অতীত থেকে এনেছিলাম, ঠিক ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক,' বললাম আমি।

'অনেক সুদূর অতীত থেকে ঠিক ?'

'হ্যাঁ, প্রায় দেড়শ' বছরের আগের এক সময় থেকে।'

'এবং সেই দেড়শ' বছরের পুরানো টুকরোটি একেবারে নতুন।' এবার আমি বুঝতে শুরু করলাম ব্যাপারটি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আঙ্কেল অটোর গলার স্বর চরমে উঠল, 'যদি বাটন গিনেট ১৭৭৭ সালে মারা গিয়ে থাকে তাহলে তার হাঁতে লেখা স্বাক্ষর কিভাবে একটা নতুন কাগজে আসতে পারে, মাথামোটা বুদ্ধু বদমাশ কোথাকার ?'

ব্যাপারটা এক মুহূর্তেই পরিষ্কার হল আমার কাছে। হায়, আগে তো এটা খেয়াল করিনি। টুকরো এসেছে দেড়শ বছর অতীত থেকে অর্থাৎ যে সময়ে কাগজটি ছিল নতুন। তাতে এখনো বয়সের ছাপ পড়েনি, ওভাবেই নতুন অবস্থায় এসেছে সেটা আমাদের কাছে।

আমি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠছি। ডাক্তারের বলেছে আমার কোনো হাঁড়গোড় ভাঙেনি। কিছুদিনের মধ্যেই হাঁটাচলা করতে পারব। তবে ভাগ্য ভালো যে, আঙ্কেল অটো ওই কাগজের টুকরোটা আমাকে গেলায়নি।

অনুবাদ : শাহরীয়ার শরীফ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

পেটি ডি ফোই গ্রাস

আমার আসল নামটা আপনাদের বলতে পারছি না আমি। বলার ইচ্ছে যদি থাকেও, অন্তত এ মুহূর্তে বলতে পারছি না।

লেখার গুণ তেমন নেই আমার, এজন্যে এ লেখার দায়িত্ব দিয়েছি আইজ্যাক আজিমভের ওপর। কয়েকটি কারণে তাঁকে বেছে নিয়েছি আমি। প্রথমত, তিনি একজন বায়োকেমিস্ট, কাজেই আমার কথা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন তিনি। দ্বিতীয়ত, তিনি লিখতে পারেন। অন্তত উল্লেখযোগ্য ক'টি গল্পের বই প্রকাশিত হয়েছে তার।

সেই রাজহংসীকে দেখতে পাওয়াটা একটা গৌরবের ব্যাপার বটে, তবে আমিই এই সম্মান অর্জনকারী প্রথম ব্যক্তি নই। টেপ্রাসের তুলাচাষী আয়ান অ্যাঙ্গাস ম্যাকগ্রেগরের কাছে ছিল ওই রাজহংসী। হাঁসিটা সরকারি সম্পত্তি হওয়ার আগে ম্যাকগ্রেগর ছিল তার মালিক।

১৯৫৫ সালের গরমকালে সরকারের কৃষি বিভাগের কাছে ডজনখানেক চিঠি লেখে ম্যাকগ্রেগর। হাঁসির ডিম থেকে ছানা ফোটানো সম্পর্কে তথ্য জানতে চায়। এ ব্যাপারে কৃষি বিভাগের যত কটি বই আছে, সব পাঠিয়ে দেয়া হয় তার কাছে। কিন্তু ম্যাকগ্রেগরের চিঠিগুলো আরো বেশি আবেগপূর্ণ এবং খোলতাই হয়ে পৌঁছুল গিয়ে তার এক বন্ধু স্থানীয় সংসদ সদস্যের কাছে।

ঘটনার সাথে আমি জড়িয়ে গেলাম কৃষি বিভাগে চাকরি করার সূত্রে। ১৯৫৫ সালের জুলাইয়ে যখন সান অ্যান্টোনিও-এ একটি সম্মেলনে যোগ দিচ্ছিলাম, আমার বস তখন ম্যাকগ্রেগরের ওখানে গিয়ে তার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে বললেন আমাকে। আমরা হচ্ছি জনগণের সেবক, শেষতক ম্যাকগ্রেগরের সেই সাংসদ বন্ধুর কাছ থেকে একটা চিঠি এসে পৌঁছে আমাদের হাতে।

www.BanglaBook.org

১৯৫৫ সালের ১৭ জুলাই হাঁসিটাকে দেখি আমি।

প্রথমে আমার সাক্ষাত হয় ম্যাকগ্রেগরের সাথে। পঞ্চাশের ঘরে হবে তার বয়স। দীর্ঘদেহী লোকটার বলিরেখায় পূর্ণ চেহারায় ফুটে আছে সন্দেহ। তার দেয়া সব তথ্য ঝালিয়ে নিলাম একবার, তারপর বিনয়ের সাথে জানতে চাইলাম— হাঁসিগুলোকে একবার দেখতে পারব কিনা।

সে বলল, 'হাঁসিগুলো নয়, সাহেব। মোটে তো একটা হাঁসি।'

আমি বললাম, 'ওই একটা হাঁসিই দেখতে পারি?'

'একটুও না।'

'তাহলে তো কোনোভাবে আপনার উপকার করতে পারছি না। হাঁসি যদি মাত্র একটা হয়ে থাকে, তাহলে আর ভাবছেন কেন? ওটাকে খেয়ে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।'

উঠে দাঁড়িয়ে আমার হ্যাটটার দিকে হাত বাড়ালাম।

সে বলল, 'দাঁড়ান!'

গেলাম দাঁড়িয়ে। তার ঠোঁট দুটো তখন পরস্পর আঁটো হয়ে চেপে বসেছে, কুঁচকে গেছে চোখ, নিজের সাথে নীরব একটা যুদ্ধ চলছিল বেচারার। শেষে বলল, 'আসুন আমার সাথে।'

কাছের এক খোঁয়াড়ে গেলাম ম্যাকগ্রেগরের সাথে। চারদিকে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা খোঁয়াড়টা। বন্ধ একটা গেটও আছে। ভেতরে রয়েছে একমাত্র হাঁসিটা—সেই রাজহংসী।

'এই সেই হাঁসি', তার বলার ভঙ্গিতে অন্যরকম একটা সুর ফুটে উঠল।

হাঁসিটার দিকে তাকালাম আমি। অন্য যে কোনো হাঁসির মতো সাধারণ একটা হাঁসি। হৃষ্টপুষ্ট, আত্মতৃপ্ত এবং বদরাগী।

ম্যাকগ্রেগর বলল, 'আর এই যে ওর একটা ডিম। ইনকিউবেটরে ছিল ডিমটা। কোনো লাভ হয়নি।'

ওভার অলের বড় সড় পকেট থেকে ডিমটা বের করল সে। ডিমটা ধরার ভঙ্গিতে অদ্ভুত এক দৃঢ়তা ফুটে আছে। তুলনামূলকভাবে ডিমটা আকারে ছোট এবং একটু বেশি গোল।

ম্যাকগ্রেগর বলল, 'নিন এটা।'

হাত বাড়িয়ে নিতে গেলাম ডিমটা। অন্যান্য ডিম যেভাবে তোলা হয়, সেই আন্দাজে তুলতে গেলাম ওটা। কিন্তু উঠল না ডিমটা। আরেকটু বেশি শক্তি খাটিয়ে তুলতে হল ডিমটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিমটা ম্যাকগ্রেগরের অদ্ভুত ভঙ্গিতে ধরে রাখার কারণটা এবার বুঝতে পারলাম আমি। প্রায় দু'পাউন্ডের মতো ওজন ডিমটার। আমার হাতের চালুতে চাপ দিচ্ছে এটা। তেতো হাসি ফুটল ম্যাকগ্রেগরের মুখে, 'ফেলে দিন না।'

তার দিকে তাকালাম আমি। আমার হাত থেকে ডিমটা নিয়ে ফেলে দিল সে।

ধ্যাস করে একটা ভোঁতা শব্দ হল। কিন্তু চুরমার হল না ডিমটা। ছিটকে এল না ডিমের সাদা অংশ এবং কুসুম। যেভাবে পড়েছিল, ঠিক সেভাবে রইল।

ডিমটা তুলে নিলাম আবার। মাটিতে যেখানে ওটা ধাক্কা খেয়েছে, টসকে গেছে সেখানে। ভেঙে যাওয়া খোসার কণাগুলো সরে যাওয়ায় দেখা যাচ্ছে ভেতরটা। সেখানে জ্বলজ্বল করছে হলদে একটা জিনিস।

হাত কাঁপতে লাগল আমার। কোনোরকমে আঙুল নাড়িয়ে সরালাম আরো কিছু খোসার কণা। তাকালাম হলদে জিনিসটার দিকে।

কোনো বিচার-বিশ্লেষণে যেতে হল না আমাকে। আমার মনই বলে দিল সব। আমি এমন এক হাঁসির দেখা পেয়েছি, যে হাঁসিটা সোনার ডিম পাড়ে। আমার প্রথম সমস্যা দাঁড়াল সোনার ডিমটা ম্যাকগ্রেগরের কাছে ফিরিয়ে দেয়া। ডিমটা পাওয়ার ব্যাপারে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম আমি।

ম্যাকগ্রেগরকে বললাম, 'এ ব্যাপারে একটা রসিদ দেব আপনাকে। গ্যারান্টি দেব মূল্যের ব্যাপারে। যা যা করা দরকার, সবই করব।'

'আমি চাই না সরকার এর মাঝে নাক গলাক', একগুঁয়ে ভঙ্গিতে বলল সে।

কিন্তু আমি তার চেয়ে দ্বিগুণ একগুঁয়ে। শেষে একটা রসিদে দস্তখত করে নিয়ে এলাম ডিমটা। যখন ফিরে আসছি, অনেকদূর পর্যন্ত আমার গাড়িটাকে অনুসরণ করল তার চোখ।

কৃষি বিভাগে আমার সেকশন প্রধান হচ্ছে লুইস পি. ব্রনস্টেইন। তার সাথে আমার বেশ ভালো সম্পর্ক। ডিমটা তাকে না দেখিয়েও ব্যাপারটা বোঝাতে পারব। এরপরেও ঝুঁকি নিলাম না। ডিমটা ডেস্কের ওপর রেখে বললাম, 'এটা একটা হলদে ধাতু। ধাতুটা যদি নাইট্রিক অ্যাসিডের ঘন দ্রবণে নিষ্ক্রিয় থাকে, তাহলে এটা পেতল।'

www.BanglaBook.org

ব্রনস্টেইন বলল, 'এটা এক ধরনের ধাপ্পা। অবশ্যই তাই।'

'আসল সোনা নিয়ে ধাপ্পা? মনে রাখবেন, ডিমটা আমি প্রথম যখন দেখি, সত্যিকারের অক্ষত খোলসে আবৃত ছিল এটা। একটা ডিমের খোসা পরীক্ষা করে দেখা একদম সহজ। এটা স্রেফ ক্যালসিয়াম কার্বনেট।'

১৯৫৫ সালের ২০ জুলাই হাঁসিটাকে নিয়ে শুরু হয়ে গেল আমাদের প্রজেক্ট। একটা ডিম দিয়ে শুরু করলাম আমরা। ডিমটার গড় ব্যাসার্ধ ৩৫ মিলিমিটার (বড় অক্ষের দিকে ৭১ মিলিমিটার ; ছোট অক্ষের দিকে, ৬৮ মিলিমিটার)। ভেতরকার সোনার খোলসটার পুরুত্ব ২.৪৫ মিলিমিটার। পরে অন্যান্য ডিম পরীক্ষা করে এই পুরুত্ব আরো বেশি পাওয়া গেল। শেষে গড় পুরুত্ব গিয়ে দাঁড়াল ২.১ মিলিমিটার।

সোনার খোসাটার ভেতর সত্যিকারের ডিম। সেটা দেখতে ডিমের মতো। গন্ধটাও ডিমের। সেখান থেকে কিছু অংশ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল, ঠিকই আছে জৈব উপাদান। সাদা অংশটা হচ্ছে শতকরা ৯.৭ ভাগ অ্যালবুমিন। কুসুমে রয়েছে ভাইটেলিন, কোলেস্টেরোল, ফসফোলিপিড এবং ক্যারোটেনয়েডের স্বাভাবিক মাত্রা। ডিমের উপাদানগুলো শনাক্ত করার মতো ব্যবস্থাদির যথেষ্ট অভাব ছিল আমাদের। পরে আরো ডিম এনে একে একে পরীক্ষা করার পর দেখা গেল, কোনো অস্বাভাবিকতা নেই কোথাও। ভিটামিন, কোএনজাইম, নিউক্লিওটাইড্স—যা যা যে পরিমাণে থাকা দরকার। ঠিক আছে সব।

তবে লক্ষণীয় অস্বাভাবিকতা দেখা দিল ডিমে তাপ দেয়ার ফলে। ডিমের কুসুম থেকে একটুখানি অংশ নিয়ে গরম করা হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কড়া সেদ্ধ হয়ে গেল অংশটা। আমরা সেই সেদ্ধ ডিমের কিছু অংশ খাওয়ালাম এক ইঁদুরকে। খেয়ে দিব্যি বেঁচে রইল ইঁদুরটা।

এবার সেদ্ধ ডিম থেকে এক চিমটি নিয়ে মুখে দিলাম আমি। পরিমাণটা স্বাদ নেয়ার জন্যে খুবই সামান্য, তবে এটুকু খেয়েই অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমি নিশ্চিত, এটা নিখাদ মনোদৈহিক ব্যাপার।

টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিভাগের বরিস ডাব্লিউ ফিনলে উপদেষ্টা বিশেষজ্ঞ হিসেবে তত্ত্বাবধান করলেন এসব পরীক্ষা।

তিনি ডিমের কড়াভাবে সেদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'তাপের ফলে ডিমের প্রোটিন এভাবে শক্ত হয়ে যাওয়াটা প্রথমত একটা পরিবর্তন নির্দেশ করে। আর ডিমের খোসার বৈশিষ্ট্য অনুসারে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবশ্যই তাতে বড় ধরনের কোনো ধাতব প্রভাব পড়ে।'

কাজেই ডিমের কুসুমের কিছু অংশ বিশ্লেষণ করা হল অজৈব উপাদানের জন্যে। উঁচু মাত্রার ক্লোরোরেট আয়ন পাওয়া গেল তাতে। এটা এককভাবে চার্জসূত্র আয়ন, যেখানে সোনার পরমাণু রয়েছে একটি। আর ক্লোরিনের চারটি। আর সমস্তটি হচ্ছে $AuCl_4$ (এখানে সোনার প্রতীক 'Au' এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Aurum' থেকে)। ক্লোরোরেট আয়নের মাত্রা বেশি বলতে আমি বোঝাতে চাইছি, এর পরিমাণটা ০.৩২ শতাংশ। এই উচ্চমাত্রা অদ্রাব্য 'গোল্ড প্রোটিন'-এর যৌগ তৈরি করে, যা ঘনীভূত হয়ে যায় সহজে।

ফিনলে বললেন, 'এটা তো পরিষ্কার, এ ডিম থেকে ছানা ফুটতে পারে না। এরকম কোনো ডিম থেকেই ছানা ফুটতে পারে না। বেশ খানিকটা ধাতব বিষ রয়েছে এখানে। সিসার চেয়ে সোনা উজ্জ্বল হতে পারে, কিন্তু প্রোটিনের বেলায় এটা বিষাক্ত।'

আমি বিষণ্ন কণ্ঠে সায় দিয়ে বললাম, 'অন্তত এটা ক্ষয় হওয়া থেকেও নিরাপদ।'

'একদম ঠিক। কোনো জীবাণুর সাধ্যি নেই এই ক্লোরোরিফেরাস স্যুপের ভেতর টিকে থাকে।'

ডিমের সোনার খোসাটার শেষ স্পেকট্রোগ্রাফিক অ্যানালাইসিস চলে এল। গুণগত মানের দিক দিয়ে একদম খাঁটি। এরমধ্যে একমাত্র অশুদ্ধি হচ্ছে আয়রন। পুরো কুসুমে এই আয়রনের পরিমাণ ০.২৩ শতাংশ। ডিমের কুসুমে আয়রনের পরিমাণটা স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণও বটে। এ মুহূর্তে আয়রন অবশ্যি ধর্তব্যের ভেতর নেই।

রাজহংসী প্রকল্প শুরু হওয়ার সপ্তাখানেক পর এক অভিযান চালানো হল টেক্সাসে। পাঁচজন বায়োকেমিস্ট গেলেন এই অভিযানে—উদ্দেশ্য প্রাণরসায়ন বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তিন ট্রাক ভর্তি ছিল আয়োজন। সঙ্গে এক স্কোয়াড্রন সেনা সদস্যও ছিল। আমিও গিয়েছিলাম সঙ্গে।

সেখানে পৌঁছে ম্যাকগ্রেগরের ফার্মটাকে বাইরের জগৎ থেকে আলাদা করে দিলাম আমরা। শুরু থেকে নিরাপত্তার ব্যাপারে জোর দেয়ায় সেটা আমাদের সৌভাগ্য হয়ে দাঁড়াল।

রাজহংসী প্রকল্পটাকে শুরু থেকে নীরবে চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে ছিল আমাদের ডিপার্টমেন্ট। কারণ বরাবরই আমরা ভেবে এসেছি, বড় ধরনের কোনো গাপ্পা আছে এতে। তাই যদি হয়, তাহলে এ নিয়ে হইচই ফেলে

www.BanglaBook.org

দেয়ার মতো ঝুঁকি নিতে চাই না আমরা। আর ধাপ্পা যদি নাও হয়, তবু চাই না পত্রপত্রিকা লুফে নিক রাজহংসীর সোনার ডিম পাওয়ার গল্প। তাহলে আমাদের পেছনে ঘুর ঘুর করে জ্বালিয়ে মারবে ওরা।

ম্যাকগ্রেগর তার চারপাশে এত লোক এবং এত আয়োজন দেখে স্বভাবতই নাখোশ হল। হাঁসিটাকে সবাই সরকারি সম্পত্তি বলুক, এটা পছন্দ নয় তার। তাছাড়া রাজহংসীর ডিমগুলো অন্যদের হাতে চলে যাওয়ার ব্যাপারেও ঘোর আপত্তি রয়েছে তার।

আমাদের কোনো কাজ পছন্দ নয় ম্যাকগ্রেগরের। এরপরেও করতে দিচ্ছে সে। ব্যাপারটা অনেকটা অস্ত্রের মুখে নতিস্বীকারের মতো। একটা বিষয় নিয়ে যখন কোনো মানুষের সাথে আলোচনা চলছে, এমন সময় সঙিন উঁচিয়ে তার গোলাবাড়ির উঠোন দিয়ে দশজন সেনা মার্চ করে গেলে যা হবে, ব্যাপারটা ঠিক তাই।

অবশ্যই তাকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছিল। সরকারের কাছে টাকা আর এমন কি?

কয়েকটি জিনিস পছন্দ করেনি হাঁসিটা। যেমন রক্ত পরীক্ষার জন্যে রক্ত নেয়া। পাছে হাঁসিটার বিপাক ক্রিয়ায় পরিবর্তন ঘটে বড় ধরনের কোনো গড়বড় হয়ে যায়। এই ভয়ে ওটার অ্যানিসথেসিয়া করতে ভয় পেতাম আমরা। আর প্রতিবার ওটাকে ধরে রাখতে অন্তত দু'দু'জন লোকের দরকার হত। চটে যাওয়া কোনো রাজহংসীকে ধরে রাখার চেষ্টা করে দেখেছেন কখনো?

চব্বিশ ঘণ্টা কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল হাঁসিটার জন্যে। পাহারার দায়িত্বে থাকা লোকজনের জন্যে ছিল ঘাড়ের ওপর খাঁড়া। অর্থাৎ, কারো উপস্থিতিতে হাঁসিটার কিছু হলে সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে বিচার হবে তার। যারা সৈনিক, এ লেখা পড়ে তারা কিছুটা আঁচ করতে পারবে—কি ঘটছিল তখন। তাই যদি হয়, তাহলে সম্ভবত তারা এ ব্যাপারে চুপচাপ থাকাটাকেই ভালো মনে করবে।

সব রকমের রক্ত পরীক্ষা করা হয় হাঁসিটার। দেখা গেল, রক্তে ০.০০২ শতাংশ পরিমাণ ক্লোরোরেট আয়ন রয়েছে। হেপাটিক ভেইন, অর্থাৎ হাঁসিটার যকৃতের নালি থেকে যে রক্ত নেয়া হয়, সেখানে আবার ক্লোরোরেট আয়নের পরিমাণটা অন্যান্য জায়গার চেয়ে বেশি। প্রায় ০.০০৪ শতাংশ।

শেষে লিভার নিয়ে ঘোঁতঘোঁত করতে লাগলেন ফিনলে।

www.BanglaBook.org

এক্স-রে নেয়া হল লিভারের। এক্স-রে নেগেটিভে লিভারের যে হালকা ধূসর ঘোলা একটা প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠল, তাতে সোনার উপস্থিতি আরো উজ্জ্বল দেখতে পেলাম। আশপাশের এলাকার তুলনায় লিভারের ছবি অধিকতর হালকা হয়ে ফুটে ওঠার কারণ, তুলনমূলকভাবে সোনা সেখানে বেশি থাকার ফলে বাধা পাচ্ছে এক্স-রে। এদিকে ডিম্বাশয়ে তো ঢুকতেই পারল না এক্স-রে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে পাওয়া ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ফিনলে প্রাথমিক একটা রিপোর্ট দাঁড় করালেন, তাতে যতটা সম্ভব স্পষ্ট ভাষায় লেখা হল সব। তার অংশ বিশেষ হচ্ছে :

'লিভার থেকে রক্ত প্রবাহে নিঃসৃত হচ্ছে ক্লোরোরেট আয়ন। এই আয়নকে ধরে রাখছে ডিম্বাশয়। পরে সেটা ধাতব সোনা হিসেবে জমা হচ্ছে ক্রমশ বেড়ে ওঠা ডিমের খোসায়। ডিমে তুলনামূলকভাবে ক্লোরোরেট আয়নের মাত্রা বেশি থাকায় সেটা তার প্রভাব খাটাচ্ছে ডিমের অন্যান্য উপাদানে।'

'তবে ডিমের মাধ্যমে দেহের এই সঞ্চিত সোনা যদি হাঁসিটি বের করে দিতে না পারত, তবে ওটা বেঁচে থাকতে পারত কিনা সন্দেহ। সোনার ধাতব বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হত নিঃসন্দেহে। এভাবে সোনার ডিম পেড়ে হাঁসিটা প্রাণিজগতে হয়তো বা একটি অনুপম গল্পের জন্ম দিতে পারে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া যে হাঁসিটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে—অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।'

'দুর্ভাগ্যক্রমে, হাঁসির ডিম্বাশয়টা নিজ সীমার ভেতর এতটা বিষাক্ত হয়েছে, ফলে কিছু ডিমে হয়তো সঞ্চিত সোনার যোগান দেয়া ছাড়া বাড়তি কোনো গুণ সংযোজন করতে পারছে না। এজন্যে এই ডিমগুলো ছানা ফোটানোর অযোগ্য হয়ে পড়ছে।'

ফিনলে তাঁর বক্তব্য যা লিখেছেন, সেটা মোটামুটি এই। কিন্তু এই কথাগুলো থেকে অদ্ভুত একটা বিব্রতকর প্রশ্ন এসে দাঁড়াল আমাদের বাকি সবার কাছে।

সোনাটা আসে কোত্থেকে ?

একটা সময় পর্যন্ত কোনো উত্তর পাওয়া গেল না এ প্রশ্নের। যে যা যুক্তিপ্রমাণ এনে হাজির করে, সবই খোঁড়া। হাঁসির খাবারে দৃশ্যত সোনা তৈরি করার মতো কোনো উপাদান নেই। প্রত্যক্ষ প্রমাণও রয়েছে এর। এমনকি হাঁসিটা এমন কোনো কাঁকর বা পাথর কণা খায় না, যা থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সোনা হতে পারে। পুরো এলাকার মাটিতে কোথাও সোনার উপাদান পাওয়া যায়নি। বাড়ি এবং আশপাশে জোর তল্লাশি চালিয়ে কোনো সোনা চোখে পড়েনি। সোনার মোহর নেই, সোনার গয়না নেই, সোনার দুলক নেই, সোনার ঘড়ি নেই, সোনার কোনো কিছুই নেই। এমনকি খামারের লোকজনের দাঁত ফিলিং করার মতো সোনা পর্যন্ত নেই।

মিসেস ম্যাকগ্রেগরের বিয়ের আংটিটা আছে অবশ্যি, তবে সেটাই তার জীবনের একমাত্র সোনার গয়না এবং আংটিটা পরে আছে সে।

তাহলে হাঁসির দেহে সোনা আসে কোত্থেকে?

১৯৫৫ সালের ১৬ আগস্ট এ প্রশ্নের উত্তর সূচিত হয়।

আলবার্ট নেভিস নামে আরেক বিশেষজ্ঞ আসেন রাজহাঁসির পৌষ্টিক নালি পরীক্ষা করতে। হাঁসির পেটের ভেতর প্লাস্টিক টিউব ঢুকিয়ে দেন তিনি, সে কাজে আরেকজনের পরামর্শ আপত্তি জানায় হাঁসিটা। এটা ছিল হাঁসির ব্যতিক্রমী সোনার সন্ধানে আমাদের নিয়মিত অনুসন্ধান।

সোনা পাওয়া গেল বটে, তবে সেটা চিহ্ন মাত্র। হজমি রসের ভেতর পাওয়া যায় সোনার উৎস। কোনো কিছুর বাড়তি উপস্থিতি বা ঘাটতি এই উৎস সম্পর্কে ধারণা দেয়।

হাঁসির খোঁয়াড়টার প্রায় কাছ ঘেঁসে রাতারাতি একটা অস্থায়ী ঘর বানিয়ে নিয়েছিলাম আমরা। সেখানে বসেছিলাম আমি। এমন সময় নেভিস এসে হাজির। তিনি বললেন, 'হাঁসিটার বাইল পিগমেন্টস পিত্তের রঙিন বর্জ্য একেবারেই কম। ডিওডেনাল কনটেন্টস-এ তো প্রায় কিছুই দেখতে পেলাম না।'

ফিনলে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'লিভার ফাংশন সম্ভবত এজন্যে দায়ী। সোনার দিকে নজর দিতে গিয়ে পিত্তের কাজ কমিয়ে দিয়েছে ধীরে ধীরে। এখন বোধহয় আদৌ বেরোচ্ছে না পিত্ত।'

'না, বেরোচ্ছে পিত্তরস', বললেন নেভিস। 'বাইল অ্যাসিড স্বাভাবিক পরিমাণে আছে। প্রায় স্বাভাবিক বলা যায়। শুধু রঙটা নেই পিত্তের। হাঁসির মল পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছি এ ব্যাপারে। কোনো রঙ নেই পিত্তের।'

এ পর্যায়ে কিছু ব্যাখ্যা দিয়ে নিই। লিভার বাইল অ্যাসিড নামে জারক রস তৈরি করে, যা পিত্ত নামে পরিচিত। তারপর সেই পিত্তরস অলিগলি পেরিয়ে চলে আসে ক্ষুদ্রান্ত্রের মাথায়। বাইল অ্যাসিড আমাদের খাবারের চর্বিটাকে ভেঙে দিয়ে হজমে সাহায্য করে থাকে। অনেকটা পরিষ্কারক

www.BanglaBook.org

উপাদানের মতো কাজ করে এই অ্যাসিড। হাঁসির বেলায়ও এর ব্যতিক্রম কিছু নয়। চর্বিটা ভেঙে ফেনিল আকারে অন্ত্রের তরল পদার্থের সাথে মিশে যায়।

পিত্তের রঞ্জক উপাদান হাঁসির ভেতর না থাকাটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। হিমোগ্লোবিন থেকে পিত্তের রক্ষক উপাদান বের করে লিভার, যা বাইল পিগমেন্টস নামে পরিচিত। হিমোগ্লোবিন হচ্ছে রক্তের অক্সিজেনবাহী রঙিন প্রোটিন। হিমোগ্লোবিনের কাজ ফুরোলে লিভারে এসে ভেঙে যায় সেটা। আলাদা হয়ে যায় হিম পার্ট। চৌকোনা অণু নিয়ে তৈরি এই ডিম। এই অণুগুলো একেকটা পরফিরিন নামে পরিচিত। অণুগুলোর কেন্দ্রে রয়েছে একটা করে আয়রন পরমাণু। লিভার এই আয়রন সংগ্রহ করে রাখে ভবিষ্যতের জন্যে। তারপর চৌকোনা অণুটাকে ভেঙে ফেলে। ভেঙে যাওয়া এই পরফিরিনই বাইল পিগমেন্টস-এর রঙ হয়ে থাকে বাদামি বা সবুজাভ। সেটা নির্ভর করে দেহাভ্যন্তরের রাসায়নিক পরিবর্তনের ওপর। আর এই বাইল পিগমেন্টস গিয়ে জমা হয় পিত্তথলিতে।

বাইল পিগমেন্টস আসলে কোনো কাজ করে না শরীরের। বর্জ্য হিসেবে পিত্তথলিতে গিয়ে জমা হয় এটা। পরে অন্ত্রের অলিগলি পেরিয়ে বেরিয়ে আসে মলের সাথে। মলের রঙটা হয় মূলত বাইল পিগমেন্টস-এর কারণে।

তো, নেভিসের কথা শোনার পর উত্তেজনা ঝিলিক দিতে লাগল ফিনলেন চোখে।

নেভিস বললেন, 'ব্যাপারটা দেখে মনে হচ্ছে, পরফিরিন ভেঙে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা স্বাভাবিকভাবে চলছে না লিভারের ভেতর। আপনার কাছে কি তাই মনে হয় না।'

'নিশ্চয়ই। আমার কাছেও কিন্তু তাই মনে হচ্ছিল।'

এরপর বিপুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের কাছে এই প্রথম ধরা পড়ল রাজহাঁসির মেটাবলিক অস্বাভাবিকতা, যদিও ব্যাপারটি সোনা তৈরির সাথে সরাসরি জড়িত নয়।

রাজহাঁসির লিভারের বায়োপসি করলাম আমরা। হাঁসির দেহের ভেতর যন্ত্র ঢুকিয়ে পরীক্ষাটা করা হল। যদিও এতে ব্যথা পেল ওটা, তবে কোনো ক্ষতি হল না। সেইসঙ্গে আবারও রক্তপরীক্ষা করা হল।

এবার আমরা হিমোগ্লোবিনকে আলাদা করে নিলাম রক্ত থেকে। এদিকে লিভারের স্যাম্পল থেকেও পেলাম খানিকটা সাইটোক্রম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাইটোক্রম হচ্ছে অক্সিজেন সমৃদ্ধ এনজাইম, যার ভেতর হিমও রয়েছে। আমরা হিমটাকে আলাদা করে নিলাম। অ্যাসিড দ্রবণে কিছু হিম দিয়ে উজ্জ্বল কমলা রঙের অধঃক্ষেপ পাওয়া গেল। ১৯৫৫ সালের ২২ আগস্ট ৫ মাইক্রোগ্রাম যৌগ পেলাম আমরা।

কমলা রঙের যৌগটা হিমের মতোই, তবে সেটা হিম নয়। হিমে আয়রন থাকতে পারে দ্বিগুণ চার্জযুক্ত ফেরোস আয়ন (Fe^{++}) বা তিনগুণ চার্জযুক্ত ফেরিক আয়ন (Fe^{+++}) আকারে, পরবর্তীতে যে যৌগের নাম হয় হিমাটিন।

কমলা রঙের যে যৌগটাকে আমরা হিম থেকে আলাদা করে নিলাম, তাতে পরফিরিন আছে ঠিকই, কিন্তু তাতে আয়রনের বদলে কেন্দ্রে রয়েছে সোনা। সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, সোনা তিনগুণ চার্জযুক্ত অরিক আয়ন (Au^{+++})। যৌগটির নাম হল 'অরিক হিম'। আমরা ছোট করে বলতে লাগলাম 'অরিম'।

এই অরিম-ই প্রথম সোনা বহনকারী জৈব যৌগ, যা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হচ্ছিল। এমনিতে এ যৌগ সংবাদ শিরোনাম হয়ে আলোড়ন তুলতে পারত বায়োকেমিস্ট্রির জগতে। কিন্তু এখন আর এটা কিছু নয়। জিনিসটার নাড়িনক্ষত্র জানার পর আদৌ কোনো মূল্য নেই এখন।

রাজহংসীর লিভারের কাজ দেখে মনে হচ্ছিল, হিম ভেঙে বাইল পিগমেন্ট তৈরি করছে না ওটা। তার বদলে তৈরি করছে অরিম। আয়রনের জায়গায় বসিয়ে দেয়া হচ্ছে সোনা। অরিম একই সঙ্গে ক্লোরোরেট আয়নের সাথে রক্তপ্রবাহে গিয়ে মিশছে, চলে যাচ্ছে ডিম্বাশয়ের দিকে। সেখানে সোনাটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে এবং অণু থেকে পরফিরিন অংশটা অজ্ঞাত কোনো কর্মকাণ্ডের সাথে গিয়ে জড়িত হচ্ছে।

আরেকটা বিশ্লেষণে দেখা গেল, রাজহংসীটার রক্তে যে সোনা প্রবাহিত হচ্ছে, তার ২৯ শতাংশ ক্লোরোরেট আয়ন আকারে প্রবাহিত হচ্ছে রক্তের জলীয় অংশ প্লাজমায়। বাকি ৭১ শতাংশ 'অরিমো-গ্লোবিন' আকারে প্রবাহিত হচ্ছে লোহিত রক্ত কণিকায়। তেজস্ক্রিয় সোনার খোঁজে বিশেষ কিছু খাওয়ার উদ্যোগ নেয়া হয় রাজহংসীটাকে। তাহলে বোঝা যাবে, প্লাজমা এবং লোহিত রক্ত কণিকায় সোনা তেজস্ক্রিয়তা। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে অরিমোগ্লোবিন কণাগুলো কিভাবে গিয়ে জমা হয় হাঁসিটার ডিম্বাশয়ে। আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল, প্লাজমাতে ক্লোরোরেট আয়নের বিলুপ্তির চেয়েও ধীর গতিতে স্থানান্তরিত হয় অরিমোগ্লোবিন।

www.BanglaBook.org

কিন্তু আমাদের পরীক্ষাটা ব্যর্থ হয়ে গেল। কোনো তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পাওয়া গেল না। আমরা কেউ আইসোটপ সম্পর্কে জানি না বলে, অনভিজ্ঞতার কারণে ব্যর্থ হতে হল।

অক্সিজেন বয়ে নেয়ার ব্যাপারে অরিমোগ্লোবিন অবশ্যই একটা অকেজো উপাদান। হাঁসিটার শরীরের সমস্ত লোহিত রক্ত কণিকার হিমোগ্লোবিন যে রক্ত বহন করছিল, তার ০.১ শতাংশ মাত্র বয়ে নিচ্ছিল অরিমোগ্লোবিন। কাজেই হাঁসির শ্বাসপ্রশ্বাসে কোনো বাগড়া দিতে পারেনি ওটা।

প্রশ্নটা তখনো রয়ে গেছে আমাদের মনে—কোত্থেকে আসছে এই সোনা ? শেষমেষ এ ব্যাপারে নেভিসই গুরুত্বপূর্ণ একটা সূত্র ধরিয়ে দিলেন।

১৯৫৫ সালের ২৫ আগস্ট সন্ধ্যায় আয়োজিত সভায় তিনি বললেন। 'হয়তোবা হাঁসিটার শরীরে আয়রনের জায়গায় সোনা গিয়ে বসছে না, বরং আয়রনটাই রূপান্তরিত হচ্ছে সোনায়।'

সে বারের সেই গরমকালে, নেভিসের সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হওয়ার আগে প্রকাশনার মাধ্যমে চিনতাম তাঁকে। বাইল কেমিস্ট্রি এবং লিভার ফাংশন নিয়ে অনেক বই লিখেছেন তিনি। তাঁকে সব সময় সাবধানি এক পরিষ্কার চিন্তাভাবনার মানুষ বলে বিবেচনা করা হয়। প্রায় অতি সাবধানিই বলা যায়। মুহূর্তের জন্যেও উল্টোপাল্টা কিছু আশা করা যায় না তার কাছ থেকে।

তবে আমাদের রাজহংসী প্রকল্পে যা শুরু হল, বেপরোয়া এবং নীতিবিচ্যুতি দেখা দিল সব কাজে।

বেপরোয়া ভাবটা দেখা দেয়ার মূলে ছিল সোনা আসার উৎস। আক্ষরিক অর্থেই জানা যাচ্ছিল না—এত্ত এত্ত সোনা আসার উৎসটা কোথায়। রাজহংসীটা প্রতিদিন ৩৮.৯ গ্রাম করে সোনা দিয়ে যাচ্ছে ডিমের সাথে, তাও কয়েক মাস ধরে, অথচ তার উৎস সম্পর্কে কিছুই জানতে পারছি না আমরা।

নীতিবিচ্যুতি আমাদেরকে দ্বিতীয় বিকল্প পথের দিকে টানল। হাঁসিটাকে এড়ানোর উপায় নেই। অবিশ্বাস্য বাস্তব আমাদের সামনে। আমরা এমন এক হাঁসির মুখোমুখি হয়েছি, যে হাঁসি সত্যিই সোনার ডিম পাড়ে। এ ঘটনার সাথে তাল মেলাতে গিয়ে অসম্ভব প্রতিটা জিনিস সম্ভব হতে পারে। আমরা সবাই রূপকথায় জগতে বাস করতে পারি, হারিয়ে বসতে পারি সবরকমের বাস্তব বিবেচনা।

www.BanglaBook.org

ফিনলে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করলেন সম্ভাবনাটিকে। তিনি বললেন, 'হিমোগ্লোবিন ঢুকছে লিভারে এবং একটুখানি করে অরিমোগ্লোবিন বেরিয়ে আসছে। ডিমের সোনার খোসায় একমাত্র অশুদ্ধতা হচ্ছে আয়রন। ডিমের কুসুমে দুটো জিনিস অত্যন্ত বেশি। সোনা তো অবশ্যই। আরেকটা জিনিস হচ্ছে আয়রন। সব মিলিয়ে ভয়ানক এক তালগোলের ভেতর পড়ে গেছি আমরা। আমাদের অন্য কারো সাহায্য লাগবে এখন।'

ডিম প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায় এটা। প্রাথমিক পর্যায়ে আমি একা ছিলাম তদন্তে। দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজে নামে বায়োকেমিক্যাল টাস্ক ফোর্স। তৃতীয় পর্যায়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে নামছে নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্টরা। দেখা যাক, এই পরমাণু পদার্থ বিজ্ঞানীরা কি করেন।

১৯৫৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর জন এল. বিলিংস এসে পৌঁছুলেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সাথে আনুষঙ্গিক সাজ সরঞ্জাম নিয়ে এলেন তিনি। আরো এল পরের ক'সপ্তাহের ভেতর। আরো ক'টি অস্থায়ী ঘর উঠল খামারে। বছর খানেকের ভেতর এভাবে হাঁসিটাকে ঘিরে পুরো এক গবেষণা কেন্দ্র গড়ে উঠল।

পঞ্চম দিন সন্ধ্যায় আমাদের সভায় যোগ দিলেন বিলিংস।

ফিনলে পুরো ঘটনাটা হাল নাগাদ সবিস্তারে খুলে বললেন তাকে। শেষে মন্তব্য করলেন, 'বড়বড় একগাদা সমস্যা রয়েছে এই আয়রন থেকে সোনার রূপান্তরের মাঝে। যেমন, হাঁসিটার ভেতর আয়রনের মোট পরিমাণ হবে বড় জোর আধা গ্রাম, অথচ হাঁসিটা রোজ ডিমের সাথে সোনা দিচ্ছে প্রায় চল্লিশ গ্রাম করে।'

পরিষ্কার ভরাট কণ্ঠ বিলিংস-এর। তিনি বললেন, 'এরচে'ও জটিল সমস্যা রয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞানে প্যাকিং ফ্র্যাকশন কার্ভ বলতে যা বোঝায়, তার একদম তলায় রয়েছে আয়রন। সে তুলনায় সোনার অবস্থানটা অনেক ওপরে। কাজেই এক গ্রাম আয়রনকে এক গ্রাম সোনায় রূপান্তরিত করতে চাইলে প্রচুর এনার্জি লাগবে। সেক্ষেত্রে বিদারণ ঘটাতে হবে এক গ্রাম ইউ-২৩৫-এর।'

ফিনলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'সমস্যাটা আমি ছেড়ে দিচ্ছি আপনার ওপর।'

বিলিংস বললেন, 'এ নিয়ে ভাবতে দিন আমাকে।'

যা ভেবেছিলাম, কাজ তার চেয়ে বেশি দেখালেন বিলিংস। একটা কাজ করলেন হাঁসি থেকে নতুন হিম নিয়ে। তারপর সেটাকে পুড়িয়ে

www.BanglaBook.org

ব্রুকহ্যাভেনে আয়রন অক্সাইড পাঠালেন আইসোটপিক বিশ্লেষণের জন্যে। এই বিশেষ কাজের জন্যে বিশেষ কোনো কারণ ছিল না। এটা স্রেফ একটি ব্যক্তিগত অনুসন্ধান। তবে এ থেকে ফল পাওয়া গেল।

বিলিংস রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'কোনো Fe^{56} নেই।'

'অন্যান্য আইসোটপের খবর কি ?' সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলেন ফিনলে।

'সবই আছে যথাযথ আনুপাতিক হারে, শুধু Fe^{56} নেই।'

আবার ব্যাখ্যায় যেতে হবে আমাকে।

স্বাভাবিক অবস্থায় আয়রন চারটি ভিন্ন ধরনের আইসোটপ তৈরি করে থাকে। এই আইসোটপগুলো বিভিন্ন ধরনের পরমাণু, সেগুলো একটির সাথে আরেকটির কোনো মিল নেই পারমাণবিক ওজনের দিক দিয়ে। আয়রন পরমাণুগুলোর পারমাণবিক ভর ৫৬ বা Fe^{56} মানে আয়রনের ৯১.৬ শতাংশ পরমাণুর পারমাণবিক ভর এটা।

হাঁসির ডিম থেকে সে আয়রন পাওয়া যায়, তাতে Fe^{54}, Fe^{57} এবং Fe^{58} ঠিকই ছিল, ছিল না শুধু Fe^{56} । এর অর্থটা পরিষ্কার। অন্যান্য আইসোটপ বদলাচ্ছে না, কিন্তু Fe^{56} অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, যার অর্থ একটি পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটে যাচ্ছে মাঝখানে। একটি পারমাণবিক বিক্রিয়া একটি আইসোটপ নিয়ে বাকিগুলোকে ছেড়ে দিতে পারে। আর সাধারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সব ক'টি আইসোটপ একসঙ্গে বিক্রিয়ায় অংশ নিয়ে থাকে।

'কিন্তু এটা তো এনার্জির দিক দিয়ে অসম্ভব', বললেন ফিনলে।

তাঁর কথার ভেতর হালকা একটা ব্যঙ্গ ছিল। জীবদেহের ভেতর অনেক রিঅ্যাকশনে প্রতিক্রিয়া ঘটানোর জন্যে আলাদা রিঅ্যাকশনের দরকার হয়। কেমিক্যাল প্রতিটা অণুতে কয়েক কিলোক্যালরি শক্তি খরচ হয় বা সংগৃহীত হয়। কিন্তু পারমাণবিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই শক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় কোটি কোটি ক্যালোরিতে। কাজেই শক্তির দাবিদার পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটাতে গেলে, শক্তি সরবরাহের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদক আরেকটা বিক্রিয়া ঘটাতে হয়।

দু'দিন বিলিংস-এর কোনো দেখা পেলাম না আমরা। তারপর ফিরে এসে বললেন, 'দেখুন এখানে। শক্তি-উৎপাদক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই ততটা শক্তি তৈরি হতে হবে, যা শক্তির দাবিদার মূল বিক্রিয়ায় লাগবে।

www.BanglaBook.org

উৎপাদিত শক্তির পরিমাণ সামান্য কম হলে বিক্রিয়া ঘটবে না। আর যদি উৎপাদিত শক্তির পরিমাণ সামান্যও বেশি হয়, তাহলে এক সেকেন্ডেরও অনেক কম সময়ের মধ্যে স্রেফ বাষ্পে পরিণত হবে হাঁসিটা।'

'তাই?' বললেন ফিনলে।

'কাজেই এ ধরনের বিক্রিয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত শুধু একটা পদ্ধতিই খুঁজে পেয়েছি আমি। অক্সিজেন-১৮ যদি আয়রন-৫৬কে প্রভাবিত করতে পারে, তাহলে আয়রন-৫৬ সোনায় রূপান্তরিত হওয়ার মতো, অর্থাৎ গোল্ড ১৯৭এ পরিণত হওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তি তৈরি হতে পারে। এটা অনেকটা রোলার কোস্টারে করে এক প্রান্ত দিয়ে নেমে আরেক প্রান্তে ওটার মতো ব্যাপার। এটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে আমাদের।'

'কিভাবে?'

'প্রথমে, ধরুন, হাঁসির ভেতর অক্সিজেনের আইসোটপিক কম্পোজিশনটা দেখে নিলাম। পাঠানিক কৌশল আর কি।'

হাঁসির রক্তে অক্সিজেনের আইসোটপ পাওয়া গেল তিনটি। বেশিরভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে O^{16}। O^{18} শুধুমাত্র একটি অক্সিজেন পরমাণু তৈরি করেছে ২৫০ মি.লি. উপাদান থেকে।

আরেকবার রক্ত নেয়া হল হাঁসিটার। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেল, ১৩০০ মি.লি. উপাদান থেকে O^{18} মাত্র একটা পরমাণু তৈরি করেছে। ৮০ শতাংশ পরমাণু পুরোটাই হাওয়া।

বিলিংস বললেন, 'এটা হচ্ছে একটা জোরালো প্রমাণ। অক্সিজেন-১৮ ব্যবহৃত হচ্ছে। আর এ জিনিসটা হাঁসিটার দানাপানির সাথে প্রচুর পরিমাণে O যাচ্ছে। আর তৈরি হচ্ছে গোল্ড-১৯৭।'

বিলিংস-এর বক্তব্যে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না আমরা। ফলে আবার পরীক্ষা শুরু করে দিলাম। হাঁসিটাকে O^{18} সমৃদ্ধ পানি পান করাতে লাগলাম পুরো এক সপ্তা ধরে। সপ্তাহান্তে ডিমের সাথে গড়ে ৪৫.৮ গ্রাম করে সোনা দিতে লাগল হাঁসিটা। অথচ হাঁসির শরীরে পানির মাত্রাটা আগের চেয়ে বেশি ছিল না।

বিলিংস তাঁর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে বললেন, 'কোনো সন্দেহ নেই এতে।'

তিনি তাঁর পেন্সিলটা কাপড়ে ধরে উঠে দাঁড়ালেন, 'এটা জীবন্ত নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর একটা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাঁসিটার ভেতর যা ঘটেছে, সেটা পরিষ্কার একটা রূপান্তর।

এই রূপান্তর থেকে অন্যান্য জিনিসের ভেতরও তেজস্ক্রিয়তার সম্ভাবনা আঁচ করা যায়। আর এই তেজস্ক্রিয়তা ঘটে পারমাণবিক পরীক্ষার ফলে। ১৯৫২ এবং ১৯৫৩ সালে। ম্যাকগ্রেগরের খামারের কয়েক শ' মাইল দূরে এই পারমাণবিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয় (পাঠকের যদি মনে হয়ে থাকে, টেক্সাসে আদৌ কোনো পারমাণবিক পরীক্ষা হয়নি, তাহলে দুটো ব্যাপার ঘটবে সেখানে। এক, আমি আপনাকে সব কথা বলছি না এবং দুই, আপনিও সব কথা জানেন না।)।

পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার রেকর্ড পর্যবেক্ষণ করে, আনুষঙ্গিক পরীক্ষা সেরে, এমনকি আবহাওয়ার রেকর্ড অনুসন্ধান করে শেষমেষ দুটো জিনিস বেরিয়ে এল।

এক : পারমাণবিক পরীক্ষার ফলে চারদিকে যে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়েছিল, খামারে সেই তেজস্ক্রিয়তা ছিল স্বাভাবিকতার চেয়ে একটু বেশি। হাঁসিটা যখন জন্ম নেয়, সে সময় ঘটে এ ঘটনা। পরপর দু'বার পারমাণবিক পরীক্ষা ঘটানোর ফলে তেজস্ক্রিয়তার সামান্য প্রভাব পড়তে পারে হাঁসিটার ভেতর। এরচে' বেশি ক্ষতিকর কিছু ঘটেনি।

দুই : খামারে যত হাঁস আছে, যত প্রাণী আছে, এমনকি খামারের সব মানুষের ভেতর একমাত্র শুধু রাজহাঁসিটাকে পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু কোনো তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া যায়নি তার ভেতর। তেজস্ক্রিয়তার পটভূমি বিচার করলে, প্রতিটা জিনিসের ভেতরই তার অস্তিত্ব থাকার কথা। কিন্তু হাঁসিটার ভেতর সেরকম কিছু নেই।

১৯৫৫ সালের ৬ ডিসেম্বর ফিনলে রাজহংসী প্রজেক্ট নিয়ে একটা রিপোর্ট পাঠান। সেটা আমি এভাবে বলতে পারি : 'রাজহংসীটার ভেতর যা ঘটেছে, সেটা চূড়ান্ত রকমের এক রূপান্তর। উঁচু মাত্রার তেজস্ক্রিয় পরিবেশে জন্ম নেয়ায় হাঁসিটার ভেতর তাৎক্ষণিক একটা পরিবর্তন ঘটে। পরে পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা থেকে সংঘঠিত এই স্বাভাবিক পরিবর্তন বিশেষ এক রূপান্তর সম্পন্ন করে, যা একটি লাভজনক রূপান্তর হয়ে দাঁড়ায়।'

'হাঁসিটার যে এনজাইম সিস্টেম, সেটা নিজে পরিবর্তিত না হয়ে বিভিন্ন রকম পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম। তবে এই এনজাইম সিস্টেম একটি এনজাইম না একাধিক এনজাইম নিয়ে গঠিত, জানা যায়নি সেটা।

www.BanglaBook.org

এই এনজাইমের ধরন-ধারণ বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও জানা যায়নি কিছু। আজ পর্যন্ত কোনো থিওরি উদ্ভাবিত হয়নি, যার মাধ্যমে জানা যাবে একটা এনজাইম কাজ করে কিভাবে। বিশেষ এই আন্তঃপ্রতিক্রিয়াগুলো সাধারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ার চেয়ে পাঁচগুণ তীব্রতা নিয়ে সম্পন্ন হচ্ছে, সেখানে সাধারণত অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে এনজাইম।'

'সব মিলিয়ে যে পারমাণবিক পরিবর্তন ঘটে, তাতে অক্সিজেন–১৮ রূপান্তরিত হয় গোল্ড-১৯৭-এ। হাঁসির পারিপার্শ্বিক পরিবেশে প্রচুর অক্সিজেন–১৮ রয়েছে। বিশেষ করে পানি আর হাঁসির জৈব উপাদানে পূর্ণ খাবারগুলোতে এর উপস্থিতি সবচে' বেশি। ডিম্বাশয়ের মাধ্যমে নিঃসৃত হয় গোল্ড–১৯৭।

'সব মিলিয়ে হাঁসিটার ভেতর যে পারমাণবিক পরিবর্তন ঘটেছে, এ নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তার ব্যাপার রয়েছে। অক্সিজেন–১৮ কোনো ক্ষতি করছে না হাঁসিটার। তবে গোল্ড–১৯৭ একটা ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বিষাক্ত প্রভাবে বন্ধ্যা হয়ে গেছে হাঁসি। এই সোনা ডিমের সাথে বেরিয়ে আসছে বলে, বিরাট বিপদ থেকে রক্ষা পাচ্ছে হাঁসিটা। এই বিপদ—'

রিপোর্টের এ পর্যায়ে এসে জমে গেলাম আমি। এতক্ষণে বোধোদয় হল, আরে—হাঁসিটার ডিম থেকে পাওয়া সোনা পরীক্ষা করে তো কোনো তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া যায়নি। এখন তো আবার সেই প্রসঙ্গটা এসে যাচ্ছে।

বিলিংস-এর কাছে প্রসঙ্গটা পাড়তেই তিনি ভর্ৎসনা করলেন আমাকে। বললেন, 'আপনি আসলে এক ছোকরা রিপোর্টারের মতো। আপনাকে এক বিখ্যাত বিয়ের রিপোর্ট করতে পাঠানো হল, আর আপনি ফিরে এসে বললেন বরের কোনো দেখা নেই। এই হচ্ছে অবস্থা। আপনি ওই হাঁসিটাকে তেজস্ক্রিয় কোনো জিনিস খাইয়ে দেখুন না। হাওয়া হয়ে যাবে সেটা। শুধু তাই নয়, অন্য কোনো স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তাও খুঁজে পাবেন না ওটার ভেতর। যেমন–কার্বন-১৪ এবং পটাশিয়াম-৪০। এটাকে কি ব্যর্থতা বলবেন?'

হাঁসিটাকে খাওয়াতে শুরু করলাম তেজস্ক্রিয় খাবার। শুরুতে সাবধানে, তারপর বেশ খানিকটা করে হাঁসিকে খাওয়াতে লাগলাম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারিতে চূড়ান্ত রকমের বেড়ে গেল মাত্রা।

কিন্তু হাঁসিটা দিব্যি তেজস্ক্রিয়তা বিরোধী রয়ে গেল।

www.BanglaBook.org

বিলিংস বললেন, 'হাঁসিটার ভেতর যা ঘটছে, তাতে এনজাইম অনুঘটক সেজে নিষ্ক্রিয় থেকে, পারমাণবিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং অস্থিতিশীল আইসোটোপকে স্থির করে দিচ্ছে।'

'বেশ উপকার হচ্ছে তো', বললাম আমি।

'উপকার বলছেন ? এটা এক সৌন্দর্যের ব্যাপার। পারমাণবিক যুগের বিরুদ্ধে সত্যিকারের গোল্ড-১৯৭-এ পরিণত হওয়ার মাধ্যমে যে গামা রশ্মি সৃষ্টি হচ্ছে, সেটা দিব্যি হজম করে ফেলছে হাঁসি। কোনো ক্ষতি হচ্ছে না তার।'

আমরা হাঁসিটার ওপর গামা রশ্মি বিকিরণ করলাম মাত্রা যখন বেড়ে গেল, সামান্য জ্বর হল হাঁসিটার। ভয় হল আমাদের, না জানি কি হয়। তবে সেটা ছিল শুধুমাত্র জ্বর, কোনো বিকিরণজনিত ক্ষতি ছিল না। একদিন পর জ্বর নেমে গেলে আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে গেল হাঁসিটা।

'দেখতে পাচ্ছেন, কি পেয়েছি আমরা ?' বললেন বিলিংস।

'বিজ্ঞানের একটা চমৎকার জিনিস', বললেন ফিনলে।

'আরে ভাই, এর বাস্তব আবেদনটা দেখুন। হাঁসিটার ভেতর যে ম্যাকানিজম রয়েছে, হুবহু সেরকম কিছু একটা যদি আমরা আবিষ্কার করতে পারি, তাহলে তেজস্ক্রিয়তা আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আমার। কাজেই হাঁসিটার অভ্যন্তরীণ গঠনতন্ত্র সম্পর্কে জানুন আপনারা। তাহলে পারমাণবিক বিপর্যয় নিয়ে আর দুশ্চিন্তা থাকবে না কারো।'

'হাঁসিটার ম্যাকানিজম কোনোভাবে বদলে দিয়ে যে কোনো উপাদান পেতে পারি আমরা। কিন্তু ডিমের খোসায় যদি ইউরেনিয়াম-২৩৫ থাকে, তাহলে কি হবে ?'

'ম্যাকানিজম ! ম্যাকানিজম !'

আমরা সবাই এবার একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম হাঁসিটার দিকে।

ডিম ফুটিয়ে যদি একবার ছানা বের করা যেত। আমরা যদি শুধু এক জাতের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর হাঁসি পেতাম।

'এটা অবশ্যই আগে একবার ঘটেছে', বললেন ফিনলে। 'নিশ্চয়ই সোনার ডিম পাড়া রাজহংসীর গল্পটা শুরু হয়েছে কোনো ঘটনা থেকে।'

'আপনি কি সেটা দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে চান ?' জিজ্ঞেস করলেন বিলিংস।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা যদি সেরকম এক ঝাঁক রাজহংসী পেতাম, তাহলে কয়েকটি হাঁসি আলাদা করতে পারতাম আমরা। তাহলে হাঁসির ডিম্বাশয় নিয়ে গবেষণা করা যেত। টিস্যু স্লাইস এবং টিস্যু হোমোজিনেট তৈরি করতে পারতাম।

হয়তো তাতে কোনো ভালো ফল পাওয়া যাবে না। একটি লিভার বায়োপসির টিস্যু কোনো অবস্থায়ই অক্সিজেন-১৮-এর সাথে কোনো বিক্রিয়া করে না। এর আগে চেষ্টা করে দেখেছি।

তবে একটা অক্ষত লিভার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারি আমরা, গবেষণা করতে পারি অক্ষত প্রাণ নিয়ে, মেকানিজম-এর উন্নতির জন্যে পর্যবেক্ষণ করতে পারি প্রাণ।

কিন্তু একটি মাত্র হাঁসি দিয়ে এমন কোনো কিছুই সম্ভব নয়। যে হাঁসি সোনার ডিম পাড়ে, তাকে মারার মতো অত সাহস নেই আমাদের। আসল রহস্য তো নাদুসনুদুস হাঁসিটির কলজেটার ভেতর। হোয়েকা হাঁসিটার কলজে। Pate de foie gras ! কোনো রুচিকর ব্যাপার নয় আমাদের কাছে !

নেভিস চিন্তামগ্ন হয়ে বলল, 'আমাদের একটা আইডিয়া দরকার। সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম কিছু। যা হবে অত্যুৎকৃষ্ট একটা ভাবনা।'

'বললেই তো আর হল না।' হতাশ কণ্ঠে বললেন বিলিংস।

আমি রঙ্গ করার চেষ্টায় বললাম, 'পত্রিকায় এ ব্যাপারে বিজ্ঞাপন দিতে পারি আমরা।'

একথা বলতেই একটা আইডিয়া পেয়ে গেলাম।

'সায়েন্স ফিকশন।' বললাম আমি।

'কি ?' বললেন ফিনলে।

'দেখুন, কল্প বিজ্ঞানের ম্যাগাজিনগুলো যা তা জিনিস ছাপে। পাঠকেরা স্রেফ মজা হিসেবে নেয় এটাকে। এসব ব্যাপারে আগ্রহী তারা।'

আজিমভের কিছু কল্প বিজ্ঞান বিষয়ক লেখার কথা বললাম তাঁদের। যে লেখাগুলো একসময় পড়েছি আমি।

ঘরের শীতল পরিবেশে সম্মতির কোনো লক্ষণ দেখলাম না কারো মাঝে।

'তাতে আমাদের গোপনীয়তা না ভাঙার নিয়মটিও রক্ষা হবে।' বললাম আমি। 'কারণ কেউ বিশ্বাস করবে না এই কাহিনী।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১৯৪৪ সালে ক্লিভ কার্টমিলের লেখা একটি গল্পের কথা বললাম তাদের। যে গল্পে অ্যাটম বোমার বর্ণনা দেয়া হয়েছে আসল বোমাটি আবিষ্কৃত হওয়ার এক বছর আগে। এফবিআই বহু কষ্টে তার রাগ সামলে রেখেছিল।

'এবং সায়েন্স-ফিকশন পাঠকদেরও আইডিয়া আছে। অবজ্ঞা করবেন না ওদের। এমনকি ছাতামাথা আর্টিকেল পড়েও নিজস্ব ধারণা লিখে পাঠায় সম্পাদকের কাছ। যেহেতু নিজস্ব কোনো আইডিয়া নেই আমাদের। যেহেতু রাস্তার একেবারে শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি, কাজেই কি আর হারাতে পারি আমরা ?'

এতেও কান পাতলেন না তাঁরা।

কাজেই আমি বললাম, 'আপনারা তো জানেন... একটা হাঁসি চিরকাল বেঁচে থাকে না।'

এবার কিন্তু কাজ হল।

ওয়াশিংটনকে ভজাতে হল আমাদের। আমি যোগাযোগ করলাম ম্যাগাজিন সম্পাদক জন ক্যাম্পবেলের সাথে। তিনি যোগাযোগ করলেন আজিমভের সাথে। গল্পটি লেখা হয়ে গেছে এখন। আমি পড়েছি এটা, অনুমোদন করেছি, এবং আপনাদের সবাইকে বলছি গল্পটি বিশ্বাস না করতে। প্লিজ, বিশ্বাস করবেন না।

শুধু- -

কোনো আইডিয়া আছে ?

অনুবাদ : শরিফুল ইসলাম ভুঁইয়া

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সেগ্রিগেইসনিস্ট

ভাবলেশহীন চেহারায় সার্জেন জানতে চাইলেন, 'রোগী রেডি হয়েছে ?'

'রেডি কথাটা আপেক্ষিক,' বললেন মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।'আমরা সবাই রেডি। কিন্তু রোগী এখনো অস্থির।'

'সব সময়ই অস্থির থাকে ওরা...অবশ্য অস্ত্রোপচারটাও বেশ জটিল।'

'জটিল হোক বা না হোক, আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তার। অসংখ্য যোগ্য আবেদনকারীর ভেতর থেকে তাকে নির্বাচন করা হয়েছে। সত্যি কথা বলতে আমার মনে হয় না...'

'এ কথা বলো না,' সার্জেন বললেন। 'সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার আমাদের নেই।'

'সেটা আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু সবাই কি মেনে নেবে তাই বলে ?'

'হ্যাঁ, নেবে,' সার্জেন বললেন নির্দ্বিধায়। 'আমরা মেনে নিয়েছি। মানতে হবে সম্পূর্ণভাবে মনে প্রাণে। দ্বিধায় ভুগলে এই জটিল অস্ত্রোপচার করা সম্ভব না। লোকটা বিভিন্নভাবে তার যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছে এবং বোর্ড অব মর্টালিটি তার আকৃতি এবং গঠন চমৎকার বলে রায় দিয়েছে।'

'ঠিক আছে, তাই হোক,' মেডিক্যাল-ইঞ্জিনিয়ার বললেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর নরম মনে হল না।

সার্জেন বললেন, 'আমি তার সাথে এখানে দেখা করতে চাই। ঘরটা ছোট, তবে তার কোনো অস্বস্তি লাগবে না।'

'লাভ নেই। এমনিতেই ভীতু প্রকৃতির লোক সে। তাছাড়া ইতোমধ্যে মনস্থির করে ফেলেছে।'

'সত্যি।'

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ। আর সবার মতোই ধাতুর তৈরিটা চাচ্ছে সে।'

সার্জেনের চেহারায় কোনোও পরিবর্তন ঘটল না। নিজের হাতের দিকে তাকালেন তিনি। 'অনেক সময় আলোচনার মাধ্যমে মত বদলানো যায়।'

'অসুবিধার কি আছে ?' মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বিরক্তির সাথে বলল। 'ধাতুর তৈরি চাইলে তাকে ধাতুরটাই দেয়া হোক।'

'তোমার কিছু যায় আসে না ?'

'কেন আসবে ?' মেডিক্যাল-ইঞ্জিনিয়ার তীক্ষ্ণ গলায় জবাব দিল। 'যেভাবেই দেখ না কেন সমস্যাটা মেডিক্যাল-ইঞ্জিনিয়ারিং-এর। আমি একজন মেডিক্যাল-ইঞ্জিনিয়ার। আমি দু'দিকই সামলাতে পারি। তার কিছু ভাববার কোনও দরকারও আছে ?'

সার্জেন অবিচলিত কণ্ঠে বলল, 'আমার চিন্তার বিষয় হচ্ছে জিনিসটা মানব দেহের সাথে খাপ খাচ্ছে কিনা দেখা ?'

'খাপ খাওয়া কোনও যুক্তির কথা হল না। তাছাড়া দেহের সঙ্গে কি খাপ খাচ্ছে কি খাচ্ছে না তা নিয়ে রোগীর কোনও মাথাব্যথা নেই।'

'কিন্তু আমার আছে।'

'তুমি সংখ্যালঘু দলের লোক। সাধারণের দলেও নও। এখানে তোমার আশা কম।'

'তবু চেষ্টা করে যাব।' দ্রুত হাতের ইশারায় মেডিক্যাল-ইঞ্জিনিয়ারকে থামিয়ে দিলেন সার্জেন। নার্সকে আগেই রোগীকে নিয়ে আসতে বলে দেয়া হয়েছিল। রোগী আমার সংকেতও পেয়েছিলেন। তিনি একটা ছোট্ট বোতাম টিপতেই দরজার পাল্লা দুটো দু'পাশে সরে গেল। যান্ত্রিক চেয়ারে বসে রোগী ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকল, নার্স চট করে ভেতরে এসে রোগীর পাশে দাঁড়াল।

'এবার যেতে পার তুমি নার্স,' সার্জেন বললেন, 'বাইরে অপেক্ষা করো; দরকার হলে আমি ডাকব।' তারপর মেডিক্যাল-ইঞ্জিনিয়ারকে ইশারা করতেই সেও নার্সের সঙ্গে বেরিয়ে এল। ওদের পেছনে আপনি আপনি আটকে গেল কপাট।

চেয়ারে বসা লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের চলে যাওয়া দেখল। লোকটার গলা একেবারে শীর্ণ, চোখের চারপাশে গভীর কালি পড়েছে। দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো। চেয়ারের হাতল দৃঢ়ভাবে ধরে থাকা দু'হাতে আঙুলের নখ পরিষ্কার। রোগী হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সে। তার যত্নের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অভাব হয়নি দেখা যাচ্ছে..কিন্তু চেহারা দেখলে কেমন খিটখিটে মেজাজের বলে মনে হয়।

'আমাদের কাজ আজই শুরু হচ্ছে ?' জানতে চাইলো লোকটা।

সার্জেন মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, হ্যাঁ আজ বিকেলেই সিনেটর।'

'সপ্তাহ দুই লাগবে বোধ হয় ?'

'অপারেশনের এত সময় লাগবে না, সিনেটর। তবে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে নজর রাখতে হয়। রক্ত সঞ্চালনের জন্য নতুন পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। গ্রন্থি রস নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটাও রয়েছে। এগুলো প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ।'

'সবগুলোই বিপজ্জনক নাকি' কথাটা বলার পরই তার মনে হল দু'জনের সম্পর্কটা সহজ হওয়া প্রয়োজন। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষে আবার যোগ করলেন.. 'ডক্টর ?'

অবশ্য সার্জেন তার উচ্চারণের কায়দার দিকে গুরুত্ব না দিয়ে সরাসরি জবাব দিলেন, 'পুরো ব্যাপারটাই বিপজ্জনক। আমরা তাই যথেষ্ট সময় নিয়ে অপারেশেন করি যাতে বিপদের ঝুঁকিটা কমে । কিছুটা সময়, অনেক লোকের দক্ষতা আর আধুনিক যন্ত্রপাতি লাগে এতে। এ জন্যই খুব কম লোকের ভাগ্যেই এই অস্ত্রোপচারের সুযোগ ঘটে...'

'আমি জানি', রোগী বিরক্তির স্বরে বললেন, 'সে জন্যে আমার মধ্যে কোন অপরাধবোধ নেই। আপনি আমার উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে চাইছেন নাতো ?'

'না, না, ওসব কিছু নয়, সিনেটর। বোর্ডের সিদ্ধান্ত নিয়ে কখনও প্রশ্ন তোলা হয় না। আমি শুধু এই কষ্টসাধ্য অস্ত্রোপচারের জটিল দিকটা ব্যাখ্যা করে দেখাতে চেয়েছি এই কারণে, অস্ত্রোপচারটাকে যথাসম্ভব সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে শেষ করতে চাই।'

'তাই করুন। আমারও ইচ্ছা সেটাই।

'তাহলে একটি ব্যাপারে মনস্থির করার অনুরোধ করব আপনাকে দুই ধরনের হৃদযন্ত্রের যে কোনও একটা দেওয়া হবে আপনাকে। একটা ধাতুর তৈরি...'

'আরেকটা প্লাস্টিকের।' রোগী রাগত স্বরে বললেন, 'এই বিকল্পের কথাটাই তো বলতে চাইছেন, ডক্টর ? সস্তা প্লাস্টিক, আমার ওটার দরকার নেই। মনস্থির করে ফেলেছি আমি ধাতুর তৈরি হৃদযন্ত্রটাই নেব।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিন্তু...'

'দেখুন, আমার পছন্দসই কাজ হওয়ার কথা বলা হয়েছে না আমাকে ?'

সার্জন মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। 'যেখানে চিকিৎসাশাস্ত্রে দুটো বিকল্পই সমতুল্য সেখানে রোগীর পছন্দই চূড়ান্ত। আর বাস্তবে দুটো বিকল্পের গুণগত মান এক হলে, রোগীর ইচ্ছেই খাটে। বর্তমান ক্ষেত্রে যা ইচ্ছে।'

'ভ্রূ-কুঁচকে তাকালেন রোগী। 'আপনি বলতে চাইছেন, প্লাস্টিকের হৃদযন্ত্রের মান বেশি ভালো ?'

'তা নির্ভর করছে রোগীর শারীরিক অবস্থার উপরও আপনার ক্ষেত্রে আমার ব্যাক্তিগত মতামত হল প্লাস্টিকই ভালো। 'প্লাস্টিক' কথাটার ব্যবহার আমরা অপছন্দ করি, ফাইবারের কৃত্রিম হৃদযন্ত্র বলা ভালো।'

'আমার কাছে শুধুই প্লাস্টিক।'

'সিনেটর', বিচলিত না হয়ে সার্জন বললেন। 'ওটাকে শুধু প্লাস্টিক বলা ভুল হবে। এটা ঠিক পলিমেরিক মেটেরিয়েলে তৈরি জিনিসটা, কিন্তু সাধারণ প্লাস্টিকের যে কোনও জিনিস থেকে অনেক জটিল প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। আপনার বুকের ভেতর রক্ত মাংসের যে হৃদযন্ত্রটা কাজ করছে তার স্বাভাবিক গঠন অনুকরণ করে প্রোটিনযুক্ত জটিল ফাইবার দিয়ে বানান হয়েছে এটা।'

'ঠিক কথাটাই বলেছেন। আমার বয়স এখনও ষাট পেরোয়নি, অথচ ইতিমধ্যে আমার নিজস্ব রক্ত মাংসের হৃদযন্ত্রটা প্রায় জীর্ণ হয়ে গেছে। সেজন্যেই এ ধরনের অনেকটা হৃদযন্ত্র চাই না আমি। আরও উন্নতমানের হৃদযন্ত্র প্রয়োজন আমার।'

'আমরা সবাই আপনার ভালো চাই, সিনেটর। ফাইবারের হৃদযন্ত্র আপনার উপযুক্ত বলে আমাদের বিশ্বাস। কয়েক শতাব্দি টিকে থাকার শক্তি রয়েছে ওটার। তাছাড়া নন-এলারজি বলে...'

'ধাতুর তৈরি হৃদযন্ত্রের বেলাতেও কথাটা খাটে নাকি ?'

'হ্যাঁ, তা খাটে,' সার্জন বললেন 'টাইটেনিয়াম অ্যালয় তৈরি ধাতব হৃদযন্ত্র...'

'ক্ষয়ে যায় না ! প্লাস্টিকের চেয়ে মজবুত, শক্তিশালী তাই না ? প্লাস্টিক বা আর যাই বলুন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ধাতুর হৃদযন্ত্র শক্তিশালী ঠিক, তবে যান্ত্রিক শক্তি এখানে মুখ্য নয়। এই বাড়তি শক্তি হৃদযন্ত্রকে বিশেষ কোনো সুবিধা বা সুরক্ষা দেয় না। হৃদযন্ত্র ঠিকমতো কাজ করলেও অন্য অনেক কারণে মারা যেতে পারেন আপনি।'

'রোগী কাঁধ ঝাঁকালেন। 'যদি কখনো আমার পাঁজর ভেঙে যায়, তাহলে সেটা পাল্টে টাইটেনিয়াম ব্যবহার করব। হাড় বদলান খুবই সহজ। যে কেউ যে কোনো সময় পাল্টাতে পারে। আমি যতদূর সম্ভব ধাতুর জিনিস ব্যবহার করতে চাই।'

'সেটা আপনার অধিকার। তবুও আপনাকে পরিষ্কার জানানো দরকার যে, আজ পর্যন্ত কোনো ধাতব হৃদযন্ত্র যান্ত্রিক কারণে অকেজো হয়নি ; হয়েছে ইলেক্ট্রনিকের কারণে।'

'কি বোঝাতে চাচ্ছেন ?'

'বোঝাতে চাইছি প্রতিটি কৃত্রিম হৃদযন্ত্রে একটা করে পেস মেকার থাকে। ধাতব হৃদযন্ত্রের স্পন্দন একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করে। এর মানে হলো একজন মানুষের মানসিক আবেগ এবং শারীরিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হৃদস্পন্দনের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটানোর জন্য খুচরো কিছু যন্ত্রপাতি কৃত্রিম হৃদযন্ত্রের সঙ্গে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। যে কোনো সময় এর যে কোনো একটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলো মেরামত করার আগেই মানুষের মৃত্যু ঘটে।'

'একথা তো আগে শুনিনি।'

'কিন্তু কথাটা একশ' ভাগ সত্য।'

'প্রায় এসব ঘটে ?

'প্রায় ঘটে না। সংখ্যাটা খুব কম।'

'তাহলে আমি ঝুঁকি নেব। কিন্তু প্লাস্টিক হৃদযন্ত্রের ব্যাপারটা কি? পেস মেকার বসান থাকে না ওটায় ?'

'নিশ্চয়ই থাকে, সিনেটর। কিন্তু ফাইবারের তৈরি কৃত্রিম হৃদযন্ত্রের রাসায়নিক প্রকৃতির সাথে মানব দেহের কোসের রাসায়নিক প্রকৃতির মিল অনেক বেশি। ওটা মানব দেহের নিজস্ব গ্রন্থির ক্ষরণ এবং স্থূলাণুর নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সমতা রেখে চলতে পারে। এক্ষেত্রে কৌশলটা ধাতব হৃদযন্ত্রের চেয়ে অনেক সরল।'

'কিন্তু প্লাস্টিকের হৃদযন্ত্র কি কোনো সময়ই দেহজ গ্রন্থির নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায় না ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এখনও তেমন কিছু জানতে পাইনি।'

'কারণ প্লাস্টিকের হৃদযন্ত্র নিয়ে খুব বেশি কাজ করেন কি আপনি। ঠিক বলছি না?'

'সার্জন ইতস্তত করলেন। 'এটা সত্য, প্লাস্টিকের হৃদযন্ত্রের ব্যবহার খুব বেশিদিন আগে শুরু হয়নি।'

'এবার আসল কথায় আসা যাক। এত বক্তৃতার কি প্রয়োজন আছে, ডক্টর? আমি একটা যন্ত্রদানবে পরিণত হব, এই ভয় পাচ্ছেন...ভাবছেন নাগরিকত্ব দেয়ার সময় আমাকে কি বলা হবে—যন্ত্রমানব নাকি ধাতব মানব?'

'সম্পূর্ণ ধাতব মানবদের কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু আপনি তো তা নন। আপনি রক্তমাংসের মানুষ। মানুষ হিসেবেই থাকতে চাইছেন না কেন?'

'কারণ একটা ভালো ব্যবস্থা চাইছি আমি। ধাতব হৃদযন্ত্রই হল সেই ব্যবস্থা ব্যাপারটা এবার পরিষ্কার হয়েছে?'

সার্জন মাথা নাড়লেন। 'বেশ, তাই হোক। অনুমতি নেয়ার জন্য কতকগুলো কাগজে সই করতে হবে আপনাকে। তারপর আপনার বুকে ধাতব হৃদযন্ত্র বসিয়ে দেব আমরা।'

'আপনিই সার্জনের দায়িত্বে থাকবেন তো? সবাই বলে আপনিই নাকি সেরা?'

'হৃদযন্ত্র পাল্টাপাল্টি, কাজটা যত সহজে হয় তারই চেষ্টা করব।'

দরজা খুলে গেল। রোগীসহ চেয়ারটা অপেক্ষমাণ নার্সের কাছে চলে গেল।

মেডিক্যাল-ইঞ্জিনিয়ার ভেতরে ঢুকলেন। রোগীর গরম পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

সার্জনের দিকে তাকালেন তিনি। 'তোমার মুখ দেখে কিছুই বুঝতে পারছি না। কি সিদ্ধান্ত নিল রোগী?'

'সার্জেন টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে রেকর্ড আর কাগজ ঘাঁটতে লাগলেন। 'তোমার কথাই ঠিক। তিনি ধাতব হৃদযন্ত্রের উপর জোর দিলেন।'

'যাই বল না কেন, ওগুলোই ভালো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এমন আহামরি কিছু নয়। অনেকদিন ব্যবহার করা যায় এই যা। যন্ত্র মানবরা নাগরিকত্বের স্বীকৃতি পাওয়ার পর থেকে মানুষের মনে এক অদ্ভুত মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ নিজেদের যন্ত্রমানব হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে। তারা যন্ত্রমানবের সহ্যশক্তি এবং শারীরিক শক্তি অর্জন করতে চায়।'

'এটা কিন্তু একতরফা নয়, ডাক্তার। তুমি তো যন্ত্রমানবের সাথে কাজ কর না, আমি করি। আমি কিন্তু জানি। শেষ যে দুটো যন্ত্রমানব আমার কাছে মেরামতের জন্য এসেছিল তারা তন্তুর দেহাংশ লাগিয়ে দিতে বলেছিল।'

'তুমি তাই লাগিয়েছ?'

'একজনকে দিয়েছি। সূক্ষ্ম শিরা উপশিরা সারানোর ব্যাপার ছিল তার। এক্ষেত্রে ধাতু বা তন্তু দুটোর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। অন্যজনের দাবি ছিল ফাইবারের তৈরি রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া কিংবা ওই ধরনের কিছু দেহে বসানো হবে। তাকে পারব না বলে দিয়েছি আমি। কারণ দেহ সম্পূর্ণভাবে তন্তুর যন্ত্রপাতি দিয়ে পুনর্নির্মাণ না করলে সেটা সম্ভব না। আমার ধারণা শিগগিরই এমন দিন আসবে যখন যন্ত্রমানবরা আর যন্ত্রমানব থাকবে না তারাও রক্ত মাংসের দেহ ধারণ করবে।'

' তোমার নিশ্চয়ই তাতে আপত্তি নেই?'

'কেন থাকবে? ধাতবায়িত মানুষও তো আছে। এই পৃথিবীতে এখন দুই ধরনের চিন্তাশক্তির মানুষ আছে। তাদের নিয়ে আপত্তিই বা কেন করব। পরস্পরের কাছাকাছি আসুক। আমরা তখন আর এদের প্রভেদটুকু ধরতে পারব না ঠিক। দরকার কি? আমরা দুই প্রজাতির সেরাদের পাব। মানুষের যা কিছু ভালো তার সঙ্গে যন্ত্রমানবের গুণাবলী যোগ হবে।'

'ফলে হাইব্রিড জাতীয় কিছু পাওয়া যাবে,' সার্জন দৃঢ় গলায় বললেন। 'যাবে না। যেটা পাওয়া যাবে সেটা না ধরকা না ঘাটকা। মানুষ তার গঠন এবং নিজস্বতার জন্য গর্বিত। সে কি চাইবে অপার্থিব কিছুর সাথে তার শারীরিক গঠন এবং পরিচয় মিলেমিশে যাক? সে কি একটা বর্ণ শঙ্করে পরিণত হতে চাইবে?'

'এসবই বিচ্ছিন্নতাবাদী কথাবার্তা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাহলে তাই হোক।' সার্জন বেশ জোর দিয়ে বললেন, 'আমি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। আমি কখনও আমার দেহের কোনও অংশ পাল্টাব না। যদি পাল্টানো অপরিহার্য হয়ে পড়ে তাহলে এমন উপাদান ব্যবহার করব যা প্রকৃতিগত দিক থেকে আসলের মত। আমি আমিই। এতেই আমি আনন্দিত। এবং আমি অন্য কিছু হতে চাই না।'

কথা বলা শেষ করে অস্ত্রোপচারের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন তিনি। বলিষ্ট হাত জোড়া জ্বলন্ত চুল্লিতে ঢুকিয়ে দিলেন। সম্পূর্ণভাবে জীবাণুমুক্ত হতে হাত দুটো গনগনে লাল না হয়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এতক্ষণ তাঁর মধ্যে যে অস্থিরতা ছিল তাতে কিন্তু তার স্বাভাবিক শান্ত গলার স্বর পরিবর্তিত হয়নি। আর পালিশ করা ধাতব মুখমণ্ডলতো প্রথম থেকেই অভিব্যক্তিহীন।

অনুবাদ : হাসান খুরশীদ রুমী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

হোমো সল

গ্যালাকটিক কংগ্রেসের সাত হাজার চুয়াত্তরতম সভাটি বসেছে আর্কটুরাস এর দ্বিতীয় গ্রহ ইয়োন এর বিশাল অর্ধচন্দ্রাকৃতি হলরুমে। ধীরে ধীরে প্রেসিডেন্ট ডেলিগেট উঠে দাঁড়ালেন। সবাই তিনি কি বলেন তা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল। তিনি একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। হাজার হোক বিশাল গ্যালাকটিক পরিবারে একটি নতুন প্ল্যানেটারি সিস্টেমের অন্তর্ভুক্তির মতো ব্যাপার তো আর প্রায়-ই ঘটে না।

অক্সিজেন গ্রহণকারী দু'শ' আটাশিটি জাতির প্রত্যেকটির পক্ষ থেকে একজন ডেলিগেট, অর্থাৎ মেট দু'শ' আটাশিজন ডেলিগেট অধীর আগ্রহে চুপচাপ বসে আছে।

মানুষ জাতীয় আকৃতি ও প্রকৃতির সকল জাতি থেকে এসেছে তারা। কেউ লম্বা প্রকৃতির, কেউ বেঁটে, কেউ মোটা, কারো লম্বা চুল, কারো মাথা ও মুখে লোমভর্তি, কারো সোনালি কোঁকড়া চুল, কেউ একদম টাক শ্রেণীর, কারো কান রোমওয়ালা ইয়া বড়, কারো কান প্রায় অদৃশ্য, কারো চোখ জ্বলজ্বলে গাঢ় বেগুনি, কারো চোখ ছোট, কালো বিন্দুর মতো, কারো গায়ের রঙ সবুজ, একজনের আছে আট ইঞ্চি লম্বা নলের মতো মুখ, কারো আছে লেজ। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকৃতির উপস্থিতি আছে।

কিন্তু, দুটি ব্যাপারে সবাই এক রকম।

তারা সবাই মানব জাতীয় এবং বুদ্ধিমান মস্তিষ্কের অধিকারী। প্রেসিডেন্ট ডেলিগেট বললেন, 'উপস্থিত ডেলিগেটবৃন্দ! ব্রহ্মাণ্ডের সল অংশের অধিবাসীরা আন্তঃব্রহ্মাণ্ড যাতায়াতের উপায় আবিষ্কার করেছে, ফলে গ্যালাকটিক ফেডারেশনে যোগদান করার উপযুক্ত হয়েছে।'

সানন্দে চিৎকার করে উঠল সবাই, প্রেসিডেন্ট ডেলিগেট হাত তুলে থামালেন।

www.BanglaBook.org

'আমার কাছে আলফা সেন্টুয়ারি থেকে পাঠানো অফিসিয়াল রিপোর্ট আছে, সেখানের পঞ্চম গ্রহে সল-এ মানব জাতীয়রা অবতরণ করেছে। রিপোর্টটি সন্তোষজনক এবং তার ফলে সল-এর সাথে ফেডারেশনের মহাকাশযানের যোগাযোগের ব্যাপারটিও সহজ হয়ে গেল। আলফা সেন্টুয়ারি—জোসেলিন আর্ন-এর ওপর সল-এ যাবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তার কাজ হবে, ওই নতুন সিস্টেমের মানব জাতীয়দের এই ফেডারেশনে যোগদান করার আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানানো।'

তিনি থামলেন। দু'শ' আটাশিটি গলা থেকে হর্ষধ্বনি বের হল 'হেইল, হোমো সল ! হেইল হোমো সল ! হেইল !'

এটাই ফেডারেশনে যোগদানকারী নতুন জাতির প্রতি স্বাগত জানানোর চিরাচরিত কায়দা।

ট্যান পোরাস ও লো-ফান বসে ছিল আর্কটুরাস-টু গ্রহের একটি শহরের এক কক্ষে, ট্যান পোরাস সুখ্যাতি সম্পন্ন মনোবিজ্ঞানী। একটা স্কুইড জাতীয় প্রাণীর মনোজগত নিয়ে গবেষণায় সে ব্যস্ত। দু'জনে সে ব্যাপারেই আলাপ করছিল। এমন সময় খবর আসল যে, কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ডেলিগেটের তরফ থেকে তার প্রতি একটি বার্তা এসেছে। বার্তায় বলা হয়েছে, সে যেন জোসেলিন আর্ন-এর সাথে মনোবিজ্ঞানী হিসেবে সল-এ যায়। এই মুহূর্তে স্কুইডটিকে রেখে তার যাওয়া সম্ভব নয় বলে ধরে নিল পোরাস। তার আন্ডারেই এক তরুণ সাইকোলজিস্ট আছে, নাম লর হারিডিন। এর বয়সও কম, উৎসাহও বেশি। পোরাস হারিডিনকেই পাঠাবে বলে সাব্যস্ত করল। এক কথায় রাজি হয়ে গেল হারিডিন। পোরাস তাকে বলল সল নিয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট লিখে আনার জন্য।

মাস ছয়েক পর তার অফিসে বসে কি এক কাজ নিয়ে একজনকে বকাঝকা করছিল পোরাস, রাগে তার সবুজ চোখ জ্বলছে। এমন সময় টেলিকাস্টারের লাইট সিগন্যাল জ্বলে উঠল। রিসেপশনিস্ট শান্ত স্বরে বলল, 'একজন সরকারি বার্তাবাহক এসেছেন স্যার।'

'চুলোয় যাক সরকার, বল আমি মরে যাচ্ছি।'

'খুব জরুরি স্যার। লর হারিডিন সল থেকে ফিরে এসেছেন এবং আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'সল ? কি সল ? ওহো, মনে পড়েছে। তাকে উপরে পাঠাও, কিন্তু, বল যেন তাড়াতাড়ি করে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হারিডিন ঢুকল ঘরে, আগের চেয়ে একটু চিকন হয়ে গেছে, ভাবসাবও কেমন যেন লাগছে।

'তা ইয়ংম্যান ? লিখে এনেছ ?'

'না, স্যার !'

'কেন নয় ?' সবুজ চোখে তীক্ষ্ণভাবে চেয়ে বলল পোরাস, 'আমাকে বল না যেন যে তুমি ওখানে গিয়ে কোনো সমস্যায় পড়েছিলে।'

'বেশ সমস্যায়-ই পড়েছিলাম, বস ! আমার রিপোর্ট পড়ে মনোবিজ্ঞান বোর্ড এখন আপনাকেই ডেকে পাঠাবার চিন্তা করছে। সত্যি বলতে কি, সল অর্থাৎ ওই সোলারিয়ান সিস্টেমের মানব জাতীয়রা ফেডারেশনে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।'

'কী ?' প্রায় লাফ দিয়ে চিৎকার করে উঠলো পোরাস 'তুমি সব ভণ্ডুল করে দিয়ে এসেছ ?'

এবার পাল্টা হৈ-চৈ করে উঠল হ্যারিডিন, 'আমি ভণ্ডুল করিনি। ঐ সোলারিয়ানদের মধ্যেই কিছু গণ্ডগোল আছে।'

তারা স্বাভাবিক নয়। আমরা সেখানে অবতরণ করার সাথে সাথেই তারা প্রথমে খুব আদরে গ্রহণ করল আমাদের। খুব সুন্দর অনুষ্ঠান করল তারা। আমরা খুব আনন্দিত হলাম। তারপর আমি তাদের পার্লামেন্টের কাছে আমার আমন্ত্রণপত্রটি তাদের ভাষায় পড়ে শোনালাম। আমি জীবন বাজি রেখে বলতে পারি আমার অনুবাদ শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সঠিক ছিল।'

'তারপর ?'

'তারপরটা আমিও বুঝতে পারছি না, বস। তারা প্রথমে হঠাৎ চুপ মেরে গেল। তারপর মাত্র সাত দিনের ভেতর তারা একেবারে বিপরীত মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠল, আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠল। আমি তাদের সংবাদপত্রগুলোর কিছু কপি নিয়ে এসেছি, যেখানে আছে 'ভিনগ্রহী দানব'দের সাথে একত্র হওয়ার বিরুদ্ধে বলেছে। আরো কত কি। আমি আপনাকেই প্রশ্ন করছি, এর কোনো মানে কি আপনি জানেন ? এটাতো মাত্র শুরু। এর চেয়ে-ও খারাপ অবস্থা হল শেষের দিকে। আমরা এ পৃথিবীবাসীদের দ্বারা, এই নামেই তারা নিজেদের পরিচয় দেয়, দৈহিকভাবে আক্রমণের হুমকির মুখে ছিলাম। অবশেষে আমরা চলে আসলাম।'

www.BanglaBook.org

পোরাস বলল, 'কৌতূহলোদ্দীপক ! তোমার রিপোর্টটা কি তোমার সাথে এখন আছে ?'

'না, স্যার। সাইকোলজিক্যাল বোর্ড সেটা নিয়ে নিয়েছে এবং পর্যবেক্ষণ করছে।'

'তারা কি বলছে ?' জিজ্ঞেস করল পোরাস। একটু ইতস্তত করল হারিডিন, 'তারা খোলাখুলিভাবে কিছু বলছে না। কিন্তু তাদের হাবভাবে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তারা ওই রিপোর্টটিকে পর্যাপ্ত বলে ধরছে না।'

'ঠিক আছে, আমি রিপোর্টটি পড়ে তারপর সিদ্ধান্ত নেব, এখন আমার সঙ্গে পার্লামেন্ট হলে চল। মাঝপথে আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর-ও দিতে পারবে।'

সেই মুহূর্তে পার্লামেন্ট হলে জোসেলিন আর্নকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল। সে একজন সৈনিক। ফলে শুধু সশস্ত্র বাহিনীর দিকটাই দেখে এসেছে সে সল-এ নিয়ে। তার রিপোর্ট অনুযায়ী, পৃথিবীবাসীদের অস্ত্র সম্ভার অনেক উন্নত। যদি-ও তাদের সমান শক্তি এখনো পৃথিবীবাসীদের হয়নি। কিন্তু, দেরি-ও খুব একটা লাগবে না। মনোবিজ্ঞানীরা জোসেলিন আর্নের ভুল ধরছেন। তারা বলতে লাগলেন যে, আবার একটা দল পাঠানো হোক, এবার কোনো যোদ্ধা বা জুনিয়র সাইকোলজিস্টকে পাঠানো ঠিক হবে না। শুনে ভয়ানক রেগে উঠল আর্ন। সাত্যিকার অর্থেই তার চোখ দিয়ে আগুন বের হতে লাগল। উঠে দাঁড়িয়ে সাইকোলজিস্টদের গরম গরম কথা শোনাতে শুরু করল, রাতদিন বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকা এদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতে লাগল সে।

হঠাৎ, বেল্টে টোকা খেয়ে তাকিয়ে দেখে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে বামনাকৃতির পোরাস। সামান্যতম ভয় না পেয়ে ভয়ানক বকাঝকা শুরু করে দিল পোরাস আর্নকে লক্ষ্য করে, সুদক্ষ সাইকোলজিস্ট সে। জায়গামতো কথা দিয়ে আঘাত করে এক সময় কাঁদিয়ে দিল সে আর্নকে। ছয় আঙুলওয়ালা হাত দুটো দিয়ে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে লাগল আর্ন।

চেয়ারের উপর উঠে আর্নের কাঁধে হাত রেখে বলল পোরাস, 'কিছু মনে নিও না, বন্ধু আমার—এটা একটা ছোট শিক্ষামাত্র। যতই যুদ্ধ করো, যতই বিপদের বিরুদ্ধে লড়াই করো না কেন কখনো একজন সাইকোলজিস্টকে অপমান কোরো না। এর ফল খুব খারাপ হবে।'

আর্ন ধীরে ধীরে চলে গেল।

www.BanglaBook.org

পোরাস বলতে আরম্ভ করল, 'উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সল-এর এই মানব জাতীয়রা অর্থাৎ পৃথিবীবাসীরা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক জাতি।'

'আহা, মহান পোরাস তার প্রজাদের দয়া করে দেখা দিতে এসেছেন।' টিটকারি দিল ওবেল, 'তা তোমার হজম শক্তি নিশ্চয়ই খুব ভালো, তা না হলে হ্যারিজিনের রিপোর্টটা এত সহজে হজম করলে কি করে?'

পোরাস রাগ হলেও গলার স্বর স্বাভাবিক রেখে বলে বলল, 'এই হোমো সল-রা হচ্ছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। এরা হচ্ছে সাইকোলজিস্টদের জন্যে সোনার খনি।'

'ঐ মাথা মোটা আর্ন-এর সাইকোলজি নিয়ে তুমি খেলা করতে পার, কিন্তু, আমাদের বোকা বানাতে পারবে না। কি বলতে চাও বুঝিয়ে বল। খোঁচা দিয়ে বলল ইনার টুবাল।

'বুঝিয়ে বলছি, হতচ্ছাড়া লোমশ ভাগাপোকা,' রেগে বলে উঠল পোরাস, 'তোমাদের মতো মাথামোটা বিকলাঙ্গ বুঝবে কি করে? পৃথিবীবাসীদের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা তোমরা ধরতেই পারনি। যা হোক, আমি ঠিক করেছি পৃথিবীবাসীদের মধ্যে প্যানিক সৃষ্টি করব, সারা পৃথিবী জুড়ে সৃষ্টি হবে প্যানিক। সবাই উদভ্রান্ত হয়ে পড়বে।'

পুরো হলরুম এ কথায় হাসিতে ফেটে পড়ল। কোনো সাইকোলজিস্টের পক্ষে এক সাথে এত জনকে প্যানিকের শিকার করা অসম্ভব।

পোরাস বলতে আরম্ভ করল, 'আমি পঞ্চাশজন সহকারী নেব। জোসেলিন আর্ন আমাদেরকে সল পর্যন্ত নিয়ে যাবে। আমি তোমাদের মধ্যে থেকে সাক্ষী হিসাবে পাঁচজনকে চাই। ইনার টুবাল, সেম্পের গর এবং আরো তিনজন যেন তোমরা মুখের উপর জবাব পাও।'

অবশেষে ঠিক হল সাক্ষী হিসেবে যাবে টুবাল, গর, হেলভিন প্রাট এবং উইলসন।

'নির্দিষ্ট সময়ে আমরা বিশ্বব্যাপী প্যানিক দেখতে চাই', বলল ওবেল। 'যদি তা না পার তবে তোমার দন্ত তোমাকে পাল্টা গিলিয়ে দেব এবং সেটা আমাদের জন্য আনন্দদায়ক-ই হবে।' নিজেই মনে মনে খিলখিল করে যেন হাসল ওবেল।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রাজধানী টেরাপোলিসের ওপর স্থির হয়ে আছে স্পেসশিপটা। পোরাসের পরিকল্পনা মতো ভয়ের মস্তিষ্ক তরঙ্গ দিয়ে পুরো শহরটি ঢেকে আছে। মানুষগুলো ভয় পেয়ে আছে ঠিক-ই তবে তা মৃদু। প্যানিকের সৃষ্টি এখনো হয়নি। পুরো পৃথিবীর সব মানব বসতির মধ্যেই

www.BanglaBook.org

মৃদু ভয় সৃষ্টি করা গেছে। পোরাস এটাকেই সাফল্য বলে ধরে নিতে চায়। জনমনে আশঙ্কা বাড়ার সাথে সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, শিল্প ইত্যাদিও প্রায় বন্ধ হতে বসেছে। কিন্তু, সাক্ষী পাঁচজন বেঁকে বসেছে। তারা এটাকে সাফল্য বলে মেনে নেবে না। তারা দেখতে চায় প্রবল প্যানিক। সাবধান করে দিল পোরাস, 'পুরো পৃথিবী জুড়ে প্রবল প্যানিক সৃষ্টি করলে তা কিন্তু আওতার বাইরে চলে যাবে।'

'তাহলে একটা মাত্র জায়গায় করো। করে দেখাও।' উত্তর আসল। 'না হলে আমরা এটাকে তোমার বিফলতা হিসেবে রিপোর্ট করব।'

রাজি হল পোরাস এবং একসময় জানালা দিয়ে দেখাল ওই পাঁচজনকে। পুরো শহর খাঁ খাঁ করছে, সবাই প্যানিক বা আতংকের শিকার হয়ে ঘরে লুকিয়েছে। শহরের টহলরত সামরিক কনভয়গুলোও কেমন যেন ভীতুর মতো ধীরে ধীরে চলছে।

পোরাস জানাল যে, শুধু এই শহরটিতেই সম্পূর্ণ প্যানিক সৃষ্টি করা হয়েছে। এর বাইরে চলে গেলে সামলানো কঠিন হত।

'ভয়ানক, ভয়ানক !' বিড় বিড় করল প্রাট।

'আর এরাই হচ্ছে পৃথিবীবাসী মানব!' গোঙানির মতো শব্দ করল উইনসন।

আর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ পোরাস ? ওই পৃথিবীবাসীরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তাদের সামলান কঠিন। তারা যদি আরো উন্নত-ও হয় তবুও আমাদের জন্য অদরকারী, তাদের মধ্যে সবার মাঝে সমানভাবে প্যানিক খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের মতো মানব জাতীয়দের সাথে তারা কেমন যেন মিলছে না।'

পোরাস বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমরা তাদের মতোই আবেগপ্রবণ। কিন্তু, একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে তাদের আবেগ বা অনুভূতিটা সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আর আমাদের ক্ষেত্রে তা হয় না।'

'এটাই যথেষ্ট', বলল টুবাল। 'আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে এসে গেছি, পোরাস। গতরাতেই আমরা সিদ্ধান্তে আসি। এই সোলার সিস্টেমকে আলাদাই রাখা হবে। হোমো সলদের কড়াকড়িভাবে আমাদের থেকে আলাদা করেই রাখা হবে। এটাই চূড়ান্ত।'

হাসল পেরাস হালকাভাবে, 'তোমরা না হয় এটা চূড়ান্ত করলে কিন্তু, হোমো সল-রা ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা জটিল গাণিতিক সমাধান লেখা কাগজ তুলে দিল পোরাস পাঁচজনের হাতে। পড়তে পড়তে ফ্যাকাশে হয়ে গেল তারা।

'এটা মিথ্যা', চিৎকার করে উঠল হেলভিন। ওই সমাধানে গাণিতিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে দু'শ' বছরের মধ্যে প্রায় পুরো গ্যালাক্সি-ই দখল করে নেবে হোমো সল-রা।

জোসেলিন আর্নকে ডাকল পোরেস। বলল, 'যদি প্রয়োজন পড়ে তবে তোমার কোন শিপ হোমো সলদের কোনো শিপকে কি ধ্বংস করতে পারবে?'

আর্ন বলল, 'কোনো সম্ভাবনা নেই, স্যার। তারা প্যানিকের শিকার হলে আমাদের মতো কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম বা আইন মেনে চলে না, যুদ্ধের সময়-ও এমনটিই করে তারা। আমাদের শিপে যেখানে অসংখ্য লোক আছে, সেখানে পৃথিবীবাসীরা একজনই একটি ইউনিট হিসাবে কাজ করতে পারে। পৃথিবীবাসীদের একটি শিপের সব লোক মিলে একটি অঙ্গের মতো কাজ করে। আপনি তো জানেন যে, আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাছাড়াও পাগল জ্ঞানী লোক দিয়ে ভর্তি তাদের সমাজ। তারা যখন প্রথম আমাদের গ্রহে গিয়েছিল তখন সেখানকার মিউজিয়াম থেকে প্রায় বাইশটি অদরকারী যন্ত্রাংশ তারা বদলে নিয়ে আসে যা থেকে তারা মারাত্মক সব বিধ্বংসী অস্ত্র বানিয়েছে।'

পোরাস জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা তাদের চেয়ে অনেক বড় যুদ্ধ বহরের অধিকারী। আমরা তাদের পরাজিত করতে পারব, পারব না?'

অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়ল জোসেলিন আর্ন, 'এই মুহূর্তে তাদের যুদ্ধে পরাজিত করা—হয়তো সম্ভব। যদি তা খুব সহজে হবে না। এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতেও পারছি না। কিন্তু, তাদের সাথে যুদ্ধ লাগাতে চাইব না আমি। সমস্যাটা হচ্ছে এই যে, এই অস্ত্র পাগলরা ভয়ংকর হারে অস্ত্র তৈরি করে চলেছে। টেকনোলজিক্যাল দিক থেকে দেখলে পৃথিবীবাসীদের সমাজ ব্যবস্থা খুব ভঙ্গুর, সমুদ্রের একটা ঢেউ-এর মতোই অস্থায়ী। আর আমাদের সমাজ ব্যবস্থা তার তুলনায় বালুর ঢিপির মতো। তাদের গাড়ি তৈরির কারখানা আমি দেখেছি। কোনো নতুন মডেলের গাড়ি মাত্র ছয় মাস পরেই তারা বাতিল করে দিয়ে আরো নতুন মডেল তৈরি করছে।'

পোরাস বলল, 'যদি আমরা আগামী দু'শ' বছর এই পৃথিবীবাসীদের এমনিই অবহেলা ভরে রেখে দেই তাহলে তখন আমাদের সামরিক অবস্থা আর তাদের সামরিক অবস্থার কেমন পার্থক্য থাকবে?'

www.BanglaBook.org

জোসেলিন আর্ন ছোট অথচ জোরে একটা হাসি দিল। বলল, 'আমি নিশ্চিতভাবেই বলছি, তাদের মুখোমুখি হতে গেলে এখনই উপযুক্ত সময়। দু'শ' বছরে তারা এমন সব জিনিস আবিষ্কার করবে যা আমরা কল্পনা-ও করতে পারি না। দু'শ' বছর পর কোনো মুখোমুখি যুদ্ধ-ই হবে না, তারা শুধু গ্যালাক্সিকে অনায়াসে জয় করে নেবে।'

পোরাস বলল, 'ধন্যবাদ তোমাকে জোসেলিন আর্ন। এটাই ছিল আমার গাণিতিক সমস্যাটির ফলাফল।'

জোসেলিন আর্ন স্যালুট দিয়ে চলে গেল ঘর থেকে।

বাকি পাঁচজনের দিকে তাকিয়ে পোরাস বলে চলল, 'তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, আমরা যদি তাদের থেকে দূরে থাকতেও চাই, তারা আমাদের একদিন ধরে ফেলবে। তোমরা হচ্ছ একটি বোকার দল। তোমরা কি ভেবেছ আমি তর্ক করে সময় নষ্ট করতে থাকব ? আমি আইন প্রণয়ন করছি, বুঝেছ ? হোমো সল-দের অবশ্যই ফেডারেশনে নিতে হবে। আগামী দু'শ' বছরে তাদেরকে শিক্ষা দিয়ে তাদের মন-মানসিকতায় পরিপূর্ণতা আনতে হবে। যেন তারা হুজুগ ছেড়ে শান্ত হয়। আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ করছি না, আমি তোমাদের বলছি !' তারপর আবার বলল সে ওই পাঁচজনকে লক্ষ্য করে, 'এসো আমার সঙ্গে।'

ট্যান পোরাসের ঘুমানোর কক্ষে ঢুকল সবাই। ছোট আকারের সাইকোলজিস্টটি অর্থাৎ পোরাস একটি পর্দা সরিয়ে দিল একটি বড় আকারের পেইন্টিং-এর ওপর থেকে।

'কিছু বুঝতে পারছ ?' দেখিয়ে বলল সে।

এটা ছিল একজন মানুষের ছবি। সম্ভ্রান্ত এবং সুঠাম। এক হাতে দাঁড়ি ছুঁয়ে আছে, অন্য হাতে পরনের পোশাকের একটা অংশ ধরা। রাজকীয় ভাব ছড়িয়ে আছে ছবিটায়।

'এটা জিউস', বলল পোরাস, 'প্রাচীন পৃথিবীবাসীরা একে তৈরি করেছিল ঝড় ও বজ্রের দেবতা হিসেবে।

'ছবিটা দেখে কি কারো কথা মনে হচ্ছে তোমাদের ?'

পাঁচজনই বোকার মতো হয়ে আছে।

হেলভিন অনিশ্চিত স্বরে বলল, 'হোমো ক্যানোপাস ?'

'অবশ্যই', বলল পোরাস, 'তুমি এ ব্যাপারে ইতস্তত করছ কেন ? ক্যানোপাস জাতির মতোই হুবহু দেখতে।'

www.BanglaBook.org

এবার পোরাস একটা মহিলার ছবি দেখাল। ছবিটা দেবী ডিমেটার-এর। পাঁচজন-ই একসাথে বলে উঠল, 'হোমো বেটেলগিউস!'

পোরেস এবার বলল, 'তাহলে এবার বুঝলে তো ?'

'কি বুঝলাম ?' বললো টুবাল।

'দেখতে পাচ্ছ না ? তোমার কাছে কি পরিষ্কার হয়নি, কমবুদ্ধি কোথাকার! ট্রেড মিশন-এর অংশ হিসেবে যদি একশ' জিউস এবং একশ' ডিমেটারকে পৃথিবীতে আনা হয় এবং তারা যদি দক্ষ সাইকোলজিস্ট হয়—এখন বুঝতে পারছ ?'

সেম্পেরগর হঠাৎ হেসে উঠল, 'অবশ্যই ! পৃথিবীবাসীরা তাদেরই তৈরি দেবতা ও দেবীর হাতের পুতুল হয়ে যাবে। দু'শ' বছরে আমরা এই সুযোগে অনেক কিছুই করতে পারি।'

পোরাসকে প্রাট বলল, 'কিন্তু তোমার পরিকল্পিত ওই ট্রেড মিশন পৃথিবীবাসীরা মেনে নেবেই বা কেন ?'

পোরাস বলল, 'প্রিয় সহকর্মী প্রাট, তোমার কি মনে হয় যে, আমি সারা পৃথিবী জুড়ে হালকা ধরনের প্যানিক খামোখাই সৃষ্টি করেছিলাম ? নাকি তোমাদের মতো পাঁচজন মাথা মোটাকে খুশি করার জন্য করেছিলাম ? ওই প্যানিকে আক্রান্ত হয়ে মানুষ পৃথিবীর কলকারখানাগুলো বন্ধ করে দিয়েছে, সরকার বিদ্রোহের মুখোমুখি হয়েছে। এই মুহূর্তে গ্যালাকটিক ব্যবসা-বাণিজ্য আর অফুরন্ত উন্নতির প্রস্তাব দিলে তারা অবশ্যই আমাদের সাথে হাত মেলাবে।'

কথা শেষ করে হ্যারিডিনকে চিৎকার করে জানাল পোরাস, 'এ্যাই, হারিডিন ! আর্নকে বল আধ ঘণ্টার মধ্যে যাত্রার জন্য শিপকে তৈরি করতে, আমরা নিজ গ্রহে ফিরব।'

পোরাস ঘর থেকে বের হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে সেম্পের ধরে তাকে প্রায় হেঁচকা টানে উঠিয়ে আটকে ফেলল।

'ছাড় আমাকে।'

'আমরা যথেষ্ট সহ্য করেছি 'পোরাস,' বলল গর, 'এখন তুমি শান্ত হও এবং একজন মানব জাতীয়-র মতো আচরণ করো। তুমি যাই বল না কেন আমাদের কাজ শেষ না হলে আমরা ফিরছি না। আমরা পৃথিবীর সরকারের সাথে ট্রেড মিশন-টির ব্যাপারে আলোচনা করে তবেই যাব। আমাদের সাইকোলজিক্যাল বোর্ডের অনুমতি পাওয়া লাগবে। একজন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাইকোলজিস্টকে বাছাই করা লাগবে। আমাদের আরো অনেক কাজ—' কথা শেষ হওয়ার আগেই পোরাস এক ঝাঁকুনিতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। বলল, 'তোমরা কি মনে করো যে, তোমাদের সাইকোলজিক্যাল বোর্ড দুই বা তিন দশক ধরে চিন্তা ভাবনা করে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব? আমার দেয়া শর্তে পৃথিবীবাসীরা একমাস আগেই রাজি হয়েছে। ক্যানোপাস ও বেটেলগিউসানরা আরো পাঁচ মাস আগেই আমার পরিকল্পনা মতো পৃথিবীর উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল এবং গত পরশু পৃথিবীতে অবতরণ করেছে। তাদের সাহায্যে গতকালের প্যানিকটা আমি সামলেছি—যদিও তোমরা তা ধরতেও পারনি। তোমরা হয়তো ভেবেছিলে তোমরাই সব করবে। আজ, ভদ্রমহোদয়গণ, তারাই পৃথিবীকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে এবং তোমাদের আর দরকার নেই। আমরা আপন গ্রহে ফিরে যাচ্ছি।'

অনুবাদ : শাহরীয়ার শরীফ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ইচ অ্যান এক্সপ্লোরার

আগে থেকে ভালোই আন্দাজ করতে পারে হারমান কাউনস। মাঝেমধ্যে ঠিক হয়; আবার মাঝেমধ্যে ভুলও হয় ঠিক ফিফটি-ফিফটি। তারপরেও একজনের কাছ থেকে সঠিক জবাব পাওয়া মানে পুরো সম্ভাবনার জগতটা তার হাতের মুঠোয়, সে দিক দিয়ে ফিফটি-ফিফটি সাফল্যটা একটা ভালো দিকই বলতে হয়।

কাউনসের এ গ্রহটি নিয়ে যতটা খুশি হওয়ার কথা ততটা খুশি কিন্তু সে হয়নি। এর ফলে তার ওপর দিয়ে বেশি ধকল যায়। লোকজন সমস্যা সমাধান করতে না পেরে তার কাছে এসে বলে, 'তুমি কি ভাবছ, কাউনস? তোমার ইনটুইশান কাজে লাগিয়ে দেখ না।'

আর সে যদি আন্দাজে একটা জবাব দিয়ে দিল, কিন্তু সেটা ফলল না, তাহলে ব্যর্থতার সব দায়ভার তার ওপর বর্তাবে।

তার কাজ হল ফিল্ড এক্সপ্লোরারের এবং এর ধকলও বেশ।

'কাছ থেকে দেখে গ্রহটার সম্পর্কে কিছু বলবে কি?' ওরা এসে তাকে বলল। 'কি বল কাউনস?'

দু'জন মিলে নতুন একটা জায়গা জরিপ করাটায় এক ধরনের রিলিফ পাওয়া যায় (ঘাড়ের ওপর তখন চাপটা আর থাকে না) এবং সঙ্গী যদি হয় অ্যালেন স্মিথ তাহলে তো কথাই নেই।

স্মিথ তার নামের মতোই কাজের। প্রথম দিন অভিযানে বেরিয়ে সে কাউনসকে বলেছিল, 'তোমার মস্তিষ্কের মেমোরি ফাইলে বিশেষ কিছু বাড়তি গুণ রয়েছে। সমস্যায় পড়লে, যথেষ্ট ছোট জিনিস স্মরণ করতে পার তুমি, যা সিদ্ধান্ত নিতে তোমাকে সাহায্য করে, যে কাজটি আমরা

www.BanglaBook.org

পারি না করতে। এতে ব্যাপারটা শুধু রহস্যময় করে তোলে, আসলে তা কিন্তু নয়।'

কথা বলতে বলতে সে তার কোমল, মসৃণ এবং চকচকে কালো চুলে হাত বোলাল। পাতলা চুল বলেই টুপির মতো খুলি কামড়ে শুয়ে থাকে।

এদিকে মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল কাউনস-এর। নাকটা বোঁচা এবং একটু যেন সরে এসেছে জায়গা থেকে। স্বভাব সুলভ নরম গলায় বলল, (এভাবেই কথা বলে সে)। 'আমার মনে হয় এটা টেলিপ্যাথি।'

'কি!'

'না মানে, কিছুটা লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।'

'পাগল!' স্মিথ উঁচু গলায় উপহাস করে বলল, (এটা তার স্বভাব)। 'বিজ্ঞানীরা হাজার হাজার বছর ধরে খুঁজে বেড়িয়েছেন এসব। কোথাও তারা কিছু খুঁজে পাননি : নেই কোনো পূর্বজ্ঞান; নেই কোনো টেলিকাইনেসিস; নেই কোনো আলোকদ্রষ্টা; এবং নেই কোনো টেলিপ্যাথি।'

'আমি মানছি, তবে অবস্থাটা বিচার করে দেখ একবার। একটা দলের প্রতিটি মানুষ কি ভাবছে তার একটা চিত্র যদি আঁকতে পারি —এমন কি আমি যদি সে ব্যাপারে সচেতন নাও থাকি ....তাহলে আমি সব তথ্য মিলিয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি। তখন দলের যে কোনো সদস্যের চেয়ে বেশি জানব, তাই আমি মাঝে মধ্যে অন্যদের চেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারি।'

'তোমার কাছে কি আদৌ তেমন কোনো প্রমাণ আছে?'

কাউনস তার হালকা বাদামী চোখ ঘুরিয়ে সঙ্গীর দিকে তাকাল। 'আগে থেকে বলে দিতে পারি, ব্যাস এই।'

দু'জনে একসাথে ভালোই কাজ করতে লাগল। কাউনস তার সঙ্গীর তেজদীপ্ত কর্মদক্ষতাকে স্বাগত জানাল, তেমনি স্মিথ সমর্থন করল কাউনস-এর দূর কল্পনার প্রতি। মাঝেমধ্যে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় তারপরেও সেটা ঝগড়া পর্যন্ত গড়ায়নি।

এমনকি তারা যখন আসল ব্যাপারটাতে পৌঁছুল তখনো ক্রমশ বেড়ে ওঠা উত্তেজনাকে গুরুতর করে তোলেনি। ব্যাপারটা হচ্ছে একটা গ্লবিউলার ক্লাসটার, যে জিনিস এর আগে মানুষের সৃষ্ট নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের ধাক্কা অনুভব করেনি কখনো।

www.BanglaBook.org

স্মিথ বলল, 'ওরা কেন যে এতসব ডাটা পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিতে চায়, ভাবলে অবাক লাগে। মাঝে মধ্যে ফালতু মনে হয়।'

কাউনস বলল, 'পৃথিবী আসলে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে মাত্র। কিছুই বলা যায় না, সারা পৃথিবীতে মানুষ ছড়িয়ে পড়তে কত সময় লাগবে, দশ লক্ষ বা তারও বেশি সময় লেগে যেতে পারে। সব ডাটা নিয়ে কাজ করে যেতে পারি আমরা, কোনো গ্রহ আমাদের হাতে এসে যাবে একদিন।'

'অনুসন্ধান দলের আনাড়ি কোনো একজনের মতো কথা বলছ তুমি। একবার ভেবে দেখ তো, মজার কোনো কিছু আছে ওসবে?' ভিজি প্লেটে ক্লাস্টারটাকে দেখাল স্মিথ। এখন সেটা ছড়িয়ে পড়েছে ট্যালকম পাউডারের মতো।

'হয়তো। আমি আন্দাজ করতে পেরেছি ' কাউনস থেমে গেল কথাটা শেষ না করে। ঢোক গিলল, চোখ পিট পিট করল একবার কি দুবার, এবং তারপর হাসল দুর্বলভাবে।

স্মিথ নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে শব্দ করে বলল, 'চল সবচেয়ে কাছের তারাগুলোর দিকে মন দিই। তারপর সবচেয়ে ঘন গুচ্ছটার ভেতর অনুসন্ধান চালাব।'

'খেই হারিয়ে ফেলবে,' বিড়বিড় করে বলল কাউনস। যখন নতুন নতুন জগৎ উন্মোচিত হওয়ার মুহূর্ত এসে যায়, সব সময় এই অনুভূতিটা হয়। সবচেয়ে ছোঁয়াচে অনুভূতি এটি। প্রতি বছর শত শত তরুণ এই অনুভূতি দ্বারা আক্রান্ত হয়। এক সময় কাউনসও কৌতূহলী তরুণ হিসেবে অনুসন্ধানী দলে যোগ দিয়েছিল, নতুন নতুন জগৎ দেখার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। তাদের এই ব্যাকুলতা, একদিন ভবিষ্যৎ বংশধরেরা বলবে, তারা সকলেই ছিল এক একজন এক্সপ্লোরার—

নির্দিষ্ট একটা জায়গায় স্থির হয়ে প্ল্যানেটারি সিস্টেমের জন্যে তারাগুলোকে স্ক্যান করতে শুরু করল তারা। খুব কাছ থেকে হাইপারস্পেশিয়াল জাম্প দিয়ে দেখল ক্লাস্টারটাকে। কম্পিউটার কাজ করে চলল; তথ্য জমা হতে লাগল অবিচলভাবে, এবং সবকিছু চলতে লাগল সন্তোষজনকভাবে—যতক্ষণ পর্যন্ত না সিস্টেম ২৩-এ গণ্ডগোল দেখা দিল। জাম্প শেষ হওয়ার পর শিপের হাইপার অ্যাটমিক মোটর বিকল হয়ে গেল।

www.BanglaBook.org

কাউনস বিড় বিড় করে বলল, 'বেশ মজা তো অ্যানালাইজার বলছে না, ত্রুটিটা আসলে কি।'

তার কথা ঠিক। অস্থিরভাবে কাঁটাগুলো নড়ছে, স্থির হয়ে থামছে না কোথাও। কাজেই কাঁটাগুলো কি নির্দেশ করছে, বোঝা যাচ্ছে না ঠিক মতো। এবং এজন্যে মেরামতও করা যাচ্ছে না।

'এমনতর জিনিস দেখিনি কখনো,' গর্জে বলে উঠল স্মিথ। 'সব বন্ধ করে দিয়ে একটা একটা করে ত্রুটি খুঁজে বের করতে হবে।'

'কাজটা স্বচ্ছন্দে করতে পারব আমরা,' বলল কাউনস. ইতোমধ্যে দূরবীণে চোখ রেখেছে সে। 'স্পেসড্রাইভে কোনো সমস্যা দেখছি না, আর এই সিস্টেমে দুটো সুন্দর গ্রহ রয়েছে।'

'ওঃ তাই? কেমন সুন্দর এবং কোনগুলো?'

'চারটের ভেতর প্রথম এবং দ্বিতীয়টি : দুটোতেই অক্সিজেন পানি আছে। প্রথমটি একটু উষ্ণ এবং পৃথিবীর চেয়ে বড়; দ্বিতীয়টি একটু শীতল এবং তুলনামূলকভাবে ছোট। ঠিক আছে?'

'প্রাণ?'

'দুটোতেই আছে। অন্তত গাছপালা আছে।'

স্মিথ ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই; পানি-অক্সিজেন জগতে তো গাছপালা থাকবেই। আর জীবজন্তুর চেয়ে গাছপালা ভালোভাবেই দেখা যায় দূরবীণে—কিংবা, আরো পরিস্কারভাবে বললে, স্পেকট্রোস্কোপের মাধ্যমে নিখুঁতভাবে দেখা যায় উদ্ভিদ। উদ্ভিদে ফোটোকেমিক্যাল পিগমেন্ট রয়েছে মাত্র চারটি এবং প্রতিটি পিগমেন্ট থেকে যে ধরনের আলো প্রতিফলিত হয়, তার ওপর ভিত্তি করে ওটাকে চিহ্নিত করা হয়।

কাউনস বলল, 'গ্রহ দুটোর গাছপালাগুলো ক্লোরোফিল সমৃদ্ধ। তার মানে গ্রহদুটোর পরিবেশ পৃথিবীর মতো; সত্যিকারের বাড়িঘর পরিবেশ।'

স্মিথ বলল, 'কোনটি বেশি আছে?'

'দ্বিতীয়টি এবং আমরা যাচ্ছি ওই গ্রহেই। আমার মনে হচ্ছে, সুন্দর একটা গ্রহ পাব আমরা।'

'তুমি যদি কিছু মনে না করো, তাহলে আমি ওটাকে যাচাই করে দেখব যন্ত্রপাতি দিয়ে,' বলল স্মিথ।

কিন্তু সব দেখেশুনে মনে হল এটা কাউনস-এর নির্ভুল অনুমান। সাগর-পাহাড় পরিবেশিষ্টত গ্রহটির আবহাওয়া বেশ সহনীয়। পাহাড়গুলোর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উচ্চতা কম এবং গোলাকার। গাছপালা আছে প্রচুর এবং বেশ উর্বরা জায়গা।

কাউনস অবতরণের জন্যে জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে কন্ট্রোলে বসে।

অধৈর্য হয়ে উঠছে স্মিথ। বলল, 'তুমি কি জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছ? জায়গা তো সব একই।'

'আমি একটি খোলা জায়গা খুঁজছি,' কাউনস বলল। 'গাছগুলো পুড়িয়ে লাভ নেই।'

'পুড়লে কি হবে?'

'না পড়লেই বা কি?' বলল কাউনস। অবশেষে খোলা জায়গাটি খুঁজে পেয়েছে সে।

অবতরণের পরপরই ওরা অবাক হয়ে গেল, বুঝতে পারল ছোট, একটি জায়গায় এসে নেমেছে।

'স্পেস-ওয়ার্পে জাম্প করো,' স্মিথ বলল।

কাউনস সত্যি সত্যি অবাক হল। প্রাণীদের উপস্থিতি গাছপালার চেয়ে কম সেখানে বুদ্ধিমান প্রাণী থাকার সম্ভাবনা আরো দূরে; অবতরণের জায়গা থেকে আধা মাইল দূরে খড়বিচলিতে ছাওয়া ঘরগুলো দেখে বোঝা যায় আদিম বুদ্ধিমান প্রাণীদের তৈরি।

'সাবধান,' বিস্ময় বিহ্বল কণ্ঠে বলল স্মিথ।

'আমার মনে হয় না ওরা আমাদের ক্ষতি করবে,' কাউনস বলল। দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে সে গ্রহটির বাইরে পা রাখল; স্মিথ পিছু পিছু তাকে অনুসরণ করল।

কাউনস বহু কষ্টে উত্তেজনা চেপে রাখার চেষ্টা করল। 'এটা সত্যি দারুণ। কখনো শুনিনি যে আদিম কোনো প্রজাতি গুহা বা ডালপালার ছাউনির চেয়ে ভালো কিছু করেছে।'

'আশা করি, কোনো ক্ষতি করবে না ওরা।'

'ওরা খুব বেশি শান্ত। বাতাসে গন্ধ শুঁকে দেয়।'

গ্রহটির যেখানে এসে ওরা নেমেছে। তার দিগন্ত জুড়ে ফুটে আছে প্রশান্তি ছড়ান হালকা গোলাপী রঙ। ছন্দপতন ঘটিয়েছে নিচু নিচু পাহাড়ের সারি। কাছাকাছি সীমানার ভেতর দিকে গোলাপি রঙটা ছড়িয়ে পড়েছে সুবাস ছড়ান কোমল ফুলগুলোর মাঝে। কুঁড়েগুলোর একেবারে কাছে অস্বরের মতো জ্বলজ্বল করছে শস্যদানার মতো কিছু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কুঁড়েগুলো থেকে প্রাণীরা বেরিয়ে এসে এগোতে লাগল শীপের দিকে। একধরনের দ্বিধা ফুটে আছে ওদের মাঝে। ওদের চার পা, পেছনের দিকে ঢালু ওদের শরীরটা। কাঁধ থেকে ফুট তিনেকের মতো উচ্চতা ওগুলোর। মাথা বসে আছে কাঁধের ওপর দৃঢ়ভাবে। ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখগুলো বৃত্তাকারে সাজান (কাউনস গুনে দেখল ছটা চোখ ওদের)। চোখগুলো যেদিকে ইচ্ছে স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারে। (কাউনস ভাবল, মাথাটা অনড় থাকার ফলে চোখগুলো এই সুবিধা পেয়েছে)

প্রতিটি প্রাণীর লেজ আছে পেছনে, এবং লেজের ডগাটা ভাগ হয়ে দুটো শাখা তৈরি করেছে, যা উঁচু করে রেখেছে প্রাণীগুলো।

'চল,' কাউনস বলল। 'ওরা আমাদের আক্রমণ করবে না; আমি নিশ্চিত এ ব্যাপারে।'

মানুষ দুটো থেকে নিরাপদ দূরত্ব নিয়ে ঘিরে দাঁড়াল প্রাণীগুলো। লেজগুলো থেকে মৃদু একটা গুঞ্জন তুলেছে।

'ওরা হয়তো এভাবেই যোগাযোগের কাজ সারে,' কাউনস বলল। 'আর আমার মনে হচ্ছে, ওরা নিরামিষাসি।' আঙুল তুলে কুঁড়েগুলোর দিকে দেখাল সে, সেখানে বসে আছে প্রাণীগুলোর ছোট এক সদস্য। শস্যদানা তুলে নিচ্ছে লেজের ডগা দিয়ে। একটা কান বারবার এমনভাবে মুখের ভেতর ঢোকাচ্ছে, টুথপিকে গেঁথে একটার পর একটা চেরি ফল মুখে দিলে যেমন হয়, ঠিক সেরকম মনে হচ্ছে।

'মানুষ লেটুস পাতা খায়,' স্মিথ বলল, 'কিন্তু ওটা তো কিছু বোঝাচ্ছে না।'

আরো লেজঅলা প্রাণী বেরিয়ে এল। ওগুলো মুহূর্তের মধ্যে মানুষ দুটোর চারপাশে জড়ো হল, তারপর গোলাপী রঙ আর সবুজের মাঝে হারিয়ে গেল।

'উদ্ভিদভোজী,' কাউনস দৃঢ় গলায় বলল। 'তাকিয়ে দেখ, কি করে নিজেদের প্রধান শস্য ফলিয়েছে ওরা।'

প্রধান শস্য, কাউনস-এর কথানুযায়ী, মাটির সাথে লেগে থাকা সবুজ এক ধরনের কোমল শস্য-মঞ্জরীর মুকুট। ওটার ঠিক কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা রোমশ কাণ্ড। কাণ্ডটি ইঞ্চি দুয়েক পর মাংসল হয়ে উঠেছে। প্রাণের স্পন্দন জেগেছে কুঁড়িগুলোতে কাণ্ডের একেবারে ডগায় রয়েছে আসল জিনিসটি, হালকা গোলাপী ফুল।

www.BanglaBook.org

শস্যের গাছগুলো জ্যামিতিকভাবে নির্ভুল সারিতে সুবিন্যস্তভাবে সাজান রয়েছে। প্রতিটি গাছের গোড়ায় মাটি আলগা করে তাতে কিছু একটা মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, কি আর মিশাবে সার ছাড়া। সরু পথ রয়েছে খেতের মাঝে, এই পথ ধরে অনায়াসে যেতে পারে একটা প্রাণী। প্রতিটি পথের সাথে সরু নালা রয়েছে।

প্রাণীগুলো এখন পুরো খেত জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, মাথা নিচু করে কাজ করে যাচ্ছে। শুধু কয়েকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে মানুষ দুটো আশেপাশে।

কাউনস মাথা নেড়ে বলল, 'ওরা ভালো কৃষক!'

'খারাপ না,' সায় দিল স্মিথ। সে এগিয়ে গেল সামনের ফিকে গোলাপী ফুলগুলোর দিকে। হাত বাড়াল একটার দিকে; কিন্তু ইঞ্চি ছয়েক দূরে থাকতেই বাধা এল। লেজের স্পন্দনের শব্দ সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে গিয়ে পৌঁছুল এবং হাতে একটা লেজের স্পর্শ অনুভব করল স্মিথ। লেজটা তাকে হালকাভাবে ধরলেও দৃঢ়ভাবে আছে বেশ। সেটা শক্ত নালা হয়ে দাঁড়িয়েছে স্মিথ এবং গাছগুলোর মাঝে।

স্মিথ পিছিয়ে এল। 'এটা কি—'

সে ব্লাস্টারটা বের করার আগে কাউনস বাধা দিল, 'উত্তেজিত হওয়ার কোনো কারণ নেই; ব্যাপারটা সহজভাবে নাও।'

অর্ধডজন প্রাণী এখন জড়ো হয়েছে ওদের চারপাশে। নম্র এবং ভদ্রভাবে দানাভর্তি শীষ বাড়িয়ে ধরেছে। কেউ কাজটা করছে লেজ দিয়ে আবার কেউ করছে নাক দিয়ে।

কাউনস বলল, 'ওরা বেশ বন্ধুসুলভ। ফুল তোলাটা ওদের হয়তো রীতিবিরুদ্ধ। কঠোর নিয়ম মেনে গাছগুলোর পরিচর্যা করা হয়। যে কোনো কৃষিজীবী সমাজ কিছু না কিছু আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলে, এবং ঈশ্বর জানেন কি আছে এর মাঝে। যে নিয়ম-নীতির মাধ্যমে ওদের চাষাবাস পরিচালিত হচ্ছে, অবশ্যই সেটা কঠোর। তা নাহলে এত নিখুঁত হত না ওদের গাছগুলোর সারি।'

আবার লেজের গুঞ্জনটা তীক্ষ্ণ হয়ে বেজে উঠল এবং ওদের কাছের প্রাণীগুলো ফিরে গেল। কুঁড়েগুলোর মাঝখানে অপেক্ষাকৃত বড় একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল একইরকম আরেকটা প্রাণী।

'মনে হয়,' ওদের দলপতি কাউনস বিড়বিড় করে বলল।

নতুন প্রাণীটি এগোতে লাগল ধীর গতিতে। লেজটা উঁচু করে রেখেছে। প্রতিটি ফাইব্রিল ঘিরে রেখেছে ছোটখাটো কালো মতো একটা

www.BanglaBook.org

জিনিসকে। ফুট পাঁচেক দূরে থাকতে প্রাণীটির লেজ বাঁকা হয়ে এল সামনের দিকে।

'ও আমাদেরকে জিনিসটা দিচ্ছে,' অবাক হয়ে গেল স্মিথ। 'কাউনস, তাকিয়ে দেখ ওটাকে।'

কাউনস সাগ্রহে তাকাল। রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'ওটা গ্যামো হাইপারস্প্যাশিয়াল সাইটার্স। দশ হাজার ডলার ওটার দাম।'

এক ঘণ্টার মতো শীপে থেকে আবার বেরিয়ে এল স্মিথ। অতিরিক্ত উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল সে, 'কাজ করেছে ওটা। একেবারে নিখুঁত। আমরা বড়লোক হয়ে গেলাম।'

কাউনস বলল, 'ওদের কুঁড়েগুলোতে চিড়নি চালান দিয়েছি। পাইনি এখন পর্যন্ত আর একটিও।'

'এ রকম দুটো জিনিস পাওয়াটা একেবারে ফালতু নয়। ঈশ্বর, মুঠি ভরা টাকা নিয়ে দর কষাকষি করা যায় এরকম জিনিসের জন্যে।'

কিন্তু কাউনস তারপরেও খুঁজে বেড়াতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে হাঁপিয়ে উঠল। লেজঅলা তিনটি প্রাণী ওর সাথে সাথে রয়েছে। ওরা কাউনস-এর পিছু পিছু এক কুঁড়ে থেকে আরেক কুঁড়েতে যাচ্ছে ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছে ওগুলো। কাউনস-এর কাজে নাক গলাচ্ছে না, তবে ওর সাথে সাথে সবসময় রয়ে যাচ্ছে জ্যামিতিকভাবে চাষ করা ফিকে গোলাপী ফুল এবং তার মাঝে।

স্মিথ বলল, 'এটা লেটেস্ট মডেলেরও বটে। দেখ এটা।' সে একটা জায়গায় একটা লেখা দেখাল কাউনসকে। সেখানে লেখা রয়েছে, মডেল এক-২০, গ্যামো প্রোডাক্টস, ওয়ারস, ইউরোপিয়ান সেক্টর।

কাউনস লেখাটা একবার দেখল তারপর অধৈর্য গলায় বলল, 'আমার আগ্রহটা এরকম আরো যন্ত্র খুঁজে পাওয়াতে। আমি জানি, এরকম আরো গ্যামো সাইটার্স রয়েছে কোথাও, আমি সেগুলো চাই।' কথা বলতে বলতে গাল দুটো রক্তিম হয়ে উঠল, ভারী হয়ে আসছে নিঃশ্বাস।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে; তাপমাত্রা নেমে আসছে গা সওয়া অবস্থা থেকে। স্মিথ হাঁচি দিল বার দুয়েক, তারপর কাউনস।

'আমাদের নিউমোনিয়া হয়ে যাবে,' শ্বাস টেনে বলল স্মিথ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওদেরকে ব্যাপারটা বোঝাতে হবে,' কাউনস গোঁ ধরে বলল। পর্ক সসেজ গেল একটা ক্যান থেকে নিয়ে, এক ক্যান কফি খেল গপ গপ করে, তারপর খোঁজার জন্য প্রস্তুত হল।

কাউনস সাইটারটা উঁচু করে ধরল। 'আরো,' সে বলল, 'আরো,' এই বলে হাত গোল করে সাইটারের সামনে ধরল। তারপর আরেকটি কাল্পনিক সাইটার ধরল তার সামনে। বলল, 'আরো।'

অবশেষে দিগন্তে মিলিয়ে গেল সূর্য, পুরোটা খেত জুড়ে এক গুঞ্জন তুলল প্রাণীগুলো। ওগুলো খেতের ভেতর মাথা নিচু করে লেজ তুলে রেখেছে। সন্ধ্যালোকে তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলল লেজগুলো।

'ব্যাপারটা কি,' অস্বস্তির সাথে বিড় বিড় করে বলল স্মিথ। 'এই ফুলগুলোর দিকে তাকাও।' আবার খোঁচা দিল সে।

ফ্যাকাশে গোলাপী ফুলগুলো শুকিয়ে যেতে শুরু করল।

কাউনস চেঁচাল প্রাণীগুলোর তীক্ষ্ণ গুঞ্জন ছাপিয়ে, 'সূর্যাস্তের একটা প্রতিক্রিয়া হতে পারে এটা। তুমি তো জান, রাতের বেলা শুকিয়ে যায় ফুলগুলো। ওরা শব্দ করছে, সেটা হতে পারে ওদের নিজস্ব কোনো ধর্মীয় আচার।'

কাউনস-এর মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্য তার হাতের কব্জিতে লেজের আলতো আঘাত খেল। প্রাণীটি তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল; ওটা তার লেজটা পশ্চিম দিগন্তের দিকে তুলে দিল। পশ্চিম দিগন্তে একটা উজ্জ্বল জিনিস দেখা যাচ্ছে। প্রাণীটি লেজ নামিয়ে সাইটারের দিকে ইঙ্গিত করল, তারপর আবার তারার দিকে দেখাল।

উত্তেজিত গলায় কাউনস বলল, 'অবশ্যই—ওটার ভেতরকার গ্রহ। বসবাস যোগ্য আরেক গ্রহ ওটা। এই প্রাণীগুলো ওখান থেকেই এসেছে।' তারপর একটা কথা মনে পড়াতে, চেঁচিয়ে উঠল আকস্মিক একটা ধাক্কা খেয়ে, 'স্মিথ, আমাদের হাইপারঅ্যাটমিক মটোরগুলো তো এখনো বিকল হয়ে আছে।'

স্মিথ এমন আহত দৃষ্টিতে তাকাল, যেন সেও ভুলে গেছে ব্যাপারটা। নিচু গলায় বলল সে, 'তোমাকে বললাম তো—সব ঠিক আছে।'

'তার মানে তুমি ঠিক করেছ?'

www.BanglaBook.org

কখনোই ছুঁয়ে দেখিনি। কিন্তু সাইটার পরীক্ষা করার সময় হাইপারঅ্যাটমিক মটোরগুলো চালু করি, দেখলাম সবই ঠিক মতো কাজ করছে; ভুলেই গিয়েছিলাম গড়বড় আছে। যা হোক, ওগুলো কাজ করছে।'

'তাহলে চল কেটে পড়ি,' কাউনস সঙ্গে সঙ্গে তাড়া দিল। ঘুমানর চিন্তা তার মাথাতে একদম নেই।

ছয়ঘন্টার এই সফরে দু'জনের একজনও ঘুমোয়নি। মাদকাসক্তের মতো কন্ট্রোলে বসে রয়েছে তারা। অবতরণের জন্য আবারও তারা বেছে নিল অনাবৃত একটি স্থান।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ার মতো বিকেলটা প্রায় উষ্ণ; পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ঘোলা পানির একটি নদী। তীরে শক্ত হয়ে আছে কাদা, সেখানে ঝাঁঝরির মতো অসংখ্য বড় বড় গর্ত।

ওরা দু'জন গ্রহটার বুকে নেমে এল। স্মিথ কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'কাউনস দেখ ওদিকে।'

স্মিথের আঁকড়ে ধরা হাতের ভেতর কেঁপে উঠল কাউনস। বলল, 'সেই একই গাছ! মহা ঝামেলায় পড়লাম তো!'

কোনো ভুল নেই সেই দিকে গোলাপী ফুল। বোঁটার ওপর রয়েছে সেই একই ফুল এবং শস্য-মঞ্জরীর মুকুট। আবার সেই জ্যামিতিক ব্যবধানে গাছ রোপণ, সার দেয়া এবং সেচ ব্যবস্থার মাঝে রয়েছে যত্নের ছাপ।

স্মিথ বলল, 'কোনো ভুল করিনি আমরা এবং চক্কর—'

'আহ্ সূর্যের দিকে তাকাও। আগের চেয়ে দ্বিগুণ বড় হয়ে গেছে ওটার ব্যাস। আর ওদিকে দেখ।'

নদীতীরের সবচেয়ে কাছের গর্তগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে তামাটে একটা জিনিস। প্রাণীটির কোনো হাত-পা নেই, একেবারে সাপের মতো কায়া। এক ফুটের মতো ব্যাস এবং লম্বায় দশ ফুটের মতো। দুই প্রান্ত একই রকম, ভোঁতা এবং কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। ওপর দিকে মাঝ বরাবর ফুলে আছে কিছু কিছু জায়গায়। ওদের চোখের সামনে ফুলে ওঠা জায়গাগুলো হঠাৎ করে ডিমের আকৃতি নিল। তারপর ফাঁক হয়ে যেতে লাগল ডিমগুলো। ঠোঁটহীন চেরা গর্ত হল একেকটা। তারপর বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করল ফাঁকগুলো। সশব্দে। শুকনো লাঠিতে ঠোকাঠুকি লাগার মতো একটা শব্দ।

www.BanglaBook.org

তারপর বাইরের গ্রহটাতে যা ঘটেছিল, তেমনি এই প্রাণীগুলো কাছে এসে ওদের কৌতূহল মিটিয়ে আবার চলে যেতে লাগল। চাষ করা শস্য খেতের দিকে এগোল ওরা।

স্মিথ হাঁচি দিল। নাক মুখ থেকে বাতাসের ঝাপটা এসে ধুলো ওড়াল জ্যাকেটের হাতা থেকে।

সে অবাক দৃষ্টিতে দেখল সেটা। তারপর ধুলো ঝাড়তে বলল, 'দূর, ধুলোয় ভরে গেছি দেখছি।' ধুলো উড়ছে ফিকে গোলাপী কুয়াশার মতো। 'তোমারও একই অবস্থা,' বলেই কাউনস-এর পোশাক থেকে ধুলো ঝাড়তে লাগল স্মিথ।

দুজনই প্রচুর হাঁচি দিতে লাগল।

'আমার মনে হয় হাঁচিটা আমাদের হয়েছে আগের গ্রহটাতে,' বলল কাউনস।

'অ্যালার্জি হয়ে যেতে পারে।'

'অসম্ভব।' কাউনস উঁচু করে ধরল হাতের সাইটারটা সাপের মতো প্রাণীগুলোর দিকে, 'এমন কোনো জিনিস আছে তোমাদের কাছে?'

অল্পক্ষণ কোনো জবাব পাওয়া গেল না। তবে পানিতে বেশ নড়চড়া হল। সাপের মতো প্রাণীগুলোর কয়েকটি নেমে গেল নদীতে। পানির জীবনের রূপালি স্তবক নিয়ে ফিরে এল ওরা।

কিন্তু এরপর সাপের মতো আরেকটি প্রাণী উঠে এল পানি থেকে। অন্যগুলোর চেয়ে একটু লম্বা ওটা। মাটির ওপর দিকে আসার সময় দেখা গেল একটা ভোঁতা প্রান্ত বিশেষ ভঙ্গিতে ইঞ্চি দুয়েক উঁচু করে রেখেছে প্রাণীটি। ওটার শরীরের মাঝখানের জায়গাটা ধীরে ফুলে উঠল প্রথমে, তারপর সশব্দে ফাঁক হয়ে গেল জায়গাটা। সেই ফাঁকের মাঝে শোভা পাচ্ছে সাইটার্স। ঠিক আগের গ্রহে পাওয়া সাইটার্সের মতো।

কাউনস আনন্দের সাথে বলল, 'ঈশ্বরের দোহাই, জিনিসটা দেখতে দারুণ না?'

দ্রুত এগিয়ে গেল সে সামনের দিকে। হাত বাড়াল জিনিসটার দিকে। সাপের মতো প্রাণীটার ফুলে থাকা অংশ জিনিসটা ধরে রেখেছে, জায়গাটা সরু এবং লম্বা হয়ে এল। তারপর সেটা কর্মিকার মতো হয়ে জিনিসটা পৌঁছে দিল কাউনস-এর হাতে।

কাউনস হাসছে। ওটা গ্যামো সাইটার্স; হুবহু আগেরটার মতো। একেবারে আগেরটার মতো। কাউনস জিনিসটার ওপর সস্নেহে হাত বুলাতে লাগল।

www.BanglaBook.org

স্মিথ চেঁচিয়ে বলল, 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না তুমি? কাউনস, আমার কথাটা শোনো।'

কাউনস বলল, 'কি বললে?' সে এতক্ষণে বুঝতে পারল মিনিটখানেকের বেশি সময় ধরে চেঁচাচ্ছে স্মিথ।

'ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ।'

অন্যগ্রহে যেমন ঘটেছিল ঠিক সেভাবে গুটিয়ে যাচ্ছে ফুলগুলো। আর গাছগুলোর অগণিত সারির মাঝে ছড়িয়ে থাকা সাপের মতো প্রাণীগুলো শরীরের এক প্রান্তে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে শরীর দুলিয়ে অদ্ভুত এক ছন্দে শব্দ করে যাচ্ছে, ঠিক ভাঙা গানের মতো। ফিকে গোলাপী ফুলগুলোর মাঝে ওদের ভোঁতা প্রান্তগুলো দেখা যাচ্ছে শুধু।

স্মিথ বলল, 'তুমি বলতে পারবে না, রাত নামছে বলে এরকম করছে ওরা। এখানে দিন অনেক বড়।'

কাঁধ ঝাকাল কাউনস। 'ভিন্ন গ্রহ এটা, ভিন্ন গ্রহ। চল! মাত্র দুটো সাইটার্স পেয়েছি আমরা। আরো আছে নিশ্চয়ই।

'কাউনস, চল ফিরে যাই,' স্মিথের পা দুটো শক্ত পিলারের মতো হয়ে গেল। কাউনস-এর কথায় দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরল।

লাল হয়ে গেল কাউনস-এর চেহারা। রাগ আর ঘৃণা নিয়ে সে স্মিথের দিকে ফিরল। 'কি করছ তুমি?'

'তুমি যদি এক্ষুনি আমার সাথে শীপে ফিরে না যাও, তাহলে তোমাকে ধরাশায়ী করে ফেলব আমি।'

এক মুহূর্ত সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল কাউনস। তারপর বুনো ভাবটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে তার মাঝে এল এক ধরনের শৈথিল্য বলল, 'ঠিক আছে, চল।'

তারকাপুঞ্জ থেকে অর্ধেকটা পথ চলে এসেছে ওরা। স্মিথ বলল, 'কেমন লাগছে?'

কাউনস তার নিজের বাঙ্কে সোজা হয়ে বসে চুলে হাত বোলাচ্ছে। বলল, 'স্বাভাবিক মনে হচ্ছে; সুস্থ হয়ে উঠছি আবার। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম আমি?'

'বারো ঘন্টা।'

'তুমি?'

'আমি বিড়াল ঘুম দিয়েছি,' বেশ খানিকটা ভাব নিয়ে যন্ত্রগুলোর দিকে ফিরল স্মিথ। ছোটখাটো এ্যাডজাস্টমেন্ট সেরে নিল। আত্মসচেতনভাবে বলল সে, 'ওই গ্রহদুটোতে কি হয়েছিল তুমি কি সেটা জান?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাউনস ধীর কণ্ঠে বলল, 'তুমি জান?'

'মনে হয় আমি জানি।'

'আচ্ছা? আমি কি শুনতে পারি?'

স্মিথ বলল, 'একই গাছ রয়েছে দুটো গ্রহে। তুমি কি এটা মান?'

'অবশ্যই মানি।'

'গাছগুলো এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে কোনোভাবে স্থানান্তর হয়েছে। দুটো গ্রহেই দারুণভাবে জন্মেছে গাছগুলো; তবে মাঝেমধ্যে গাছগুলোতে প্রাণশক্তি যোগাতে, আমার ধারণা—ক্রসফার্টিলাইজেশনের ব্যাপার রয়েছে। দুটো ভিন্ন প্রজাতি থেকে তৈরি হয়েছে এই সঙ্কর। পৃথিবীতে তো অহরহ ঘটছে এমন।

'প্রাণশক্তি যোগাতে ক্রসফার্টিলাইজেশন? হতে পারে।'

তবে আমরা হচ্ছি মিশ্রণের বাহন। আমরা প্রথমে এমন একটি গ্রহে নামি, যে গ্রহটি ছিল পরাগরেণুতে ভরপুর। মনে পড়ে ফুলগুলো গুটিয়ে যাওয়ার দৃশ্য? পরাগরেণু ছড়িয়ে দেয়ার পর পর সেটা ঘটেছিল; আর সে কারণেই হাঁচি দিতে থাকি আমরা। এরপর অন্যগ্রহে গিয়ে আমাদের শরীর কিংবা পোশাকে লেগে থাকা পরাগরেণু ঝেড়ে ফেলি। তারপর নতুন বর্ণসঙ্কর প্রজাতির যাত্রা শুরু হয়। আমরা স্রেফ দু পেয়ে মৌমাছি হয়ে ফুলের মাধ্যমে আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি।'

ক্ষণিকের জন্য কাউনস হেসে বলল, 'কাজটা একদিক দিয়ে গৌরবহীন।'

'আসল ব্যাপারটা তা নয়। তুমি কি বিপদটা দেখতে পাওনি? দেখতে পাওনি এত দ্রুত ফিরে এলাম কেন?'

'কেন?'

'কারণ দুটো ভিন্ন প্রজাতির মাঝে খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারটা ব্যর্থ না হয়ে যায়। এই খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারটা সম্পন্ন হবে ইন্টারপ্ল্যানেটারি ফার্টিলাইজেশনের মাধ্যমে। মৌমাছি যেমন তার পাওনা পেয়ে যায়, ঠিক তেমনি আমরাও আমাদেরটা পেয়ে যাই। মধুর জায়গায় গ্যামো সাইটার্স পেয়েছি।'

'তারপর?'

'তারপর, কোনো মাধ্যম ছাড়া ইন্টারপ্ল্যানেটারি ফার্টিলাইজেশন ঘটতে পারে না। এবার আমরা ঘটিয়েছি, তবে আমরাই যেহেতু প্রথম মানুষ, সেহেতু এর আগে অবশ্যই অন্য কোনো প্রাণীর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফার্টিলাইজেশন। হয়তো প্রথম গ্রহের সেই প্রাণীরাই এ কাজ করেছে। তার মানে এখানে এই নক্ষত্রপুঞ্জের ভেতর অন্য কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী রয়েছে, যারা মহাশূন্য ভ্রমণে সক্ষম; এবং পৃথিবীকে অবশ্যই জানাতে হবে তাদের ব্যাপারে।'

কাউনস ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

ভুরু কুঁচকাল স্মিথ। বলল, 'কোনো খুঁত পেলে আমার যুক্তিতে?'

কাউনস তার দু' হাতের তালুর মধ্যে মাথাটা রাখল। দুঃখী দুঃখী একটা ভাব ফুটে উঠল তার চেহারায়। বলল, 'বলতে গেলে বলতে হয়, আসল জিনিস প্রায় সবই বাদ দিয়ে দিয়েছ।'

'আমি কি বাদ দিয়েছি?' স্মিথ রাগত গলায় বলল।

'তোমার ক্রসফার্টিলাইজেশন তত্ত্ব নিয়ে যতদূর বলেছ, ভালো। তবে কিছু কিছু পয়েন্ট নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাওনি আমরা যখন ওই স্টেলার সিস্টেমের দিকে এগোতে থাকি তখন আমাদের হাইপার অ্যাটমিক ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। আর সেই বিকল হয়ে যাওয়ার কারণটা কিছুতেই খুঁজে পাইনি আমরা। অবতরণের পর ওটা মেরামতের কোনো চেষ্টাও করিনি, আসলে ভুলেই গিয়েছিলাম; পরে তুমি প্রয়োজনে হাত দিয়ে দেখ ইঞ্জিন ঠিক আছে। ব্যাপারটা এতটাই ধর্তব্যের বাইরে ছিল যে কয়েক ঘণ্টা পরেও আমাকে জানাওনি।'

'এরপর দেখ আরেকটা ব্যাপার; দুটো গ্রহে আমরা অবতরণ করেছি ভিন্ন দু'জাতের প্রাণীর আবাসস্থলের কাছে। এটা কি শুধু ভাগ্য? প্রাণীগুলো সম্পর্কে আমাদের ভালো ধারণা ছিল, এ ব্যাপারেও আমাদের অবিশ্বাস্য দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাস ছিল।'

'আর আমার ব্যাপারটা দেখ, গ্যামো সাইটার্স পাওয়ার জন্যে কেমন উতলা হয়ে উঠেছিলাম। কেন? ওগুলো মূল্যবান বলে? হ্যাঁ, মূল্যবানই বটে—এবং তাই বলে পাগল হওয়ার মতো কিছু নয়।'

স্মিথ এতক্ষণ অস্বস্তিকর একটা নীরবতা বজায় রাখছিল। এবার সে বলল, 'একটার সাথে আরেকটার কোনো সাযুজ্য আছে কিনা সেটা তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

'ছাড় তো, স্মিথ; তুমি ব্যাপারটা ভালো করেই জান। তোমার কাছে এটা কি পরিষ্কার নয় যে বাইরে থেকে আমাদের মন নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে?'

একটু বেঁকে গেল স্মিথের মুখ। সন্দেহ এবং উপহাসের মাঝে পড়ে গেল সে। বলল, 'তুমি কি আবার সাইয়োনিক কিক নিয়ে বলছ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, ঘটনা তাই-ই। আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, ঘটনা সম্পর্কে আমি আগে যা বলে দেই, সেটা হয়তো বা এক ধরনের দৃষ্টি বহির্ভূত টেলিপ্যাথি।'

'এটাও কি একটা ঘটনা? দু'দিন আগে তো ভাবনি এ নিয়ে।'

'এখন আমি ভাবছি। দেখ, তোমার চেয়ে আমার গ্রহণ করার ক্ষমতা বেশি, এবং আমি তোমার চেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছি। এখানে যেহেতু ঘটনার ইতি ঘটেছে, কাজেই কি হয়েছিল—সেটা আরো ভালো করে বুঝতে পারছি, কারণ গ্রহণ করেছি আমি বেশি। বুঝতে পেরেছ?'

'না,' স্মিথ কর্কশ গলায় বলল।

'তাহলে আরো শোনো। তুমি বলেছিলে ফুলের পরাগায়নের পুরস্কার হিসেবে গ্যামো সাইটার্স পেয়েছি আমরা। ঠিক?'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

'বেশ, তাহলে জিনিসগুলো এল কোথা থেকে? পৃথিবীর জিনিস ওগুলো; এমন কি আমরা প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের নাম এবং মডেল সম্পর্কে জানি, লাইনের পর লাইন স্পষ্ট লেখা রয়েছে। যদি কোনো মানুষ কখনো ওই গ্রহ দুটিতে না গিয়ে থাকে, তাহলে গ্যামো সাইটার্স এল কোথা থেকে? এ নিয়ে আমরা কিন্তু কিছুই ভাবিনি। এবং তুমিও তখন পর্যন্ত ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছ বলে মনে হয় না।'

'ঠিক আছে—'

'শিপে ওঠার পর সাইটারগুলো কি করেছ, স্মিথ? আমার মনে আছে; ওগুলো আমার কাছ থেকে তুমি নিয়েছিলে।'

'সেইফ রেখে দিয়েছি,' আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে বলল স্মিথ।

'তারপর সেগুলো ধরেছিলে তুমি?'

'না।'

'আমি ধরেছি?'

'আমি যদ্দুর জানি, ধরোনি।'

'তাহলে সেইফটা খুলছ না কেন এখন?'

সেইফের দিকে ধীর গতিতে এগিয়ে গেল স্মিথ। তার আঙুলের ছাপ এই সেইফের চাবি। সেইফটা খুলল সে। হাত বাড়াল ভেতরে না তাকিয়ে। সাথে সাথে মুখের ভাবটা পাল্টে ফেলল। তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে প্রথমে জিনিসগুলোর দিকে তাকাল সে, তারপর খামচে বের করে আনল ওগুলো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চারটে বিভিন্ন রঙের পাথর স্মিথের হাতে। আয়তকার পাথরগুলো খুব কর্কশ।

'আমাদের নিজেস্ব আবেগ অনুভূতি দিয়ে আমাদের দাবড়ে বেড়িয়েছে ওরা,' কাউনস নরম গলায় বলল, যেন তার কটাক্ষভরা কথাগুলো একটা একটা করে ঢুকিয়ে দেয়া হল স্মিথের একগুঁয়ে খুলির ভেতর। 'ওরা আমাদের দিয়ে ভাবিয়েছে, হাইপারঅ্যাটমিকে গোল বেধেছে; কাজেই আমরা সামনের গ্রহ দুটির যে কোনোটিতে নামতে পারি। পরে আবার আমাদের মাথায় এই চিন্তা ঢুকিয়েছে, যন্ত্রপাতি সব ঠিক আছে শীপের। এজন্যে আরেক গ্রহের দিকে ছুটেছি।'

'ওরা "কারা"?' গুঙিয়ে উঠল স্মিথ। 'ওই লেজঅলা প্রাণীগুলো, নাকি সাপের মতো প্রাণীগুলো?'

'কেউই নয়,' কাউনস বলল। 'ওরা হচ্ছে সেই গাছগুলো।'

'গাছগুলো? মানে ফুলগুলো?'

'নিশ্চয়ই। আমরা দেখেছি একই রকম গাছের পরিচর্যা করে যাচ্ছে ভিন্ন প্রজাতির দুটি প্রাণী। আমরা প্রাণী বলে ভেবেছি, প্রাণীরাই গাছগুলোর প্রভু। কিন্তু আমরা তা ভাবব কেন? গাছগুলোই তো সেটা নিয়ে যাচ্ছে।'

'পৃথিবীতে আমরাও গাছ পরিচর্যা করি, কাউনস।'

'কিন্তু ওই গাছগুলোকে আমরা খেয়ে ফেলি,' বলল কাউনস।

'এবং ওই প্রাণীগুলোও হয়তো গাছগুলোকে খায়।'

'ওরা খায় না সেটা আমি জানি,' বলল কাউনস। 'যথেষ্ট সুকৌশলে পরিচালনা করেছে গাছগুলো আমাদেরকে। ভেবে দেখ, অনাবৃত খোলা জায়গায় অবতরণের জন্যে কতটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম আমি।'

'আমি কিন্তু সেরকম তাড়না অনুভব করিনি।'

'তুমি তো কন্ট্রোলে ছিলে না; তাই তোমাকে নিয়ে ওদের কোনো উদ্বেগ ছিল না। তারপর, আরো আছে, মনে করে দেখ, পরাগরেণু আমাদের গা ঢেকে ফেললেও, আমরা কিন্তু ব্যাপারটা লক্ষ্য করিনি। দ্বিতীয় গ্রহে নিরাপদে অবতরণ করা পর্যন্ত জানতে পারিনি সেটা। তারপর ওদের নির্দেশমতো পরাগরেণু ঝেড়ে ফেলি আমরা।'

'এরকম অসম্ভব কিছু কখনো শুনিনি আমি।'

'অসম্ভব হবে কেন? আমরা গাছের সাথে বুদ্ধি বিনিময় করতে পারিনি, কারণ গাছের কোনো স্নায়ুতন্ত্র নেই; তবে এই গাছগুলোর হয়তো আছে।

www.BanglaBook.org

গাছগুলোর কাণ্ডে যে মাংসল কুড়িগুলো রয়েছে, মনে পড়ে তোমার? গাছের যদিও চলাফেরার ক্ষমতা নেই; তবে ওরা যদি সাইয়োনিক শক্তির উন্নতি ঘটাতে পারে, এবং সেটা প্রয়োগ করতে পারে, অবাধে চলাফেরায় সক্ষম প্রাণীগুলোর ওপর, তাহলে তাদের আর কি চাই। প্রাণীর মাধ্যমে পরিচর্যা পাচ্ছে ওরা সার পাচ্ছে, সেচ পাচ্ছে, পরাগায়ন সেরে নিচ্ছে, আরো কত কি। প্রাণীগুলো একমনে গাছগুলোর সেবা করে ধন্য, কারণ গাছগুলো সুখানুভূতি ছড়িয়ে দিচ্ছে ওদের মনে।

'তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে,' একঘেঁয়ে সুরে বলল স্মিথ। 'পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে এই গল্প যদি বলতে চাও, তাহলে তোমার জন্য আমার দুঃখ হবে।'

'আমার কোনো বিভ্রান্তি নেই,' বিড়বিড় করে বলল কাউনস। 'জানি না কি করতে পারব—তবে পৃথিবীকে সতর্ক করে দেয়ার চেষ্টা করব। তুমি তো দেখেছ প্রাণীগুলোকে নিয়ে ওরা কি করছে।'

'তোমার কথা অনুযায়ী প্রাণীগুলোকে ক্রিতদাস বানিয়েছে গাছগুলো।'

'তার চেয়েও খারাপ। ওই লেজঅলা প্রাণী কিংবা সাপের মতো প্রাণী, অথবা উভয়কেই একসময় মহাশূন্য ভ্রমণের মতো যথেষ্ট সভ্য হতে হবে, তা নাহলে ওই গাছগুলো একসঙ্গে দুই গ্রহে থাকতে পারবে না। তবে গাছগুলোর সাইয়োনিক পাওয়ারের আরো উন্নতি ঘটলে পতন হবে ওদের। কারণ অ্যাটমিক স্টেজে প্রাণীরা বিপজ্জনক হয়ে থাকে। যাক, বাদ দাও এসব, স্মিথ। পৃথিবীকে অবশ্যই জানাতে হবে গাছগুলোর কথা, কারণ আরো পৃথিবীবাসীর আগমন ঘটতে পারে ওই তারকাপুঞ্জে।'

স্মিথ হো হো করে হেসে বলল, 'তুমি কিন্তু এখন বেস থেকে অনেক দূরে। ওই গাছগুলো যদি সত্যিই আমাদের কব্জা করতে চাইত, তাহলে অন্যদের সতর্ক করে দেয়ার জন্যে আমাদের ছেড়ে দিল কেন?'

কাউনস থমকে থেমে গেল। বলল, 'আমি জানি না।'

স্মিথ স্বভাবসুলভ রসিকতায় ফিরে এল আবার। সে বলল, 'আমাকে মিনিটখানেকের মতো সময় দিলে, এ ব্যাপারে বলতে পারি তোমাকে।'

কাউনস, নিজের মাথা পাগলের মতো ঘষতে লাগল। গাছগুলো তাদেরকে ছেড়ে দিল কে? আর কেনই বা সে পৃথিবীর সবাইকে এ ঘটনা জানানর এত তাড়া অনুভব করল, অথচ সেখানে হয়তো বা হাজার বছরেও যাওয়া হবে না কোনো পৃথিবীবাসীর?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাউনস মরিয়া হয়ে ভাবল, ক্ষীণ একটা কিছু উঁকি দিল তার মনে। হাতড়ে বেড়াল জিনিসটা সে, কিন্তু নাগাল পেল না, চলে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে মনে হল, তার ভাবনাকে যেন ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হল। তারপর সেই অনুভূতিটুকুও গেল চলে।

তার মনে একটাই ধারণা, পূর্ণ গতি থাকতে হবে শীপের, দ্রুত পৌঁছুতে হবে পৃথিবীতে।

কত বছর পর ঘটনাটি ঘটল, কোনো হিসেব নেই তার। দুটো গ্রহের মূল গাছের পরাগরেণুগুলো মিলেমিশে নতুন প্রাণীদের পোশাক, চুল এবং শীপের সাথে রওনা হয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বর্ণসঙ্কর নতুন এক প্রজাতির জন্ম হল। এই বর্ণসঙ্কর প্রজাতির রয়েছে নতুন গ্রহে গিয়ে সেখানকার পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর চূড়ান্ত রকমের ক্ষমতা।

নতুন প্রজাতির পরাগরেণুগুলো এখন চুপচাপ অপেক্ষা করছে শীপের ভেতর। মা গাছ থেকে পাওয়া শেষ তাড়নাটুকু তারা চাপিয়ে দিয়েছে শীপের মানুষ দুটোর মনে। দ্রুত যেতে হবে পরিপক্ক নতুন পৃথিবীতে, যেখানে অবাধে বিচরণকারী প্রাণীগুলো প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাবে তাদের।

বীজরেণুগুলো ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করছে নতুন পৃথিবীতে পৌঁছুতে। এই সর্বজয়ী ধৈর্যের কথা কোনো প্রাণী জানে না। পৃথিবীতে পৌঁছার পর প্রতিটা রেণু তার নিজের মতো করে অনুসন্ধান চালাবে, প্রত্যেকেই হয়ে যাবে একেকটি, এ্যাক্সপ্লোরার বা ভ্রমণকারী।

❑ অনুবাদ : হাসান খুরশীদ রুমী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আইডিয়াজ ডাই হার্ড

টেকঅফের পর যখন রকেটটার ঝাঁকুনি কমে এলে স্ট্র্যাপ বা বেল্ট খুলে ফেলল দু'জন। জায়গা খুবই কম আশপাশে। শুধু দুই হাত ইচ্ছামতো নাড়াচাড়া করা যায়। বাকি শরীর নাড়ানোর জায়গাই নেই, পা দুটো এক সাথে নাড়ানো যায় না। একটা একটা করে তা-ও আবার ধীরে ধীরে। এই বন্ধ জায়গায় বসে আছে দু'জন। তারা চাঁদের চারপাশে ঘুরে তারপর পৃথিবীতে ফিরে আসবে। একজন ব্রুস জি ডেভিস। অন্যজন মারভিন ওল্ডবুরী।

মনোবিজ্ঞানীরা তাদের বলে দিয়েছে একাকিত্ব দূর করার জন্য কথা বলতে, শুধু কথা বলতে। তাহলে তাদের ওপর মানসিক চাপ কমবে। ডেভিস বলল, 'কি নিয়ে কথা বলব আমরা?'

আবার কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ, রকেটটি এখন পৃথিবী ও চাঁদের মাঝখানে বিশাল মহাশূন্য দিয়ে চাঁদের দিকে যাচ্ছে। এই দু'জন একে অন্যকে চিনতোও না কিছুদিন আগেও। এই অভিযানের জন্য ভলান্টিয়ার হিসেবে দু'জনকে বাছাই করার পর তারা পরিচিত হয়।

ওল্ডবুরী, যে কিনা অন্যজনের চেয়ে বেশি লম্বা চওড়া, দুই ভুরু জোড়া লাগানো, বলল, 'তারা কিভাবে জানে যে কথা বললে একাকিত্বের চাপ কমবে?' কথাটি পৃথিবীর সেই মনোবিজ্ঞানীদের উদ্দেশে বলা।

ডেভিস, 'কারা কিভাবে জানে?'

ওল্ডবুরী, 'পৃথিবীর সেই মনোবিজ্ঞানী, তারা শুধু কথা বলতে বলেছে। তারা কিভাবে জানলো যে এতে কাজ হবে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেভিস, 'তাদের ঠেকা কি পড়েছে ? ওটা একটা পরীক্ষা মাত্র। এতে যদি কাজ না হয় তবে তারা পরবর্তী দু'জন নভোচারীকে বলবে, 'কোনো কথা বলবে না।'

ওল্ডবুরী বলল, 'তাদের উচিত ছিল আরো জায়গার ব্যবস্থা করা।'

'কেন ?' জিজ্ঞেস করলো ডেভিস।

'তাহলে আমরা দাঁড়াতে পারতাম।'

ডেভিস একটা মৃদু গোঙানির মতো শব্দ করল। এছাড়া আর কি উত্তরই বা আছে ? এই আসনে বসেই তাদের সব কাজ করতে হচ্ছে। রকেট চালনা, খাওয়া দাওয়া এবং প্রকৃতিক কার্য সবই।

ওল্ডবুরী প্রশ্ন করল, 'তুমি এ অভিযানে ভলান্টিয়ার হতে গেলে কেন ?'

'আমরা মহাকাশে ওড়ার আগে তোমার ওই প্রশ্ন করা উচিত ছিল। আমি প্রথমে চেয়েছিলাম চাঁদের অভিযানের প্রথম মানুষ হতে। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে, যেমন কলম্বাস, বিখ্যাত হতে, কিন্তু যতই সময় কাছে আসতে লাগল আমার উৎসাহ কমে আসতে লাগল। আমি প্রতিরাতেই ঠিক করতাম যে পরদিন রিজাইন করব।'

'কিন্তু তুমি তো রিজাইন করোনি।'

'না, আমি করিনি। কারণ, আমি তা করতে পারিনি। কারণ, আমি যে ভীতু তা প্রচার করার ব্যাপারে-ও ছিলাম ভীতু। এমন কি তারা যখন এই সিটের সাথে আমাকে বেঁধে দিচ্ছে তখনো আমি চিৎকার করে বলতে চেয়েছিলাম, 'না! অন্য কাউকে নাও !' আমি তখনো বলতে পারিনি।'

ওল্ডবুরী একটু হেসে বলল, 'আমি তাদের বলতেও চাইনি। আমি একটা চিরকুট লিখলাম যে, আমি এ কাজ পারব না। আমি এটা ওদের নামে ডাকে পাঠিয়ে মরুভূমিতে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। তুমি কি জানো ওই চিরকুটটা এখন কোথায় ?'

'কোথায় ?'

'এই যে এখানে আমার পকেটে।'

ডেভিস বলল, 'এখন আর এসবের মূল্য নেই। যখন আমরা পৃথিবীতে ফিরব, আমরা বীর হিসাবে সম্মানিত হব—বিরাট খ্যাতিসম্পন্ন বীর।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এদিকে লারস নিলসন ও ড. গডফ্রে মেয়ার দু'জনে বসে আছে উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের এক ঘরে। প্রজেক্ট ডিপ স্পেসের সিভিলিয়ান ইন-চার্জ এই নিলসন গড ত্রিশ বছর ধরে। এই কাজটি সে উপভোগ করে।

সে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে আমি যেন একটা অঙ্গব্যবচ্ছেদকারী কেউ। সাইকোলজি গ্রুপের প্রধান ড. গডফ্রে মেয়ার বলল, 'মহাকাশ-যানের মতো কিছু মানুষের জীবনের ঝুঁকি-ও তো নিতে হবে। তাদের নিরাপত্তার জন্য মানুষের পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব আমরা করেছি। তাছাড়া, তারা দু'জন তো ভলান্টিয়ার-ই।'

নিলসন নীরসভাবে বললেন, 'আমি জানি সেটা।' বোঝা যাচ্ছে তিনি খুব একটা স্বস্তি পাচ্ছেন না।

রকেটটিতে বসে ওল্ডবুরী ভাবছিল তাদের আগে মোট তিনটি যাত্রীবিহীন শিপ চাঁদের চারপাশে ঘুরে আসার জন্য পাঠানো হয়েছিল। একটাও ফিরে আসেনি। বৈজ্ঞানিকরা অবশেষে ঠিক করেছে যে, মানুষবিহীন যান পাঠানো আর ঠিক হবে না। ছোটখাট কোনো সমস্যা দেখা দিলে শুধুমাত্র মানুষের পক্ষেই তা সময়মতো ঠিক করা সম্ভব। তাই, এই চতুর্থ চন্দ্র অভিযানে মানুষ নেয়ার পরিকল্পনা করে তারা। ফলে আজ ওল্ডবুরী ও ডেভিস এই রকেটে বসে আছে। একজন বসে বসে অসহ্য বিরক্ত হয়ে উঠতে পারে বলে অনেক কষ্টে দু'জনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ওল্ডবুরী বলল, 'ডেভিস ! এই ডেভিস !'

'কি ?'

'চল দেখি এখান থেকে পৃথিবী কেমন লাগে ?'

'কেন ?'

'কেন নয় ? আমরা মহাশূন্যে, এখান থেকে দৃশ্যটা অন্তত উপভোগ করা যাক।'

ডেভিস তাদের যানের ভেতরের আলোটি নিভিয়ে দিলো ফলে স্কেপের ভিউ-এ ফুটে ওঠা পৃথিবীর প্রতিবিম্বটা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল অন্ধকারের বিপরীতে।

ডায়াল নির্দেশ করছে যে, তারা পৃথিবী থেকে ত্রিশ হাজার মাইল দূরে আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওল্ডবুরী ঢোক গিলল, তারপর শান্তভাবে বলল, 'আমি যদি এখন ওখানে ফিরে যেতে পারতাম।'

ডেভিস অন্য কথা তুলল, 'অন্তত আমরা আজ নিশ্চিত হলাম যে পৃথিবী গোল।'

'এটা নিশ্চয়ই একটা বিরাট আবিষ্কার নয় কি ?'

ওল্ডবুরীর খোঁচাটা বুঝতে পেরে বলল ডেভিস, 'হ্যাঁ, এটা একটা বড় আবিষ্কার। পৃথিবীর খুব কম সংখ্যক লোকই পৃথিবীর গোলত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত। বাকিরা এখনো ভিন্ন ধারণা পোষণ করে।'

'এই পরিস্থিতি ছিল ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত,' বললো ওল্ডবুরী।

'তুমি চিন্তা করে দেখ, নিউগিনির আদিবাসীরা এই ১৯৫০ সাল পর্যন্তও ভাবত যে পৃথিবী চ্যাপ্টা। আমেরিকায় এই ১৯৩০ সাল পর্যন্তও এমন ধর্মীয় সম্প্রদায় ছিল যারা ওই একই কথা বিশ্বাস করত। তারা ঘোষণাও দিয়েছিল যে, কোনো ব্যক্তি যদি প্রমাণ করতে পারে পৃথিবী গোল তবে তাকে পুরস্কার দেয়া হবে। এরিয়া ধরনের চিন্তাভাবনা।'

'ওগুলো সব পাগল।'

ডেভিস কিছুটা উৎসাহিত হয়ে বলে চলল, 'এখন তো আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি পৃথিবী গোল। কিন্তু, এছাড়া এটা প্রমাণ করতে পারবে কি ?'

'তুমি আজগুবি কথা বলছ।'

'সত্যিই কি ? নাকি তুমি তোমার স্কুলে শেখা ভূগোলের পড়াটাকে বাইবেলের লেখা বলে ধরে নিচ্ছ ? তোমাকে তারা কি প্রমাণ দিয়েছে ? চন্দ্র গ্রহণের সময় চাঁদের গায়ে পৃথিবীর গোল ছায়া পড়ে এবং শুধু একটি গোলকের ছায়াই গোল হয়ে পড়ে, এই তো ? এটা সরাসরি ফালতু কথা! একটা চ্যাপ্টা গোলক, একটা ডিম বা একটা এবড়োখেবড়ো আকারের জিনিস-ও কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে গোল ছায়াই ফেলবে। আবার, তুমি যদি বল যে মানুষতো জাহাজে করে পুরো পৃথিবী চক্কর দিয়ে এসেছে অর্থাৎ পৃথিবী গোল। তবে তার উত্তরে আমি বলব, এক বিশাল চ্যাপ্টা পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে সমান দূরত্বে থেকে একটি বৃত্ত রচনা করে ঘুরলেও ঠিক একই ফলাফল পাওয়া যাবে।

www.BanglaBook.org

আর, তুমি বলতে পার যে, সমুদ্র থেকে তীরের দিকে আসা জাহাজের প্রথমে মাস্তুল দেখা যায়, পরে পুরো জাহাজটা দেখা যায়। এটাকে দৃষ্টি বিভ্রম বলে ধরে নেয়া যায়। তুমি তো জান এর চেয়েও অনেকগুণ আজগুবি দৃষ্টি বিভ্রমের ব্যাপার পৃথিবীতে দেখা যায়।'

'আর ফোকাল্টস পেন্ডুলাম ?' উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করে ওল্ডবুরী।

'সেটাও শুধু পদার্থবিদরাই মেনে নেবে। রাস্তার একটা সাধারণ পথচারী বিশ্বাস করাবে কি করে ? আমি বলছি, রকেট মহাকাশে পাঠিয়ে পৃথিবীর ছবি তোলার আগে পর্যন্ত পৃথিবীর গোলত্বের ব্যাপারে কোনো যথাযথ প্রমাণ ছিল না।

এবার ওল্ডবুরী বল, 'কিন্তু পৃথিবী চ্যাপ্টা হলে আর্জেন্টিনার ভৌগলিক অবস্থা পুরো উল্টেপাল্টে যেত। কারণ, তাহলে উত্তর মেরু পৃথিবীর কেন্দ্র হয়ে যেত। তাছাড়া পৃথিবীর ভূ-ত্বকের গঠন পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, তা মোটামুটি কোনো গোলকের মতোই হবে।'

ডেভিস কিছুক্ষণ চুপ থাকল। তারপর চলল, 'আমরা কি নিয়ে খামোখা তর্ক করছি ? বাদ দাও।'

এবার ওল্ডবুরী তার ছেলেবেলার কথা বলে যেতে লাগল। নিউ জার্সির ট্রেন্টনে তার কাটানো জীবনের কথা। সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে হেসে কুটি কুটি হতে লাগল সে। কত কথা মনে পড়ছে। দুঃখের কথাও অনেক এসে ভিড় করছে। এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল একটা নীলচে আলোর আভায়। পৃথিবী থেকে প্রতিফলিত আলো এটা। শিপের জানালা দিয়ে ঢুকেছে। পৃথিবীর বহিবৃত্তের বাঁকটি খুব স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে। তারা এখন পৃথিবী থেকে পঞ্চাশ হাজার মাইল দূরে।

ডেভিস জিজ্ঞেস করল, 'ওই যে পৃথিবী। বল দেখি এর বয়স কত ?'

'কয়েক বিলিয়ন বছর, হতে পারে বলে আমার মনে হয়।'

'তোমার মনে হয় ? এ রকম মনে হওয়ার পেছনে তোমার কি অধিকার আছে ? কয়েক হাজার বছর কেন নয় ? আমার দাদার মতো তোমার দাদাও নিশ্চয়ই বাইবেল অনুযায়ী বিশ্বাস করত যে, পৃথিবীর বয়স ছয় হাজার বছর ? তুমি কিভাবে নিশ্চিত হলে যে তারা ভুল ?'

'কারণ, এখানে প্রচুর ভৌগলিক প্রমাণ রয়েছে আমার সপক্ষে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কি কি প্রমাণ ? এই তো যে—সমুদ্রের সব লবণ তৈরি হওয়ার জন্য কত সময় লেগেছে তার হিসেব? ভূত্বকের নিচে তলানি পড়া পাথরের স্তরের ঘনত্ব কতটুকু তার হিসেব ?'

'ইউরেনিয়ামের আকরিকে কতটুকু লেড জমা হল কত সময়ে তার হিসেব ?'

ওল্ডবুরী পৃথিবী দেখছে। উত্তর দিল না।

'বল,' বলল ডেভিস।

'কি ?'

'তোমার গোল্লায় যাওয়া ভৌগলিক প্রমাণগুলো কি কি ?'

'ও-ও। ঠিক আছে, যেমন ধরো, ইউরেনিয়ামের ক্ষয়ের পরিমাণ।'

'ওটার কথা এইমাত্রই বলেছি আমি। তুমি একটা বুদ্ধু, সেটা কি তুমি জান ?'

ওল্ডবুরী রাগটা দমন করে বলল, 'আমার তা মনে হয় না।'

'তাহলে শোনো। ধরি, বাইবেলের ভাষ্য অনুযায়ী পৃথিবী ছয় হাজার বছর আগেই সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে হতে পারে যে, ইউরোনিয়ামে নির্দিষ্ট পরিমাণ লেড ভরে দিয়েই সৃষ্টিকর্তা একবারে সৃষ্টি করেছেন। ইউরেনিয়াম যদি তৈরি হতে পারে সাথে লেড কেন নয় ? সমুদ্রের পানিও তার সব লবণ নিয়েই সৃষ্টি হতে পারে। ভূ-স্তরের তলানি পাথরের স্তর-ও একবারেই তৈরি হতে পারে। মাটির নিচের ফসিলগুলোও হয় তো একবারেই তৈরি।'

ওল্ডবুরী কিছুটা টিটকারি সুরে বলল, 'অন্যভাবে বলতে গেলে পৃথিবী হয়তো এমন প্রমাণ সহ-ই সৃষ্টি হয়েছে যা পরীক্ষা করলে মনে হবে যে পৃথিবীর বয়স কয়েক বিলিয়ন বছর।'

ডেভিস, 'ঠিক, কেন নয় ?'

'তাহলে আমি বিপরীত প্রশ্নটি করছি, কেন ?'

ডেভিস বলল, 'আমি জানি না কেন। আমি শুধু বলতে চাই পৃথিবীর বয়সের প্রমাণগুলো বাইবেলের বর্ণনাকে যুক্তির মাধ্যমে পুরোপুরি বাতিল করতে পারছে না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওল্ডবুরী বলল, 'আমার মনে হয় তুমি ভাবছ যে, এটা পুরোটাই একটা খেলা—একটা বৈজ্ঞানিক ধাঁধা, যা কিনা মানব জাতির বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষার জন্য।'

'তুমি হয় তো রসিকতা করে বলছ, ওল্ডবুরি, তিক্ত বাস্তবিকই এটা তো অসম্ভব নাও হতে পারে ? এটা একটা ধাঁধাই হতে পারে হয়তো। এটা যে তা নয়, তার প্রমাণও তো তোমার কাছে নেই।'

'আমি কিছুই প্রমাণ করতে চাচ্ছি না।'

'তা নয়, আসলে তুমি হাতের কাছে যে তথ্য পাও তা নিয়েই খুশি। সে জন্যই আমি বলেছিলাম যে তুমি একটা বুদ্ধু। আমরা যদি অতীতে যেতে পারতাম তা হলে একটা কথা হত। সকল বিজ্ঞানের মূলে আছে একটা ধারণা। সেটা কাটছাঁট করে বিজ্ঞান এগোচ্ছে।'

'এতে দোষটা কোথায় ?'

'দোষ আছে। তুমি যদি প্রথমেই একটা ধারণা নিয়ে রাখ তাহলে তোমার মনের দরজাগুলো সব বন্ধ হয়ে যায়। তোমার ধারণা বা চিন্তাধারা তখন তুমি কিছুতেই বদলাতে চাইবে না। গ্যালিলিও বুঝেছিল এই রকম দৃঢ়বদ্ধ চিন্তাধারা বদলানো কেমন কঠিন।'

'কলম্বাস-ও।'

'কলম্বাস! তুমি নিশ্চয়ই বলতে চাচ্ছ যে, সবাই যখন পৃথিবীকে চ্যাপ্টা ভাবছিল তখন কলম্বাস-ই প্রমাণ করেছিল যে, পৃথিবী গোল ?'

'ঠিকই তো।'

'এটাই হচ্ছে স্কুলের শিক্ষকদের পড়ানো কথাগুলো গোগ্রাসে গেলার ফল। আসলে কথা হচ্ছে, কলম্বাসের সময়ে অনেক জ্ঞানীগুণী লোকই পৃথিবী যে গোল তা মেনে নিয়েছিল এখানে কলম্বাসের মূল পয়েন্ট ছিল পৃথিবীর আয়তন।'

'এটা কি সত্য ?'

'অবশ্যই। কলম্বাস এক ইটালীয় ভৌগলিকের ম্যাপ অনুসরণ করেছিল। যেখানে, পৃথিবীর পরিধি দেখানো হয়েছিল পনেরো হাজার মাইল, এবং এশিয়ার পূর্ব সীমান্ত ও ইউরোপের মধ্যে দূরত্ব দেখানো হয়েছিল তিন থেকে চার হাজার মাইল। কিন্তু, পর্তুগালের রাজা জন-এর সভার ভৌগলিকরা এই তথ্যের বিরোধিতা করল। তারা বলল, 'পৃথিবীর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিধি পঁচিশ হাজার মাইল। এশিয়ার পূর্ব সীমান্ত এবং ইউরোপের পশ্চিম সীমান্তের মধ্যে দূরত্ব বারো হাজার মাইল। তারা রাজাকে বুদ্ধি দিল, যেন তিনি আফ্রিকা ঘুরে এশিয়ার সাথে নৌ-যোগাযোগ বহাল রাখেন। মূলত এই পর্তুগিজ ভৌগলিকেরা ছিল শতকরা একশ' ভাগ ঠিক এবং কলম্বাসই ছিল একশ' ভাগ ভুল। পর্তুগিজরা ভারতে পৌঁছাতে পেরেছিল, কলম্বাস পারেনি।'

ওল্ডবুরী বলল, 'কিন্তু সে তো আমেরিকা আবিষ্কার করেছে। এই কথাটা তো ভুললে চলবে না।'

'এটা তার পরিকল্পিত ছিল না, ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে দুর্ঘটনা প্রসূত। সে ছিল বুদ্ধিমান ঠগ, যখন তার যাত্রাপথ প্রমাণ করে দিল যে সে ভুল, তখন সে তার ভুল সংশোধন না করে বরং যাত্রার যাবতীয় নথিপত্র বদল করে ফেলে। কলম্বাস তার ভুল ধারণাটিকেই সঠিক বলে প্রচার করে এবং শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করায়। সে মারা যাওয়ার পরও তার প্রচার করা ভুল ধারণা অনেকদিন টিকে ছিল ; আজো তুমি কলম্বাসের সুনাম করতে করতে মুখে ফেনা তুলে ফেলবে হয়তো। কারণ তোমার মনেও একটি ধারণা জন্মেছে যে, কলম্বাসই প্রথম প্রমাণ করেছিল পৃথিবী গোল।'

'যা ভালো বোঝ।' বিড় বিড় করল ওল্ডবুরি। আবার সে তলিয়ে গেছে তার ছেলেবেলার স্মৃতিতে।

এদিকে উৎক্ষেপণ কেন্দ্রে।

নিলসন বলল, 'তাদের অজান্তে তাদের সব কথা আমরা যে শুনছি, এটা আমার ভালো লাগছে না। নিজেকে বোকার মতো লাগছে ?'

গডফ্রে মেয়ার বলল, 'তা ঠিক। তবে এটাকে মহাকাশে মানুষের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ হিসাবে ধরুন। অতি উচ্চ গতিতে চলার সময় ভলান্টিয়ারদের রক্তচাপ আমরা যে রকম রেকর্ড করি, এটা-ও সে রকম বলেই ধরেনি।'

'ডেভিসের আজগুবি থিওরি সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ?'

'এখনো চিন্তার কিছু নেই বলেই মনে হয়। সে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে রেগে উঠছে কারণ এই বিজ্ঞানের জন্যই আজ সে ওই রকেটের ভেতর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বসে আছে,' বলল মেয়ার।

'তার সম্পর্কে এটাই আপনার থিওরি ?'

www.BanglaBook.org

'এটা একটা থিওরি মাত্র। এই রাগের বহিঃপ্রকাশ হয় তো তাকে স্বাভাবিক রাখবে অথবা তাকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যাবে। এখনই কিছু বলা যায় না। কিন্তু আমার মনে হয় ওল্ডবুরী বেশি বিপদে আছে। সে অন্তর্মুখী হয়ে পড়ছে।'

'তুমি কি মনে করো মেয়ার, যে আমরা হয়তো দেখতে পাব মানুষ মহাকাশ যাত্রার জন্য উপযোগী নয় ? কোনও মানুষ-ই ?'

'যদি আমরা এমন শিপ তৈরি করতে পারি যা, শ'খানেক লোক নিতে পারে এবং যার ভেতরে পৃথিবীর মতো পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব, তাহলে আর কোনো সমস্যা থাকে না। তবে বর্তমানের মতো ছোট যান হলে সমস্যা রয়েই যাবে।'

নিলসন বলল, 'যা হোক, এখন তাদের তৃতীয় দিন চলছে এবং এখনো তারা ভালোই আছে।'

'আমরা এখন তৃতীয় দিনে আছি,' বলল ডেভিস বেশ জোরেই, 'আমরা আর্ধেকের বেশি পথ পার হয়ে এসেছি।'

ওল্ডবেরী তার এক আত্মীয়ের স্মৃতি মুখে মুখে রোমন্থন করছিল, তার পাশাপাশি আরো অনেক আবোল তাবোল কথা ও কবিতা সে বলে যাচ্ছিল। ডেভিসের কথায় বাধা পেল ওল্ডবুরী।

ডেভিস বলল যে, তাদের এখন চাঁদের দিকে তাকানো উচিত।

ওল্ডবুরী বলল, 'তাহলে চাঁদ দেখি চল।'

ওল্ডবুরী ভিউ স্কোপটা এ্যাডজাস্ট করতে লাগল। এসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশিক্ষণ পাওয়া সে, চাঁদ দেখা গেল।

ডেভিস ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, 'যে ভাবেই হোক ওটা ওখানে আছে তাহলে।'

'তুমি কি ভেবেছিলে ওটা ওখানে থাকবে না ?'

'মহাশূন্যে আমি কিছুই আশা করি না। ইতিবাচক বা নেতিবাচক, কিছুই আশা করি না। এর আগে কোনো মানুষ মহাশূন্যে আসেনি, কাজেই, কেউ জানে না এখানে কি আছে। কিন্তু অবশেষে চাঁদটাতো দেখতে পাচ্ছি।'

'তুমি তো পৃথিবী থেকেও চাঁদ দেখতে পাও, তাহলে ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'পৃথিবী থেকে কিছু দেখা গেলেই সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ো না...'

ডেভিস আরো অনেক কিছু বলল। ওল্ডবুরী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চাঁদের দিকে তাকাল। আর কয়েক দিনের মধ্যেই তারা চাঁদ প্রদক্ষিণ করতে শুরু করবে। ওল্ডবুরী চাঁদ নিয়ে তার ছোটবেলার স্মৃতি বলে যেতে লাগল। সে ভাবপ্রবণ হয়ে উঠতে লাগল।

হঠাৎ ডেভিস বলে উঠল, 'তোমার গলার স্বর এরকম হচ্ছে কেন?'

'আমার স্বরে তো কোনো সমস্যা নেই।'

'তোমার গলা ধরে যাচ্ছে, তুমি কাঁদছো।'

'আমার গলা ধরে যাচ্ছে না।' ওল্ডবুরী ঘড়িটা দেখতে লাগল। চাঁদ প্রদক্ষিণ ও পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার সময় নির্ধারিত করে চিহ্নিত করা আছে।

ডেভিস হঠাৎ বলল, 'এখনো পর্যন্ত কোনো ঝামেলা হয়নি।'

ওল্ডবুরী খুব আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল, 'কোনো ঝামেলা হবেও না।'

'তুমি এত নিশ্চিত হলে কিভাবে?'

'ঘড়ি অনুযায়ী সব ঠিক মতোই চলছে।'

'কি বললে?'

কিছুটা দোটানা ভাব করে ওল্ডবুরী বলল, 'কিছু না।' সে ঘুমিয়ে পড়ল।

'দু'শ হাজার মাইল,' বলল ডেভিস 'আমাদের যাত্রা পথের প্রায় পঁচাশি পার্সেন্ট অংশ আমরা পার হয়েছি।'

চাঁদকে এখন তারা বেশ স্পষ্ট-ই দেখতে পাচ্ছে। এবড়োখেবড়ো গা।

'এবং কোনো ঝামেলা হয়নি,' ডেভিস বলে যেতে লাগল, 'বিপদ-নির্দেশক কোনো লাল আলো একবারের জন্যও জ্বলেনি।'

'ভালো।' বললো ওল্ডবুরী।

'ভালো?' তীক্ষ্ণ অনিশ্চয়তার ভাব চোখে ফুটে উঠেছে ডেভিসের,' এর আগে যত শিপ পাঠানো হয়েছে, এই পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করতে সেগুলোর কোনোটারই কোনো ঝামেলা হয়নি। যা হওয়ার এর পরে হয়েছে। অতএব, এখন ভালো শব্দটা বলার সময় আসেনি।'

'আমার মনে হয় না কোন সমস্যা হবে।' বলল ওল্ডবুরি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমার মনে হয় হবে।'

ওল্ডবুরী, ডেভিসকে কিছুটা ভয় পাচ্ছে। ডেভিস যেন পাগলামিতে ভুগছে। শান্ত করার চেষ্টা করল তাকে ওল্ডবুরি, 'এতদূর পর্যন্ত কোনো সমস্যা হয়নি। একদিন দেখা যাবে এ রকম মহাকাশ যাত্রা কত সহজে হয়ে গেছে।'

'তাহলে এই শিপের রেকর্ডিং ডিভাইসগুলো দু'শ হাজার মাইল পরে এসে গোণ্ডগোল করছে কেন ? বল আমাকে।'

'আমরা তা এ্যাডজাস্ট করে ফেলব।'

এবার ওল্ডবুরী তার ছোটবেলায় পড়া একটা সায়েন্স ফিকশনের গল্প বলতে শুরু করল। তাতে লেখা ছিল যে, মঙ্গল গ্রহবাসীরা চাঁদের উল্টো পিঠে অর্থাৎ যে দিকটা সবসময় পৃথিবীর উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে সেই পিঠে তাদের ঘাঁটি তৈরি করেছে। ডেভিস মাঝ পথে বিরক্ত হয়ে তাকে থামিয়ে দিল। মনে আঘাত পেলেও চুপ করে রইল ওল্ডবুরী।

তারা চাঁদের দিকে পড়ছে মুক্তভাবে। ভিউস্কেপে আস্তে আস্তে চাঁদের গহ্বরগুলো সরে যাচ্ছে। তারা এক সময় চাঁদের চারপাশে অর্ধচন্দ্রাকৃতি গতি পথে ঘুরে আবার পৃথিবীর দিকে ফিরে যাবে। ওল্ডবুরীর মনে হচ্ছিল সব কিছুই ঠিক ঠাক হচ্ছে। সে চাঁদের পৃষ্ঠ মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। হঠাৎ শিপের ভেতরটা বিপদ সংকেতের শব্দে ভরে উঠল, অর্ধেক সংখ্যক ডায়ালের ওপরই বিপদ নির্দেশক লাল আলো জ্বলে উঠল। সে ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু ডেভিস প্রায় বিজয়ীর মতো হৈ-হৈ করে উঠল, 'আমি তোমাকে বলেছিলাম ! সমস্যা হবেই !'

তারা চাঁদের অতি নিকট দিয়ে এই মুহূর্তে যাচ্ছে। ওল্ডবুরী চাঁদের পৃষ্ঠের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখতে গেল। গলা চড়িয়ে বিকট চিৎকার করে আঙুল তুলে ভিউস্কেপে দেখাল সে, 'দেখ ! ওটার দিকে দেখ !' ডেভিসও দেখল এবং চিৎকার করে উঠল, 'হায় ঈশ্বর ! হায় ঈশ্বর—' সে বলতেই থাকল। এক সময় ভিউস্কেপ অন্ধকার হয়ে গেল। ওটার ওপর লাগানো লাল বাতিটা জ্বলে উঠল, অর্থাৎ কাজ করছে না ওটা।

নেলসন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। অভিযান ব্যর্থ হয়ে গেছে আবার। দায়ীটা কে ? কেউ-ই দায়ী নয়। ওই দু'জনকে এখন বাঁচাতে হবে।

ডেভিস বলল, 'তুমি ওটা দেখেছ, তাই না ?'

ভীতু স্বরে বলল ওল্ডবুরি, 'আমি ভয় পাচ্ছি।'

www.BanglaBook.org

'তুমি দেখেছ। আমরা চাঁদ ছাড়িয়ে যাওয়ার সময় তুমি চাঁদের অপর পিঠটা দেখেছ, সেখানে কোনো অপর পিঠ-ই নেই ! হায় ঈশ্বর, শুধু কাঠের পিলার আর বিম দিয়ে টাঙানো ষাট লক্ষ বর্গমাইল আয়তনের ক্যানভাস। আমি শপথ করে বলতে পারি, ক্যানভাস!'

সে হাসতে লাগল পাগলের মতো। হাসতে হাসতে তার দম বন্ধ হয়ে এল। সে বলল, 'হয় তো এটাই আসল, হয়তো এর বেশি যাওয়া মানুষের জন্য ঠিক হবে না। ঈশ্বর হয় তো এ পর্যন্তই সীমানা দিয়ে দিয়েছেন। সে জন্যই আগের তিনটি মহাকাশযানও এ পর্যন্ত এসে আর ফিরে যায়নি। শোনো ওল্ডবুরি, আমরা যদি পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারি আর বলি যে, চাঁদ আসলে চাঁদ নয়, একটা ক্যানভাসের তৈরি নকল জিনিস, তবে সবাই আমাদের পাগল ভাববে। আমাদের পাগলা গারদে পুরে দেবে। বুঝেছ ? খবরদার কাউকে এ ব্যাপারে কিছু বলবে না বুঝেছ ? সামান্য কিছুও না, সাবধান !'

ডেভিস ভয়ংকরভাবে ক্ষেপে উঠতে লাগল। হঠাৎ সে ওল্ডবুরীকে আঘাত করতে লাগল বারবার। ওল্ডবুরী চেঁচিয়ে উঠল, 'আমাকে মেরো না। মেরো না।' কিন্তু, ডেভিস থামছে না। সে যেন পাগল হয়ে গেছে।

ওল্ডবুরী শুয়ে আছে খাটে। তার পাশে গড়ফ্রে মেয়ার আর ঘরের এক কোণে লার্স নিলসন। প্রায় এক মাস ধরে ওল্ডবুরির চিকিৎসা চলছে। মেয়ার তাকে কিছু একটা আজ খুলে বলেছে। ওল্ডবুরী দুর্বল স্বরে বলল, 'তাহলে ওটা কোন শিপ ছিল না। আমরা মহাশূন্যে যাই-ইনি।'

মেয়ার বলে চলল, 'এটা ছিল একটা পরীক্ষা। মহাশূন্যে দু'জন মানুষ কি ভাবে খাতা খাইয়ে নেয়, তার পরীক্ষা। তোমরা আগে থেকেই তা জেনে ফেললে এই পরীক্ষার কোনো মূল্যই থাকত না। সমস্যা হওয়া মাত্র আমরা পরীক্ষা বন্ধ করে তোমাদের বের করে নিয়েছি। ভুলগুলো থেকে আমরা শিক্ষা নেব এবং নতুন দু'জন দিয়ে আবার পরীক্ষা চালাবো।'

'আমি নিশ্চয়ই অকৃতকার্য হয়েছি', বলল ওল্ডবুরী।

'আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। অর্থাৎ, পরীক্ষাটি মোটামুটি সফল। এখন শোনো—এটা ঠিক করাই ছিল যে চাঁদের অপর পিঠে যাওয়ার ঠিক আগে সব বিপদ সংকেত জ্বলে উঠবে এবং ভিউস্কোপে বন্ধ হয়ে যাবে। এর ফলে আমরা দেখতে চেয়েছিলাম যে, কয়েক দিনের

www.BanglaBook.org

মহাকাশ ভ্রমণের চাপ সহ্য করেও তোমরা এই ইর্মাজেন্সি কিভাবে সামলাও ! যখন চাঁদ ঘুরে আসার সময় হত তখন আমরা তোমাদের জন্য চাঁদের অপর পিঠে একটি মডেল তৈরি করে রেখেছিলাম।'

নিলসন বলল এবার, 'কিন্তু ভিউস্কোপটি সময় মতো বন্ধ হয়নি, একটি ভালবে সমস্যা ছিল। ফলে তোমরা দেখে ফেললে সবকিছু এবং আমরা বাধ্য হলাম পরীক্ষা বন্ধ করতে।' মেয়ার ও নিলসন করিডর ধরে হেঁটে বের হয়ে যাচ্ছে। তারা একমত যে, ওল্ডবুরি ধীরে ধীর মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে আসছে।

নিলসন বলল, 'ডেভিসের কোনো আশা আছে কি ?'

মেয়ার না সূচক মাথা নাড়ল, 'তার কেস ভিন্ন, সে একদম চুপ মেরে গেছে। কথা বলে না। সব রকম চিকিৎসা চলছে। কিন্তু, কোনো লাভ হয়নি। তার ধারণা হয়েছে, যে কিছু বললে তাকে আমরা পাগলা গারদে পাঠাব অথবা মেরে ফেলব।

'তাকে সব খুলে বলেছেন ?'

'যদি বলি তবে সে হোমিসাইডাল সিজিওর-এ চলে যাবে। তখন তাকে সুস্থ করা হয় তো সম্ভব হবে না। আমার মনে হয় সে চিকিৎসার অযোগ্য হয়ে পড়ছে। আকাশে চাঁদ উঠলে সেদিকে তাকিয়ে ডেভিস বিড়বিড় করে বলে, ক্যানভাস।'

নিলসন বলল, 'এটা শুনে আমার ডেভিসের সেই কথা মনে পড়ছে, যা সে এই অভিযানের প্রথম দিকে বলেছিল। বদ্ধমূল বা দৃঢ়বদ্ধ ধারণা, যে ধারণা সহজে মরে না, তাই না ?'

'এটাই তো এই জগতের দুঃখের ব্যাপার। শুধু—' ইতস্তত করছে মেয়ার।

'শুধু কি ?'

'শুধু একটা ব্যাপার, আমাদের তিনটা মানুষবিহীন শিপের ইনফরমেশন ডিভাইস-ই তাদের ট্রান্সমিশন বন্ধ করে দিয়েছিল চাঁদের অপর পিঠের ওপর দিয়ে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে এবং একটা যান-ও পৃথিবীতে ফিরে আসেনি। মাঝে মাঝে আমার এমনি ভাবি যে—'

'চুপ করো।' বলল নিলসন রাগতস্বরে।

BanglaBook.org

অনুবাদ : শাহরীয়ার শরীফ

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দ্য লাইফ অ্যান্ড টাইমস অব মাল্টিভ্যাক

পুরো পৃথিবী কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। পৃথিবীর সবাই ইচ্ছে করলে ঘটনাটি দেখতে পারত। ঠিক কয়জন ঘটনাটি দেখেছে জানতে চাইলে তার উত্তর দিতে পারবে শুধু বিশাল কম্পিউটার মাল্টিভ্যাক যে পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি প্রতিনিয়ত লক্ষ্য রেখে চলেছে।

এই বিশেষ মামলাটিতে মাল্টিভ্যাক ছিল বিচারক। এ এতো বাস্তববাদী ও সোজাসাপ্টা যে বিবাদি পক্ষের পাল্টা ওকালতি বা আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ এখানে ছিল না। সেখানে ছিল শুধু অভিযুক্ত সাইমন হাইনস এবং তার বিরুদ্ধে আনীত প্রমাণ। অবশ্য প্রমাণটি উপস্থাপন করার জন্য ছিল রোনাল্ড বাক্সট। বাক্সট সব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। তার জীবনের এই দশম দশকে তার সব কোঁকড়া চুল সাদা হয়ে গেছে।

নোরিন মামলাটা দেখছিল না। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'যদি আমাদের কোনো বন্ধু অবশিষ্ট থাকত।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে যোগ করল, 'অবশ্য এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে।'

হাইনস প্রচণ্ড বোকামি করেছে, যেন যে কেউ হেঁটে মাল্টিভ্যাকের কাছে গিয়ে ওই কম্পিউটারকে ভেঙে ফেলতে পারে, যেন সে এই পৃথিবীকে বেষ্টন করে রাখা কম্পিউটারটিকে চেনেই না। যে কম্পিউটারের অধীনে আছে অসংখ্য রোবট। যদি বা সে ভাঙতে সক্ষম হত তাহলেই বা কি লাভ হত তার এবং হাইনস এ কাজটি করেছেও বাক্সটের উপস্থিতিতে।

বাক্সটকে ঠিক সময়মতোই ডাকা হল। ঘোষণা আসল, 'রোনাল্ড বাক্সট এখন প্রমাণ পেশ করবে।' মাল্টিভ্যাকের স্বরধ্বনি সুন্দর। একবার শুনলে কানে লেগেই থাকে। তবে স্বরটি না পুরুষ, না মহিলা। তবে সে যে

www.BanglaBook.org

ভাষাতেই কোনো কথা বলে এত সুন্দর গুছিয়ে বলে যে সে ভাষার লোক তা স্পষ্ট বুঝতে পারে।

'আমি প্রমাণ পেশ করার জন্য তৈরি,' বললো বাকস্ট।

হাইনসের পক্ষে অভিযোগ অস্বীকার করার কোনো উপায় ছিল না। তবে, হাইনস যদি আগের যুগের মতো, মানুষদের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড়াত তবে তাকে আরো দ্রুত অভিযুক্ত করা হত এবং অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করা হত এবং তার শাস্তিও হত অত্যন্ত কঠোর পন্থায়।

পনেরো দিন ধরে বাকস্ট একেবারে একা একা আছে। অবশ্য মাল্টিভ্যাকের রাজত্বে একা থাকতে থাকতে তার সহ্য হয়ে গেছে। এখন আর সেই আগের সময় নেই যে। বিরাট ধ্বংসযজ্ঞের পর মানব জাতি প্রায় ধ্বংসের মুখে চলে গিয়েছিল। তৎকালীন কম্পিউটারগুলো মানুষকে রক্ষার ব্যাবস্থা নেয় এবং আস্তে আস্তে তারা মিলিতভাবে তৈরি করে এই মাল্টিভ্যাক। বর্তমানে মাল্টিভ্যাক চালাচ্ছে পৃথিবীর বেঁচে যাওয়া মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ মানুষকে। কিন্তু এরা কেউই ইচ্ছা করলেই একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারে না, যদি না মাল্টিভ্যাক ইচ্ছে করে।

একাকীত্বে বাক্সট-এর কষ্ট হচ্ছিল না। কারণ গত তেইশ বছর ধরে সে একটা কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিল। তা হল কম্পিউটারে এক ধরনের গাণিতিক খেলায় ডিজাইন করা। পৃথিবীর লোকজন ইচ্ছামতো পেশাজীবন বেছে নিতে পারে, কিন্তু তখনই যখন মাল্টিভ্যাক পরীক্ষা নীরিক্ষা করে নিশ্চিত হয় যে, ওই পেশাটি মানুষের মনোকষ্টের কারণ হবে না।

বাক্সটের এই গাণিতিক খেলা ডিজাইনের কাজটিও মানুষকে মনোকষ্ট দেয়ার মতো কিছুই না। ভেবে বাক্সট বেশ আনন্দ পায়। বাক্সট আন্দাজ করছিল যে এই একাকিত্ব বেশিক্ষণ থাকবে না। কংগ্রেস কোনো তদন্ত না করে তাকে একা রাখবে বলে মনে হয় না এবং এই তদন্তটিও অবশ্য মাল্টিভ্যাকের চূড়ান্ত ন্যায়বিচারের কচকচানির মতো নয়।

এক সময় দেখা গেল নোরিন এসেছে। হাসি মুখে তার দিকে তাকাল বাক্সট। গত পাঁচ বছরে নোরিনের সাথে অনেকবারই তার দেখা হয়েছে। এমনকি নোরিনের দুই সন্তান ও দুই নাতির সাথে দেখা সাক্ষাতগুলোও ছিল আনন্দদায়ক।

'ফিরে আসার জন্য ধন্যবাদ', বলল বাক্সট।

'আমি ফিরে আসিনি,' ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলল নোরিন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কম্বিনেশন সুইচে চাপ দিয়ে বাক্সট দুপুরের খাবার এবং কফি আনিয়ে নিল। সে জানত নোরিন কি খেতে পছন্দ করে। নোরিন কিছু বলল না, তবে এক সময় খেয়ে নিল। ভোজনের পালা শেষে সে বলল, 'কংগ্রেস আমাকে পাঠিয়েছে তোমার সাথে কথা বলার জন্য।' বাক্সট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কংগ্রেস। পনেরো জন নারীপুরুষ নিয়ে গঠিত। যে কংগ্রেসে একসময় আমি নিজেও ছিলাম। কত অসহায় এই কংগ্রেস।'

'কিন্তু তুমি যখন এর সদস্য ছিলে তখন তো এমন ভাবতে না।'

'এখন আমার বয়স হয়েছে নোরিন। অনেক শিখেছি আমি।'

'অন্ততপক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি নোরিন। হাইনস বোকার মতো মাল্টিভ্যাককে ধ্বংস করার মতো একটা অসম্ভব কাজ করতে গিয়েছিল।'

'কিন্তু, তুমি তাকে অভিযুক্ত করেছ।'

'আমাকে তা করতে হয়েছিল। কারণ, আমার অভিযোগ না থাকলেও মাল্টিভ্যাক হাইনসকে ধরতোই। হাইনসের কোনো লাভ হত না। উল্টো, আমার ক্ষতি হয়ে যেত।'

'কোনো মানুষের অভিযোগ না থাকলে মাল্টিভ্যাক হয় তো শাস্তি মওকুফ করে দিত।'

'না। কারণ, এটা হচ্ছে সরাসরি মাল্টিভ্যাক বিরোধী অপরাধ। অন্যান্য সাধারণ অপরাধের মতো নয়।'

'যা হোক, তোমার কারণে হাইনসকে দুই বছরের জন্য সকল কাজকর্ম থেকে বয়কট করা হয়েছে।'

'সে এটারই যোগ্য ছিল।'

'সান্ত্বনা দেয়ার মতোই উত্তর। তবে জেনে রাখ তুমি হয়তো কংগ্রেসের বিশ্বাস হারিয়েছ তবে তার বদলে মাল্টিভ্যাকের বিশ্বাস অবশ্যই লাভ করেছ।' নোরিনের কণ্ঠে ঘৃণা প্রকাশ পায়।

'এই পৃথিবীতে মাল্টিভ্যাকের বিশ্বাস লাভ করা প্রয়োজন।' বলল বাক্সট। এ কথায় নোরিন এতো রেগে গেল যে হয়তো বাক্সটকে আঘাতই করে বসবে। তার ঠোঁট দুটো চেপে ধরায় সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল নোরিন। যা হোক এই আশি বছর বয়সে মারামারি তো আর মানায় না।

'এ ছাড়া আর কিছু কি তোমার বলার আছে?' জিজ্ঞেস করে নোরিন।

'অনেক কিছুই বলার আছে। তোমরা কি সব ভুলে গেছ? তোমাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কি মনে নেই সেই পুরানো বিংশ শতাব্দির কথা ? তার চাইতে এখন আমরা অনেক বেশিদিন বাঁচি, অনেক বেশি নিরাপদ এবং সুখী।'

'কিন্তু অনেক মূল্যহীনও।' যোগ করল নোরিন।

বাক্সট জিজ্ঞেস করল এবার, 'তুমি কি সেই আগের যুগে ফিরে যেতে চাও ?'

'তুমি মিথ্যে ভয় পাও বাক্সট। স্বীকার করছি এক সময় মানব জাতিকে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে মাল্টিভ্যাকের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এখন আর সে প্রয়োজন নেই। আর বেশি সাহায্য আসতে থাকলে মানুষেরা একদিন নরম হয়ে মরেই যাবে। মাল্টিভ্যাককে ছাড়াই আমাদের সব কিছু করা উচিত।'

'কিন্তু কতটুকু ভালোভাবে তা করতে পারবে তোমরা ?'

'যথেষ্ট ভালোভাবে পারব। কিছুদিন অবশ্যই প্রশিক্ষণ নিতে হবে। মানুষকে কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকতে হবে।'

'কিন্তু, কাজতো আমাদের আছেই।'

'আছে, কিন্তু তা মাল্টিভ্যাকের পছন্দ অনুযায়ী। আমাদের পছন্দ এখানে মূল্যহীন। যেমন, তুমি কি কাজটি করছ ? গাণিতিক খেলা ডিজাইন করা ? বসে বসে কাগজে রুল টানা ?'

বাক্সট বলল, 'ব্যাপারটাকে ছোট করে দেখ না।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে আবার বলা শুরু করল, 'মানুষের জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলোকে রাশিমালা দিয়ে সাজানোর চেষ্টা করে তার দ্বারা...'

'কোনো একটা নতুন খেলা বানাচ্ছ, তাই না ? যেন তুমি আর তোমার মতো কিছু মানুষ আনন্দ পায় ?' কথার মাঝখানেই বলল নোরিন। 'এক সময় তোমার এই খেলার ডিজাইন সম্পন্ন হবে আর আমরাও নিয়মমতো মাল্টিভ্যাককে ধন্যবাদ জানিয়ে দেব, তাই না ?'

নোরিন উঠে দাঁড়াল, 'তোমার বিচার হবে রন (রোনাল্ড) এবং তোমার শাস্তি হবে। মাল্টিভ্যাক তোমাকে দৈহিক যে কোনো ধরণের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে ঠিক-ই কিন্তু আমরা কেউ তোমার সাথে দেখা করব না, কথা বলব না এমনকি তোমার সাথে কোনো সম্পর্কই রাখব না। কোনো মানুষের সাহচর্য ছাড়া তুমি তখন কি চিন্তাভাবনাই বা করবে এবং তোমার সঙ্গে কম্পিউটারের খেলাই বা খেলবে কে ?' নোরিন চলে যেতে লাগল।

'নোরিন, দাঁড়াও।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল নোরিন, 'তবে তোমার সাথে তো অবশ্যই মাল্টিভ্যাক থাকবে। তুমি তার সাথে ইচ্ছামত কথা বলতে পার।'

এক সময় বাক্সট দেখল নোরিনকে রাস্তা ধরে চলে যেতে। মনে মনে ভাবল সে, 'হ্যাঁ, মাল্টিভ্যাকের সাথে আমার কথা বলতেই হবে।'

মাল্টিভ্যাক আসলে আলাদাভাবে কোথাও থাকে না। তার অবস্থান লক্ষ লক্ষ অপটিক্যাল ফাইবার, প্লাস্টিকের তার ও মাইক্রোওয়েভের এক বিশাল নেট ওয়ার্কের মধ্যে। তারা সবাই মিলে কাজ করে এই মাল্টিভ্যাক হিসেবে। পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের সবার সাথেই প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখতে সক্ষম এবং এর সাথে সাথে যে কোনো সমস্যা সমাধানেও সক্ষম। যা হোক, মাল্টিভ্যাকের ক্ষমতা সম্পর্কে বাক্সট খুব ভালোই জানে। গত দশ বছর ধরে বাক্সট একটা নতুন ধরনের গাণিতিক খেলা ডিজাইনের চেষ্টা করছে। যা কখনো জ্যাম হবে না এবং ইনফরমেশনের স্রোত বন্ধ হবে না।

এই খেলাটি মোটামুটি দাঁড় করানোর পর বাক্সট কংগ্রেস ছেড়ে দেয়। তারা শুধু বক বক ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারে সেখানে?

মাল্টিভ্যাক মুখের কথার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। করে কৃত কাজের বিরুদ্ধে। যেমনটা ঘটেছে হাইনসের বেলায়। হাইনসের আক্রমণটি এক বিরাট বিপদের সৃষ্টি করেছে। বাক্সট ঠিক এর জন্য এসময় প্রস্তুতও ছিল না।

মাল্টিভ্যাকের সাথে ইন্টারভিউ করাটা সোজা নয়। এতে সময় লাগে। তাছাড়া মাল্টিভ্যাক চিন্তা ভাবনা করে দেখে যে এটা আদৌ প্রয়োজনীয় কিনা। মাল্টিভ্যাকের দিন দিন পরিবর্তন হচ্ছে। কারণটি হয়তো তার একটানা আত্ম উন্নয়নের ব্যাপারটি। যতই দিন যাচ্ছে সে নিজের গুরুত্ব বাড়াচ্ছে আর তার ধৈর্যও কমে আসছে।

বাক্সট, মাল্টিভ্যাকের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করছিল। কংগ্রেস ছেড়ে দেওয়া, খেলা প্রোগ্রামিং এবং অবশেষে হাইনসের বিরুদ্ধে প্রমাণ উত্থাপন এসব কিছু তাকে মাল্টিভ্যাকের কাছে প্রিয় করে তুলেছে। এটাই সাফল্যের চাবিকাঠি এই পৃথিবীতে।

সে এই সুযোগটাকে কাজে লাগাবে। বাক্সট সময় নষ্ট না করে আকাশ পথে সবচেয়ে নিকটবর্তী সাবস্টেশনের দিকে রওনা দিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘরটা এমনভাবে সাজানো যেন মনে হচ্ছে একদল মানুষ এখনই এসে আলোচনা চালাবে এখানে বসে। বাক্সটের একবার মনে হল মাল্টিভ্যাক আবার মানুষের রূপ ধরে তার সঙ্গে দেখা করবে নাকি ?

না। সে রকম হল না। মাল্টিভ্যাকের স্বরধ্বনি শোনা গেল। কিন্তু এটা আগের মত এত বেশি সুমধুর আর নয়। তারপর ও শুতে ভালোই লাগে। মাল্টিভ্যাক সরাসরি বলল, 'শুভ সকাল বাক্সট। তোমাকে স্বাগতম। তোমার সাথের মানুষরা তো তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে দেখছি।'

'তাতে আমার কিছু আসে যায় না, মাল্টিভ্যাক। মানুষের ভালোর জন্য তোমার সিদ্ধান্তগুলো মেনে নিই এটাই আসল কথা। তোমার প্রাচীন মডেলে ঠিক যেভাবে তোমাকে প্রোগ্রাম করা হয়েছিল আর কি।'

'তুমি বুঝতে পারছ, কিন্তু, আরো অনেক মানুষ বোঝে না কেন ?'

নিজের প্রসঙ্গে চলে আসল বাক্সট, 'আমি তোমার কাছে একটা সমস্যা নিয়ে এসেছি।'

'কি সেটা ?'

বাক্সট বলে চলল, 'মানুষের জীন ও তাদের ক্রমবিন্যাস নিয়ে আমি বহু বছর গবেষণা করেছি। কিন্তু আমি সাফল্য পাচ্ছি না। এমন কি আমার ব্যাক্তিগত কম্পিউটারের পক্ষেও এ কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়।'

মাল্টিভ্যাক কেমন একটি যান্ত্রিক শব্দ করল। বাক্সটের মনে হল মাল্টিভ্যাক হাসছে। মানুষের মতো এই আচরণটি করতে দেখে বাক্সট বেশ অবাক হল।

মাল্টিভ্যাক বলল, 'মানব শরীরে হাজার হাজার ভিন্ন জীন আছে। তাদের প্রত্যেকটির গড়ে পঞ্চাশটি বিভিন্নতা আছে। সব মিলিয়ে অসংখ্য যা হয়তো ধারণাও করা যাবে না। তাদের প্রতিটির সম্ভাব্য রাশিমালা বের করতে গেলে এই আমার ক্ষেত্রেও যা সময় লাগবে তা এই বিশ্বকাণ্ডের কল্পনীয় দীর্ঘতম সময় হবে।'

বাক্সট বলল, 'কোনো সম্পূর্ণ তালিকার প্রয়োজন নেই। এটা আমার খেলাটির একটি বৈশিষ্ট্য। কিছু রাশিমালা অন্যগুলোর চেয়ে বেশি সম্ভাব্য আর এই সম্ভাব্যগুলোর মধ্যে আবার কিছু রাশিমালা অন্যগুলোর চেয়ে বেশি সম্ভাব্য আর এই সম্ভাব্যগুলোর মধ্যে আবার কিছু আছে আরো বেশি সম্ভাব্য। এভাবে একেবারে চূড়ান্ত সম্ভাব্যগুলো বাছাই করলে পুরো কাজটিই অনেক ছোট হয়ে আসবে। সম্ভাব্যতার ওপর সম্ভাব্যতা বিচারের এই কাজটি করতেই আমি তোমার সাহায্য চাচ্ছি, মাল্টিভ্যাক।'

www.BanglaBook.org

'কিন্তু তা করতেও তো অনেক সময় লাগবে। আমি কিভাবে তা করব ?'

বাক্সট কিছুটা ইতস্তত করল। মাল্টিভ্যাককে এই জটিল কাজ গছিয়ে দেয়াও তো এতটা সহজ হবে না। সে বলল, 'এগুলোর ভেতরে যে কোনো একটি নির্দিষ্ট রাশিবিন্যাসকৃত জীন থাকবে যা এমন মানুষ সৃষ্টি করবে যে মানুষ তোমার সব আদেশ মানবে, তোমার বিচার, আনন্দের সাথে মেনে নেবে। সঠিক রাশিবিন্যাসটি আমি পাচ্ছি না। কিন্তু, তুমি হয় তো পাবে এবং তখন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে সে রকম মানুষ তৈরি...'

বাক্সটের কথার মাঝেই বলল মাল্টিভ্যাক, 'আমি বুঝতে পারছি তুমি কি বলতে চাচ্ছ। ব্যাপারটা ভালো। আমি এ ব্যাপারে কিছু চেষ্টা চালাব।'

বাক্সট নোরিনের ব্যক্তিগত ওয়েভলেংথ-এ যোগাযোগ করতে চেষ্টা করল। কিন্তু, পরপর তিনবার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বাক্সট অবাক হলো না। গত দু'মাস থেকেই সব যান্ত্রিক ব্যাপারে মাঝে মাঝে সামান্য সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যদিও সেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নয়। কিন্তু যখনই এসব ছোটখাটো সমস্যা হচ্ছে বাক্সট খুব খুশিমনে ব্যাপারটা উপভোগ করছে। চতুর্থ বারে সংযোগ পাওয়া গেল।

নোরিনের হলোগ্রাফিক ত্রি-মাত্রিক ছবিটি ভেসে উঠল, বলল বাক্সট, 'তোমার যোগাযোগের জবাবে যোগাযোগ করছি।'

'এক সময় মনে হয়েছিল তোমার সাথে যেন আর যোগাযোগই হবে না। তা তুমি কোথায় ছিলে ?' নোরিন বলল।

'আমি আছি ডেনভার-এ।'

'ডেনভার কেন ?'

'পুরো পৃথিবী আমার চারণভূমি, যেখানে খুশি আমি যেতে পারি।'

'এবং যেখানেই যাবে নিজেকে একা পাবে বাক্সট। আমরা তোমার বিচার করব।'

'এখনই ?'

'এখনই।'

'এখানেই ?'

'এখানেই।'

নোরিনের চারপাশে আরো চৌদ্দজন মানুষের হলোগ্রাফিক ত্রি-মাত্রিক ছবি ভেসে উঠল, তাদের মধ্যে ছয়জন পুরুষ ও আটজন মহিলা।

বাক্সট সবাইকে চেনে। কিছুদিন আগেও এরা তার বন্ধু ছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এখনই কেন ?' বললো সে, 'এবং এখানেই কেন ?'

স্বয়ংক্রিয়ভাবে বক্সেটকে ফেরান হল এলড্রেড-এর দিকে। এই মহিলাটিই সবার মধ্যে বয়সে বড় এবং কর্তৃত্বও এর হাতে, যদি বা মানুষের কর্তৃত্ব বলে কিছু থেকে থাকে। মুখে বয়সের ছাপ পড়লেও তার কণ্ঠস্বর ছিল দৃঢ় ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক। সে বলল, 'কারণ, আমাদের হাতে চূড়ান্ত তথ্য এসে গেছে। নোরিনই তোমাকে বলুক, কারণ সেই তোমাকে সবচেয়ে ভালো চেনে।'

বাক্সট নোরিনের দিকে তাকাল, 'আমাকে কোনো অপরাধে অভিযুক্ত করা হচ্ছে ?'

'চালাকি কোর না রন (রোনাল্ড)। মাল্টিভ্যাকের বিরুদ্ধে অবস্থান না নেয়াটাই মানুষ হিসেবে তোমার অপরাধ। সেজন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি যে কোনো জীবন্ত মানুষ তোমাকে সঙ্গ দেবে না, তোমার সাথে কথা বলবে না, তোমার উপস্থিতি কামনা করবে না এবং তোমার ডাকে সাড়াও দেবে না।'

'আমাকে একঘরে করা হচ্ছে কেন ?'

'কারণ, তুমি মানব জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো।'

'কিভাবে ?'

'তুমি কি অস্বীকার করবে যে মাল্টিভ্যাকের দাসত্ব করার মতো নতুন মানবগোষ্ঠি তৈরির চেষ্টা তুমি করছ ?'

'ও-ও,' বলে দু'হাত বুকের সামনে ভাঁজ করে দাঁড়াল বাক্সট, 'তোমরা ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি-ই ধরে ফেলেছো দেখছি।'

'তুমি কি অস্বীকার করবে যে তুমি মাল্টিভ্যাকের কাছে সাহায্য চেয়েছো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে এ রকম দাস মানব তৈরি করার জন্য ?'

'আমি আরো ভালো মানব জাতি তৈরি করতে চাচ্ছি। এটা বিশ্বাসঘাতকতা ?'

এলড্রেড মাঝখানে বলে উঠল, 'আমরা তোমার সাথে অযথা তর্কে যেতে চাই না, রন। আমাদের আর কখনো বল না যে মাল্টিভ্যাক ছাড়া মানুষ অপারগ, জীবনযুদ্ধে কোনো দরকার মানুষের নেই এবং সব মানুষ নিরাপদে আছে। তুমি যাকে নিরাপত্তা বল আমরা তাকে বলি দাসত্ব।'

বাক্সট বলল, 'তোমরা কি আমাকে এখনই শাস্তি দিতে চাও ? নাকি আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হবে ?'

www.BanglaBook.org

'তুমি এলড্রেডের কথা শুনেছ।' বলল নোরিন, 'তুমি আত্মপক্ষ সমর্থনে কি বলবে আমরা জানি।'

'আমরা সবাই-ই এলড্রেডের কথা শুনলাম। কিন্তু, আমার কথা তো কেউ শুনতে চাইল না।' বলল বাক্সট।

কংগ্রেসের সদস্যরা একে অন্যের দিকে তাকাল। তারপর এলড্রেড বলল, 'বল।'

বাক্সট বলতে লাগল, 'আমি গাণিতিক খেলার বিষয়ে একটি সমস্যা সমাধানের জন্য মাল্টিভ্যাকের কাছে সাহায্য চেয়েছি। এ ব্যাপারে তার উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য আমি তাকে বলেছি যে অসংখ্য জেনেটিক বিন্যাসের মধ্যে এমন একটি বিন্যাস অবশ্যই পাওয়া যাবে যা দিয়ে মাল্টিভ্যাকের সব নির্দেশ আনন্দের সাথে মেনে চলার মতো মানুষ সৃষ্টি করা সম্ভব। এই কথাগুলোতে উৎসাহিত হয়েই শুধুমাত্র মাল্টিভ্যাক মানবদেহের জীন বিন্যাসের এই অবসম্ভব বিশাল কাজটি নিয়েছে। মাল্টিভ্যাকের চিন্তাভাবনা অনুযায়ী ওই নতুন ধরনের মানবগোষ্ঠি-ই মানব জাতির জন্য উত্তম। মাল্টিভ্যাক ইতোমধ্যে জেনেটিক বিন্যাসের কাজ শুরু করে দিয়েছে এবং এ কাজে তাকে কঠিনতর থেকেও কঠিনতর অসংখ্য গাণিতিক সমস্যা বিশ্লেষণ করতে হলে যার সংখ্যা অকল্পনীয়ভাবে এতই অসংখ্য যে তা মাল্টিভ্যাকের পক্ষেও সহ্য করা বা সামলান সম্ভব নয় এবং তোমরা সকলেই তার সাক্ষী।'

'কিসের সাক্ষী?' জিজ্ঞেস করল নোরিন।

'আমার সাথে যোগাযোগ করতে গিয়ে তোমরা অনেকবার সংযোগ বিচ্যুতির ঝামেলায় কি পড়নি? গত দু'মাস ধরে এ রকম অসংখ্য ছোট ছোট সামস্যা সবার যন্ত্রপাতিতেই দেখা যাচ্ছে যা আগে কখনো হত না। তোমরা চুপ করে আছ। তাহলে ধরে নিতে পারি তোমরা অবশ্যই ব্যাপারটা খেয়াল করেছ।'

'যদি খেয়াল করেই থাকি, তাতেই বা কি?'

বাক্সট বলে চলল, 'মাল্টিভ্যাক তার সমস্ত বাড়তি সারকিট ব্যবহার করে আমার দেয়া কাজটি সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে। পুরো পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করার চাইতেও তার কাছে এখন জরুরি হচ্ছে আমার দেয়া কাজটি। কারণ, এভাবেই তার অনুগত মানব জাতি সৃষ্টি করা যাবে এবং চিন্তাভাবনা অনুযায়ী তার অনুগত মানুষেরাই সুখী মানুষ।'

www.BanglaBook.org

নোরিন বলল, 'এসবের মানে কি ? এতকিছুর পরেও মাল্টিভ্যাকের ক্ষমতা আছে পুরো পৃথিবী নিয়ন্ত্রণের। বরং কিছুদিন খামোকাই আমাদের কিছু সমস্যা নিয়ে চলতে হবে। এক সময় হয় মাল্টিভ্যাক সমস্যাটা সমাধান করে ফেলবে, নয় তো বুঝে ফেলবে এটা সমাধানযোগ্য নয়, ফলে এ চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে সে আবার পূর্বের কাজকর্মই করে যেতে থাকবে। এমন কি তখন হয় তো আরো কঠিন দাসত্বের মুখে পড়তে হবে আমাদের সবাইকে।'

'কিন্তু আপাতত তো সে অন্য দিকে মনোযোগ দিয়ে রেখেছে।' বলল বাক্সট, 'এবং আমরা এমন অনেক কিছুই বিনা বাধায় করতে পারছি আগে যা আমরা মাল্টিভ্যাকের অনুমতি ছাড়া করতে পারতাম না। কাজেই, আমাকে বোঝার চেষ্টা করো। আমার আরেকটি গাণিতিক খেলা আছে। তা হল মাল্টিভ্যাকের মডেলের নেটওয়ার্কে নতুনভাবে সাজানো। আমি ইতোমধ্যেই তোমাদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি যে সেই নেটওয়ার্কে অবশ্যই এমন একটি জায়গা আছে যেখানে সমস্ত কার্যস্রোত এসে জমা হয় একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে। ওই জায়গাটিকে অকার্যকরী করে দিতে পারলে তা হবে পুরো নেটওয়ার্কটির জন্য একটি ভয়াবহ আঘাত। যা অন্য কোনো জায়গায় ওভারলোডিং ঘটিয়ে সে জায়গাটিকে নষ্ট করে দেবে। সে জায়গাটি আবার ঠিক একই কাণ্ড ঘটাবে আরেক জায়গায়, এভাবে চলতেই থাকবে, যতক্ষণে পুরো কম্পিউটারটিই নষ্ট হয়ে না যাচ্ছে।'

'তাহলে !'

'মাল্টিভ্যাকের মনোযোগ অন্য দিকে সরে গেছে। আমি অনেক কষ্টে তার বিশ্বাস অর্জন করেছি, অবশ্য তার জন্য তোমাদের সকলকে হারাতে হয়েছে। তোমরা যদি ব্যাপারটা জানতে আর তোমাদের কাছ থেকে কোনোভাবে মাল্টিভ্যাক তা টের পেয়ে যেত তাহলে আমাকে বিশ্বাস করত না এবং আমিও সফল হতাম না। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে মাল্টিভ্যাক অন্যমনস্ক হয়েছে এবং আমিই সেই ব্যক্তি যে এটা সম্ভব করেছি।'

বাক্সটকে চৌদ্দজন-ই দেখছে ও শুনছে।

বাক্সট বলে চলল, 'অজেয় শত্রুকে আক্রমণ করে কি লাভ ? প্রথমে তাকে দুর্বল করে নাও, তারপর...'

বাক্সট হঠাৎ কথা বন্ধ করে ফেলল। অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত

www.BanglaBook.org

রাখল সে। সে যেন নিশ্বাস বন্ধ করে কি অনুধাবন করতে লাগল। হঠাৎ চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। হালকা গুঞ্জনও নেই। মাল্টিভ্যাক বন্ধ হয়ে গেছে। জানালা দিয়ে দূরের রোবটগুলোকে দেখল বাক্সট। রোবটগুলো যার যার নির্দিষ্ট কাজ করে যাচ্ছে, কোনোটাই এগিয়ে আসছে না।

তার সামনে তখনো কংগ্রেসের চৌদ্দজন নারী পুরুষের হলোগ্রাফিক ত্রি-মাত্রিক অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে এবং তারা হতভম্ব হয়ে গেছে কি ঘটল তা দেখে।

বাক্সট বলল, 'মাল্টিভ্যাক বন্ধ হয়ে গেছে, তার সব সার্কিট পুড়ে গেছে। সে আর পুনর্জ্জীবিত হবে না।' নিজের কথা নিজেরই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না তার, 'তোমাদের ছেড়ে যেদিন আমি চলে এসেছিলাম সেদিন থেকেই আমি এ কাজটি সম্পন্ন করার চেষ্টা করছিলাম। হাইনস যখন মাল্টিভ্যাককে আক্রমণ করে বসল, আমি ভয় পেয়েছিলাম যে এরকম আরো হয় তো ঘটবে এবং মাল্টিভ্যাক নিজের পাহারা বাড়িয়ে দেবে। তখন আমার পক্ষেও হয়তো তার বিশ্বাস ধরে রাখা আর সম্ভব হবে না।'

বাক্সট কথা বলতে বলতে উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছিল। কিন্তু জোর করে নিজেকে শান্ত রাখল এবং গাম্ভীর্যের সাথে বলল, 'আমি আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দিলাম।'

বাক্সট চুপ করল। চৌদ্দটি অবয়ব তার দিকে চেয়ে আছে, যেন কিছু বলতেও ভুলে গেছে তারা।

বাক্সট তীক্ষ্ণভাবে বলল, 'তোমরা মুক্তি চেয়েছিলে, তা পেয়েছ।' তারপর অনিশ্চিত স্বরে আবার বলল বাক্সট, 'এটা কি তোমরা চাও?'

অনুবাদ ঃ শাহরীয়ার শরীফ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG